১৩৩৮] বৈশাখ [৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

পল্লী মঙ্গল সমিতির মাসিক পত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল

Devoted to Health Agri. & General Interest

৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

with which মাসিক "গল্পগুচ্ছ" is incorporated

হেড অফিস:— ঢাকা

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়।

শাখা:— ভারতের সর্ব্বত্র

দশমূলারিষ্ট—১৲

বহুমূল্য উপাদানে প্রস্তুত।

স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই অবশ্য ব্যবহার্য্য। কান্তি, পুষ্টি ও বল বর্দ্ধক। অকালবার্দ্ধক্যনাশক।

গণোরিয়া বা উপসর্গিক মেহে

মেহ বজ্র—১॥০

যত কঠিন গণোরিয়া রোগ হউক ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। আর এই ঔষধ ১ মাস ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।

অশোক রসায়ন—১॥০

ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত—১৲

যাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ; ঋতু সম্বন্ধীয় ও সূতিকা রোগনাশক।

বিনামূল্যে—ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

"ডেলাইট"

কে, সি, দে এণ্ড সন্স

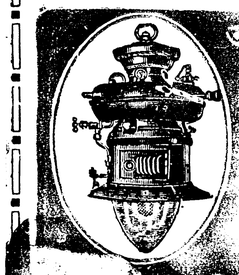

৯৬, লোয়ার চিৎপুর রোড। ব্র্যাঞ্চ:-১৭৭, পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা]

প্রতি সংখ্যা—।৴০ আনা

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

চ্যবনপ্রাশ ৩৲ সের।

মকর ধ্বজ ৪৲ তোলা।

ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

ঢাকা (কারখানা ও হেড আফিস), কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ১০৯ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, শ্যামবাজার গোলবাড়ীতে নূতন ব্রাঞ্চ। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, মাদারীপুর কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, গোহাটী, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, মেদিনীপুর, বহরমপুর, রাজসাহী, ভাগলপুর, পাটনা, কাশী, এলাহবাদ, কানপুর, লক্ষ্মৌ, গোরক্ষপুর, দিল্লী, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

(১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে যুগান্তর আনিয়াছে)

চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের। সর্দ্দি, কাসি, স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় মহোপকারী।

সারিবাদ্যরিষ্ট—৩৲ সের। সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতের বেদনা, স্নায়ুশূল, গেঁটেবাত, ঝিঁঝিবাত প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

অমৃতারিষ্ট—ম্যালেরিয়া এবং পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। ৸০ শিশি

বসন্তকুমার রস—৩৲ সপ্তাহ। বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—২০৲ টাকা তোলা। সকল প্রকার ক্ষয় রোগ, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

নেত্রামৃত—যাবতীয় চক্ষু-রোগের মহৌষধ। ॥০ শিশি।

কলেরান্তক—বহু পরীক্ষিত কলেরার আশ্চর্য্য মহৌষধ, ॥০ শিশি

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলার অধিনায়ক মহাত্মা **শ্রীমৎ ভোলানাথ গিরি** মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন,—"এছাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিমে কো'ই নেই কিয়া, **আপতো রাজচক্রবর্ত্তী হ্যায়।**"

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় ও বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর **লর্ড লীটন** বাহাদুর এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achievement)।" বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর **লর্ড রোণাল্ডসে** বাহাদুর—"এই কারখানায় এত বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি **বিস্ময়াবিষ্ট** (astonished) হইয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিহার উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব **গভর্ণর সার হেনরী হুইলার** বাহাদুর—"এরূপ ধারণাই ছিল না যে, দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত (manufactured) হয়।

দেশবন্ধু **সি, আর, দাশ**—"শক্তি ঔষধালয়ের কারখানায় ঔষধ প্রস্তুতের অবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদ—

(ষড়্গুণবলিজারিত স্বর্ণঘটিত)
মকরধ্বজ—৮৲ তোলা

(স্বর্ণঘটিত)
মকরধ্বজ—৪৲ তোলা।

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল—৬৲ সের সর্ব্বজন প্রশংসিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশ-তৈল।

অশোকঘৃত—৬৲ সের। স্ত্রীরোগ, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর ও বাধক বেদনার মহৌষধ।

দশনসংস্কার চূর্ণ—৵০ আনা কৌটা। যাবতীয় দন্তরোগের মহৌষধ। সকল বড় দোকানেই পাওয়া যায়।

বৃহৎ খদিরবটিকা—৵০ আনা কৌটা (কণ্ঠশোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাম্বূলবিলাস।)

দাদমার—৵০ আনা কৌটা দাদ ও বিখাজের অব্যর্থ মহৌষধ।

মরিচাদি মলম—৵০ কৌটা

এই চারিটী ঔষধে পাইকারদের **উচ্চহারে কমিশন** দেওয়া হয়। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন

চিঠি, পত্র অর্ডার, টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে সর্ব্বদাই প্রোপ্রাইটার নামোল্লেখ করিবেন।
নানাপ্রকার রোগের বিবরণ ও তাহার চিকিৎসা আমাদের ক্যাটলগে পাইবেন, ইহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়, আজই পত্র লিখুন।
N. B. কবিরাজ মহোদয়গণের জন্য উচ্চহারে কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

প্রোপ্রাইটর—শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী বি,এ,(রিসিভার)

ম্যালেরিয়া
ও অন্যান্য জ্বরের মহৌষধ

'পাইরেক্স'

সুবিদিত, সুপরীক্ষিত ও সুপরিচিত

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা

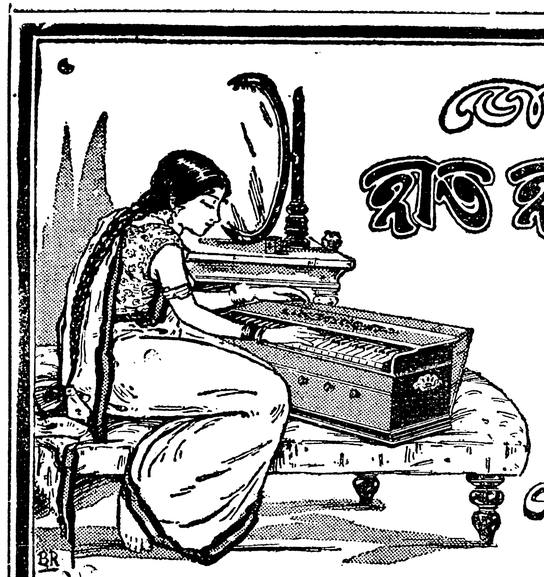

ডোয়ার্কিনের
হাত হারমোনিয়ম
৫০ বৎসর ধরিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। আমরাই প্রচলিত হারমোনিয়মের আবিষ্কর্ত্তা। আমাদের যন্ত্রের সুর অননুকরণীয়।
ফ্লুটিনা ৩ অক্টেভ ২সেট রীড্
মেহগ্নি পালিস ৫ ষ্টপার
বাক্স সহ মূল্য ৪৫৲
বিশেষ বিবরণের জন্য আমাদিগকে লিখুন।
ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্।
সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ও গ্রামোফোন বিক্রেতা
৮।১নং ডালহাউসী স্কোয়ার
কলিকাতা

স্বর্গীয় সৌরভেপূর্ণ
এসেন্স
মন্দার

রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়
সুবাসিত
তিলতৈল

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

পল্লী-মঙ্গল সমিতির—টোট্‌কা চিকিৎসা—৪র্থ ভাগ প্রকাশিত হইল।
মূল্য ৷৷০, অভিপ্রায় হইলে গ্রহণ করুন।
৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৃহস্থ মঙ্গলের বিষয় সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	দেশের শিল্প—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ...	১
২।	টোট্‌কা চিকিৎসা—কবিরাজ নিশানাথ সেন আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর ...	৭
৩।	সর্প দংশন—শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ...	৯
৪।	লতাপতার গুণাগুণ নিম্ববৃক্ষ—যতীন্দ্রনাথ মিত্র	১১
৫।	কোষ্ঠবদ্ধতা—ডাঃ শ্রীঅন্নদামোহন গুপ্ত এইচ্, এম্-বি ...	১৪
৬।	রৌদ্রের গুণ-দোষ—অধ্যাপক রমেশ শর্ম্মা ...	১৫
৭।	রৌদ্রের উপকারিতা—	১৫
৮।	জল— শ্রীদর্পহারী দাস এম্-এ ...	১৭
৯।	জলের ব্যবহার—	১৯
১০।	আমের কলম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ...	২১
১১।	কৃষি ও সার চাষে পানা—শ্রীরামজীবন গুছাইত ...	২৫
১২।	সৎকথা—	২৮

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের
জগদ্বিখ্যাত—
পাগলের মহৌষধ।
৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।
এস, সি, রায় এণ্ড কোং
১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাদ, একজিমা, কাউর, কাটা ও পোড়া, ঘা, পায়ের হাজা, কানচটা, চশিপোকা প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত
পি, সি, মুখার্জ্জীর
"মিলেনা" মলম
দাদ তিন দিনে আরোগ্য হইবে। তাহা ছাড়া ঠিকমত লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, বহু দিনের কাউর ও উপরোক্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, এমন কি পায়ের কড়া পর্য্যন্তও ভাল হইবে।
চুলকাইয়া লাগাইতে হইবে না। কোনরূপ দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে "একশত টাকা" পুরস্কার পাইবেন।
প্যাকেট ⁄০, শিশি ।০, মাঝারী শিশি ৷৷০, বড় শিশি ১৲।
পাইকারী দর স্বতন্ত্র।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
প্রোপ্রাইটার—মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ১০৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রাপ্তিস্থান—ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ও নাথ ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং ২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের সমগ্র শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ পৃষ্ঠপোষিত বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন সন্দেশ বিক্রেতা
আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
ও তাঁহাদের স্থাপিত আমিষ খাবার ও গরম চায়ের জন্য
মডেল কেবিন
বাসি মাংস দিই না—হাজার লোকের উচ্ছিষ্ট জলে ধোয়া পাত্রে খাবার দিই না—
তাই আমাদের বিশেষত্ব।
শ্রীমানী মার্কেট—শিমলা, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার কলিকাতা (ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আম্লাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয়, সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

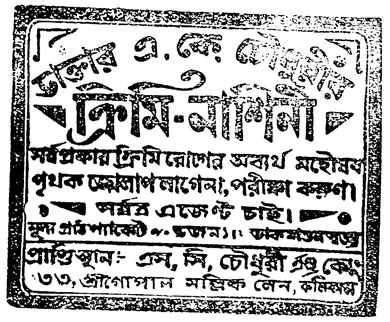

মেয়েদের সূতিকায়

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড কোং’র

সূতিকা-নাশিনী

ব্যবহার করুন।

প্রাপ্তিস্থান—

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড কোং

৩৩ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

কিম্বা

সকল বড় বড় ঔষধের দোকানে।

গৃহিণীর মুখভার

আর সহ্য করিতে হইবে না

আমরা নিরূপিত সময়ে আপনার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুন্দর সৌখিন ডিজাইন।

উৎকৃষ্ট গঠন এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্য।

পানমরার জন্য সকল সময়ে দায়ী থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক রকম চেন, ব্রেসলেট, আংটী, ঘড়ি, মাকড়ী, ইয়ারিং, নাকছাবি, কাণফুল, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ঘোষ এণ্ড সন্স ১৬-১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স

টেলিফোন কলিকাতা নং ২৫৯৭।] [টেলিগ্রাম "Ghoshons" Calcutta.

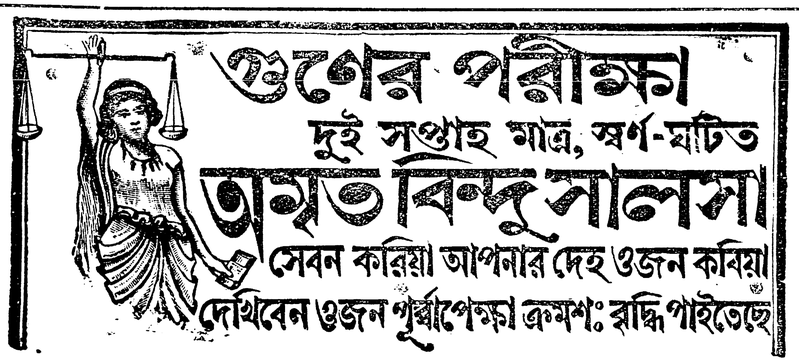

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা অমৃতবিন্দু সালসা রক্ত পরিষ্কারক, বলকারক গরমি পারা-দোষ, প্রমেহ, খোস পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল।৵০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ৸০ আনা ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা মাশুল ১।০ টাকা।

বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারা ও আমলাসা গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।

নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভবাজার, কলিকাতা।

মেহনত ও পয়সা খরচ

দুই-ই হবে

কিন্তু ফসল বাঁচাতে পারবেন না।

পুকুরের মাছ চুরিও নিবারণ হবে না।

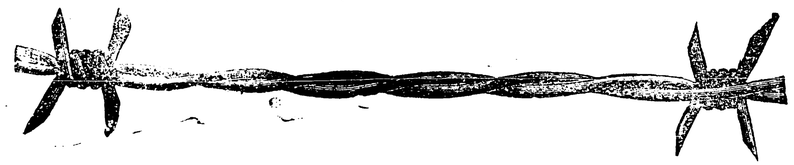

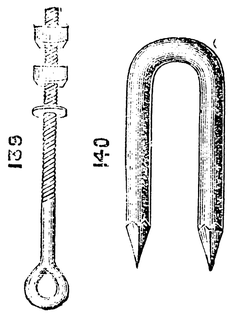

আমাদের এই কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিন—সমস্ত রকম বন্যজন্তু ও চোরের হাত থেকে—ক্ষেত, খামার ও পুকুর নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বে।

দামও বেশী নয়—সস্তা।

১০০০ হাত তারের দাম মাত্র—১০৷৷০ সাড়ে দশ টাকা।

আপনি যে জায়গাটা ঘির্‌তে চান, সেটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে আমাদিগকে লিখুন—কত তার লাগবে—কত টাকা দাম পড়বে—সব আপনাকে বিনামূল্যে জানিয়ে দেবো।

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬।এ জি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লীমঙ্গল সমিতির

কয়েকটি অব্যর্থ ঔষধ

ব্যবহার করুন—উপকার পাইবেন।

কানের পূজের বড়ি যত দিনেরই রোগ হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চিত আরোগ্য হইবে। ব্যবহারে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা নাই। নির্ভয়ে ব্যবহার করিতে পারেন। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

ছেলেদের আলুই লিভার খারাপ হইয়াই ছেলেদের অধিকাংশ রোগ উৎপন্ন হয়। কালমেঘ ঘটিত আলুই লিভারের উৎকৃষ্ট মহৌষধ। নিতান্ত শিশু হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুদের যাবতীয় উদরাময়, ভস্‌কা দাস্ত, দুধতোলা, টক বমি, কৃমি, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর প্রভৃতি ইহাতে নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। প্রাচীন গৃহিণীরা ইহাই ব্যবহার করিতেন। আমরা পুনঃ প্রচার করিতেছি মাত্র। ব্যবহার করুন—শিশুর জীবন রক্ষা হইবে। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

মেয়েদের সূতিকার দৈবঔষধ ও কবচ একবার মাত্র সেবন ও কবচ ধারণেই আরোগ্য হয়। আমরা নিজে জানি—বহু পরীক্ষিত মহৌষধ। নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য উপকার পাইবেন। মূল্য কবচ সহ—৫৲ পাঁচ টাকা।

শাল্মলী রসায়ন (NERVINE TONIC) ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত শাস্ত্রীয় রসায়ন ঔষধ। ইহাতে শক্তি ও পুরুষত্ব বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা নষ্ট শক্তি হইয়াছেন বা হইতেছেন, ইহা ব্যবহার করুন স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইবেন। ছয় সপ্তাহ ব্যবহারে শরীর নিরাময় হয়। ছয় সপ্তাহের একত্র মূল্য—৫৲ পাঁচ টাকা। রোগ যত দিনেরই হউক, উপকার স্থায়ী ও নিশ্চিত।

ঔষধগুলি ভাল নিঃসন্দেহে অর্ডার দিতে পারেন।

শ্রী অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জগৎবিখ্যাত

পাল এণ্ড কোংর

বিশুদ্ধ পদ্মমধু

প্রতি শিশি মূল্য ১৷৷০

পোঃ, বরাহনগর কলিকাতা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দুর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধি করে ৪০ বটী পূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲

নপুংসকত্বারী ঘৃত

বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্পসময়ে দূর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা

রমণবিলাসিনী বটিকা

শক্তি ধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটিকার মূল্য ১৲ একটাকা

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা

কলিকাতা মিউজিক্যাল ষ্টোরস্‌

BISWAS & SONS.

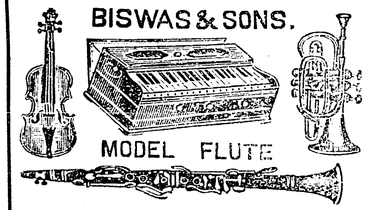

MODEL FLUTE

হারমোনিয়ম ২০৲ হইতে ৩৫০৲ মডেল ফ্লুট ৩ অক্টেভ সিঙ্গেল মূল্য ২০৲ ঐ স্পেশাল ২৫৲ অর্গেন টিউন ৩৫৲ ৩ অক্টেভ—ডবল মূল্য ৩৫৲ ঐ স্পেশাল ৪০৲

অর্গেন টিউন ৪৫৲ এবং ৫০৲ অর্ডারের সহিত ৫৲। অগ্রিম পাঠাইবেন।

সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—**বিশ্বাস এণ্ড সন্স,**

৫নং (গ) লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

এস, এন, রায় এণ্ড কোং, ৮৫এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"গণো টক্‌সিন" ইহা হামিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে দশীয় বিশুদ্ধ গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত। এতদ্দারা সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ অনিচ্ছা রেতঃস্রাব, ধ্বজভঙ্গ শ্বেত ও রক্তপ্রদর সত্বর বিনষ্ট হয়। মূল্য ডাঃ মাঃ সহ দেড টাকা।

বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ প্রতি ড্রাম ১৫ পয়সা। নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস, সুগার অফ্‌ মিল্ক ইত্যাদি ও বাইওকেমিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। কলেরা বা গৃহচিকিৎসার ঔষধ, একখানি গৃহচিকিৎসা ও ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র সহ বাক্স ১২,২৪,৩০,৪৮,৬০,১০৪, শিশিপূর্ণ যথাক্রমে ২৲,৩৲,৩৷৷০,৫৷৷০,৬৷০ এবং ১০৷৷০ মাশুলাদি স্বতন্ত্র

প্রিয়জনের প্রিয় আননে মধুর হাসিটুকু দেখিতে না চায় কে ?

—মীরা—

অদ্বিতীয়—অতুলনীয়—অনিন্দ্যনীয়।

COPYRIGHT

এই জিনিষগুলিতে ডালি সাজাইয়া এ বছরের **উপহার প্রদান করুন।**

—মুখে হাসি ফুটিবে— —আনন্দে অন্তর উথলিবে—

কেশে "রেশমী" ও "মীরা তৈল" ; আননে "মীরা স্নো" ; রুমালে "মানসী" ও "ষোড়শী" ; প্রসাধনে "পরাগ" ; কুন্দদন্তে "মুকুতা"।

মীরা——————কলিকাতা।

নমো নারায়ণায়

গৃহস্থ-মঙ্গল

৫ম বর্ষ	বৈশাখ, ১৩৩৮	১ম সংখ্যা

দেশের শিল্প

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ইউরোপে শিল্প প্রদর্শনীতে বিভিন্ন প্রকার জিনিষসমূহের নমুনার এত অত্যধিক সমাবেশ হইয়া থাকে যে, সাধারণতঃ ঐ জিনিষসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে একজনের যথেষ্ট সময় লাগিয়া থাকে। কিন্তু ভারতে যখন ভারতজাত শিল্পের প্রদর্শনী হয় তখন প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত বিভিন্ন শিল্পের নমুনার অল্পতায় একজনকে নিরাশ হইতে হয়। এই নিমিত্তই যখন আমি বিদেশ হইতে আমদানী করা জিনিষ সমূহের পরিমাণ দেখিতে পাই তখনই অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়ি। প্রমাণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১৯২৭-২৮ সালে ভারতে বস্ত্র এবং চিনি ব্যতিরেকে মোট ৭০ কোটী কিংবা তদূর্দ্ধ টাকার দ্রব্যাদি আমদানী করা হইয়াছিল।

সিগারেট (৩—৪ কোটি) ; ঔষধ-পত্রাদি (২ কোটি) গাড়ী ও যন্ত্রাদি (মোটরগাড়ী সহ) ৬ কোটি, শুধু মোটর গাড়ী (৩৷৷০ কোটি)

শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গলা

এক্ষণে আমি শত বৎসর পূর্ব্বেকার বাংলার অবস্থার কথা কিছু বলিতে চাই। আমি মনে করি, ইহাতে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে বাংলার বস্ত্র যে শুধু বাঙ্গলাতেই প্রস্তুত হইত এমত নহে। প্রয়োজন মিটাইয়া অতিরিক্ত প্রস্তুত বস্ত্র বাংলা হইতে রপ্তানিও করা হইত। কিরূপে এই বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইল

সেই পুরাণো একঘেয়ে কথা বর্ত্তমানে আমি আর উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। শুধু সেই সম্বন্ধে দু'এক জন লেখকের মন্তব্য আমি উল্লেখ করিব।

"স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃক সুতা কাটা হইত এবং তাহারা তাহাদের অবসর সময়ে কাজ করিতেন।"

"১৬৬৬ সালে ভারতীয় মসলিন যখন প্রথম ইংলণ্ডে রপ্তানী করা হয় তখন বিলাতী ফ্যাক্টরী এদেশে স্থাপিত হয়।"

"জেলায় দুইবার তূলার চাষ হইত, উহা এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর মাসে করা হইত।"

সম্রাজ্ঞী নুরজাহান দেশীয় শিল্পের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকাই মসলিনের যথেষ্ট উন্নতি হয়। এই সময় মসলিন হিন্দুস্থানের আমির ওমরাহ্‌গণ ব্যবহার করিতেন এবং উহা রাজদরবারে আদর পাইত। প্রাচ্যে এই মসলিনকে "প্রাতঃকালীন শিশির বিন্দু" প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করা হইত। পরেও ঢাকাই মসলিনের যথেষ্ট আদর প্রতিপত্তি ছিল, এমন কি বর্ত্তমান কালেও যখন ব্রিটেনে বস্ত্র-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি লাভ হইয়াছিল তখনও কি সৌন্দর্য্যে কি সূক্ষ্মতায় এই মসলিন জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

পূর্ব্বকালে বস্ত্র-শিল্প দ্বারা বহুলোকের অন্নের সংস্থান হইত। ১৮২৪ সাল হইতে ব্রিটিশ জাত বস্ত্রের আমদানী হইবার পরই এরই এই শিল্পের ক্ষতি এবং ১৮২৮ সাল হইতে ইহার ক্রমশঃ অবনতি ঘটে।

জেলার প্রত্যেক পরিবারে পূর্ব্বে সুতা উৎপাদন করা হইত এবং উহাতে বহু লোকের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। বিলাতী সুতা সস্তার দরুণ ক্রমে লোক উহা পরিত্যাগ করে। এই প্রকারে ৬০ বৎসর মধ্যে বস্ত্র-শিল্প অন্য জাতির হস্তে চলিয়া যায়।

(উল্লিখিত অংশ সমুহ মিঃ টেইলার প্রণীত "ঢাকার বর্ণনা" নামক বহি হইতে দেওয়া হইল।)

মসলিন নামের উৎপত্তি

বাংলা দেশ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম উহা মান্দ্রাজ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য জানিবেন। ইহা উল্লেখ করা আমি একান্ত প্রয়োজন মনে করি যে 'মসলিপট্টম' হইতেই মসলিন নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

চিনির আমদানী ও রপ্তানী

এক্ষণে আমি চিনি সম্বন্ধে কিছু বলিব। ১৮৭১ সালেও বাঙ্গলা দেশে তাহার নিজ আবশ্যকীয় গুড় এবং চিনি উৎপাদিত হইত। এমন কি লণ্ডনেও বিশুদ্ধ চিনি রপ্তানি করা হইত।

মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড তাঁহার "যশোহর" বহিতে লিখিয়াছেন:—

"যদিও চিনি জেলার সর্ব্বত্রই উৎপাদিত হয় তথাপি পশ্চিম অংশেই উহার উৎপাদন অধিক হইয়া থাকে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলির নাম করা যাইতে পারে যথাঃ—কোট-চাঁদপুর, চৌগাছা, ঝিঁকরগাছা, ত্রিমোহিনী, কেশবপুর, যশোহর, খাজুরা। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা এবং নল-চিটিতেও চিনির আমদানী যথেষ্ট হয়। বাখরগঞ্জ মধ্যে নলচিঠিই প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। নলচিঠি অথবা ঝালকাঠিতে জেলার বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত "দলুয়া" কাঁচা চিনি প্রেরণ করা হইত। কোট-চাঁদপুর হইতেও "দলুয়া" চিনি তথায়ও যাইত বটে—কিন্তু বেশীর ভাগই কলিকাতায় যাইত। কারণ কলিকাতাতে মাল প্রেরণের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। কলিকাতায় দুইপ্রকার চিনি আমদানী হইত, যথা স্থানীয় লোকের আবশ্যক মত "দলুয়া" চিনি এবং ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে রপ্তানীর জন্য বিশুদ্ধ চিনি। এই বিশুদ্ধ চিনি কেশবপুর ও জেলার দক্ষিণ ভাগ হইতে আসিত।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে প্রায় ১৫ কোটী টাকার জাভা চিনি আমদানী হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বাংলা দেশেই হইয়া থাকে ইহার অর্দ্ধেক।

এইরূপে দেখা যায় যে, দিন দিন আমাদের অর্থনৈতিক অবনতি ঘটিতেছে।

শিল্প উন্নতির অন্তরায় ও যুবকগণ

আমাদের দেশের যুবকগণের কোথায় অবনতি ও শিল্প উন্নতির কোথায় অন্তরায় সম্বন্ধে আমি এক্ষণে কিছু বলিব।

কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত আধুনিক যুবকগণের ব্যবসা চালাইতে হইলে তাহাদের চাই খুব বেশী টাকার মূলধন,

সুসজ্জিত অফিসগৃহ, টেবিল, চেয়ার, ইলেকট্রিক লাইট, পাখা এবং মোটর গাড়ী ইত্যাদি। পরিধানে থাকিবে সাহেবী পোষাক। এ প্রকার যুবক যে মাসে ২৫৲ টাকা মাত্র উপার্জ্জন করিয়া তাহার সমগ্র জীবন যে নষ্ট করিবে ইহাতে কোনই আশ্চর্য্য নাই। মিঃ কানেগী তাঁহার প্রথম জীবনে তারের সংবাদ বিলি করিবার বালক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি কোটীপতি হন।

তিনি "এম্পায়ার অব বিজিনেস্" নামক বহিতে লিখিয়াছেন—"যুবকগণ তাঁহাদের জীবনের প্রথম ভাগেই কাজ আরম্ভ করিবেন এবং ক্ষুদ্রতম কাজেই প্রথমে নিযুক্ত হইবেন, আমি নিজে প্রথমে আফিসের ঝাড়ুদার হইয়াছিলাম।

কোথায় বাধা

হেনরি ফোর্ড, উইলিয়াম মরিস, প্রভৃতি কেহই পুঁথিগত উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন না। এবং তাঁহারা এ বিষয়ে এক মত যে, ব্যবসায় জীবনে ইউনিভার্সিটীর শিক্ষার ডিগ্রি একটা মস্ত বাধা, কারণ ইহাতে মূল প্রেরণা নষ্ট হইয়া যায়।

পুনরায় জগতের বড় একজন সাবান উৎপাদনকারীর কথা ধরুন। প্রায় ৪৫ বৎসর বোল্টনে এক মুচির দোকানে ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে এক বালক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার উজ্জ্বল এক জোড়া চক্ষু ব্যতীত তাহার অন্য কিছুই বৈশিষ্ট ছিল না। সেই বালকই এক দিন ভাইকাউণ্ট লেভারহুম হইয়াছিল। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বোল্টনের এক বৃদ্ধের নিকট হইতে এই বর্ণনা আমি শুনিয়াছিলাম। সেই বৃদ্ধ উইলিয়াম লিভার এবং তাহার পিতাকেও ভাল করিয়া জানিত, সেই বালকও বর্ত্তমানে একজন প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী।

"পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। মিঃ লিভার তাহার জীবনের প্রথম ভাগেই শিক্ষার পরিবর্ত্তে অন্য জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরলোকগত মিঃ টাটা এলফিনষ্টোন কলেজে অল্প সময়ই পড়িয়াছিলেন। অন্ততঃ পক্ষে তিনি বিদ্যুৎ এবং ধাতু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই পড়িয়াছিলেন না, কিন্তু জামসেদপুর ও বেম্বাইয়ের ঐ ঐ বিষয় সম্পর্কে তাহার দুইটি সুবৃহৎ কারখানা রহিয়াছে।

এ ক্ষেত্রে আমি আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাও কিছু বলিব। আশা করি, আপনারা ক্ষমা করিবেন! প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস স্থাপন করি তখন আমার হস্তে আমার তিন বৎসর চাকরীর জমা ৮০০ শত টাকা মাত্র ছিল। তখন আমার মনে এই মাত্র ধারণা ছিল যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল রাসয়নিকগণ বাহির হইয়া আসেন তাঁহাদের যাহাতে একটা সংস্থান হয় তাহার একটা বন্দোবস্ত করিব।

শিক্ষিত যুবকগণের কর্ত্তব্য

আমাদের কলেজ হইতে যে সকল যুবকগণ বিজ্ঞান শিখিয়া বাহির হন তাঁহারা ২৫।৩০ টাকার জন্য না ঘুরিয়া ছোট রকমের ট্যানারী ফ্যাক্টরী স্থাপন করিতে পারেন। এ সম্পর্কে আমি পুনরায় বাঙ্গলার কথা উল্লেখ করিব। কলিকাতার উপকণ্ঠে টেঙ্গরা এবং বেলিয়াঘাটাতে জাট মুসলমান এবং চীনাগণ কর্ত্তৃক চালিত প্রায় ২৫০টি ট্যানারী ফ্যাক্টরী আছে। এই ব্যবসায়ে তাহারা বেশ দু পয়সা রোজগার করে। ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসরই বহু শত বি, এস, সি; এম্, এস্, সি; ডি, এস, সি প্রভৃতি বাহির হইতেছেন কিন্তু জীবন-সংগ্রামে তাঁহারা সদ্যোজাত শিশুর মতই নিরুপায়।

চামড়া-সংশোধন-শিল্পের জন্য আমাদের প্রদেশ প্রসিদ্ধ। ইউরোপে "অল্প সংশোধিত চামড়া" এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত মাদ্রাজে ক্রোম চামড়ার নিমিত্তও প্রসিদ্ধি আছে। ক্রোনপেটে ক্রোম চামড়ার বহু ফ্যাক্টরী রহিয়াছে। মেসার্স চেম্বার্স এণ্ড কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে এই ট্যানারী পরিচালিত হয়। তথায় বুট ও অন্যান্য জুতার নিমিত্ত, জুতার সোলের নিমিত্তও অন্যান্য চামড়া প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া বাঙ্গালোরে ত্রিচিনপল্লীতে এবং মাদ্রাজেও একটি করিয়া ক্রোম ট্যানারী রহিয়াছে।

চামড়া পাকা করা সম্পর্কে মাদ্রাজে যে শুধু ভারতের

মধ্যেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে এমত নহে, অন্যান্য স্থানের সহিতও এ ব্যবসায়ের তুলনায় তাহার স্থান অনেক উচ্চে।

চামড়ার কথা

যে "অর্দ্ধ সংশোধিত চামড়ার" কথা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা অশিক্ষিত চামারগণ দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদি আমাদের দেশের যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া ঐ বিষয়ে গবেষণা ও কাজ করেন তাহা হইলে এই চামড়া সম্পূর্ণ সংশোধিত ও ব্যবহারোপযোগী হইয়া অন্যান্য দেশে রপ্তানী করা যাইতে পারিত এবং তাহাতে আমাদের দেশে বহু কোটি টাকা আসিত।

সর্ষপ, তিসি প্রভৃতি রপ্তানি

আমার খুবই দুঃখ হয় যে, ভারত হইতে প্রায় ২৬৷৷ কোটি টাকার সর্ষপ, তিসি, বাদাম ইত্যাদি রপ্তানি হয়, তন্মধ্যে আপনাদের প্রদেশ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে ১৪ কোটি টাকার উপর। প্রায় ১২ লক্ষ টন ওজনের সর্ষপ, তিসি ইত্যাদি রপ্তানী হয়। এক্ষেত্রে যখনই আমি মনে করি যে, ঐ সাথে ঐ ওজনের ২এর ৩ অংশ বাবদ খৈল ইত্যাদিও বিদেশে চলিয়া যায়,—যাহা গরুর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য ও সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তখনই আমার মনে হয় যে, দেশের কি দুরবস্থা! এতদ্ব্যতীত বিদেশ হইতে যথা হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, প্রভৃতি দেশ হইতে ঐ তেলের সারাংশ ভেজিটেবেল ঘী প্রভৃতি রূপে আমাদের দেশে আসিয়া চড়া দরে বিক্রয় হয়। এ সকল কথা চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, আমরা কতদূর অসহায়।

শিক্ষিত বেকার যুবক

আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি ও নেতাগণ এই একমাত্র প্রতিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় বাড়াইতে হইবে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করিয়া নূতন ভাবে ছাত্রগণকে গড়িয়া তোল। অবশ্য ঐ কার্য্য অল্পে অল্পে অগ্রসর হইবে। গত কয়েক বৎসরে আপনাদের প্রদেশেই দুইটী নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হইয়াছে, এবং উহার উদ্যোক্তাগণের দূরদর্শিতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে যুক্ত প্রদেশের কথাও বলিব। পূর্ব্বে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ই সমগ্র প্রদেশরই প্রয়োজন মিটাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখিতে পাই যে, আরও প্রায় অর্দ্ধ ডজন বিশ্ববিদ্যালয় তথায় সৃষ্টি হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে আমি বিস্তৃত কিছু এখন আর বলিব না। কিছু দিবস পূর্ব্বে আপনাদের এখানকার কোনও এক প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে যে সংবাদ বাহির হইয়াছিল তাহা হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, আমি কি বলিতে চাই।

"শিক্ষিত বেকার"—এই নাম দিয়া প্রবন্ধ লেখা—"যুদ্ধের সময় হইতে মধ্য ইউরোপে নিম্নশ্রেণী লোকদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার একটা অদম্য ইচ্ছা জাগিয়াছে, ফলে বৎসরে তাহাদের মধ্য হইতে বহু শিক্ষিত যুবক বাহিরে আসিতেছে; কিন্তু তাহাদের জন্য কোন চাকুরী জুটিতেছে না। ফলে একটা অশান্তি সৃষ্টি হইতেছে মাত্র"—এফ, এম্, কমেরুপ্পা, "হিন্দু", ১৩ই মার্চ্চ ১৯৩০

ব্যবসায় ক্ষেত্রে চীনের স্থান

আপনারা অবগত আছেন যে, চীনগণ ব্যবসার জন্য দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দলে দলে তাহারা মালয় উপদ্বীপে যাইতেছে। আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ লেখক মালয় উপদ্বীপের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্যবসায়ের উন্নতির একটা প্রধান অন্তরায় রহিয়াছে উচ্চ শিক্ষা।

"দেশের মধ্যে এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহেও ব্যবসায়ে চীনাগণ যে শুধু বড় হইয়াছে তাহা নহে তাহারা মালও যথেষ্ট উৎপাদন করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ টিন শিল্পের কথাই ধরুন। বাঁধাধরা নিয়ম কানুনের মধ্যে চীনাগণ এরূপ স্থানে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে ব্যবসায়ে পিছনে রাখিয়াছে।

"ইহা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা যে, এরূপ বিদেশে চীনাগণ কুলী মজুরের ন্যায় আসিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। অধ্যবসায় গুণেই তাহারা এত উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।—Baker; Explaining China. P. 180.

চীনাগণ প্রথমে কুলী থাকিলেও পরে হয় কোটীপতি। ইউরোপীয়গণের চেয়েও চীনাগণের অধীনে বড় বড় রবারের

কারখানা রহিয়াছে। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, পুঁথিগত বিদ্যায় কিছুই হয় না।

বেকার-সমস্যা

যদিও বাংলা দেশের বহু শিল্প সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে তথাপি আমি চরকারই উপাসক। কি জন্য আমি চরকার উপাসক তাহা আমি পুনরায় আপনাদের সমক্ষে বলিতেছি।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের বহু লোকেরই ব্যবসার দিকে ঝোঁক পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের সম্মুখে আমেরিকা এবং ইউরোপের আদর্শ রাখা উচিত নয়। উহা বিশদরূপেই বলা হইয়াছে যে,—"শিল্পপ্রধান দেশে কি করিয়া পরিশ্রম বাঁচান যায় তাহা লইয়াই লোক চিন্তা করে? বাকী অর্দ্ধেক বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করে।"

ইংলণ্ডের বেকার সংখ্যা ১৯ লক্ষ; এবং মিঃ টমাসের মতে জার্ম্মাণীতে ৩০ লক্ষের উপর, ইটালীতে ৫ লক্ষ এবং যুক্ত রাজ্যে ৩০ লক্ষ হইতে ৬০ লক্ষ হইবে।

বস্ত্র-শিল্প ও মাঞ্চেষ্টার

মোটের উপর ২০ লক্ষ লোক শিল্প কার্য্যে ও মিল সমূহে চাকুরী পাইয়া থাকে। কলিকাতা এবং বোম্বাইয়ের অবস্থাই বর্ণনা করিতেছি। তথায় মাত্র কয়েকজন বণিক তাহাদের টাকার সংখ্যা বাড়াইতেছে। আর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কোন রকমে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতেছে, তথাকার শিশু মড়কের সংখ্যা হাজারে ৪০০ হইতে ৫০০ শত পর্য্যন্ত। আমি এবিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি যে, বাংলার বিভিন্ন অংশে কতিপয় চাউলের কল স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ঠিক যে, এই সকল মিল দ্বারা স্বত্বাধিকারীরই পকেট ভর্ত্তি হয় বেশী কিন্তু এরূপ একটী মিল দ্বারা বহু অসহায়া বিধবার মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেওয়া হয়। এক্ষণে মাঞ্চেষ্টারের কথা বলিব। কবডেনের সময় হইতে গত শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত মাঞ্চেষ্টারের ভাল সময় ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল যে, সমগ্র স্থান হইতে কাঁচা মাল আমদানী করিয়া তাহারা বস্ত্র তৈয়ারী করিয়া অন্যান্য দেশে উহা রপ্তানী করিবে, কিন্তু এখন চীন, জাপান এমন কি ভারতেও বহু মিল স্থাপিত হইয়াছে। ফলে মেসার্স ম্যাকডোনাল্ড ও লয়েড জর্জ্জকে বেকার-সমস্যা সমাধান জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইয়াছে।

সিগারেট, গাড়ী ইত্যাদি, সাবান, সুগন্ধী দ্রব্য, গ্রামোফোন, খেলনা প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানী হয়, কিন্তু অল্প আয়াসেই এ সকল জিনিস আমাদের দেশেই প্রস্তুত হইতে পারে।

মাদ্রাজের অবস্থা

অর্থবিজ্ঞানবিশারদ ছাত্রদের নিকট মাদ্রাজ ধনশালী দেশ নয় বলিয়াই পরিচিত কিন্তু যদি কোন বিদেশাগত লোক আপনাদের সহর পরিদর্শন করেন এবং মোটর গাড়ীর দোকানের 'সো' রুম প্রভৃতি দেখেন তাহা হইলে তিনি মনে করিবেন যে, ইহা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগরী।

মিঃ ক্রফোর্ডের মন্তব্য

"আজকাল যাহারা মোটর গাড়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন, ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলে তাহাদের মধ্যে প্রতি দশ জনের একজনও এই খরচ চালাইতে পারে না।"

বিচারপতি মিঃ ক্রফোর্ড আধুনিক বিলাসিতার তীব্র সমালোচনা করিয়া উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বার্ণেটে এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "নিজ সম্পত্তি থাকা ব্যতিরেকে একজন বিচারকও তাঁহার বেতনের উপর নির্ভর করিয়া মোটর গাড়ী কিনিতে পারেন না; কারণ তাঁহার বাৎসরিক বেতন শুধু ১৫০০০ পাউণ্ড।"

তিনি আরও বলেন যে,—'ইহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয় যে, চাকরী করে এরূপ একটি বালিকার গ্লোভ্‌সের দাম প্রায় ৫ সিলিং, জুতার দাম এক পাউণ্ডের উপর, কোটের দাম ৫ গিনির উপর।"

বিলাসিতার মোহ

যদি ইংলণ্ডের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী নগরীতেই উপরোক্ত মন্তব্য ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের দেশের লোকের গড়পড়তা দৈনিক আয় ২।৩ আনার বেশী নহে। বাস্তবিক পক্ষে সংক্রামক রোগের ন্যায় আমাদের দেশের যুবকগণের মধ্যে বিলাসিতার বাসনা ছড়াইয়া পড়িতেছে।

বাঙ্গলার চাউল

সম্প্রতি ভারতের খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে আমি তদন্ত আরম্ভ করিয়াছি। লোকের মনে স্বতঃই ধারণা হইবে যে, বাঙ্গলায় তাহার প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, জন প্রতি প্রতি বৎসরে এক মণ করিয়া চাউল ঘটতি পড়ে। মিঃ লতিফ তাহার "Economic Aspect of India—Rice-Export Trade" নামক বহিতেও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার গবেষণা অনুযায়ী ভারতে মোট ৩৩·৫১ মিলিয়ন টন চাউলের প্রয়োজন হয় এবং উৎপন্ন হয় ৩২ মিলিয়ন। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন যে, বার্ম্মা হইতে ভারতে চাউল না আসিলে ফল অত্যন্ত শোচনীয় হইত।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব

লেফটেন্যাট কর্ণেল মিঃ ম্যাকারদন রয়েল কমিশনের নিকট বলিয়াছেন যে, "ভারতে অন্যান্য অভাবের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই প্রধান। বৎসরে বৎসরে কলেরা, ম্যালেরিয়া, আমাশয়, ক্ষয় প্রভৃতি রোগে হাজার হাজার লোক মারা যায় বটে; কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে মারা যায় তদধিক" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিলাসিতার পরিবর্ত্তে আমরা যে সকল আহার্য্য ব্যবহার করি তাহাতে পুষ্টিকর কিছুই থাকে না।

অবসর সময়ের কাজ

মিঃ জ্যাক, পূর্ব্ববঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "কৃষকগণের ৩ মাস পরিশ্রম করিয়া অবশিষ্ট ৯ মাস আলস্যে কাটায়" সুতরাং তাহাদের জন্য অন্য দ্বিতীয় একটী ব্যবসায় থাকিলেও ভাল হয়।

আজন্ম আমি স্বদেশী জিনিষ পছন্দ করি, সুতরাং আপনারা এই প্রদর্শনীর নাম "স্বদেশী প্রদর্শনী" রাখায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

"বর্জ্জন" ও "স্বদেশী"

আমি বর্জ্জন কথাটি মোটেই পছন্দ করি না। উহাতে এই বুঝায় যে, বিদেশ-জাত জিনিষ ব্যবহার করিব না, তাহা হইলে ঐ দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হইবে এবং দাবী অনুযায়ী তাহারা সুবিধা দিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং "বর্জ্জনের" মূলে রহিয়াছে একটা উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইলেই উহার প্রয়োজনীয়তা রহিল না; কিন্তু "স্বদেশী" কথার মধ্যে রহিয়াছে দেশের প্রতি ভালবাসা—দেশজাত জিনিষ ব্যবহার করিবার একটা বাসনা। আমি স্বদেশ জাত জিনিষের পক্ষপাতী এবং ইহাই আমার বাসনা যে, বিদেশাগত জিনিষ যাহাতে আমাদের দেশেও প্রস্তুত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা।

লাভ কি ?

"স্বদেশীতে" কি লাভ তাহা খুব অল্প কথায় বুঝান যায়। যখনই বর্ত্তমান আন্দোলন আরম্ভ হইল তখন হইতে কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই—সিগারেট বর্জ্জন করিয়া "বিড়ি" ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, ফল এই হইল যে, অনেক বেকার যুবক, অনেক গুণ্ডা, জুয়াচোর প্রভৃতি বিড়ি প্রস্তুত আরম্ভ করিলেন, কলিকাতার অলিতে গলিতে দেখা যায় যে, এরূপ অনেক লোক দিনরাত পরিশ্রম করিয়া "বিড়ি" তৈয়ার করিতেছে ও দৈনিক এক টাকা কিংবা তদূর্দ্ধ উপার্জ্জন করিতেছে। আমি জানি না আপনাদের দেশেও ঐরূপ আরম্ভ হইয়াছে কি না। আশা করি দেশের সর্ব্বত্রই এরূপ হইবে। যদি প্রত্যেকেই "বিড়ি" ব্যবহার করেন তাহা হইলে দেশে প্রায় ৩।৪ কোটি টাকা থাকিয়া যাইবে।

[মাদ্রাজ স্বদেশী প্রদর্শনীতে প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ]

টোট্‌কা চিকিৎসা

নূতন সংগ্রহ

[কবিরাজ শ্রীনিশানাথ সেন, আয়ুর্ব্বেদ-রত্নাকর, স্মৃতিতীর্থ]

[যিনি যাহা জানেন যদি প্রচারার্থে দেন, আমরা নাম ধাম সহ প্রকাশ করিব। অনেক ভদ্রলোক দয়া করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। আপনিও যতটুকু পারেন করুন—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পারস্পারিক সমবেত চেষ্টা না থাকিলে একের পূর্ণ চেষ্টায় ইহা হইতে পারে না। আর ইহা কেবল আমাদের কাজ না, আপনার নিজের কাজ বলিয়াও জানিবেন। এইগুলি সংগৃহীত হইয়া Record প্রস্তুত হইয়া যাউক। আপনি যেগুলি জানেন বা আপনার আত্মীয় বন্ধু যেগুলি জানেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট করা হইবে। ঔষধগুলি সবই গেল বলিয়া দুঃখ করেন—সেগুলি রাখিবার জন্য কাজে কিছু করুন, তবে ত ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের পন্থা হইবে।]

মাথা-ধরার ঔষধ

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

(ক) সাদা চন্দন বাটিয়া উহাতে ঈষৎ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া কপালে, রগে ও তালুতে মাখাইলে মাথা-ধরা ভালো হয়।

(খ) রাত্রিরে শিশির সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা রক্তচন্দন ঘসিয়া রোগযুক্ত স্থানে প্রলেপ দিলে, কয়েকদিনের মধ্যেই আধ-কপালে আরাম হইয়া যায়।

(গ) ঈষৎ মাখনের সহিত একটি শিমূল ফুলের কুঁড়ি বাটিয়া মাথার মধ্যস্থলে প্রলেপ দিলে, যন্ত্রণাদায়ক মাথার রোগ উপশমিত হয়।

স্বপ্নদোষের ঔষধ

(ক) কাবাব চিনির গুঁড়া তিন আনা মাত্রায় ঈষদুষ্ণ দুধে গুলিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে পান করিলে, তরুণ স্বপ্নদোষ রোগ আরোগ্য হয়।

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

(খ) পুরাতন শিমূল গাছের মূল বা শিকড় ওজনে ৵০ আনা, শুষ্ক আমলকী ওজনে ৵০ আনা, জায়ফল ৪ রতি—একত্র গুঁড়া করিয়া, প্রত্যহ প্রাতে চারি পয়সার মাখন ও সামান্য মিশ্রীর গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া খাইলে, শুক্র-তারল্য আরোগ্য হইয়া রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

(গ) রাত্রে শয়ন করিবার সময়ে কর্পূর ২ রতি, কাবাব চিনির গুঁড়া ৵০ আনা মাত্রা ও আফিং সিকি রতি এক সঙ্গে মিশাইয়া ঈষৎ ঠাণ্ডা জল সহযোগে খাইলে কঠিন স্বপ্নদোষও আরোগ্য হয়।

অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য

(ক) যাঁহাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, ক্ষুধা ভাল হয় না ও বৈকালের দিকে পেট ভার-ভার বোধ হয় ও ভুট্‌ভাট্ করে তাঁহারা যদি শুষ্ক হরিতকী, পিঁপুল ও করকচ্ লবণ—সমান ভাগে উহাদের চূর্ণ মিশাইয়া গরম জলসহ রাত্রে চারি আনা মাত্রায় সেবন করেন, তাহা হইলে কয়েকদিনের মধ্যে উপকার পাইবেন।

(খ) গব্য ঘৃতে ভাজা হিং এক আনা এবং বিট্ লবণের গুঁড়া এক আনা—একত্র মিশাইয়া ঈষৎ গরম জলের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগ অল্পায়াসে আরোগ্য হয়।

চর্ম্ম রোগ

(ক) সোমরাজী বীজ ও চাকুন্দে বীজ এক-এক ভাগ ও মনঃশিলা অর্দ্ধভাগ; এই সকল দ্রব্য গুঁড়া করিয়া গব্য ঘৃতে ভাজিয়া, ছাঁকিয়া লইয়া, খোস-পাঁচ্‌ড়া-স্থানে লাগাইলে সত্বর উপকার দর্শে।

(খ) চাকুন্দে বীজ ও হলুদ আন্দাজমত একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে; কিংবা শোধিত গন্ধকের গুঁড়ার (একটা গরম কড়া বা চাটুর উপর গন্ধকের টুকরাটি ২/১ মিনিট নাড়িয়া চাড়িয়া লইবেন) সহিত কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশাইয়া দাদে প্রলেপ দিলে ২।১ দিনের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হইয়া সারিয়া যাইবে।

(গ) লাল সরিষা ও কাঁচা তেঁতুলের পাতা সমান ভাগে লইয়া হুঁকার জল দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে কাউর ঘা (Eczema) অতি শীঘ্র আরোগ্যের পথে যায়।

[শ্রীগণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন, এম্-আর এ-এস্]

সর্প-দংশন

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

সাপে কাম্‌ড়াইলে, বিচে কলা বা কলা গাছের কয়েকটি "এঁটে" (পচন্মোন্মুখ হয় ত শ্রেয়ঃ, নচেৎ যেরূপ প্রাপ্তব্য) তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ করিয়া, জলে ধুইয়া, শিলে বা অন্য কোনো জিনিসে থেঁতো করিয়া, তাহার জল নিঃসরণ পূর্ব্বক দুই তিন ঘটি পূর্ণ করিয়া লইবেন। সেই জল রোগীকে মুহুর্মুহু (৪।৫ মিনিট অন্তর এক পোয়া দেড় পোয়া বা আধসের পরিমাণ) খাওয়াইতে হইবে। রোগীকে কোনমতে শয়ন করিতে দিবেন না, বসাইয়া রাখিবেন। যতক্ষণ সুস্থ না হয়, ততক্ষণ ঐ এঁটের জল পান করাইতে হইবে এবং ঠাণ্ডা জলে ভিজানো গাম্‌ছা বা হস্ত দ্বারা জল থাব্‌ড়াইয়া থাব্‌ড়াইয়া অনবরত মাথায় প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া এক হইতে তিন ঘণ্টা চালাইবার পর সাধারণতঃ রোগী আরাম হয়। এই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, দষ্ট স্থানের উপরে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কাল বিলম্ব না করিয়া ৫।৭টি তাগা বাঁধিতে হয় এবং ঐ স্থান পরিষ্কৃত ছুরি দ্বারা অন্ততঃ এক তৃতীয় ইঞ্চি গভীর করিয়া কাটিয়া, বিষাক্ত রক্ত টিপিয়া বাহির করিয়া দিতে হয়। পরে, যদি ঘরে মজুত থাকে ত, খানিকটা পটেশিয়াম্ পার্মাঙ্গানেট্ গুঁড়া ঐ স্থানে টিপিয়া টিপিয়া লাগাইয়া দেওয়া আরও মঙ্গলজনক।

গোক্ষুরা-দষ্ট মৃতপ্রায় অচৈতন্য রোগীকেও কলার এঁটের জল খাওয়াইয়া বাঁচানো গিয়াছে।

কাঁকড়া বিছা দংশন

(ক) কাঁকড়া বিছা কাম্‌ড়াইলে, কড়া তামাক পাতা ভিজানো জল (সামান্য জলের মধ্যে এক টুক্‌রা পাতা কিছুক্ষণ ডলিয়া লইলেই চলে)—এক এক ফোঁটা দুই চক্ষে প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালার উপশম হয়।

(খ) ঐরূপ যে দিকের অঙ্গে কাঁকড়া বিছা কাম্‌ড়ায়, তাহার বিপরীত দিকের (অর্থাৎ ডাহিন্ হাতে যদি কাম্‌ড়ায়, তাহা হইলে বাম চক্ষে) লবণ-মিশ্রিত জল এক ফোঁটা দিলে দংশন-যাতনার অচিরে লাঘব হয়।

উক্ত দুই প্রকার ঔষধ চক্ষে দিলে, চক্ষু জ্বালা করে; কিন্তু বিছা-দংশনের তুলনায় সে জ্বালা অকিঞ্চিৎকর ও নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী।

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

অর্শের বলি

অর্শের যে বলি গুহ্যদ্বারের বহির্দেশে ঝুলিয়া পড়ে (যেগুলি মলত্যাগের সময় অত্যন্ত কষ্ট দেয় ও ফুলিয়া উঠে, মাঝে মাঝে রক্তস্রাব করে), কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির সহায়তায় নিতম্বদ্বয় দুই পাশে ফাঁক করিয়া সরাইয়া, সেই বলি যতদূর সম্ভব বাহিরের দিকে প্রকাশিত করিয়া লইতে হইবে, তারপর কোনো তৃতীয় ব্যক্তি একটা বোল্‌তা ধরিয়া আনিয়া তাহার উপর ছাড়িয়া দিলে, উহা তৎক্ষণাৎ হুল বিঁধাইয়া দিবে। এজন্য কিছুক্ষণ যন্ত্রণা হইবে সত্য, কিন্তু পরদিন হইতে বলি ও তদানুষঙ্গিক যন্ত্রণা চিরতরে বিলুপ্ত হইবে।

চুলকানি

বড়ঘামাচির মত গায়ে চুল্‌কানি হইলে, নিমপাতা-সিদ্ধ জলে ঈষদুষ্ণ অবস্থায়—কিছুক্ষণের জন্য (অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল) দুই পা ডুবাইয়া রাখিলে, ২।১ দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আরাম হইয়া যায়। জল শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, পা উঠাইয়া লইয়া পুনরায় জল একটু গরম করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু পা ডুবাইয়া থাকিতে থাকিতে, যখন গলদেশে একটু তিক্ততা বোধ হইবে, তখনই পা উঠাইয়া লওয়ার প্রকৃষ্ট সময় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

[বলা বাহুল্য, মুষ্টিযোগগুলি বহুবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষিত।]

আমরা পাঠকগণকে এই যথা তথা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ মহোপকারী লতাপাতার গুণাগুণের কথা ক্রমশঃ উপহার দিতে থাকিব। ইহা দ্বারা অনেকেই বিনা ব্যয়ে অনেক দুরারোগ্য রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সাধারণের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে,—তাঁহারাও যদি কোন বৃক্ষ লতাদির রোগ নিবারণের অপূর্ব্ব শক্তির কথা অবগত থাকেন অথবা আমরা যে সকল ভেষজের গুণাগুণ বর্ণন করিব, তৎসম্বন্ধেও যদি তাঁহাদের নূতন কোন কথা জানা থাকে তাহা হইলে তাঁহারা সেই সকল কথা সাধারণের অবগতির জন্য এই পত্রিকায় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

নিম্ববৃক্ষ।

(শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র—কোঠার)

নিম নিসেন্দে যেথানে।
মানুষ মরে কি সেখানে॥

জীব জন্মগ্রহণ করিলে তাহার মৃত্যু হইবে, জগতে কেহ অমর হইয়া আইসে নাই তবে এই অদ্ভুত প্রবাদ কেন প্রচলিত আছে। একটু অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাই নিমের ন্যায় উপকারি বৃক্ষ জগতে অতি অল্প আছে। কি অভ্যন্তরিক প্রয়োগ কি বাহ্যপ্রয়োগ নিমের ব্যবহার অতি প্রশস্ত। কবিরাজ ও ডাক্তার উভয়েরই নিকট নিম অতি আদরণীয়।

বসন্তকালে যখন মলয় মরুত মৃদুমন্দ হিল্লোলে প্রবাহিত হয় তখন যাঁহাদের গৃহপ্রাঙ্গণে নিমবৃক্ষ আছে তাঁহারা নিমবৃক্ষের হাওয়ায় বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। বসন্তকালে, ভীষণ মারাত্মক বসন্তের ভয়ে সকলেই আদরের সহিত নিমঝোল, নিমবেগুণ, নিমফুল ভাজা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। নিম করুণাময় পরমেশ্বরের উদ্ভিজ বা জেৎ একটি অমূল্য দান। সামান্য নিমবৃক্ষের দ্বারা আমরা বিনামূল্যে কিরূপ ভীষণ ও মারাত্মক ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে পারি তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। জীবনধারণের কঠিন সমস্যার দিনে নিম ব্যবহার দ্বারা যদ্যাপি বিনাব্যয়ে রোগ নিরাময় করিয়া চিকিৎসার আংশিক ব্যয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি তাহাই যথেষ্ট।

'নিম নিসেন্দে, যেথা, মানুষ মরে কি সেথা', নিমের গুণ দর্শনে মোহিত হইয়া ভিষকাচার্য্যগণ এইরূপ বলিয়া থাকিবেন। মরা বাঁচা সতন্ত্র কথা; রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া দেহ যষ্টি বহন করা জীবমৃতের সমান, নিম মানুষকে বাঁচাইতে পারে না সত্য কিন্তু তাহার নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধার করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে, নিমের গুণাগুণ নিম্নে দৃষ্টি করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ মতে নিমের গুণ

শীতল, লঘু, গ্রাহী, কটুপাক, অগ্নিবাতকর, অহৃদ্য, শ্রম, তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি ও ক্রিমিনাশক, পিত্ত, কফ, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও মেহনাশক।

নিমের পাতা নেত্রের হিতকর, কৃমি, পিত্ত, বিষ, সকল প্রকার অরুচি ও কুষ্ঠনাশক, বাতল ও কটুপাকী।

নিমফলের গুণ

রসে তিক্ত, পাকে কটু, ভেদন, স্নিগ্ধ, লঘু উষ্ণ এবং কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শ, কৃমি ও মেহ নাশক।

ডাক্তার কর্ণিশ প্রভৃতি চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন যে সবিরামজ্বরে নিমছাল, সিনকোনা ও আরসেনিক অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

সিভিল সর্জ্জন আর, গ্রে—বলিয়াছেন, কোন কোন পুরাতন নিমগাছ হইতে একপ্রকার সাদা রস নির্গত হয়, এই রস অতি উৎকৃষ্ট রক্ত পরিষ্কারক ও বলকারক।

ডাক্তার যদুনাথ মজুমদার—বলেন নিমের ছাল অতি বলকারক (টনিক্) নিমের ফলের তৈল খাইলে কৃমি ভাল হয়, এবং বাতে মালিশ করিলে বাত ভাল হয়।

গলিত কুষ্ঠের ন্যায় ঘৃণিত ও কষ্টদায়ক পীড়া আর নাই এইজন্য ইহার অপর নাম মহাব্যাধি, কুষ্ঠের ক্ষতে নিম তৈল কিম্বা নিমতৈলের সহিত চাউল মুগরার তৈল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।

সকল প্রকার ক্ষত পরিষ্কার করিতে নিম পাতা সিদ্ধ জল অতি ফলপ্রদ।

কারবঙ্কেল অতি মারাত্মক ব্যাধি ইহার সহিত বহুমূত্রের পীড়া থাকিলে অধিকতর মারাত্মক হয় সে সময় অস্ত্রোপচার করিলে রোগীর জীবন বিপন্ন হইয়া থাকে। কারবঙ্কেল ক্ষত যখন শরীরের নানাস্থানে বাহির হইতে থাকে সে সময় এলোপ্যাথিক মতে নানাপ্রকার উৎকট ও দুর্গন্ধজনক ঔষধ ব্যবহার অপেক্ষা ক্ষতে নিমপাতা বাটিয়া লাগাইলে অধিক উপকার হয়। আমি জনৈক বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে হোমিওপ্যাথিক মতে এসিড কারবলিক ২০০ বা অন্য কোন লক্ষণানুযায়ী ঔষধ এবং ক্ষতে নিমপাতার প্রলেপ দিয়া অনেক রোগীকে আরাম করিতে দেখিয়াছি।

ফোড়া ফাটাইবার প্রয়োজন হইলে নিমপাতার পুলটিশ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

যে কোন প্রকার কাটা ঘা ও ফোড়া হউক না কেন যখন শুখাইবার প্রয়োজন হয় তখন নিমঘৃত দিলে আরোগ্য হয়।

বসন্ত কতদূর যন্ত্রণাদায়ক ও সংক্রামক ব্যাধি তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন, যে সময় সর্ব্বাঙ্গে বসন্তের গুটী বাহির হয় সে সময় একমাত্র নিমপাতার বিছানা এবং নিমডালের ব্যাজন যেমন রোগীকে আরাম দিয়া রোগ উপশম করিতে পারে এরূপ কিছুতে পারে না।

কলিকাতার করপরেসন যদি তাঁহাদের পার্ক ও দিঘী যুক্ত বাগানগুলিতে বাজে বৃক্ষের পরিবর্ত্তে কতকগুলি নিম্ব-বৃক্ষ রোপণ করেন এবং বিনামূল্যে নিম্বপত্র দিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে অন্যান্য প্রচার বিভাগের ন্যায় ইহার দ্বারা সহরবাসী যথেষ্ট উপকার হয়।

নিমের তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকাল পক্কতা নিবারণ হয়।

নিমের দাঁতন ব্যবহার করিলে যাবতীয় দন্তরোগে বিনষ্ট হয়।

আজকাল বাজারে নানা রকমের নিমের সাবান পাওয়া যায় ইহার মধ্যে কয়েকটি বেশ সুগন্ধযুক্ত, যাঁহারা সর্ব্বদা চর্ম্ম রোগ ভোগ করিয়া থাকেন তাঁহারা নিয়মিত ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্লীপদ রোগে নিম্বমূলের ছাল ও খদির সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গোমূত্রের সঙ্গে পেষণ করতঃ মধুমিশ্রিত করিয়া এক তোলা মাত্রায় সেবন করিলে শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ আরোগ্য হয়?

শবদাহ করিয়া বাটীতে প্রবেশের সময় নিমপাতা ভক্ষণ করিবার প্রথা ও একটা সংক্রামকনাশকের প্রতিকার বলিয়া মনে হয়।

চুলকানি ও পাঁচড়ায় নিমতৈল লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। যে সময় সর্ব্বাঙ্গে চুলকানি হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ হইতে থাকে সে সময় নিমপাতা ও কাঁচা হলুদ বাটিয়া একত্রে মিশ্রিত ও গরম করিয়া শরীরে মাখিয়া ২।৩ ঘণ্টা পরে সাবান মাখিয়া স্নান করিলে চুলকানি আরোগ্য হয়।

পিত্ত বিকৃত ও রক্তদুষ্টিজনিত অধিকাংশ পীড়ায় ইহা সুন্দর ফলপ্রদ।

হোমিওপ্যাথিক মতে এজাডিরেক্টা ইণ্ডিকা (নিম) পুরাতন জ্বরে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইহা ব্যবহার করিয়া শিশুর জ্বররোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

নিম শুক্রক্ষয় কারক, নিম কেবল একাই শুক্রক্ষয় কারক নহে, তিক্তবস্তু মাত্রেই শুক্রনাশক। অনেকে ধ্বজভঙ্গের আশঙ্কায় নিম স্পর্শ করিতে চাহেন না ইহা ভ্রম। যে দ্রব্য আবশ্যক মত ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায় তাহাই প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যবহার করিলে কুফল পাওয়া যায়। নিমের সম্বন্ধে ও তাহাই খাটে। নিম বেশী খাইলে শরীর গরম হয় সেই জন্য আভ্যন্তরিক ব্যবহারের সময় খুব সাবধানে ঠিক মাত্রানুযায়ী ও চিকিৎসকের উপদেশ মত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

নিমের কাষ্ঠ হইতে উৎকৃষ্ট ঢোল, তবলা প্রভৃতি প্রস্তুত হয় এবং নিমকাষ্ঠে ঘরের আড়া প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

নিমের বীজে শতকরা ৪৫ হইতে ৫০ ভাগ তৈল থাকে। নিমের খৈইল কৃষিকার্য্যে ব্যবহার হয়।

আজকাল নিমের আরকের (এসেন্স অব নিম) খুব প্রচলন হইয়াছে, ইহা ব্যবহারে কোন ঝনঝাট নাই, তবে দুই আনা স্থলে এক টাকা ব্যয় হইবে, যাহারা ব্যয় করিতে সমর্থ তাহাদের নিমের আরক ব্যবহার করা সুবিধা।

নীলাচলে দারুব্রহ্ম শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব নিমকাষ্ঠে নির্ম্মিত সেইজন্য পতিতপাবন জগবন্ধুর মূর্ত্তি প্রস্তুতের সময় সকলেই নিমকাষ্ঠে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

হিন্দুগণের নিকট নিমবৃক্ষ অতি পবিত্র। ষষ্ঠী তিথিতে নিম্ব ভক্ষণ করিতে নাই।

মহানিম বা ঘোড়া-নিম নামে আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার পাতা বড় ও গঠনও একটু সতন্ত্র ইহার বিষয় বারান্তরে আলোচিত হইবে।

কোষ্ঠবদ্ধতা

[ডাঃ শ্রীঅন্নদামোহন গুপ্ত, এইচ্ এম, বি,]

কোষ্ঠবদ্ধতার পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। নিয়মিত ও সরল মল নিঃসরণ না হওয়াকেই কোষ্ঠবদ্ধতা বলা হয়। এই কোষ্ঠবদ্ধতাই যে সকল রোগের মূল কারণ, তাহা শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত কথাও তাই! মানব শরীরে যে সকল রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৫টী হয় এই কোষ্ঠবদ্ধতা নিবন্ধন। অতএব রোগ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রথমেই যাহাতে নিয়মিত ও সরল মলমূত্র ত্যাগ হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

কারণ

সাধারণতঃ খাদ্যদ্রব্য নির্ব্বাচনের ভুলেই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় মাংস ও মাদক দ্রব্যাদি যথা—যদি অহিফেন, চা প্রভৃতি সেবন করিলে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নিবারণের উপায়

প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়াই এক গ্লাস শীতল জল পান, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে অল্প পরিমাণ ছোলা ও গুড় সেবন, পেঁপে, শাক, সীম, বরবটি, ঝিঙ্গা, শাঁক-আলু, বেগুণ প্রভৃতি মৃদুরেচক দ্রব্যাদি নিয়মিত ভক্ষণ এবং মধ্যাহ্ন-ভোজনের ২ ঘণ্টা পরে এক গ্লাস ও শয়নের সময় পুরা এক গ্লাস জল পান করিলে, প্রত্যহ বেশ দাস্ত পরিষ্কার হইয়া থাকে।

অবস্থা ভেদে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

সরলান্ত্রে (Rectumএ) মল আছে, কিন্তু চেষ্টাবেগ নাই—ল্যাকেসিস্।

সরলান্ত্র মলে পরিপূর্ণ, তথাপি চেষ্টা সত্ত্বেও মল বাহির হয় না—আর্ণিকা।

প্রচুর পরিমাণে মল একত্রিত না হইলে আদৌ মল ত্যাগের ইচ্ছা হয় না—এলুমিনা, মেলিলোটাস্ এলবাম্।

অঙ্গুলি অথবা অন্য যন্ত্র যোগে মল গুহ্যদ্বার হইতে বাহির করিতে হয়—সাইলিসিয়া, সিপিয়া, ক্যালকেরিয়া, সিলিনিয়ম্।

মলের প্রথম অংশ বাহির হইবার সময় বিশেষ কষ্ট-দায়ক কোঁথ দিতে হয়—সালফার, এলুস, সেনিকুলা!

পাঁচ সাত দিন বাহ্যে বন্ধ থাকিয়া হঠাৎ একদিন খুব পাতলা মলত্যাগ—কোরালিয়াম্, রুব্রাম্।

শক্ত শক্ত গুঠ্‌লে অনেক দিন যাবৎ সরলান্ত্রে জমিয়া থাকে—সাইলিসিয়া।

১২।১৪ দিন বাহ্যে বন্ধ থাকিয়া বড় বড় গোলাকার গুট্‌লে নির্গমন—এসটিরিয়াস।

বৃদ্ধ বয়সে কোষ্ঠবদ্ধতা—এলুমিনা, লাইকোপোডিয়ম্।

স্ত্রীলোকদের কোষ্ঠবদ্ধতা—সিপিয়া।

শিশুদের কষ্টদায়ক মল নির্গমন—ভিরেট্রম, নক্সভমিকা।

মল বাহির হইয়া আবার সরিয়া যায়—এলুমিনা, সালফার, সাইলিসিয়া, আগ্‌নাস্।

বালিকাদের কোঁথ দিতে গিয়া রজঃনির্গমন আরম্ভ—লাইকোপোডিয়াম্।

গর্ভবতী নারীদের কোষ্ঠ-বদ্ধতায়—লাইকোপোডিয়ম্… প্রভৃতি ঔষধগুলি বিশেষ পরীক্ষিত।

রৌদ্রের গুণ-দোষ

(অধ্যাপক রমেশ শর্ম্মা)

সত্যানুসন্ধান সজীবতার লক্ষণ। সুখের বিষয় আজ উদ্যোগী পাশ্চাত্য জাতি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা গবেষণায় তৎপর। আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের জীবন্ত, স্বাধীন চিন্তা-ধারা, আজ ভারতে তেমন পরিলক্ষিত হয় না।

শিক্ষিতমাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন যে, শীতপ্রধান দেশের শরীর রক্ষার সব নিয়ম গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ষোল আনা চলে না। রৌদ্রের উপকারিতার বিষয় আমাদের দেশে আলোচিত হইয়াছিল। সেই জন্যই ভারতের জ্ঞানীগণ বলিয়া গিয়াছেন "আরোগ্যম্ ভাস্করাৎ ইচ্ছেৎ"। কিন্তু অতীত জ্ঞানের গৌরব করিলেই ত আর উপকার হইবে না, সেই জ্ঞান কাজে লাগাইতে হইবে। বর্ত্তমান গবেষণার বিষয় এখন আলোচনা করা যাউক। অতীত এবং বর্ত্তমান গবেষণার মধ্যে কোন ভুল চুক আছে কিনা এখন তাহাই দেখিতে হইবে। আশা করি পাঠকগণ, পুরাতন বলিয়া, ঋষির গবেষণা একেবারে উড়াইয়া দিবেন না।

ঋষিগণ বলিতেছেন, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক রৌদ্রের সেবা করিতে হয়। শরৎকালে রৌদ্র লাগান ভাল নয়। সেইরূপ বসন্তকালেও রৌদ্র লাগান ভাল নয়। শীতকালে শরীরে শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে, বসন্তকালে রৌদ্রের তাপে ঐ শ্লেষ্মা গলিয়া পিত্তের সহিত মিশিয়া, বসন্ত এবং অন্যান্য পিত্তশ্লেষ্মার ব্যারাম জন্মায়। সুতরাং শরৎ এবং বসন্তকালে রৌদ্র লাগাইতে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। মাথায় রৌদ্র লাগান কোন সময়েই উপকারী নহে। অর্কং পৃষ্ঠতঃ সেবত—মেরুদণ্ডে সূর্য্যরশ্মি লাগান সবিশেষ ফলপ্রদ।

সকল ব্যারামেই যে সূর্য্যরশ্মি হিত-জনক তাহা নহে। পিত্তের এবং রক্ত পিত্তের রোগীর পক্ষে রৌদ্র হিত-জনক নহে। আহারের পরই রৌদ্র লাগান স্বাস্থ্যকর নহে। নিয়মমত প্রাতে ৮।৯ টার সময় সূর্য্যের দিক কিছুক্ষণ ধরিয়া তাকাইলে, চক্ষের ব্যারাম সারিয়া যায়। আর সুস্থ অবস্থায় তাকাইলে চক্ষের পীড়া হইবার সম্ভাবনা কম।

আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদিগকে পূর্ব্বে খোলা শরীরে রৌদ্র লাগান হইত। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের সভ্যতার অনুকরণে আজকাল শিক্ষিত মাতা পিতা, বালকবালিকা-গণকে কাপড়-চোপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখেন। আশা করি, এখন তাঁহারা শিশুগণকে রৌদ্র সেবা দ্বারা সবল এবং সুস্থ করিবেন।

রৌদ্রের উপকারিতা

আমাদের দেশে শীতকালে রোদ পোহান একটী সাধারণ প্রথা। এই রৌদ্র সেবনে যে শুধুই শীত নিবারণ হয়, তাহা নহে ইহা দ্বারা শরীরের নানাবিধ ব্যাধিরও উপশম হইয়া থাকে। ইউরোপে রৌদ্র বিরল বলিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইলেট্রিক আর্কল্যাম্প; মার্কারি ভেপার ল্যাম্প, টঙ্গষ্টোন আর্কল্যাম্প, প্রভৃতির সাহায্যে কৃত্রিম রৌদ্র উৎপাদন করিয়া রোগিগণকে সেবন করানো হইয়া থাকে; আজ কাল ক্ষত চিকিৎসাদিতে যে অলট্রাভায়লেট্ রশ্মির প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহা রৌদ্রের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। প্রভাতের বাল-সূর্য্যের কিরণে এই অলট্রা-ভায়লেট্ রশ্মি বহুল পরিমাণে থাকে। সমুদ্রোপকূলে ও পর্ব্বত শিখরে এই অলট্রা-ভায়লেট্ রশ্মির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সূর্য্য-কিরণে এই অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন রশ্মি আছে বলিয়াই সূর্য্যের এত আদর। বাস্তবিক এক দিন এই

সূর্য্যের প্রকাশ না হইলে জগতের যে কি অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। আঁধারে, আর্দ্র ভূমিতে প্রতিক্ষণে যে সকল বীজাণুর উদ্ভব হইতেছে, তাহা একমাত্র সূর্য্যকিরণেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। রাত্রির অন্ধকারে যে সকল বীজাণুর উৎপত্তি হয়, প্রভাতের সূর্য্য-কিরণ সম্পাতে তাদের বিনাশ ঘটিয়া থাকে; এবং প্রাভাতিক কিরণে তাদের কতকাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত না হইলেও সারা দিবসের প্রখর কিরণে তাহারা আর জীবিত থাকিতে পারে না। এমন কি যক্ষ্মার বীজাণুরও **সূর্য্যালোক ও বাতাসের নিকট ভিষ্ঠিতে পারে না।** সূর্য্যোদয় না হইলে এই সকল বীজাণুর ধ্বংস হইত না লোকের জীবন ধারণ করাও সঙ্কট হইয়া উঠিত। আমাদের দেশে প্রত্যহ কাপড় চোপড় এবং লেপ, কাঁথা-বালিস প্রভৃতি শয্যাদ্রব্য যে রৌদ্রে শুকান হয় তাহার উদ্দেশ্য সেগুলিকে সহজে এবং সুন্দররূপে বীজাণু-মুক্ত করা মাত্র। এবিষয়ে সাধারণে অবগত না হইলেও প্রচলিত রীতি অনুসারেই করিয়া থাকে।

সূর্য্যোদয়ের সহিত প্রকৃতির প্রফুল্ল ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে সূর্য্যের প্রকাশ হয় না বলিয়াই এই সময়ে যকৃৎ ও প্লীহার ক্রিয়ার বিশেষ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বর্ষাকালে যে মানসিক অবসাদ ও আত্মহত্যার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহার মূলে এই সূর্য্যালোক। সূর্য্যের সহিত মানসিক প্রফুল্লতার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। রৌদ্র-চিকিৎসার হাঁসপাতাল সমূহে দেখা গিয়াছে যে, বিশেষরূপে পীড়িত রোগিগণকে কিয়ৎকাল রৌদ্র সেবন করাইলে তাহাদের মানসিক ক্রিয়ার উৎকর্ষ হইয়া থাকে। তাহাদের মস্তিষ্কের জড়তার অপলাপ ঘটে এবং তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয়।

প্রতীচ্যে রৌদ্রের আদর থাকিলেও সাধারণের মধ্যে রৌদ্রের রোগোপশমক ক্রিয়ার বিষয় বোধ হয় বিশেষ কিছু গোচর ছিল না। সর্ব্ব প্রথম বৈজ্ঞানিক ফিন্‌সেন্ ইহার বিষয় বিজ্ঞান জগতে প্রকাশ করিয়া দেন। সম্প্রতি রোলিয়ার সাহেব বহু পরীক্ষা ও গবেষণার পর রৌদ্রের বিশেষ বিশেষ ব্যাধি নিরাময়ের ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাচীন গ্রীক ও রোমানের রৌদ্রের গুণের বিষয় অবগত ছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের চিকিৎসক হিপ্পোক্রেটিস্ রোগীর কম্পন নিবারণের নিমিত্ত আতপ সেবনের ব্যবস্থা করিতেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক বাগ্মী ও দার্শনিক ডায়োজিনিস বৃদ্ধ বয়সে টবের মধ্যে বসিয়া নিয়মিত ভাবে রৌদ্র সেবন করিতেন। গ্রীক সম্রাট্ আলেক্‌জাণ্ডার তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে, তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সম্রাটের সাক্ষাৎকাল ডায়োজিনিস আতপ স্নান করিতেছিলেন। সুতরাং গ্রীক সম্রাট তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া সূর্য্যরশ্মি অবরোধ করায় ডায়োজিনিস তাঁহাকে সরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। প্রাচীন রোমের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ প্লিনি উভয়েই আহারের পর প্রত্যহ এক ঘণ্টাকাল আতপ সেবন করিতেন।

সূর্য্য-কিরণের অন্তঃবর্ত্তী তাপোৎপাদন রশ্মি আলোকরশ্মি ও অলট্রা-ভায়লেট রশ্মির নিমিত্তই আতপস্নান বা রৌদ্র সেবনের এত গুণ। এই রশ্মিত্রয়ের মধ্যে অলট্রা-ভায়লেট রশ্মিই রৌদ্রের ব্যাধিপ্রশমক শক্তির মূলীভূত কারণ। উল্লিখিত রশ্মিত্রয়ের মধ্যে কেবলমাত্র তাপময় রশ্মিকে গ্রহণ করিতে হইলে, রৌদ্রকে লোহিত কাচের মধ্য দিয়া দেহের উপর ফেলিতে হয় এবং রৌদ্রের তাপ বাদ দিয়া উহার উপকারিতা লাভ করিতে হইলে, নীল কাঁচের মধ্য দিয়া রৌদ্র সেবন করিতে হয়। রৌদ্র সেবনের নিমিত্ত ছাদের উপর একটি কাঁচের ঘর নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন এবং তাহাতে প্রয়োজনানুসারে অতি স্বচ্ছ কাঁচের সার্সি বসান উচিত। যাহাতে সূর্য্যকিরণ কোনওরূপে বাধা না পায়, তজ্জন্য ঘরের ছাদ যথাসাধ্য হেলাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বিলাতে অলট্রা-ভায়লেট্ রশ্মির উপকারিতা পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আজ কাল কোয়ার্টজ কাঁচ এবং কোয়ার্টজের আলো ব্যবহৃত হইতেছে। সাধারণ কাঁচ অলট্রা-ভায়লেট রশ্মি প্রবেশের অন্তরায় ঘটাইয়া থাকে বলিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বিদ্যালয় সমূহের জানালার সার্সিতে কোয়ার্টজ কাঁচ সবান হইয়াছে। এমন কি লণ্ডনের পশুশালায় শীতকালে নিস্তেজ পশু পক্ষীকে প্রফুল্ল করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ঘরে কোয়ার্টজ আলোক দেওয়া হইয়াছে। রৌদ্র সেবনে পশুপক্ষী যেমন প্রফুল্লিত হয়, এই আলোক সেবনেও উহারা তদ্রূপ সজীবতা লাভ করে।

রৌদ্রের এই গুণ দেখিয়া সে দেশে এখনও রেডিও থিরাপি বা রঞ্জনরশ্মি চিকিৎসার মত এক্‌টিনোথিরাপি বা অলট্রা-ভায়লেট রশ্মি চিকিৎসার খুবই প্রচলন হইতেছে।

বিগত মহাযুদ্ধে আহত সৈনিকদিগের ক্ষত চিকিৎসায় রৌদ্রের প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং তাহাতে সুফলও পাওয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে বিলাতের ফ্যাক্টরিগুলিতে যে সকল বালিকা যুবতী কর্ম্ম করিত, তাহাদের অনেকেই সূর্য্যালোকবিহীন আবদ্ধ কক্ষে বসিয়া অবিরত কর্ম্ম করার নিমিত্ত অসুস্থ হইয়া পড়িত। এক্ষণে ফ্যাক্টরীর মধ্যে সূর্য্যালোক সেবনের ব্যবস্থা হওয়ায় এবং রৌদ্র-সেবনের উপযোগী হাতকাটা, গলা খোলা, ঢিলা ঘাঘ্‌রা পরিধান করার নিমিত্ত তাহারা আর পাণ্ডুরোগ, হরিৎপীড়া, রক্তহীনতা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয় না।

রৌদ্র চিকিৎসা করিতে হইলে দেহকে রৌদ্র-সেবনোপযোগী করিতে হয়, এবং তজ্জন্য ধীরে ধীরে রৌদ্র সেবনের কাল বর্দ্ধিত করিতে হয়। পা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেহ নগ্ন করিয়া রৌদ্রে বসিতে হয়। রৌদ্রের তেজ অধিক হইলে প্রথম প্রথম পাঁচ মিনিট কালই রৌদ্র সেবনের পক্ষে যথেষ্ট। রৌদ্র মৃদু হইলে এবং আতপ সেবনের ক্ষমতা হইলে, অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে ৪৫ মিনিট অবধি রৌদ্র সেবন করিতে হয়। রৌদ্র সেবনের কালে উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মস্তক ও চক্ষু আবৃত রাখা উচিত। ইহার জন্য সান্‌প্রুফ, সোলার টুপি ও এক জোড়া কাল কাঁচের চশমা হইলেই চলিতে পারে। সর্ব্ব দেহে রৌদ্র লাগান সম্ভবপর না হইলেও দেহের কোনও এক স্থানে রৌদ্র লাগানোর উপকারিতাও বড় কম নয়। সূর্য্য কিরণের কতকাংশ চর্ম্ম ভেদ করিয়া রক্তের সংস্পর্শে আসিয়া মিশে এবং তাপে পরিবর্ত্তিত হইয়া শোণিত স্রোতের সহিত দেহের শীতলাংশে চলিয়া যায়। এইরূপে দেহের একাংশে রৌদ্র লাগাইলে দেহের অপরাংশ উষ্ণ হইয়া উঠে। রৌদ্রের লোহিত রশ্মিগুলিই আমাদের দেহের অন্তর্নিহিত টিষ্যুগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। রৌদ্র সেবনে দেহের বাহ্যিক কোষ ও টিষ্যুগুলির ক্রিয়া, রক্ত চলা-চলের গতি, হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং প্রচুর ঘর্ম্ম নিঃসারিত হইয়া লোমকূপ সকল পরিষ্কার করিয়া দেয়। উপযুক্ত পরিমাণে রৌদ্র সেবন করিলে জীবনী-শক্তির ক্রিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

জল

[শ্রীদর্পহারী দাস এম্-এ]

পানীয় ও ঔষধ

জলের অন্য নাম জীবন, কারণ জল ব্যতীত আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না। আমাদের অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যে জলের ভাগই প্রধান। ইহাতেও আমাদের শরীরের জলের অভাব পূর্ণ হয় না। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীর হইতে প্রত্যহ প্রায় ৮৪ আউন্স জল বহির্গত হয়।

Professor Boyd Laynard বলেন—"জল শরীরে বল সঞ্চারিত করে এতদ্ব্যতীত ইহা শরীরের পক্ষে উত্তেজক দ্রব্যের মত কাজ করে কিন্তু সুরাদি মাদকদ্রব্য পরিণামে যে অবসাদ আনয়ন করে ইহাতে তাহা হয় না। যখন আমরা এক গ্লাস জল পান করি ইহা মৃদুভাবে আমাদের হৃদ্‌স্পন্দনের গতি বাড়াইয়া দেয়। ইহাতে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়তা হয় এবং সমস্ত শরীর যন্ত্রের স্ফূর্ত্তি সম্পাদিত হয়। যখন শরীরের যন্ত্রাদি দুর্ব্বল হয় তখন উষ্ণজল শরীরে উত্তাপ সঞ্চারিত করিয়া উত্তেজক ঔষধের কার্য্য সম্পাদন করে। উষ্ণজল এই প্রকারে শরীর যন্ত্রের রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্য করে। কিন্তু সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য শরীরের ক্রিয়ায় ব্যাঘাত উৎপাদন করে। এই গুলি শরীরে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে পারে কিন্তু পরক্ষণেই দেহে অবসাদক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়।

জলকে ঔষধ বলা যাইতে পারে। ইহা শরীরের অন্তর্ভাগ

বহির্ভাগ বিধৌত করিয়া আমাদের শরীরের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহা পাচক কার্য্যের সহায়তা করে। উষাকালে জল পান করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে।

Sanford Bennett বলেন ব্যায়ামানুশীলন উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ এবং প্রচুর জলপান কোষ্ঠশুদ্ধির সহায়তা করে। কোষ্ঠবদ্ধরোগে জলপানের উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"সন্তোষজনক খাদ্যগ্রহণ অপেক্ষা প্রচুর জলপান করার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে হইবে। তুমি যদি প্রত্যহ প্রচুর জলপান কর তাহা হইলে অন্ত্রধৌতি করিয়া ইহা 'এনিমার' কাজ করিবে। এনিমা অন্ত্রকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে সুতরাং বিশেষ আবশ্যকতা না থাকিলে এনিমা ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রত্যহ প্রচুর জল পান করিলে স্বাভাবিক উপায়ে কোষ্ঠশুদ্ধি হইতে পারে। হয় ত তুমি জলপান করিয়া বিশেষ ফল পাও নাই। তাহা হইলে আরও জল পান কর নিশ্চয়ই সুফল পাইবে।"

অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইলে চা কফি প্রভৃতির পরিবর্ত্তে উষ্ণজল পান করা উচিত। আহারান্তে উষ্ণজল পান করিলে কয়েক দিনের মধ্যেই অতি কঠিন অজীর্ণরোগেও আশ্চর্য্য উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা বহুস্থলে পরীক্ষিত হইয়াছে।

কোষ্ঠবদ্ধরোগ সম্বন্ধে Boyd Laynard বলেন, প্রত্যহ প্রাতর্ভোজনের পূর্ব্বে একটী কমলা আহার করিয়া কিংবা একগ্লাস শীতল জল পান করিয়া কেহ কেহ কোষ্ঠবদ্ধ রোগে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

Bernarr Macfadden বলেন "প্রচুর জলপানের অভাব হেতু অনেক ব্যক্তির কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মে। প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মল জল পান করিলে তাহাদের পীড়ার উপশম হইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রত্যহ শীতল জলপান করিলে প্রত্যূষে শৌচে যাওয়ার অভ্যাস গঠন করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়াই এক গ্লাস ও রাত্রিকালে শয়নের সময় এক গ্লাস জল পান করিবার অভ্যাস করা উচিত। দিবসে গ্রহণীয় জলের পরিমাণ শরীরের আবশ্যকানুযায়ী নির্দ্ধারিত হইতে পারে।"

"যখন আমরা চিন্তা করিয়া দেখি যে জল আমাদের শরীর পরিষ্কার করে, শরীর হইতে সমস্ত দূষিত পদার্থ বিদূরিত করে তখনই আমরা দ্বারা জল শরীর পূর্ণ করিয়া রাখার আবশ্যকতা উপলব্ধি করি। তুমি যদি দিবসে ৪ গ্লাসের কম জল খাইয়া থাক তাহা হইলে আরও অধিক জল পান করিতে অভ্যাস কর।"——

প্রচুর জল পান করিতে হইলে প্রাতঃকালে খালি পেটেই পান করা উচিত। তাহা হইলে ইহা শরীরের অভ্যন্তর বিধৌত করিয়া মলমূত্রনিঃসারক যন্ত্রাদির সাহায্য করে এবং ইহাও মলমূত্রাদির সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়। ইহাতে কোষ্ঠ-শুদ্ধি ও প্রস্রাবশুদ্ধি হয়। আমাদের দেশের হঠযোগিগণ উষাকালে ⁄১॥ সের হইতে ⁄২ সের পর্য্যন্ত জলপান করিয়া ধৌতিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন।

দিবসে অন্যসময় শরীরের প্রয়োজনানুসারে জলপান করিবে, অধিকমাত্রায় পান করিবে না। পাকস্থলী যে মাত্রা সহ্য করিতে পারে না সেই পরিমাণে জলপান করিলে পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত হইবে। তোমার উপযুক্ত মাত্রা তুমি নিজেই ঠিক করিতে পারিবে কারণ "প্রত্যেকেই নিজে নিজের উত্তম চিকিৎসক।" উষাকালের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে প্রচুর জল পান করা উচিত নয়।"

আহারের অব্যবহিতপূর্ব্বে জল পান করিলে পরিপাক ক্রিয়া ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়। আহারান্তে জল পান করাই উপযুক্ত ও স্বাভাবিক—ইহা পরিপাক-ক্রিয়ায় সহায়তা করে। কেহ কেহ বলেন অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে আহারের ১ ঘণ্টা পরে জল পান করা বিধেয়।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শীতল জল পান করিলে ইহা রসায়নের কার্য্য করে। যাহা জরাব্যাধি নিবারণ করিয়া আয়ু, স্মৃতি, মেধা, বল ও আরোগ্য প্রদান করে তাহাকেই রসায়ন বলা হয়। উষাপান অভ্যাস করিলে জ্বর, চর্ম্মরোগ, শিরঃপীড়া, মূত্রযন্ত্রের পীড়া, ও অর্শ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হয় এবং অকাল বার্দ্ধক্য নিবারিত হয়।

উষাকালে নাসারন্ধ্রদ্বারা জল পান করিলে দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। নাসাপান অভ্যাস করিলে সর্ব্ববিধ রোগ নাশ হয় এবং শরীরে বার্দ্ধক্যলক্ষণ প্রকাশিত হইতে পারে না।

ইহা অভ্যাস করিলে সমস্ত দিন মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা থাকে এবং দুশ্চিকিৎস্য শিরঃপীড়ার হস্ত হইতে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করা যায়। নাসাপান অভ্যাস করা অত্যন্ত সহজ। একটী শিশি শীতল জলে পূর্ণ করিয়া তাহার মুখ নাসাবিবরে সংলগ্ন করিয়া রাখ। তারপরে তোমার মস্তক পশ্চাৎদিকে একটু হেলাইয়া রাখিলে স্বতঃই জল নাসাবিবর দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিবে—নিজে শক্তি প্রয়োগ করিয়া টানিবে না তাহা হইলে জ্বালা অনুভব করিবে। একরন্ধ্র দ্বারা কিছুক্ষণ জল পান করিয়া পরে অন্য নাসারন্ধ্র দ্বারা পান কর। যখন যে নাসা দ্বারা জল পান করিবে তখন তাহার বিপরীত নাসা দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে। প্রথমে শিশি দ্বারা অভ্যাস করিয়া ইহাতে অভ্যস্ত হইলে গ্লাস বা সুবিধামত অন্য যে কোন পাত্রে জল রাখিয়া নাসা দ্বারা পান করিতে পার। নাসাপান অভ্যাস করিলে প্রথমে একটু সর্দ্দি হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ভীত হইবে না। উষাকালে সহ্যমত ⁄॥০ সের কিংবা ⁄১॥০ সের জল পান করিতে পার। যদি দরকার মনে কর ক্রমোভ্যাসের দ্বারা ⁄১॥ সের ⁄২ সের পর্য্যন্ত জল পান করিতে পার তাহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই।

অতিসার কফ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইলে উষাপান কয়েক দিন স্থগিত রাখা উচিত। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে বা বৃষ্টিপাত হইলে উষাপান প্রশস্ত নহে করণ তখন শরীরে রসধাতু প্রবল হয়।

অভ্যাসের প্রথমাবস্থায় বিশেষ ফল না পাইলেও অভ্যাস ত্যাগ করিও না। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে নিয়ম পালন করিতে থাক—ভবিষ্যতে ফললাভ অবশ্যম্ভাবী।

জল নানাবিধ পীড়ার ঔষধ। সমস্ত কপালে শীতল জলের পটী দিলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়। একখণ্ড বস্ত্র শীতল জলে ভিজাইয়া ইহা উদরের চারিদিকে কিছুক্ষণ জড়াইয়া রাখিলে কোষ্ঠকাঠিন্যরোগে উপকার পাওয়া যায়। জলীয় বাষ্পের নিশ্বাস গ্রহণ করিলে মস্তকবেদনা দূরীভূত হয়। জলচিকিৎসার গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলেই এই বিষয়ে বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিবে।

জলের ব্যবহার।

গরম জলে পদ ধৌত করণ (The Foot Bath) গরম জলে পদদ্বয় ডুবান এক প্রকার হিতকারক চিকিৎসা। ঠাণ্ডা লাগিলে, মাথা ধরিলে, বা সর্দ্দি হইলে এই চিকিৎসায় বিশেষ উপকার হয়। কখন কখন অনিদ্রা রোগে ইহার দ্বারা রক্ত মস্তিষ্ক হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া সুফল প্রদান করে।

বিছানা যাহাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য খবরের কাগজ বা এক খণ্ড অয়েল ক্লথ বা রবারের পাত বিছানায় পাতিয়া রোগীকে শোয়াইয়া দিতে হয়। তৎপরে রোগীর হাঁটু ও পদদ্বয় একখানি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়। খাটের নীচে জলপাত্রটী রাখিতে হয়। উহা এরূপ গভীর ও বড় হওয়া দরকার যেন পায়ের পাতা দুইটী তাহাতে বেশ ভাল ভাবে রাখিয়া অন্ততঃ গোড়ালি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিতে পারা যায়। রোগী চেয়ারে বসিলেও চলে। সে ক্ষেত্রে এক খণ্ড বস্ত্র দ্বারা পদদ্বয় এবং জল পাত্রটির চারিদিকে বেড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, নচেৎ সর্দ্দি লাগিতে পারে।

এই কার্য্যে যে জল লাগিবে, তাহার তাপ ১০০ ডিগ্রী পরিমাণ হওয়া উচিত এবং যতদূর পর্য্যন্ত রোগী সহ্য করিতে পারে ততদূর তাপবৃদ্ধির জন্য ক্রমে ক্রমে তাহাতে গরম জল মিশাইলে চলে। আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পদদ্বয় ডুবাইয়া রাখা যেতে পারে। পাঁচ মিনিটের বেশীক্ষণ ডুবাইয়া রাখিতে হইলে একখানি ঠাণ্ডা তোয়ালে মাথায় বা গলায় বা উভয় স্থানে জড়াইয়া দিতে হয়। এই ভাবে ডুবানো শেষ হইয়া গেলে জলপাত্র হইতে পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া অল্পক্ষণ ঠাণ্ডা জলের দ্বারা ধুইয়া দেওয়া উচিত এবং তারপর পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ও পদদ্বয়ের সব দিকে শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা ভালরূপে মুছিয়া ফেলা দরকার।

অত্যুষ্ণ জলে পদ ধৌত করণ
(The Hot Leg Bath)

ইহাও কতকটা পূর্ব্বোক্ত পদ ধৌত করণের মত, কিন্তু ইহাতে জল পাত্রটী এরূপ গভীর হওয়া দরকার যেন হাঁটু পর্য্যন্ত জলে ডুবানো যেতে পারে। তখন কিছু ভাল না পাওয়া গেলে বাজারে ওয়াশ বয়েলার (Wash Boiler)

নামে যে পাত্র কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে রোগীকে বসানো অবস্থায় রাখিয়া উত্তমরূপে বস্ত্রের দ্বারা হাঁটুর উপর হইতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক। জলপাত্রটী হইতে ২।৩ ইঞ্চি উঁচু টুলই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক আসন। জল পাত্রের প্রান্ত-ভাগে তোয়ালে এমন ভাবে রাখিয়া দিতে হয়, যেন তোয়ালে-খানি হাঁটু দ্বয়ের নীচেই থাকে। পাত্রের জল অন্ততঃ ১০৫° ডিগ্রী গরম হওয়া চাই এবং যতদূর পর্য্যন্ত রোগী সহ্য করিতে পারে ততদূর পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে গরম জল মিশাইতে হয়। এ ক্ষেত্রেও ধৌতকরণ শেষ হইলে শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা অঙ্গুলী সমেত পদ দ্বয় মুছিতে হয়।

উপবেশন অবস্থায় ধৌত করণ
(The Sitz Bath)

এই ধৌত করণ শরীরের প্রদাহ উপশমে সুন্দর কাজ করে। তলপেটের মলদ্বারের ও তলপেটের হাড়ের বেদনায় এবং মূত্রকৃচ্ছ রোগেও ইহা বেশ ফলপ্রদ। শরীর হইতে ঘাম বাহির করা আবশ্যক হইলেও এই প্রক্রিয়া করা যাইতে পারে।

সিট্‌স্ বাথ (Sitz Bath) নামক যে পাত্র বাজারে পাওয়া যায় তাহা যদি না থাকে, তবে সাধারণ টবের একদিকে কয়েক ইঞ্চি উঁচু করিয়া কাঠ লাগাইয়া লইলে চলিতে পারে।

একটী গরম জলের পাত্র, অথবা বাজারে যে ফুট টব্ (Foot tub) পাওয়া যায়, তাহা দরকার এবং ঐ টবের প্রান্তভাগে একখানি তোয়ালে এরূপভাবে রাখিতে হইবে, যাহাতে হাঁটুদ্বয় কাঠ বা ধাতুর সংস্পর্শে না আসে। আর একখানি তোয়ালে টবের প্রান্তভাগে রোগীর পিঠের দিকে রাখিতে হয়, যাহাতে রোগী পিছন দিকে ঠেস দিয়া বসিতে পারে। যদি অনেকক্ষণ ধরিয়া এই ধৌতকরণ চলিতে থাকে, তবে মাথার ঝাপ্‌টা দেওয়ার জন্য একটী পাত্রে ঠাণ্ডা জল রাখিয়া দিতে হয়। ঘাম বাহির করার উদ্দেশ্যে যখন এই ধৌত ক্রিয়া করা হয়, তখন ১০০° ডিগ্রী তাপের গরম জল টবে রাখিয়া তাহার মধ্যে কয়েক মিনিট রোগীকে বসাইয়া রোগীর সহ্যমত ক্রমে ক্রমে তাহাতে সতর্কতার সহিত গরম জল মিশাইতে হয়। একটা কম্বল বা একটা কম্ফটার, বা ঘর যদি বেশ গরম থাকে তবে মাত্র একটী বিছানার চাদর রোগীর শরীরের এবং গরম জলের পাত্র ও টবের চারিদিকে বেড় জড়াইয়া দিতে হয়। মাথায় ঠাণ্ডা ভিজা তোয়ালে রাখিয়া দেওয়া উচিত। এই ধৌত ক্রিয়া ১০ মিনিট হইতে ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু রোগী যখনই অবসাদ বোধ করিবে বিশেষতঃ তৎসঙ্গে নিঃশ্বাস ঘন ঘন বহিতে আরম্ভ করিবে তখনই বন্ধ করা উচিত; এই ধৌত কার্য্যের শেষভাগে টবের খানিকটা গরম জল তুলিয়া ফেলিয়া ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া লইতে হইবে এবং তাহাতে শরীর ঠাণ্ডা করতঃ ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে, নচেৎ সর্দ্দি হইতে পারে।

স্পঞ্জ দ্বারা ধৌত করণ (The sponge bath)

ঠাণ্ডা জলে ভিজানো স্পঞ্জ (ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়) ব্যবহার জ্বর হ্রাস করিবার একটী বিশেষ উপায়। স্পঞ্জ না হইলেও চলে, শুধু হাতের দ্বারা জল লাগানো যাইতে পারে। শরীরের তাপ হ্রাসের জন্য জলের উত্তাপ ৬০ ডিগ্রী বা তদপেক্ষা কম হওয়া উচিত।

স্পঞ্জ দ্বারা ধৌত করিবার জন্য একটি জলপূর্ণ পাত্র ও কয়েকখানি তোয়ালের যোগাড় রাখিতে হয়, রোগীকে একেবারে বিবস্ত্র করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া বিছানার চাদর দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয়। এক একবারে শরীরের অংশ বিশেষের চিকিৎসা করা হয়। বিছানা নষ্ট হইতে না পারে সেইজন্য বিছানায় তোয়ালে পাতিয়া দেওয়া হয়। হাতের একটী বাহু আল্‌গা করিয়া আগা গোড়া ঠাণ্ডা জল লাগাইয়া মুছিয়া দিতে হয়। ক্রমে অন্য বাহুটী, বক্ষঃস্থল এবং তলপেটের দিকে ঐ রকম করিতে হয়। তারপর এক এক করিয়া পা দুখানি এবং শেষে পিঠে জল লাগাইয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়। বিছানায় একটুও জল না ফেলিয়া এই কার্য্য সুসম্পন্ন করা যেতে পারে এবং রোগী বেশ আরাম বোধ করে। জ্বর কমাইবার জন্য স্পঞ্জ দ্বারা ধৌত করিতে হইলে ২০।২৫ মিনিট পর্য্যন্ত এবং দিনের মধ্যে কয়েকবার ঐরূপ করা যেতে পারে। রোগী যাহাতে ক্লান্ত হইয়া না পড়ে ও তাহার স্নায়বিক দুর্ব্বলতা না জন্মে সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যখনই আবশ্যক হইবে তখনই এইরূপভাবে ধৌত করা যাইতে পারে।

আমের কলম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

কলমের গাছের ফল, যে গাছের কলম, ঠিক তাহারই অনুরূপ হয়; অর্থাৎ কলমের চারা সকল সময়ে ও সর্ব্বত্র স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে—মাতৃবক্ষের অনুরূপ ফলধারণ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন কলমের গাছে, আঁঠির গাছের তুলনায়, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই ফল ধরে। প্রধানতঃ এই দ্বিবিধ কারণে আজকাল অনেকেই কলমের চারা রোপণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন। ফলে, কলম-বিক্রেতার (Nursery-men) সংখ্যাও দিন দিনই বাড়িতেছে।

বীজ বা আঁঠির আমগাছের ভাবীফলের আকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যায় না। একটি উৎকৃষ্ট জাতীয় আমের আঁঠি হইতে কতকগুলি চারা উৎপন্ন করিলে, উহার প্রায় প্রত্যেকটি গাছেই বিভিন্ন প্রকার ফল জন্মিতে দেখা যায়। হয় ত কোনটির ফল টক, কোনটির ফলের আঁঠি বড়, কোনটির ফলে মাতৃ-ফলের সুগন্ধ নাই, কোনটির ফলে অত্যধিক আঁশ জন্মিয়াছে—এইরূপ কোন না কোন দোষ পরিলক্ষিত হইবে। কদাচিৎ দুই একটি আঁঠির গাছে মাতৃ-বৃক্ষের (যে গাছের ফলের আঁঠি) অনুরূপ বা তদপেক্ষা উত্তম ফলও জন্মিতে পারে। আঁঠির গাছেও যে উৎকৃষ্ট আম্র জন্মে; বাঙ্গালার অধিকাংশ জাতীয় আম্রই তাহার সম্যক্ পরিচায়ক। আঁঠির চারাগাছে উৎপন্ন ফল প্রায়ই ক্ষুদ্রাকৃতির হইয়া থাকে। কিন্তু কলমের চারায় এ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা বড় কম।

আমের কলমের চারা ও আঁঠির চারা—এই উভয় প্রকার চারাতেই বহু প্রকার দোষ গুণ রহিয়াছে; কিন্তু আঁঠির চারায় গুণের তুলনায় দোষ যে অধিক নহে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। আঁঠির চারার বহুবিধ গুণ রহিয়াছে বলিয়াই, আমের কলম রোপণের প্রতি বঙ্গদেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আজিও বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালার ধনীদের ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের ফলের বাগানেই অধিকসংখ্যক আমের কলম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বঙ্গের কলিকাতা, মালদহ ও মুর্শিবাদ এবং বিহারে দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুর—প্রধানতঃ এই পাঁচটি জেলা হইতেই আমাদের বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র নানাজাতীয় উৎকৃষ্ট আমের কলম আনীত হইয়া থাকে। উক্ত পাঁচটি জেলাতেই বহু সংখ্যক কলম বিক্রেতা রহিয়াছেন। তাঁহারা ব্যবসায়ের হিসাবে প্রতিবৎসরই স্বীয় স্বীয় মালী দ্বারা বহুসংখ্যক আমের জোড়-কলম প্রস্তুত করাইয়া লয়েন। একমাত্র অর্থোপার্জ্জনই তাঁহাদের মুখ্য-উদ্দেশ্য বলিয়া, তাঁহাদের অধিকাংশেরই নার্শরী-বাগানে যে জোড়-কলম বাঁধা হয়, তাহা প্রায়ই নির্দ্দোষ হয় না। কলম বিক্রেতাদের বেতনভোগী মালী-(?) দিগের অনেকেই ভালরূপে কলম বাঁধিতে জানে না; এবং কলম বাঁধিতে জানিলেও, মনিবের ব্যবসায়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই যা-তা কলম প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিসে উৎকৃষ্ট কলম হইতে পারে, তৎপ্রতি মালীদিগের অনেকেরই আদৌ লক্ষ্য রহে না। জোড় লাগিলেই যখন কলম বিক্রয় হয়, তখন কলমের ভালমন্দের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা মালীদের অনেকেই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে না। বহুসংখ্যক কলম বাঁধিতে না পারিলে ব্যবসায় লাভজনক হইতে পারে না। সুতরাং কলম-বিক্রেতারা মালীদের কাছে কেবল অধিকসংখ্যক কলমই পাইতেই ইচ্ছা করেন। উহা ভাল হউক বা মন্দ হউক, যে মালী যত অধিকসংখ্যক জোড় বাঁধিতে পারে, কলম-বিক্রেতারা তাহাকেই উপযুক্ত মনে

করেন। চারাগাছ ও শাখা নির্ব্বাচনে যতই দোষ রহুক না কেন, কলমের সংখ্যা অধিক হইলেই আর্থিক লাভও অধিক হয়; সুতরাং নির্দ্দোষরূপে কলম প্রস্তুত করিতে কলম-বিক্রেতাদের আগ্রহ হইতে পারে না; তাহা হয়ও না। কারণ, যথোচিতভাবে নির্দ্দোষ কলম প্রস্তুত করিতে হইলে, কলমের সংখ্যা কখনও অধিক হইতে পারে না। এ কারণে সুলভ মূল্যে কলম বিক্রয় করাও কখন সম্ভব হয় না। খাঁটী ও ভাল জিনিষের মূল্য কখনও সুলভ হয় না—হইতেও পারে না। এ কথাটা আমাদের দেশের লোকে বুঝিয়াও বোঝে না। তাহাদের প্রায় সকলেই সুলভ মূল্যের কলম চায় বলিয়া, কলম-বিক্রেতারাও নির্দ্দোষ কলম প্রস্তুত করে না। এখানে বলিয়া রাখা ভাল, অনেক কলম-বিক্রেতা দোষশূন্য কলম প্রস্তুত করিতেও জানে না।

আমাদের দেশী খাঁটী ও নির্দ্দোষ কলম অনেক সময়েই পাওয়া যায় না। এ কারণে আমের কলমের চারা রোপণ করিয়াও অনেকেই আশানুরূপ সুফল লাভ করিতে পারে না। দোষ-যুক্ত কলমের চারাগাছ রোপণ করিলে—

(১) অনেক গাছই যথোচিতরূপে বা সতেজে বর্দ্ধিত হয় না।

(২) অনেক গাছ চারিদিকে বহুসংখ্যক শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া ঝাড়াল হইয়া উঠিতে পারে না।

(৩) কোন কোন কলমের গাছের বর্দ্ধন-খর্ব্বতা জন্মে; এবং অনেক গাছই খর্ব্বশাখ হয়।

(৪) ফলধারণের উপযুক্ত বয়সের হইলেও, অনেক গাছে ফল ধরে না।

(৫) কোন কোন গাছ দীর্ঘকালেও ফলপ্রসূ হয় না; এবং কোন কোন গাছে একেবারেই ফল ধরে না।

(৬) কোন কোন গাছের ফলের আকার কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র হয়; এবং ফলের স্বাদ ও গন্ধ উত্তম হয় না।

(৭) কোন কোন চারাগাছ সহজেই রুগ্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং চারা-অবস্থায়ই মরিয়া যায়।

(৮) প্রবল বাতাসে বা ঝড়ে কোন কোন গাছের জোড়া চিরিয়া যায় এবং গাছের মাথা ভাঙ্গিয়া পড়ে।

প্রধানতঃ এই অষ্টবিধ দোষ ঘটিয়া থাকে। এই সকল দোষ ঘটিবার কারণ কি, তৎসম্বন্ধেই ক'একটি কথা বলিতেছি।

১। জোড়-কলম বাঁধিতে হইলে সুস্থ ও সতেজ চারাগাছ আবশ্যক। সুপক্ক আম্রফলের আঁঠি (বীজ) না হইলে ভাল চারা হয় না। গাছপাকা-ফল আপনা হইতে ভূপতিত হইলে, উহাকে সুপক্ক ফল বলা যায়। এইরূপ সুপক্ক-ফলের আঁঠি হইতেই যথোচিত যত্নের সহিত চারা তুলিতে হয়। আঁঠির চারা তুলিতে যে যত্ন ও পরিশ্রমের আবশ্যক হয়, তাহা অনেকেরই ধারণাতীত। এমন কি, কলম-বিক্রেতা-দেরও অনেকেই তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন। আম খাইয়া আঁঠি কোন একস্থানে ফেলিয়া রাখা হয়। যে আঁঠিতে চারা তুলিতে হইবে, তাহা সুপক্ক আমের কি না, যেখানে আঁঠি ফেলিয়া দেওয়া হইল, সেখানে জল, বায়ু ও উত্তাপের অভাব ঘটিবে কি না এবং সে স্থানের মৃত্তিকা কিরূপ—এসব সামান্য বিষয়ের প্রতিও অনেকেরই দৃষ্টি নাই। উৎপন্ন চারায় সুফল লাভের আশা থাকিলে অর্থাৎ সুস্থ ও সতেজ চারা পাইতে হইলে বীজ-রোপণে এত তাচ্ছল্য করা উচিত নহে। অর্দ্ধ-ছায়াযুক্ত-স্থানে 'চৌকা বা 'হাপোর' করিয়া, ঐ হাপোরে বাছাই করা বীজ অর্থাৎ সুস্থ, সুগঠিত ও সুপক্ক আম্রের পূর্ণবয়বপ্রাপ্ত আঁঠি রোপণ করিতে হইবে। বীজ রোপণের পূর্ব্বে হাপোরের মৃত্তিকা কোদাল দ্বারা গভীররূপে কোবাইয়া ও উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ এক ফুট গভীর করিয়া মৃত্তিকা কোবাইতে এবং মাটির ঢিলাগুলি ধূলিবৎ চূর্ণ করিতে হয়। চূর্ণীকৃত মৃত্তিকা হইতে ইট, খোলা প্রভৃতির ভগ্নাংশ এবং গাছের শিকড় আগাছা, তৃণ প্রভৃতি বাছিয়া ফেলিয়া, উহাতে কিঞ্চিৎ গোময়সার মিশ্রিত করিতে হইবে। হাপোরের দো আঁশ-মৃত্তিকা উক্তরূপেই-বীজ রোপণোপযোগী করিয়া লইতে হয়। জমি প্রস্তুত হইলে পরে, তথায় সারি করিয়া অর্দ্ধহস্ত ব্যবধানে নির্ব্বাচিত আঁঠিগুলি রোপণ করিতে হইবে। তাহা না করিলে বীজোৎপন্ন চারা কখনও সুস্থ ও সতেজ হইতে পারে না। মার্সেল উড্র সাহেব বলেন—"উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্রের পুষ্পিত-শাখাকে মস্‌লিন বা তদ্রূপ অন্য কোনরূপ সূক্ষ্মবস্ত্রের মেকড়া দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে, তন্মধ্যস্থ পুষ্পে নিকৃষ্টজাতির পরাগ-সঙ্গম হইতে পারে না। তদবস্থায় স্বপরাগ-সঙ্গম দ্বারাই পুষ্পের গর্ভাধান-কার্য্য সাধিত হয়। আবশ্যক হইলে কৃত্রিম উপায়ে

উৎকৃষ্ট জাতির পুষ্পপরাগ-সঙ্গম করাইয়াও, ইহার জাতীয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা যাইতে পারে। উক্তরূপে সযত্নে-রক্ষিত আম্রশাখায় যে ফল জন্মিবে, তাহারই সুপক্ক ফলের বীজ চারা তুলিতে হয়। এইরূপ চারাগাছের দ্বারাই জোড়-কলম বাঁধিতে হইবে।" এই প্রণালীটি যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐরূপভাবে চারা উৎপন্ন করা সহজসাধ্য নহে। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপে হাপোরে যত্নের সহিতই চারা তুলিয়া লইতে হইবে।

আঁঠিজাত চারাগুলি ৪—৬ইঞ্চি উচ্চ হইয়া উঠিলে, উহাদিগকে উঠাইয়া আনিয়া চারা-চৌকায় রোপণ করিতে হয়। চারা-চৌকায় বড় করিয়া অর্থাৎ রোপণের এক বৎসর পরে, তাহা স্থানান্তরিত করিতে বা টবে ও কোনও মৃৎপাত্রে বসাইতে হইলে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। কারণ, এক বৎসরের চারা যতদূর পর্য্যন্ত শিকড় বিস্তার করে, ততদূরের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া গোড়ার মাটিসমেত চারা উঠাইতে হয়। তদন্যথায় শিকড়ে আঘাত লাগিলে তাহাতে চারার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। খুব ছোট চারা টবে বসাইয়া রাখিলে, উহা পাত্র হইতে খুলিয়া মাটিসমেত নির্দ্দিষ্টস্থানে রোপণ করা সহজসাধ্য। এ কারণে বীজজাত ছোট চারা চারা-চৌকায় না বসাইয়া, উহাদিগকে টবে বসান হয়। ইহাতে কাজে বিশেষ সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু টবে-বসান চারাগুলি সতেজে বর্দ্ধিত হইতে বা সুস্থ রহিতে পারে না।

টবে আঁঠি রোপণ করিয়াও চারা তুলিতে পারা যায়। যত্ন করিতে পারিলে টবেও ৩.৪ বৎসর পর্য্যন্ত চারাগাছ রাখা যাইতে পারে। টবের চারাগাছ যত বড়ই হউক না কেন, টব ভাঙ্গিয়া উহা সহজেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করা যায়। এই সুবিধাটুকুর জন্যই অনেকে টবেই চারা উৎপন্ন করিয়া থাকে। মৃত্তিকাজাত গাছের ন্যায় টবে উৎপন্ন গাছ যে সতেজ হয় না—হইতেও পারে না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আম্রবীজ হইতে স্বভাবতঃই যে একটি আসল-মূল (Taproot) নির্গত হইয়া থাকে, উহা কোনরূপে বাধা প্রাপ্ত না হইলে অল্পকাল মধ্যেই অত্যধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু টবে বা অন্য কোনও পাত্রে আসল-মূল যথোচিতরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে না; উহা অন্যান্য শিকড়ের সহিত জমাট বাঁধিয়া যায় বলিয়া গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ঐরূপ নিস্তেজ চারার শাখায় জোড় বাঁধিলে কলমটি কখনও সুস্থ রহিতে ও সতেজ হইতে পারে না; আমাদের দেশের কলম বিক্রেতাদের বহুসংখ্যক চারার আবশ্যক হয় বলিয়া, তাহারা পূর্ব্বোক্তরূপ যত্নের সহিত বাছাই করা আঁঠির চারা তোলে না এবং টবে বা কোনও মৃৎপাত্রেই চারা উৎপন্ন করে বা ছোট চারা টবে বসাইয়া পালন করিয়া থাকে। এই সকল নানা কারণেই তাহাদের চারা প্রথমাবস্থা হইতেই সতেজ হইতে পারে না। ফলে, নিস্তেজ চারার কলমের গাছও সতেজ হয় না। সুতরাং ঐ সকল গাছ ঝাড়াল হইতে পারে না, যথাসময়েও ফলপ্রসূ হয় না, এবং দীর্ঘকাল জীবিত রহিতেও পারে না।

২। নিকৃষ্ট জাতীয় আমের আঁঠির চারার সহিত উৎকৃষ্ট জাতির শাখার কলম বাঁধিলে, উহা প্রায় সকল সময়েই উৎকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হয়। সাধারণতঃ নিকৃষ্ট জাতির সংস্পর্শজনিত-দোষে উৎকৃষ্ট জাতির গুণের বিশেষ কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। কিন্তু তথাপি যে জাতির কলম করিতে হইবে, সেই জাতির আঁঠির চারার সহিতই কলম করা কর্ত্তব্য। ইহাতে কলমের গাছের ফলের রূপ, গুণ, গন্ধ, স্বাদ ও আকার প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য ঘটিবার সম্ভাবনা রহে না। কলম-বিক্রেতারা সাধারণতঃ যে কোন জাতির আঁঠির চারার সহিতই নানাবিধ উৎকৃষ্ট জাতির শাখার কলম বাঁধিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের কলমের ফলে গুণের ব্যতিক্রম ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহে; এবং অনেকস্থলেই আশা-অনুরূপ সুফল লাভ করা যায় না।

৩। কত বয়সের চারাগাছের গুঁড়িতে জোড় বাঁধিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ রহিয়াছে। উদ্যানতত্ত্ববিদ্-গণের কেহ কেহ বলেন, বর্ষাকালে তিন সপ্তাহের আঁঠির গাছের সহিত, ঐ বয়সের সুকোমল প্রশাখার জোড় লাগাইতে হয়। তাহা হইলে এক মাসের মধ্যেই জোড় লাগে। কাহারও কাহারও মতে, চারাগাছ ছয় মাসের হইলেই, উহার সহিত জোড় বাঁধিতে হয়। আবার কেহ কেহ বলেন—দশ মাসের চারাগাছই জোড় বাঁধিবার উপযুক্ত হয় সত্য, কিন্তু উহা সতেজ না হইয়া উঠিলে, তদপেক্ষা অধিক বয়সের চারার গুঁড়িতেই জোড় বাঁধিতে হইবে। পক্ষান্তরে কাহারও কাহারও মতে, জোড়-কলম বাঁধিয়া

আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে হইলে দুই বৎসরের চারা-গাছই উত্তম। চারাগাছের গুঁড়ি কনিষ্ঠ অঙ্গুলির ন্যায় মোটা হইলেই চলে। উদ্যানতত্ত্ববিদ্ স্বনামখ্যাত উড্ সাহেব বলেন,—তিন সপ্তাহের চারা হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের চারাতে জোড় বাঁধিয়া উৎকৃষ্ট কলম প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সুতরাং জোড়-কলম বাঁধিবার চারাগাছের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট বয়সের আবশ্যক হয় না। আমাদের দেশের আধুনিক উদ্যানতত্ত্ববিদগণের মতে, জোড়-কলম বাঁধিবার পক্ষে অন্ততঃ একাধিক বৎসরের চারাগাছই উত্তম। একবৎসরের কম বয়সের চারাগাছে কলম বাঁধা উচিত নহে।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের কলম-বিক্রেতারা সাধারণতঃ ২।৩ বৎসরের চারাগাছের গুঁড়িতেই জোড় বাঁধে। মালদহ জিলায় ২।৩ বৎসর বয়সের চারার সহিত সাধারণতঃ এক হইতে দেড় ইঞ্চি বা কখন কখন দুই ইঞ্চি স্থূলশাখারও জোড়-কলম বাঁধা হয়। মালদহ জিলায় ৪।৫ বৎসরের চারার সহিতও কলম বাঁধিবার প্রথা রহিয়াছে। বড় চারাগাছে জোড় বাঁধিলে শীঘ্রই ফল ধরে, এবং উহা সতেজ হয় ও সহজে মরিয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহে না।

চারাগাছের কাণ্ড অর্দ্ধপরিপক্ক হইলেই ভাল হয়। অন্ততঃ দুইবৎসরের চারা না হইলে, উহার কাণ্ড কোমল রহে—অর্দ্ধপক্ক হয় না। দুই বৎসরের কম বয়সের চারার কাণ্ড কোমল রহে বলিয়া, উহার সহিত ডালার জোর বাঁধিলে কলম অতিশয় দৃঢ় ও সতেজ হইতে পারে না। সুতরাং উহা সহজেই মরিয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহে। চারা ও শাখা কোমল রহিলে একমাসের মধ্যেই জোড় লাগে। কিন্তু শাখা ও চারা যত স্থূল হয়, সেই অনুসারে জোড় লাগিতেও বিলম্ব হয়। অল্প সময়ে অধিকসংখ্যক কলম প্রস্তুত করিতে হয় বলিয়া, কলম-বিক্রেতারা অনেক সময় কোমল শাখা ও চারারই জোড় বাঁধে। এই সকল জোড়-কলমই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, এবং উহাদের অনেক কলমই চারা-অবস্থায়ই মরিয়া যায়।

৩। চারার কাণ্ড ও শাখার বয়স ঠিক একরূপ হওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু, চারা ও ডাল উভয়েই খুব সতেজ ও সুস্থ হওয়া চাই। শাখা নিস্তেজ ও রুগ্ন হইলে, তদুৎপন্ন কলমে শীঘ্র ফল ধরে না; এবং ঐ কলম দীর্ঘস্থায়ীও হয় না।

চারার কাণ্ড ও প্রশাখার স্থূলতা সমান হইলেই জোড়-কলম ভাল হয়। তবে নির্ব্বাচিত প্রশাখা হইতে চারার স্থূলতা কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। বরং তাহাতে ভালই হয়। পক্ষান্তরে, চারার কাণ্ড অপেক্ষা কলমের জন্য নির্ব্বাচিত-শাখা অধিক মোটা হইলেও, তাহা জোড় লাগিতে পারে। কিন্তু জোড় লাগিবার পরে শাখা কর্ত্তন করিয়া নামাইলে, কলমের কাণ্ড তদপেক্ষা স্থূল অগ্রভাগের অর্থাৎ শাখার রস যোগাইতে পারে না। ফলে কলম মরিয়া যাইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা রহে। কলম-বিক্রেতারা শাখা-নির্ব্বাচনের প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য রাখে না। এ কারণে তাহাদের কলমে বহুদোষই ঘটে; এবং অনেক কলম চারা-অবস্থায়ই মরিয়া যায়।

৪। অতিরিক্ত স্থূল, পুরাতন ও রুগ্ন শাখায় শীঘ্র অথবা ভাল কলম হয় না। অর্দ্ধপরিপক্ক কোমল কাণ্ড যেমন বৃদ্ধিশালী ও রসাল থাকে, স্থূল, রুগ্ন ও পুরাতন শাখায় তদ্রূপ থাকে না। অর্দ্ধপরিপক্ক ও তেজাল শাখাতেই কলম করিতে হয়। ঐরূপ শাখাই কলম করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

অতিরিক্ত কোমল ও নূতন শাখাতেও কলম করিবার পক্ষে অনেক ব্যাঘাত আছে। কারণ, ঐরূপ শাখার রস এত তরল যে, উহাতে অস্ত্রাঘাত করিবা মাত্র রস নির্গত হইয়া গিয়া শাখাটিকে ঝিমাইয়া দেয়। এমতাবস্থায় অনেক কোমল শাখাই রৌদ্রে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়। তাহা না হইলেও কলম বাঁধিবার পরেও অনেক কলম সহজেই মরিয়া যাইবার আশঙ্কা রহে। কলম-বিক্রেতাদের এইরূপ দোষযুক্ত কলমেরই অকাল-মৃত্যু ঘটে।

৫। কলম-বিক্রেতারা অধিকসংখ্যক কলম প্রস্তুত করে বলিয়া, শাখা-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাহাদের লক্ষ্য বড় কম রহে। এ কারণে, অনেক বক্র ডালেতেও তাহারা কলম বাঁধিয়া থাকে। ঐ সকল ডালের কলম কখনও ঝাড়াল হইয়া উঠিতে পারে না যেরূপ সরল ডালাতে জোড় বাঁধিলে কলম নির্দ্দোষ বা আদর্শস্থানীয় হইতে পারে, সেরূপ ডালা বাছাই করিয়া লইলে কলম-বিক্রেতাদের ব্যবসায় চলে না। কারণ, উপযুক্ত শাখা-নির্ব্বাচন করিয়া কখনও অধিকসংখ্যক কলম প্রস্তুত করিতে পারা যায় না।

যাঁহারা নিজ-প্রয়োজনে অত্যল্পসংখ্যক কলম প্রস্তুত করেন, উপযুক্ত শাখা বাছিয়া লওয়া তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভবপর। একমাত্র অর্থোপার্জ্জনই যাহাদের মুখ্য-উদ্দেশ্য, সেই সকল কলম-বিক্রেতাদের নিকট ছবির অনুযায়ী কলম খুব কমই পাওয়া যায়। তবে দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুরের কলম অপেক্ষা মালদহ ও মুর্শিদাবাদে কলম অনেকাংশেই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

৬। চারার প্রায় অগ্রভাগের সহিত ডালার জোড়-কলম বাঁধা অনুচিত। চারার কাণ্ডের ছয় হইতে নয় ইঞ্চির অধিক উচ্চে জোড়া না বাঁধিলেই কলম ভাল হয়। ঐরূপ করিলে সন্ধি বা মিলনস্থান মৃত্তিকার নীচে রাখিয়াই কলম রোপণ করিতে পারা যায়।

অনভিজ্ঞ মালীরা চারার প্রায় অগ্রভাগের সহিত ডালার কলম বাঁধিয়া থাকে। এইরূপ কলম অতি নিকৃষ্ট হয়। কেননা, উহা রোপণ করিবার সময় চারাগাছের কাণ্ডের প্রায় সর্ব্বাংশই মৃত্তিকায় প্রোথিত না করিলে, উহার সন্ধি বা মিলনস্থান মৃত্তিকার নীচে রহে না। পক্ষান্তরে চারার কাণ্ডের যতটা মাটির নীচে রহে, ঠিক ততটুকু পর্য্যন্ত মাটির নীচে বসাইলে, প্রবল বাতাসে অথবা ঝড়ে চারাগাছের জোড় চিরিয়া যাইবার ও মাথা ভাঙ্গিয়া পড়িবার বিলক্ষণ আশঙ্কা রহে। ঝড়ের বেগে জোড়স্থান ফাঁক হইয়া গেলেও কলম বাঁচে না। বিহার-অঞ্চলের অধিকাংশ কলমই উক্তরূপ নিকৃষ্ট হয়।

জোড় কলমের জোড়স্থান পর্য্যন্ত মাটিতে পুতিয়া দিলে গাছের দৃঢ়তা বর্দ্ধিত হয়। চারাগাছের ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি ঊর্দ্ধে জোড় রহিলে, উহা অনায়াসেই রোপণ করিতে পারা যায়, এবং ঐরূপ কলমের মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা কম রহে। কলম-বিক্রেতারা নিজেদের সুবিধার প্রতি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই কলম প্রস্তুত করেন বলিয়াই, তাঁহারা চারার অগ্রভাগের সহিতই জোড় বাঁধিয়া থাকেন।

আমাদের দেশের কলম-বিক্রেতাগণ এবং ফলের বাগানের মালীরা জোড়-কলম দ্বারা আম্রবৃক্ষের বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু কলম করিবার পদ্ধতি সাধারণের অজ্ঞাত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একমাত্র এই কারণেই, কলম-বিক্রেতারা বহুদোষযুক্ত কলম প্রস্তুত করিয়াও, তাহা উৎকৃষ্ট কলমের মূল্যেই বিক্রয় করিতে পারে। ক্রেতারা অজ্ঞতা-বশতঃ কলমের দোষ ধরিতে, এবং সেই দোষের কথা কলম-বিক্রেতাকে জানাইতে পারে না বলিয়াই, বিক্রেতাদেরও দোষ-সংশোধনের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। এ কারণে, আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট জোড়-কলম খুব কমই পাওয়া যায়। কলম রোপণে আশানুরূপ সুফললাভ না করিবার ইহাই মুখ্যকারণ। [কৃষিসম্পদ]

চাষে পানা

শ্রীরামজীবন গুছাইত

পল্লিগ্রামে অনেক সময় কৃষকগণ সার ক্রয় করিতে না পারিয়া ফসলের যথোপযুক্ত উন্নতি করিতে পারে না। তাহার ফলে তাহাদের চাষের প্রতি অনাস্থার ভাব দেখা যায়; তাহারা ভাগ্যের উপর দোষ দিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ না করিয়া যদি আমরা কতকগুলি জিনিষের অপচয় নিবারণ করি, তাহা হইলে আমাদের সার বাবদ কিছু খরচ বাঁচিয়া যায় এবং নিরুদ্বেগে কৃষির উন্নতি করিতে পারি। আজ ১৫।১৬ বৎসর কাল বড় পানার উপকারিতা সম্বন্ধে যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা যথাযথ বিবৃত করিলাম।

গবর্ণমেণ্টের আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্রের ন্যায় আমি যে ১৫।১৬ বৎসরকাল কেবল ঐ পানা-সারের পরীক্ষা (*Experiment*) করিতেছি, তাহা নহে। বাল্যকাল হইতেই আমার গাছপালার দিকে বিশেষ ঝোঁক। গাছের সুশ্রী চেহারা দেখিলে আমি মনে বড় আনন্দ অনুভব করিতাম।

কেন এরূপ হইল, তাহা বুঝাইয়া দেওয়ার কেহ না থাকিলেও ঐ বিষয় চিন্তা করিতাম। তখন কেবল খনার বচন মনে পড়িত—"মানুষ মরে যাতে, গাছলা সারে তাতে।" মানুষের স্বাস্থ্যের অনিষ্টকারী কোনও পদার্থ আছে কিনা। যদি কোন কারণ বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে বড়ই আনন্দিত হইতাম। কাজেই যে যে স্থান পানার দ্বারা উদ্ভিদের প্রত্যক্ষ উন্নত দেখিয়াছি, তাহা অত্যধিককাল অতীত হইলেও, মনের মধ্যে উহার এখনও জলন্ত ছবি বর্ত্তমান আছে।

বেগুণ-চাষে পানা

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পুকুরের পাড়ের নিকটে পানার স্তূপ ২।৩ মাস রাখা হইয়াছিল। সেগুলির মধ্যে ক্রমে কতকগুলি শুষ্ক ও কতকগুলি বিগলিত হইয়াছিল। যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা কিছু উলট্-পালট্ করিয়া ও ৪।৫টি মাদা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে বেগুণগাছ বসান হইল। তখন জ্যৈষ্ঠমাস—প্রখর রৌদ্র; সাধারণতঃ এ সময় চারাগাছ বসাইয়া রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু ঐ জায়গায় গাছগুলি বসাইয়া দিয়া তেমন যত্নের আবশ্যক হইল না। অল্পদিনের মধ্যে গাছগুলি ধরিয়া গেল; এবং শ্রাবণমাসে ফুল দেখা গেল। ভাদ্রমাস হইতে ফল ধরিতে আরম্ভ করিল। সেই কয়েকটী গাছ একবৎসর পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে ফল-প্রদান করিল। সর্ব্বদা কয়েকটি ফল আছেই আছে। তাহার পর গাছগুলি কাটিয়া দিতাম, কিন্তু প্রবাদ আছে—"ফলে-ফুলে গাছ কাটিতে নাই"; কাজেই দ্বিতীয় বৎসরেও গাছগুলি নষ্ট করা হইল না। তৃতীয় বৎসরেও যথেষ্ট ফল প্রদান করিয়াছিল।

কুমড়া-চাষে পানা

ছাত্রাবস্থায় আমি একটী কৃষকের বাড়ী থাকিতাম। নিজের ক্ষেত্রের উৎপন্ন ফসলের দ্বারা তাহাদের একরূপ স্বাধীনভাবেই সংসার চলিত। সাধারণতঃ লোকের ধারণা, একই স্থানে বরাবর কোন ফসল জন্মে না। কিন্তু দেখিলাম তাহা নহে; প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করিলে একই স্থানে নানারূপ ফসল করা যায়। উক্ত কৃষকের একটী পানা-পুকুর ছিল। তাহারা বৎসর বৎসর সেই পানা পুকুরের এক পাড়ে তুলিয়া ফেলিত। উহা বিগলিত হইয়া যাইবার সময়, উহাতে মাদা প্রস্তুত করিয়া কুমড়ার বীজ বপন করিত। আমি প্রায় ৪।৫ বৎসর কাল সেখানে ছিলাম। প্রতিবৎসর একটী গাছ হইতে অন্ততঃপক্ষে ৩০।৩২টী বড় কুমড়া পাইত।

চিচিঙ্গে-চাষে পানা

একটী গর্ত্তে পানা ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। ৫।৬ মাস পরে তাহাতে কিছু মাটি দিয়া পূর্ণ করতঃ চৈত্রমাসে কয়েকটী বীজ বপন করা হইল। অল্পদিনের মধ্যে গাছটি বেশ প্রবল হইল। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, ২১ দিনে তাহাতে ফল দেখা দিল। কয়েক মাস অবিশ্রান্ত সুপুষ্ট বৃহদাকার ফল প্রদান করিয়া ও শরতের শিশির সহ্য করিতে না পারিয়া গাছটি দেহত্যাগ করিল। আমার জনৈক আত্মীয়কে কথাপ্রসঙ্গে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। তিনি তাঁহাদের পানাগুলি একটী গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া ও উহা বিগলিত হইবার পর অল্প মাটি দিয়া মাদা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে চিচিঙ্গে-বীজ বপন করিয়াছিলেন। তিনি এই উপায়ে যথেষ্ট ফললাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছেন; এবং পানাও যে খুব ভাল সার, তাহা বুঝিয়াছেন।

গাঁদা-ফুলের উৎকর্ষসাধনে পানা

সাধারণতঃ আমাদের পল্লিগ্রামে কৃষকেরা পানাগুলি উঠাইয়া পুকুরের ধারে ফেলিয়া রাখে। ক্রমে উহা ঐ স্থানে শুষ্ক ও বিগলিত হইতে থাকে। এইরূপে একটী গর্ত্ত করিয়া তিনি তাঁহার পুকুরের পাড়ে এক ধারে কয়েকটী গাঁদা ডাল পুঁতিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর আর কোন বিশেষ পরিচর্য্যা করেন নাই। ফুলের সময় দেখা গেল, পানা-স্তূপের কয়েকটি গাছ বেশ সতেজ, পাতাগুলি অপেক্ষাকৃত বড়, ফুলগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং ফুলের শেষ পাপড়িগুলি পর্য্যন্ত সুন্দর ও সহজে বিকশিত হইয়াছে।

শুষ্ক আবাদে পানা (Dry Culture)

গত বৎসর একটী গরীব কৃষকের সহিত কৃষিবিষয়ে আলোচনা কালে আমাকে সে বলিল, "দেখুন বাবু! আমি গরীব লোক; সংসারে তিন চারিটী খেতে। সারাদিন অন্যের মজুরি না খাট্‌লে আমার চলে না। প্রায় দুই শত বেগুণ গাছ লাগিয়েছি। কিন্তু গাছগুলো এখনও ফলে নি।

গাছে ছেঁচ দিলে ভাল, তা জানি; কিন্তু কখন কি করি। পরের মজুরী কর্‌তে গিয়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে এসে আর শক্তি থাকেনি যে কাজ করি। গাছ লাগিয়ে যদি ফল না পাই, তা'হলে কি করি?" আমি তার কথায় বড়ই ব্যথিত হইলাম। তখন আশ্বিনের শেষ, পূর্ব্বে সময় মত মাটি কোপান শেষ করিয়াছে। কিন্তু জলাভাবে গাছের অগ্রভাগ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দেখিলাম তাহার বাড়ীর নিকটে একটী পুকুর আছে, তাহাতে যথেষ্ট পানা। উহার মূলগুলি এক ফুট লম্বা। আমি তাহাকে ২।৩ ঝুড়ি পানা আনিতে বলিলাম এবং নিজেই ঐগুলি এক একটী বেগুণ-গাছের গোড়ায় পুরু করিয়া বিছাইয়া দিলাম; এবং ঐ ভাবে প্রতিদিন অবসর করিয়া ২০।২৫টী গাছের পরিচর্য্যা করিতে বলিলাম। কয়েকদিন পরে যদি সম্ভব হয় প্রতিগাছে কেবল এক কলসী জল দিতে বলিলাম (মাটির উপরের সাধারণ রস সম্পূর্ণ শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে যদি এইরূপ করিত, তাহা হইলে আর জল দিতে হইত না)। সে আমার কথামত গাছগুলির পরিচর্য্যা করিয়াছিল। আমার আর সেখানে যাইবার সুযোগ ঘটে নাই; পরে তাহার নিকট শুনিলাম গাছগুলির চেহারা ফাল্গুনমাস পর্য্যন্ত সতেজ থাকিয়া আশানুরূপ ফল দিয়াছে।

নেবুর চাষে পানা।

মাঘমাসে যখন নেবুগাছের পাতা ঝরিয়া ফুল ধরে, তখন হইতে জলের আবশ্যক হয়। অনেকেই নেবুগাছে জলই দেয় না। যদিও কেহ কেহ জল দেয়, তাহাও রীতিমত নহে। এরূপ অবস্থায় যাহারা জল দেয়, তাহারা যদি ঐ নেবুগাছের গোড়ার চতুর্দ্দিকে দুই হাত জায়গায় পুরু করিয়া পানা দিয়া, তাহার উপর যেমন জল দেওয়ার অভ্যাস সেইরূপ জল-প্রয়োগ করে, তাহা হইলেও গাছের যথেষ্ট উপকার হয়। পানা-পচার উপর ঐ প্রকার জল দিলে, ঐ জল শুষ্ক হইতে অনেক বিলম্ব হইবে। তাহার ফলে অযথা নেবুর ফুল ঝরিয়া যাইবে না (নেবুর ফুল-ঝরার প্রতিকার পরে প্রকাশিত হইবে)। ফুল-ঝরা ও কোমল অবস্থায় ফলঝরা নিবারণ হইতেই ঐ জল দেওয়া বা পানা দেওয়ার খরচা বাঁচিয়াও কিছু থাকিবে।

পানার ছাই

গাছ ষাড়াইলে—অনেক সময় দেখা যায়, সাচি লাউ (Bottle gourd) বা কুমড়ার গাছ খুব প্রবল হয়। চলিত কথায় আমরা গাছ ষাঁড়াইয়া যাওয়া বলি। এরূপ অবস্থায় আমরা প্রায়ই গাছের সতেজ ডগাগুলি কাটিয়া লই। তাহার ফলে কর্ত্তিত স্থান হইতে প্রচুর ফেঁকড়ি বাহির হইয়া, গাছ আরও ষাঁড়াইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় উহাকে অযথা নষ্ট না করিয়া, যদি পানার ছাই (পানা শুষ্ক করিয়া তাহা পোড়াইলে যে ছাই হয়) ৩।৪ মুঠা জলের সহিত মিশাইয়া প্রতি ৫।৬ দিন অন্তর এক একবার দেওয়া হয়, তাহা হইলে ২।৩ সপ্তাহের মধ্যেই ফল ধরিবে। ঐ ফল কোমল অবস্থায় হঠাৎ ঝরিবে না বা শুষ্ক হইবে না। এই সহজলভ্য পানার ব্যবহার শিক্ষা করিলে গরীব কৃষকের অনেক সময় অনেক উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

উপসংহার।

যে সব জিনিষ প্রত্যক্ষভাবে স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, সেই জিনিষগুলি কিরূপে পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্যের অনুকূল হইতে পারে, তাহার বিষয় চিন্তা করার দিন আসিয়াছে। ঐরূপ প্রতিকূল জিনিষগুলিকে কৃষিকার্য্যে লাগাইলেই পুষ্করিণীর পরিষ্কার হইবে, সার বাবদ কিছু খরচ বাঁচিয়া যাইবে। তাহার ফলে গরীব কৃষকের স্বল্পব্যয়ে অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হইবে; পল্লি-স্বাস্থ্যও ফিরিবে। সমবেত চেষ্টায় একদিন আবার পল্লিবাসীর মুখে হাসি দেখা দিবে।

"আসিবে সেদিন আসিবে।"

সৎ-কথা

সূর্য্য প্রত্যহ উদিত ও অস্তমিত হইয়া মনুষ্য-দিগের পরমায়ু হরণ করিতেছে, যে ব্যক্তি ভগবানের গুণকীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করেন তাঁহারই পরমায়ু কেবল সফল হয়।

* * *

সত্য কথা বল। ধর্ম্ম আচরণ কর। সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না। ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না। শুভ কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিও না। স্বীয় উন্নতিকল্পে বিরত থাকিও না। ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন হইতে বিরত হইও না।

* * *

সুখে অথবা দুঃখে যে ভাবে জীবন অতিবাহিত হউক, মানবজন্ম ধারণ নিরর্থক না হয়। সার্থক করা চাই।

* * *

"যিনি সত্য ও সুন্দর, তিনি মঙ্গল বর্জ্জিত নহেন, মঙ্গলের মধ্যেই তাঁহার চিরন্তন প্রকাশ।"

* * *

"ভগবান্ আছেন, ইহা অপেক্ষা বড় সত্য জগতে আর কিছুই নাই। এই সত্যকে অবহেলা করিয়া, জীবন হইতে সমাজ হইতে ধর্ম্মকে বাদ দিয়া, ভগবৎউপাসনাকে তাচ্ছিল্য করিয়া, মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধন কিছুতেই হইতে পারে না।"

* * *

আত্মচেষ্টা ব্যতীত ভগবদ্‌কৃপা হয় না, কৃপা-বাদ অর্থ নিশ্চেষ্টতা নহে;—নিজে শ্রান্ত না হইলে দেবতারাও সাহায্য করেন না।

* * *

যাহারা বিঘ্নবিপদ্ দুঃখদহনের মধ্যে আপনার পথ আপনি পরিষ্কার করিয়া চলে জয়লক্ষ্মী তাহাদের কণ্ঠেই বরমাল্য পরাইয়া দেয়।

* * *

ব্রহ্মশক্তিই মানবের মহাশক্তি। জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে ব্রহ্মশক্তির অনুশীলন করিয়া শক্তিশালী হইতে হয়।

* * *

আমার শারীরিক অসুস্থতার দরুন আগামী জ্যৈষ্ঠসংখ্যা পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইবে। আশা করি তজ্জন্য আমাদের গ্রাহকেরা অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইবেন না। ইতি।

বিনয়াবনত—
শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আগ্নেয় ভস্ম গৃহস্থের কিরূপ মঙ্গল সাধন করিতেছে—দেখুন

১। সমস্ত পরিবারের কলেরা—

১। একদিন হঠাৎ আমার পরিবারস্থ সকলেই কলেরাক্রান্ত হয়। ঠাকুর চাকরের অবস্থাই ভীষণ হয়। আপনার আগ্নেয় ভস্মের দু' এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগেই সকলেই মন্ত্রশক্তির মত আরোগ্য লাভ করে। কোন ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয় নাই। শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত সিনিয়ার সবইন্‌স্পেক্টর বেঙ্গল পুলিশ, বারুইপুর।

লক্ষ২ ডিসপেপসিয়া উদরাময় শূল, আমাশাদি রোগীর আরোগ্য সংবাদ রহিয়াছে।

গৃহস্থের গৃহ-মঙ্গল ঔষধ

আগ্নেয়ভস্ম

কলেরার অব্যর্থ প্রতিষেধক ও প্রতিকারক, ডিস্‌পেপসিয়া, পেটফাঁপা বা ব্যথা উদরাময়, সাদা বা রক্ত আমাশয়, গ্রহণী, ক্রিমি সূতিকা অম্লপিত্ত ও শূল বেদনার অমোঘ আরোগ্যদায়ক—ঔষধ এবং ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বিশিষ্ট হজমকারী ভেজক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও জীবন ভারত বিখ্যাত কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়, এম, এ, এম, বি, On analysis it is found that all the ingredients of the "Agneyavasma" are pure harmless things and each of them has the power of removing Dyspepsia and Other nervous disorders of the stomach. In my opinion, this medicine is really a gem in Ayurvedic store.

আগ্নেয়ভস্ম পল্লীর কি পরম মঙ্গল বিধান করিতেছে—দেখুন

১। ডায়মণ্ডহারবারে কলেরা—

আমাদের বারের মোক্তার শরদবাবুর ঝি মোক্তার সতীশ বাবুর কলেরা আগ্নেয়ভস্ম দুই দুই মাত্রায় নিরাময় হওয়ায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। এই সব ডিভিসনে কলেরার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী সুতরাং এস্থানের ঔষধটী রাখার এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে সহজে আমরা ঔষধটী পাইতে পারি। শ্রীনকুলেশ্বর বসু সেক্রেটারী মোক্তার এসোসিয়েসন ডাঃ হারবার।

মূল্য—বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ॥০ আনা, নমুনা ।০ চারি আনা—নমুনা দুই শিশির কম ভিপি হয় না।

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কবিভূষণ। ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পশ্চিম বঙ্গে এই ঔষধটী ভীষণ জাল হইয়াছে।—কোনও ক্যানভাসার হইতে কেহ ক্রয় করিবেন না।

শিশুদিগের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমের সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরেয় বল সঞ্চয় করে ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিক ইহা খাইতে মিষ্ট।

বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—
কে টি ডোঙ্গরে
এণ্ড কোং
গিরগাঁও, বোম্বাই।

রিসার্চ কেমিক্যাল ওয়ার্কস

হোমিওপ্যাথিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ঔষধ সমূহ।

সমস্ত ঔষধেরই মাত্রা অতি অল্প এবং বিকৃত স্বাদবিহীন। গৃহস্থ এবং চিকিৎসকের নিত্য ব্যবহার্য্য তুইটী ঔষধ—

১। **প্লাস্ মোরিন্**—সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। টিং প্রতি শিশি—১৲ টাকা মাত্র। চূর্ণ প্রতি শিশি—১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

২। **লিস্ মোরিন্**—কালাজ্বরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ একটাকা মাত্র।

প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা এন, কে, মজুমদার এণ্ড কোং প্রকাশিত **জ্বর চিকিৎসা** নামক পুস্তকে এবং এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোঃ প্রকাশিত **হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা** নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে লিস্ মোরিন ও প্লাস্ মোরিন সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

রিসার্চ কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রস্তুত অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য্য ঔষধ।

১। **সোরাসিন্**—দদ্রু ও চর্ম্মরোগে শ্রেষ্ঠ মহৌষধ, মাসে একবার একফোঁটা মাত্র জলের সহিত সেবন করিতে হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ মাত্র।

২। **ব্রজ মোলিন**—হাঁপানি রোগের মহৌষধ মূল্য ১৲,

৩। **ডায় বেট্রোল**—নূতন ও পুরাতন বহুমূত্র রোগ নিরাময় করিতে অদ্বিতীয়—মূল্য ১৲।

৪। **এণ্টিগয়ট্রিন্**—গলগণ্ড রোগ নিরাময় করিতে ধন্বন্তরি, মূল্য ৷৷০।

৫। **প্রি সোল্**—কলেরা রোগে ব্রহ্মাস্ত্র, মূল্য ১৲।

৬। **একম্ পেক্টোরিন্**—সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি যাবতীয় ফুস্‌ফুস্ সংক্রান্ত রোগে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, মূল্য ১৲।

৭। **এণ্টিসিফিলন্**—উপদংশ রোগে ধন্বন্তরি, মূল্য ১৲।

৮। **এ্যাভেনিন**—সর্ব্বপ্রকার শুক্রসম্বন্ধীয়, জননেন্দ্রিয় ও স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ, মূল্য ১৷৷০।

* সমস্ত ঔষধের ডাক মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র। *

প্রাপ্তিস্থান—

সোল এজেণ্ট—**ডাউসন এণ্ড কোং** দি হোমিওপ্যাথিক ষ্টোর } ৩নং বিশ্বাস নার্শরি লেন, পোষ্ট বেলেঘাটা কলিকাতা।

মাতার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত—

কুণ্ডেশ্বরী কবচ

—পুনরায় সাধারণের উপকারার্থে বিতরণ হইতেছে—

ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয়, এবং অতি দরিদ্র ধনবান হইয়া থাকেন। অদ্যই পত্র লিখুন, কারণ পুরুষাকার দৈবশক্তির অধীন, ইহা ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, তুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্য লাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। পত্র লিখিলেই নিয়মাবলী পাঠান হয়।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার মন্দির, বৈদ্যনাথ মন্দির,
বৈদ্যনাথ ধাম কুণ্ডা, পোঃ (এস,পি)

অনঙ্গ প্রভা

ইয়াকুতি

বল ও বীর্য্যের খনি, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও পুরুষত্বহানির যম, স্থবিরতায় ও জড়তায় যৌবনের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া অতিবৃদ্ধকেও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষম করে। ইহাতে মাদকদ্রব্য নাই। স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজরস প্রভৃতিতে প্রস্তুত। মূল্য ৩০ বটী ১০৲। রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী,

১৭৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ইউক্যালিপটাস নিমগুলঞ্চ চিরতা লৌহাদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্বরঘ্ন ধাতুউদ্ভিজ্জের সমবায়ে প্রস্তুত

ম্যালেরিয়া, তুরারোগ্য, প্লীহাযকৃৎযুক্ত বিষম ও বিশিষ্ট জীবাণু সম্ভূত কালাজ্বরের অত্যাশ্চর্য্য নূতন অব্যর্থ ঔষধ

ইউক্যালিপটীন

ইউক্যালিপটাসের হাওয়ায় ম্যালেরিয়া হয়না, পাতাপচা জলপানে প্লীহাযকৃৎ আরোগ্য হয়, অন্যনাম "জ্বরত্তর"

শিশি ১।৵ মাঃ ৷৷৵ তিন শিঃ একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফ্রি। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি

ব্র্যাঞ্চ—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং'র

দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল

গৃহস্থ ঘরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ-

যে কত প্রয়োজন—তা' বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু রোগ আরাম করিতে হইলে, ভাল চিকিৎসা পুস্তকের যেমন আবশ্যক

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

ঔষধের প্রয়োজনও ততোধিক। অনভিজ্ঞের লিখিত বই ও কৃত্রিম ঔষধ সস্তায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু খাঁটি ও তেজস্কর ঔষধ

অযথা সস্তায় হয় না

আমাদের ঔষধ যে—স্থায়ী এল্‌কোহল সংযোগে প্রস্তুত, তা আমাদের বিস্তৃত কারবারই তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

চিকিৎসা পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলেই প্রেরিত হয়। মফঃস্বলের অর্ডার সকল যত্ন সহকারেই পাঠান হইয়া থাকে।

এখানে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঔষধ ও ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ও উর্দ্দু, পুস্তক সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, বাক্স, ইলেকট্রো হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদার টিংচার ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ৷৷৵০ ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০ ২ ড্রাম ।৵০,, ১৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ৷৷০, ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২৷৷০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। <u>হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা</u>—৭ম সংস্করণ—৩৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০। ২। <u>চিকিৎসা দর্পণ</u>—(প্রাকটিস্ অব মেডিসন ৩য় সংস্করণ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৮৲ অবাঁধাই ৭৷৷০।

৩। <u>সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দর্পণ</u>—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৫৲। ৪। ভৈষজ্য-দর্পণ (মেটিরিয়া মেডিকা)—২ খণ্ডে ১৭০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, সুন্দর কাগজে ছাপাই ও বাঁধাই মূল্য ১০৲। ৫। <u>ওলাউঠা চিকিৎসা</u>—মূল্য ৷৷০। ৬। <u>বৃহৎ ফার্ম্মাকোপিয়া</u>—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৷৷০। ৭। <u>স্ত্রীরোগ চিকিৎসা</u>—মূল্য ২৲। <u>শিশুরোগ চিকিৎসা</u>—মূল্য ২৲। <u>ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা</u> মূল্য ৸০ আনা। পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহাই প্রার্থনা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং'র, দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

হেড অফিস—১২নং বনফিল্ড, লেন, ব্রাঞ্চ অফিস—৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, } কলিকাতা।

আয়ু পরিবর্দ্ধক রসায়ন।

ডাক্তার ব্যাভিজ স্পারমাটোন

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও শক্তিহীনতায় অমোঘ !

যৌবনের অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে যাঁহাদের শক্তিহীনতা আসিয়াছে, আশাভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মান হইয়াছেন, যৌবনে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতা, জীবনী শক্তির অভাব ও আনন্দ শূন্যতা অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা "স্পারমাটোন" সেবন করুন, নষ্ট শুক্র, তেজ, বল ও মেধা আবার ফিরিয়া পাইবেন।

স্পারমাটোন—দুর্ব্বলের বল, ছাত্রজীবনের অশেষ কল্যাণকর। অতি দ্রুত লুপ্তশক্তিকে আবার ফিরাইয়া আনিবে। দুর্ব্বল স্নায়ুপুঞ্জে এবং দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রে বল সঞ্চারিত করিবে। মস্তিষ্কের তেজস্বিতা (এনার্জ্জি) বৃদ্ধি করিবে। ফলতঃ স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি পুনরানয়নে ধাতুর পরিবর্ত্তন সম্পাদনে ইহার শক্তি অমোঘ। কয়েকদিন সেবন করিলেই রতি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, শুক্র গাঢ় হয়, শারীরিক ও মানসিক বলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

স্পারমাটোন—ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্রতারল্য নাশ করে, স্পারমাটোরিয়া, শুক্রমেহ ও স্বপ্নদোষ বন্ধ করে। ধাতু পুষ্টিকর ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ সাফ রাখে। সুস্থ দেহীর সেবনে উপকার আছে অপকার নাই। প্রত্যেক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা, তিন শিশি ৮৷৷০, ডজন ৩০৲ টাকা।

মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

জারমলীন লিঃ

টেলিগ্রাম—"জারমলীন" কলিকাতা] ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [টেলিফোন—১৩৮৮ বড়বাজার]

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

বিশুদ্ধ আমেরিকান

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম /৫ ও /১০

হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার ও কলেরা চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স, সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, থার্ম্মোমিটার, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক ইত্যাদি যাবতীয় ডাক্তারি সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। চিঠি লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

হ্যানিমানের—অনুরূপ প্রতিকৃতি (সাইজ ১৮ × ১৫ ইঞ্চ) এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ প্রতিকৃতি ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৮০ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

চৌধুরী ব্রাদার্স

কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট,

৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবধান ! ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ জাল হইতেছে।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ।

বহুদিন যাবৎ সুপরীক্ষীত ও অব্যর্থ সেবনে অতি দুর্দ্দান্ত পাগল ও ভাল হয়, সুনিদ্রা, শীঘ্র আহারে রুচি ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। ইহা ডাঃ বি, দের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই বিফল মনোরথ হয় নাই, ইহা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত ও নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। হতাশ হইবেন না, খাঁটী ঔষধ আমাদের নিকট পাইবেন ৭ দিনের ঔষধ ৩৷০ ; মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ—১০, রাজা লেন, কলিকাতা

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযামিনীনাথ ও যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

= ৮০ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত =

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা" সেবন দ্বারা শুক্র তারল্য, ধ্বজ ভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অজীর্ণ মাথা ঘোরা ইত্যাদির অব্যর্থ। সেবন কালে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মই পালন করিতে হয় না সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করে। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲।

প্রাপ্তিস্থান :—

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

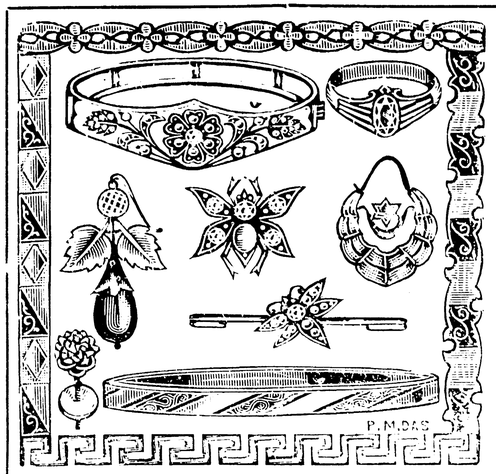

প্রধান পরিচালক

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র

উকিল হাইকোর্ট।

চন্দ্র এণ্ড সেন জুয়েলার্স

একমাত্র

গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মেতা

বিবাহের সকল প্রকার অলঙ্কার ও উপহারের জন্য সৌখিন গহনা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পান মরা বাদ না দিয়াই তাহা গিনি সোনার পুরাদামে খরিদ করি ; আমাদের প্রত্যেক গহনাতে C & S ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। ক্যাটলগের জন্য ।/০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন।

১১৬।১বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস অফিস ও নায়ক অফিসের পার্শ্বে।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন-অধ্যাপক

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এম,এ, মহোদয়ের আবিষ্কৃত

অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, বুকজ্বালা, শ্বেত ও রক্ত আমাশয়, ডিস্‌পেপসিয়া কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদর পীড়ায় অব্যর্থ ও অমোঘ।

লাইমোডাইন

সর্ব্বত্র-পাওয়া যায়। মূল্য ১৲ টাকা

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কস ১৫৫, বহু বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

প্রদর, শ্বেতপ্রদর, অতিরিক্ত রজঃস্রাব, বাধক, বন্ধ্যাত্ব, বিবমিষা, উদরে বেদনা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের সুবিখ্যাত মহৌষধ

'সি—কে—এস'

—অশোকা—

নিয়মিত সেবনে পুরাতন স্ত্রীরোগ অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য হয়। জরায়ু সর্ব্বদোষ মুক্ত হইয়া রোগির দেহ সুস্থ সবল এবং সুন্দর হয়। দুর্ব্বলদেহ রুগ্ন স্ত্রীলোকেরা ইহা বলদায়ক টনিকরূপে কিছুকাল নিয়মিত ব্যবহার করিলে অতিশয় ফললাভ করিবেন।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ

২৯, কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লী মঙ্গল সমিতির মাসিক পত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল

Devoted to Health Agri. & General Interest

৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

with which ... is incorporated

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়।

শাখা :— ভারতের সর্ব্বত্র

দশমূলারিষ্ট—১৲ বহুমূল্য উপাদানে প্রস্তুত। স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই অবশ্য ব্যবহার্য্য। কান্তি, পুষ্টি ও বল বৰ্দ্ধক। অকালবার্দ্ধক্যনাশক।	গণোরিয়া বা উপসর্গিক মেহে মেহ বজ্র—১॥০ যত কঠিন গণোরিয়া রোগ হউক ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। আর এই ঔষধ ১ মাস ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।	অশোক রসায়ন – ১॥০ ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত—১৲ যাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ; ঋতু সম্বন্ধীয় ও সূতিকা রোগনাশক।

বিনামূল্যে—ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

"ডেলাইট"

কে, সি, দে এণ্ড সন্স

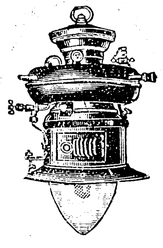

বার্ষিক মূল্য ৩, তিন টাকা] প্রতি সংখ্যা—।/০ আনা

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

চ্যবনপ্রাশ ৬৲ সের।

মকর ধ্বজ ৪৲ তোলা।

চাকশক্তি ঔষধালয়

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের কারখানা

সন ১৩০৮ সালে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। কারখানা ঃ—স্বামীবাগ রোড, ঢাকা। হেড আপিস ঃ—পটুয়াটুলি ষ্ট্রীট, ঢাকা। কলিকাতা হেড আপিস—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট; ২২৭ হ্যারিসন রোড। ১০৯ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর ও শ্যামবাজার গোল বাড়ী।

অন্যান্য শাখা—মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, গৌহাটী, বেনারস, রাজসাহী, মেদিনীপুর, বহরমপুর, মাদারিপুর, ভাগলপুর, কানপুর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, গোরক্ষপুর, নেত্রকোনা, পাটনা, জলপাইগুড়ি, বগুড়া দিল্লী প্রভৃতি

সিদ্ধ মকরধ্বজ—২০৲ তোলা

সকল প্রকার ক্ষয়রোগ, প্রমেহ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং বাল্যকালজনিত স্বাভাবিক বায়ুপ্রকোপ ও সকল প্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ শক্তিশালী মহৌষধ।

সারিবাদ্যরিষ্ট—৩৲ সের

সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতবেদনা, গেঁটেবাত, স্নায়ুশূল, ঝিঁঝিবাত, গণোরিয়া প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে। ৮ আউন্স শিশি ৸৹ আনা।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

TO LET

আগামী আশ্বিন মাস হইতে

গৃহস্থ-মঙ্গল অফিস হইতে—

“শব্দকোষ—”

বাহির হইবে। যাঁহারা

ইহার গ্রাহক হইতে চান

আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।

বার্ষিক মূল্য—৪৲

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জোয়াকিনের
হস্ত হারমোনিয়ম

৫০ বৎসর ধরিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। আমরাই প্রচলিত হারমোনিয়মের আবিষ্কর্ত্তা। আমাদের যন্ত্রের সুর অননুকরনীয়।

ফ্লুটনা ৩ অক্টেভ ২সেট রীড়
মেহগ্নি পালিস ৫ ষ্টপার
বাক্স সহ মূল্য ৪৫৲
বিশেষ বিবরণের জন্য আমাদিগকে লিখুন।

জোয়াকিন এণ্ড সন্‌।
সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ও গ্রামোফোন বিক্রেতা
৮৩।১নং ডালহাউসী স্কোয়ার
কলিকাতা

স্বর্গীয় সৌরভেপূর্ণ
এসেন্স মন্দার

রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়
সুবাসিত তিল তৈল

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

পল্লী-মঙ্গল সমিতির—টোট্‌কা চিকিৎসা—৪র্থ ভাগ প্রকাশিত হইল।
মূল্য ৷৷০, অভিপ্রায় হইলে গ্রহণ করুন।
৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৃহস্থ মঙ্গলের বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। বাজে খরচ—ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী …	২৯
২। টোট্‌কা চিকিৎসা—ডাক্তার শ্রীরামপদ দাস … H. M. B.	৩৬
৩। লতাপাতার গুণাগুণ দূর্ব্বা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ—কবিরাজ শ্রীরজনীকান্ত বলমুন্সী কবিরত্ন …	৩৯
৪। আয়ুষ্কল্যাণ (আমাশায়) … …	৪৩
৫। মেঘ ও বৃষ্টি বিচার—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব …	৪৭
৬। দামোদর নদের কথা— শ্রীকালীকুমার মিত্র …	৫১
৭। সৎকথা— শ্রীসুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবিশেখর …	৫৬

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের
জগদ্বিখ্যাত—

পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় এণ্ড কোং
১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাদ, একজিমা, কাউর, কাটা ও পোড়া, ঘা, পায়ের হাজা, কানচটা, চশিপোকা প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত
পি, সি, মুখার্জ্জীর

"মিলেনা" মলম

দাদ তিন দিনে আরোগ্য হইবে। তাহা ছাড়া ঠিকমত লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, বহু দিনের কাউর ও উপরোক্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, এমন কি পায়ের কড়া পর্য্যন্তও ভাল হইবে।

চুলকাইয়া লাগাইতে হইবে না। কোনরূপ দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে "একশত টাকা" পুরস্কার পাইবেন।

প্যাকেট ৵০, শিশি ।০, মাঝারী শিশি ৷৷০, বড় শিশি ১৲।
পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
প্রোপ্রাইটার—মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ১০৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রাপ্তিস্থান—ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ও নাথ ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং ২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের সমগ্র শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ পৃষ্ঠপোষিত বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন সন্দেশ বিক্রেতা

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

ও তাঁহাদের স্থাপিত আমিষ খাবার ও গরম চায়ের জন্য
মডেল কেবিন
বাসি মাংস দিই না—হাজার লোকের উচ্ছিষ্ট জলে ধোয়া পাত্রে খাবার দিই না—
তাই আমাদের বিশেষত্ব।
শ্রীমানী মার্কেট—শিমলা, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

ব্রাঞ্চ—
শ্যামবাজার কলিকাতা
(ট্রাম ডিপোর লাগ উত্তর)

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আম্লাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয়, সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ; সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

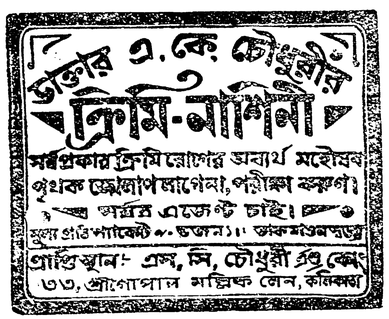

মেয়েদের সূতিকায়

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড কোংর

সূতিকা-নাশিনী

ব্যবহার করুন।

প্রাপ্তিস্থান—

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড কোং

৩৩ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

কিম্বা

সকল বড় বড় ঔষধের দোকানে।

গৃহিণীর মুখভার

আর সহ্য করিতে হইবে না

আমরা নিরূপিত সময়ে আপনার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুন্দর সৌখিন ডিজাইন।

উৎকৃষ্ট গঠন এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্য।

পানমরার জন্য সকল সময়ে দায়ী থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক রকম চেন, ব্রেসলেট, আংটী, ঘড়ি, মাকড়ী, ইয়ারিং, নাকছাবি, কাণফুল, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ঘোষ এণ্ড সন্স ১৬-১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স

টেলিফোন কলিকাতা নং ২৫৯৭।] [টেলিগ্রাম "Ghoshons" Calcutta.

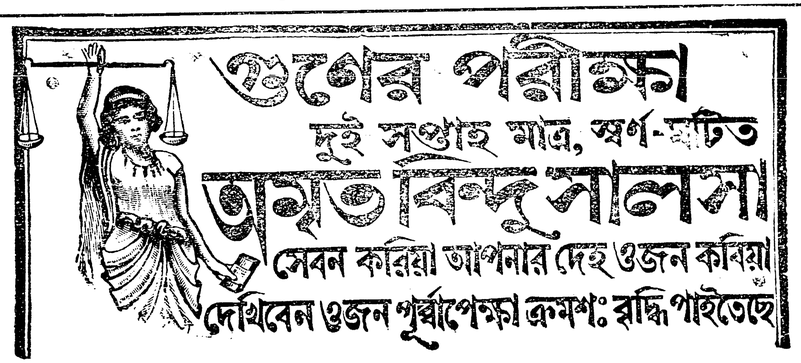

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা অমৃতবিন্দু সালসা রক্ত পরিষ্কারক, বলকারক গরমি পারা-দোষ, প্রমেহ, খোস পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ৸০ আনা ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা মাশুল ১।০ টাকা।

বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারা ও আমলাসা গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।

নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

মেহনত ও পয়সা খরচ

দুই-ই হবে

কিন্তু ফসল বাঁচাতে পারবেন না।

পুকুরের মাছ চুরিও নিবারণ হবে না।

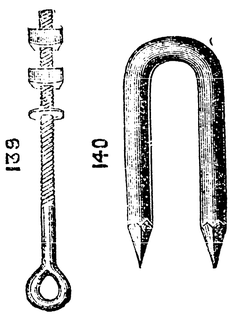

আমাদের এই কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিন—সমস্ত রকম বন্যজন্তু ও চোরের হাত থেকে—ক্ষেত, খামার ও পুকুর নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বে।

দামও বেশী নয়—সস্তা।

১০০০ হাত তারের দাম মাত্র—১০৷৷০ সাড়ে দশ টাকা।

আপনি যে জায়গাটা ঘির্‌তে চান, সেটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে আমাদিগকে লিখুন—কত তার লাগবে—কত টাকা দাম পড়বে—সব আপনাকে বিনামূল্যে জানিয়ে দেবো।

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬।এ জি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লীমঙ্গল সমিতির

কয়েকটি অব্যর্থ ঔষধ

ব্যবহার করুন—উপকার পাইবেন।

কানের পূঁজের বড়ি যত দিনেরই রোগ হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চিত আরোগ্য হইবে। ব্যবহারে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা নাই। নির্ভয়ে ব্যবহার করিতে পারেন। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

ছেলেদের আলুই লিভার খারাপ হইয়াই ছেলেদের অধিকাংশ রোগ উৎপন্ন হয়। কালমেঘ ঘটিত আলুই লিভারের উৎকৃষ্ট মহৌষধ। নিতান্ত শিশু হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুদের যাবতীয় উদরাময়, ভস্‌কা দাস্ত, দুধতোলা, টক বমি, কৃমি, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর প্রভৃতি ইহাতে নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। প্রাচীন গৃহিণীরা ইহাই ব্যবহার করিতেন। আমরা পুনঃ প্রচার করিতেছি মাত্র। ব্যবহার করুন—শিশুর জীবন রক্ষা হইবে। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

মেয়েদের সূতিকার দৈবঔষধ ও কবচ একবার মাত্র সেবন ও কবচ ধারণেই আরোগ্য হয়। আমরা নিজে জানি—বহু পরীক্ষিত মহৌষধ। নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য উপকার পাইবেন। মূল্য কবচ সহ—৫৲ পাঁচ টাকা।

শাল্মলী রসায়ন (NERVINE TONIC) ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত শাস্ত্রীয় রসায়ন ঔষধ। ইহাতে শক্তি ও পুরুষত্ব বৰ্দ্ধিত হয়। যাঁহারা নষ্ট শক্তি হইয়াছেন বা হইতেছেন, ইহা ব্যবহার করুন স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইবেন। ছয় সপ্তাহ ব্যবহারে শরীর নিরাময় হয়। ছয় সপ্তাহের একত্র মূল্য—৫৲ পাঁচ টাকা। রোগ যত দিনেরই হউক, উপকার স্থায়ী ও নিশ্চিত।

ঔষধগুলি ভাল নিঃসন্দেহে অর্ডার দিতে পারেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দুর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধিকরে ৪০বটীপূর্ণ কৌটারমূল্য ১৲

নপুংসকত্বারী ঘৃত

বাহ্যিকপ্রয়োগে নষ্টপুরুষত্ব অল্পসময়েদূরকরিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটারমূল্য ১৲এক টাকা

রমণবিলাসিনী বটিকা

শক্তিধারণ করিয়াসুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটি কারমূল্য ১৲একটাকা

রাজবৈদ্য নারায়ণজীকেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা

কলিকাতা মিউজিক্যাল ষ্টোরস্

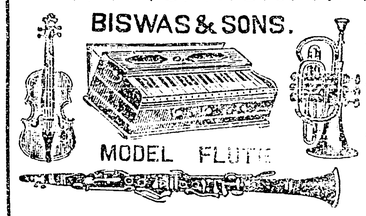

হারমোনিয়ম ২০৲ হইতে ৩৫০৲ মডেল ফ্লুট ৩ অক্টেভ সিঙ্গেল মূল্য ২০৲ ঐ স্পেশাল ২৫৲ অর্গেন টিউন ৩৫৲ ৩ অক্টেভ—ডবল মূল্য ৩৫৲ ঐ স্পেশাল ৪০৲

অর্গেন টিউন ৪৫৲ এবং ৫০৲ অর্ডারের সহিত ৫৲। অগ্রিম পাঠাইবেন।

সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—বিশ্বাস এণ্ড সন্স,
৫নং (গ) লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বেঙ্গলের হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

“গণো টক্সিন” ইহা হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে দেশীয় বিশুদ্ধ গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত। এতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ অতিচ্ছা রেতঃস্রাব, ধ্বজভঙ্গ শ্বেত ও রক্তপ্রদর সত্বর বিনষ্ট হয়। মূল্য ডাঃ মাঃ সহ দেড় টাকা।

এস, এন, রায় এণ্ড কোং, ৮৫এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ প্রতি ড্রাম ৵৫ পয়সা। নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস, সুগার অফ্ মিল্ক ইত্যাদি ও বাইওকেমিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। কলেরা বা গৃহচিকিৎসার ঔষধ, একখানি গৃহচিকিৎসাও ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র সহ বাক্স ১২,২৪,৩০,৪৮,৬০,১০৪,শিশিপূর্ণ যথাক্রমে ২৲,৩৲,৩৷৷০,৫৷৷০,৬৷৵০ এবং ১০৷৷০ মাশুলাদি স্বতন্ত্র

প্রিয়জনের প্রিয় আননে মধুর হাসিটুকু দেখিতে না চায় কে ?

—মীরা—

অদ্বিতীয়—অতুলনীয়—অনিন্দ্যনীয়।

এই জিনিষগুলিতে ডালি সাজাইয়া এ বছরের **উপহার প্রদান করুন।**

—মুখে হাসি ফুটিবে— —আনন্দে অন্তর উথলিবে—

কেশে **"রেশমী"** ও **"মীরা তৈল"** ; আননে **"মীরা স্নো"** ; রুমালে **"মানসী"** ও **"ষোড়শী"** ; প্রসাধনে **"পরাগ"** ; কুন্দদন্তে **"মুকুত"**।

মীরা——————কলিকাতা।

নমঃ নারায়ণায়

গৃহস্থ-সখা

৫ম বর্ষ	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৩৩৮	২য় ও ৩য় সংখ্যা

বাজে খরচ।

[ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী]

ঘরে বসিয়া আনন্দে যখন হাসি এবং দুঃখে যখন কাঁদি, তখন একথা কখনও মনে হয় না যে, আমার হাসার ও কাঁদার ওজন ঠিক হইল কি না। পরের কাছে যখন আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ করি, তখনও নিজের হাসি বা কান্নার ভাবটা ঠিক রাখিতে পারিতেছি কিনা, তাহা ভাবিবার সময় হয় না। আমার হৃদয়-ভাবকে সাধারণের ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারিলে, তাহার জন্য একটা সান্ত্বনা ও গৌরব পাওয়া যায়।

আমরা যে বাঙ্গালী, আমরা যে বাঙ্গালা মায়ের সন্তান, আমরা যে বাঙ্গালার ফলমূলে জীবন ধারণ করি, এখন আর তাহা দেখিয়া সহজে বুঝিবার শক্তি অন্য দেশের লোকের নাই। কেবল সহজে ধরা পড়ি—মাতৃভাষায় যখন কথা বলি। প্রকৃতই সত্যে ও নকলে "বেখাস্তা" হইয়া বাঙ্গালী ধনে প্রাণে মরিতে বসিয়াছে। আমরা অন্তরের জিনিষকে বাহির করিয়া দিয়া, ভাবের জিনিষকে ভাষার অরণ্যে হারাইয়া, নিজের জিনিষ পরকে বিলাইয়া, পরের মেকী জিনিষকে আপন করিতেছি। যাহা ক্ষণিক, যাহা সঙ্কীর্ণ, যাহার মধ্যে সত্য নাই, তাহাই আমরা আপন করিয়াছি। আর যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, যাহা নিত্য, যাহা উদার, তাহা জ্ঞাতসারে বা অলক্ষ্যে ভাসাইয়া দিয়া, সংসার সমুদ্রে হাবু-ডুবু খাইতেছি।

আমরা গাড়ী-জুড়ি, ঘড়ি-চেন, হাট্‌কোট দেখিয়া, আমাদের অন্তরাত্মা ভুলিয়াছি—অন্তঃপুর ভুলিয়াছি মাকে

ভুলিয়াছি। এখনও যদি দীন বেশে মার কাছে যাই, তবে তিনি তাঁহার শুভ্র অঞ্চলে, হাসি মুখে আমাদের ধূলিরাশি ঝাড়িয়া ফেলিয়া, আপনার কোলে তুলিয়া লইতে পারেন। তিনি যে আমাদের যুগ-যুগান্তের আপন—তিনি কি আমাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার মর্য্যাদা বুঝিবেন না?

আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়াছি, আমাদের একতা নাই, সাহস নাই, বল নাই, সহানুভূতি নাই; স্বার্থে আমরা আপনা-হারা। এই কথা যখনই ভাবি তখনই হাসি। আবার যখন শোকে দুঃখে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ম্রিয়মান হই, বিদেশীর ভাবে, কথায়, কার্য্যে, অনুপাণিত, অপমানিত ও পদদলিত হই, তখন মহাদুঃখে ঘরে বসিয়া কাঁদি।

একটু যেন ভাব ফিরিয়াছে, দেশের লোক যেন বেশ বুঝিতে পারিতেছে—আমরা আপন হারাইয়াছে। সেজন্য অনেক স্বদেশ-হিতৈষী যাহাতে আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচিয়া যায়, ধন-বল বৃদ্ধি পায়, অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রসারিত হয়, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিয়া তাঁহারা ধনাগমের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন বটে। কিন্তু কেবল অর্থোপার্জ্জনের অভাবেই কি লোকে দরিদ্র হয়; সঞ্চিত বা অর্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে না জানাও দরিদ্রতার কারণ নয় কি? একে ত এই ভয়ানক প্রতিযোগীতার দিনে অর্থ উপার্জ্জন করাই কঠিন; তাহার উপর যদি সেই কষ্টার্জ্জিত অর্থ বাজে খরচে ব্যয়িত হইয়া যায়, তাহা হইলে কি দরিদ্রতা আসিবে না? দুঃখ কি আপনি পায়ে হাঁটিয়া আইসে? আমরা যে তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া আনি।

আহার্য্য-দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হওয়াতে আমাদের বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বপ্রকার লোকের অন্নকষ্ট বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে, সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের রৌপ্য-মুদ্রা পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট সুলভ হওয়াতেই অন্যান্য দ্রব্যকে আমরা অতিশয় দুর্ম্মূল্য বলিয়া মনে করি। প্রকৃত পক্ষে আহার্য্য আমাদের তত দুর্ম্মূল্য হয় নাই। কারণ আমাদের উর্ব্বর শস্য-ক্ষেত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে এবং শস্যাগমও অধিক হইয়াছে; তথাপি আমাদের অন্নকষ্ট ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। দেশে রেল-পথ বিস্তারের দৌলতে দেশের শস্য বিদেশে চলিয়া যাওয়াই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে একজন দৈনিক চারি আনা উপার্জ্জন করিয়া অনায়াসে ৪।৫টি লোকের আহার্য্য জোটাইত—আর এখন দৈনিক এক টাকা উপায় করিয়াও—'হা অন্ন! হা অন্ন!'-রব দূর হইতেছে না। তাহার প্রকৃত কারণ, তখন যে-চাউলের মূল্য দুই টাকা ছিল, এখন তাহার মূল্য দশ টাকা; অর্থাৎ তখন যে, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে পাঁচ সের চাউলের মূল্য সংগ্রহ করিত, এখনও সেই পরিশ্রমেই সমস্ত দিনে সে সেই পাঁচ সের চাউলের মূল্য সংগ্রহ করে; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার অর্থের অনাটন বাড়িয়া যাইতেছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে তাহার যে ব্যয় পোষাক-পরিচ্ছদ-তৈজসাদিতে ছিল, এখন তাহাপেক্ষা তাহার বাজে খরচ কত বাড়িয়া গিয়াছে। সেই বাজে খরচটাও যদি পিতল, কাঁসা, সোনা, রূপার দ্রব্যে পর্য্যবেসিত হইত, তাহা হইলে বরং মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম যে, তাহার একটা অসময়ের সংস্থান হইল। কিন্তু সে খরচটা হয় কি-না, ক্ষণ-ভঙ্গুর চীনা-মাটির ও কাঁচদ্রব্যে! ভোজনপাত্র, গৃহসজ্জা, চিমনি, শিশি, গ্লাস, আয়না, খেলনা প্রভৃতি এত আমদানী হইয়াছে যে, তাহার রূপ-মোহে মজিয়া দরিদ্র লোকেও নিত্য কিনিতেছে এবং নিত্যই ভাঙ্গিয়া তাহার "ডোবা" ভর্ত্তি করিয়া, পুনরায় আনিতেছে।

গরীব লোকের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাহার অন্নকষ্ট কেন ঘুচে না। এই বাঙ্গালা দেশেই এককালে জোলা তাঁতির হাতে প্রস্তুত ৮ হাতি মোটা কাপড় পরিয়া যাহারা আনন্দ বোধ করিত তাহাদেরই সন্তানরা এখন মিহিসুতার ১০ হাতি কাপড় ও বিচিত্র রংচংয়ের জামা-চাদরেও সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। কাপড়ের রকমারির এত বাহুল্য হইয়াছে যে, পোষাক দেখিয়া আর এখন ভদ্র-অভদ্র ধনী-নির্ধন, বিদ্বান-মূর্খ নির্ণয় করা যায় না। সেকালে জাতি বা গুণ-কর্ম্মানুযায়ী পোষাকের ব্যবহার ছিল, এখন আর তাহা নাই। পূর্ব্বে জমিদার-বাড়ী যাইতে হইলে নিজ নিজ জাতি-সুলভ ও ব্যবসা-বিহিত পোষাক পরিয়া যাইতে হইত। উচ্চ নীচ হিসাবে কর্ম্মচারীদিগেরও পোষাক ছিল। ইহার ব্যতিক্রম কোথাও করিবার উপায় ছিল না।

কোন গ্রামের বা ভোজের মজলিসে, কোনস্থানে কার্পেট, কোনস্থানে জাজিম, কোনস্থানে সতরঞ্চ, কোনস্থানে চট বা ধারি দেওয়া হইত। লোকে আপন আপন মর্য্যাদানুসারে আসন গ্রহণ করিত। এখন সে সব বিবেচনা করিতে গেলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবার আশঙ্কা থাকে। কিছু দিন পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে বিবাহ সভায় বরযাত্রীদিগের বসিবার জন্য দুই রকম বিছানা দেওয়া হইয়াছিল। বরযাত্রীদিগের পরিচ্ছদ দেখিয়া ধোপা, নাপিত, মালাকার, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ঠিক করিবার উপায় ছিল না। দুই প্রকার আসন দেখিয়া বরযাত্রীগণ তথায় কেহই উপবেশন করেন নাই। এজন্য কন্যা-কর্ত্তাকে পরদিন ভোজনের সময় বহু সাধ্য-সাধনা করিতে ও কিছু অর্থদণ্ডও দিতে হইয়াছিল।

কোন চাষী-বহুল পল্লীর গদাই সেখ তাহার ১০ বৎসরের পুত্র ইয়াকুবকে সহরের উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পড়িতে দিয়াছিল। ঐ ছেলের ধুতি, জামা, জুতা, ছাতি, মোজা, গেঞ্জি, আলোয়ান, তৈল, সাবান ইত্যাদির জন্য তাহার বাৎসরিক যাহা আয় হইত, তাহা ছাড়াও কিছু কিছু ঋণ করিতে হইত। সাত বৎসর পরে পুত্র যখন মেট্রিকুলেশন ফেল্ করিয়া সহর হইতে বাড়ী ফিরিল, তখন গ্রাম্য লোকে তাহার টেড়ি, ছড়ি, সাজ-পোষাক দেখিয়া সে-যে কত বড় বিদ্বান হইয়াছে, তাহার হিসাব করিয়া উঠিতে পারিল না তখন তাহার নামের সঙ্গে মহম্মদ, মুন্সি ইত্যাদি অনেক উপাধি সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং একজন আদালতের পিয়ন মহাশয়ের কন্যার সহিত তাহার খুব ধুমধামে বিবাহ হইল। বিবি সাহেবা যখন জুতা মোজা বডি স্যামিজ পরিয়া শ্বশুর-বাড়ী উপস্থিত হইলেন, তখন ছেলের উপযুক্তই বধূ হইয়াছে বলিয়া সকলে বেশ প্রশংসা করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে গদার সুদে আসলে ঋণ এত হইল যে, তাহার হালের গরু, সামান্য জমি-জমা যাহা ছিল সমস্তই বিক্রয় হইয়া গেল! —ছেলে ও বউমার খানা-পিনার আর সাজ-সজ্জা খরচ গদাই যোগাইতে পারিল না। সুতরাং মহম্মদ ইয়াকুব সেখ মুন্সি সপরিবারে শ্বশুরের শরণাপন্ন হইল। শেষে সে পোষ্ট্ পিয়নের চাকুরী পাইয়াছিল বটে; কিন্তু গদাইকে আর এক পয়সাও সাহায্য করে নাই। কিছুদিন পরে গদাই ম্যালে-রিয়ায় ভুগিয়া মরিয়া গেল; গদার স্ত্রী অন্যত্র দ্বিতীয়বার নিকা করিল। গদার সংসারের যবনিকা পতন হইল!..

বৃদ্ধ মধু ঘোষ তাহার ইংরাজী-পড়া দুই পাশ-করা বিদ্বান ছেলের বিবাহে পুত্রের বন্ধু-বান্ধবদিগকে বরযাত্রী হইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। তাহারা কন্যাপক্ষের বাড়ীতে বসিবার উপযুক্ত কাষ্ঠাসন ও চা-পানাদির আয়োজন না দেখিয়া সকলেই রাগিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সে জন্য ক্ষুব্ধ পুত্র, পিতা ও শ্বশুর মহাশয়দ্বয়কে যথেষ্ট কড়া কথা শুনাইয়াছিল। মধু বড়ই মনক্ষুণ্ণ হইয়া তাহার কনিষ্ঠ পুত্রকে আর লেখাপড়া শিক্ষা দেয় নাই।

পূজার বাজারে দামী পোষাকের এত আধিক্য হইয়াছে যে, আমার অর্থ না থাকিলেও ছেলে-মেয়ে প্রভৃতির জন্য রেশমি বা সার্টিনের পোষাক খরিদ করিতেই হইবে। একজন ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণী-বাবু পূজার সময় তাঁহার কন্যার জন্য ২৬৲ টাকা দিয়া এক খানা মাদ্রাজী কাপড় ও ব্লাউজ খরিদ করিয়া প্রায় রিক্তহস্তে যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন কন্যার সহিত গৃহিণীরও আনন্দ রাখিবার স্থান রহিল না; কারণ তাঁহাদের একমাত্র দুহিতা লোক-সমাজে এবার একটু মান বাঁচাইতে পারিবে। কিন্তু পূজার ৪ দিনের মধ্যেই যখন তাঁহাদের উপবাসী থাকিতে হইল, তখন তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের মানের গোড়ায় কত খানি ছাই জমিয়াছে।

যাঁহারা সহরে চাকুরী বা অন্য কোন কারণে বাস করেন, পূজার এক মাস পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের নিকট কত প্রকারের যে ফরমাইস্ আসিতে থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পারুন বা না পারুন, অনেক সময় সে-সকল জোগাইতে অনেকেরই ঋণগ্রস্থ হইতে হয়। অথচ দুর্গোৎসব-ব্যাপার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ লোকের মনে আনন্দের পরিবর্ত্তে আতঙ্কের সঞ্চার করিত না, কারণ তখন সকলের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না; তখন ছেলে-মেয়েরা সামান্য ছিটের জামা পরিয়াই আনন্দে নৃত্য করিত। আর এখন ছেলেরা নিত্য রেশমী-পশমী-এণ্ডি-গরদের জামা পরিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। সে কালের একটী সাদা পোষাকের যে দাম ছিল, এখন একটা ঝুঁটাজরি বিলাতী জামা তদনুরূপ দামের হইলেও তাহাই গায়ে দিয়া লোকে

আপনাকে ভাগ্যবান মনে করে। তখনকার অভিভাবক আর এখনকার অভিভাবকদিগের মধ্যে একটা বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার প্রায় অভিভাবকরা সাটিন, মল্‌মল বা সূতির পোষাক স্বীয় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যানুসারে পরিতেন ও পরাইতেন। আর এখনকার অবিভাবকগণ আপন ট্যাঁকের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই দামী কাপড়-জামা পরিয়া ও পুত্র-কন্যাদিগকে পরাইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে, নিজ নিজ অভাব টানিয়া আনেন।

জাপান, জার্ম্মানির পাট ও নালিতা হইতে প্রস্তুত নকল রেশম এদেশে যে কত টাকা বিক্রয় হয়, তাহার নিকাশ করা কঠিন। এদেশের লোক পেটে ঊন খাইয়াও দেহের বিলাস-সৌন্দর্য্য বাড়াইতে যত্নবান হন। তাহাতেই এদেশের লোকের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। পূজার সময় পোষাকের দোকানগুলি দেখিলে সৌন্দর্য্য-স্পৃহা মোটেই মিটিতে চায় না। ছেলে-মেয়েদিগকে কি প্রকার পোষাকে সাজাইব ভাবিয়া বুদ্ধির থই পাওয়া যায় না। সেজন্য কত টাকা খরচ হয়—তাহার ইয়ত্তা নাই; এবং এই টাকা কুড়াইয়া কত দেশ যে উন্নত হইতেছে, ভারতের লোক এখনও তাহা বুঝিতে পারিল না।

৩০।৪০ বৎসরের পূর্ব্বের কথা; তখন বাল্যাবস্থায় আমরা "দোলাই" বা দোহারা কাপড় গায় দিয়া শীত নিবারণ করিতাম; তখন ষ্টকিং কম্ফর্টার বড় দেখা যায় নাই, সোয়েটার গেঞ্জি শাল আলোয়ানের এত আধিক্য ছিল না। ধনবান লোকে শাল জামিয়ার গায়ে দিয়া কেবল সমাজে বা রাজদ্বারে গমনাগমন করিতেন। তখন ঠাণ্ডায় নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্, ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া পঞ্চত্ব পাইবার ভয় ছিলনা। আর এখন শীতকালে নানাপ্রকার পশমী কাপড়ের দ্বারা প্যাক হইয়া থাকিলেও নিউমোনিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জার হাত এড়ান কঠিন হয়। বিদেশী বণিকেরা পাটের বস্ত্র—যে পাট আমরা তাহাদিগকে স্বল্প মূল্য-বিনিময়ে প্রদান করি, তাহারা তদ্দ্বারা ঝুঁটা শাল-আলোয়ান প্রস্তুত করিয়া আমাদের নিকট তাহার আট গুণ মূল্য সুদ সহিত আদায় করিয়া লইতেছে। তবু আমরা তাহা গায়ে দিয়া গর্ব্ব অনুভব করি। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে রুচির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন যদি অবনতির দিকে হয়, তাহা হইলে কি তাহাতে আমাদের গৌরব বাড়ে?

এখন যুবকদের গেঞ্জি, সার্ট, ওয়েষ্টকোট, মাফ্‌লার, নেক্‌টাই, নাইট্‌ক্যাপ ইত্যাদি সকল ঋতুরই পোষাক হইয়াছে। মেয়েরা বডি, জ্যাকেট, ব্লাউজ, স্যামিজ, শায়া, পেটিকোট ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের গরম দেশে গ্রীষ্মকালে গায়ে পাতলা কাপড় রাখাই দুঃসাধ্য; তার উপর আবার নানাপ্রকার কাপড় জড়াইয়া রাখা যে কত কঠিন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু বুঝিলে কি হইবে, ইহা যে বর্ত্তমান সভ্যতা। কিন্তু এরূপ অনিষ্টকর ও কষ্টদায়ক ভুয়া সভ্যতা বজায় রাখিতে যাইয়া, আমাদের দুঃখ-দৈন্য-রোগ নিত্য ঘিরিয়া ধরিতেছে।

বিবাহ বা অন্য কোন উৎসবে লৌকিকতা-বিভ্রাটও কম হয় না। এখন আর "আইবুড়ো-ভাতে" শুধু একখানি যেমন-তেমন কাপড় দিয়া লৌকিকতা করা চলে না। এখন তৎসঙ্গে একটু দামী স্যামিজ, বডি, ব্লাউজ, সুগন্ধি তৈল, আলতা, সাবান, ইত্যাদি অনেক জিনিষই দিতে হয়। কোন পল্লীর এক গোপ যুবকের অবস্থা নিতান্ত হীন। তাহার পিতা যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ছেলেকে এল-এ পর্য্যন্ত পড়াইয়া পরলোক গমন করেন। সুতরাং এল-এ ফেল বাবাজী বাড়ী বসিয়া কোন প্রকারে দিন গুজরাণ করিতেছিলেন; তিনটি গাভী, দুইখানি জীর্ণ খড়ের ঘর ও তৃণাচ্ছাদিত একখানি রন্ধনশালা তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি। যুবকের বিবাহের পূর্ব্বে তাহার সাব-ডেপুটি ভাবিশ্বশুর, পাত্রের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সমস্ত দেখিয়া গেলেও যুবক শিক্ষিত বলিয়া তাহার হস্তেই কন্যারত্ন দান করিলেন। এবং ফুল-শয্যার দিন, জাপানি খেলনা, চায়ের বাসন, চামচে, চুরুট-দানী, চুরুটের ছাই-ঝাড়া পাত্র, কাচের বাসন, রেকাব, ইত্যাদি আস্‌বাব এবং আহার্য্য ও পরিধেয় এত দ্রব্য দিয়াছিলেন যে, তাহার মধ্যে অনেক জিনিষের নামই জামাতা বাবাজী জানিতেন না। জামাতা বাবাজীর ঐ সকল দ্রব্য রাখিবার স্থান সঙ্কুলান হইবে না জানিয়াও তাঁহার শ্বশুর নিজ নাম-যশের জন্য মুরগীহাটার কোন জিনিষই বাদ দিয়া পাঠান নাই; লোক পরম্পরায় শুনা গিয়াছিল—তন্মধ্যে নাকি শ্যাম্পেন্-গ্লাশ ও ডিকাণ্টারও ছিল। পাত্রপক্ষ এ সকল

জিনিস চান নাই; বরং এগুলি পাইয়া তাহাদের অনেক বিষয়ে অসুবিধাই হইয়াছিল। এই প্রকার অব্যবহার্য্য, অসার ও অনাবশ্যক অনেক দ্রব্যই বর্ত্তমান বিবাহে আদান-প্রদান হইয়া থাকে।

এখন কোন বিবাহে বরযাত্রী গেলেই তাহাদের জন্য চায়ের বন্দোবস্ত রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সিগারেট, বিড়ি, পান, তামাক, জর্দ্দা, সোডা, লেমনেড, বরফ—কোন কোন স্থানে বিলাতী ব্রাণ্ডি হুইস্কিরও বন্দোবস্ত রাখিতে হয়। ইহা ছাড়া অসম্ভব রকমের আহারের পারি-পাট্যও করিতে হয়; লুচি, রাধাবল্লভি, মোহন-ভোগ, মাছ, মাংস ও নানাপ্রকার সন্দেশ দধি ক্ষীর প্রভৃতি ছাড়াও পোলোয়া ও চপ-কাট্‌লেট্ আধুনিক সভ্য আহার্য্যের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এরূপ আহারাদির বন্দোবস্ত বহু গরীবকেও করিতে হয়। কোন পাড়াগাঁয়ে দরিদ্র শিবু ভুঁইমালী আপন কন্যার বিবাহে বরযাত্রীদিগকে পোলোয়া খাইতে দিয়াছিল। যদি সেটা মোটা চাউলের ভাত; কিন্তু শিবু তাহার মনিবদের এইরূপ ভাত দেওয়া দেখিয়াছে বলিয়া, সে যশ অর্জ্জনের জন্য উহার নকল করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। পরে আমরা শিবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম হরিদ্রা দ্বারা রং করা চাউলের মধ্যে কিশমিশ দিয়া সে ভাত পাক করিয়া পরে তাহাতে সামান্য ঘৃত মাখাইয়াছিল। ভাতগুলি পাক করিবার সময় অবশ্য শিবুর স্ত্রী—গরুর আহারে জন্য ভাতের মাড় গালিতে ভুলিয়া যায় নাই।

সমাজ-জীবনের তথাকথিত আদর্শ এত উন্নত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা সাধারণের পক্ষে "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ" রকম হইয়াছে। সকল কার্য্যেই আড়ম্বর বেশী হইয়াছে। সামান্য ভোজেও পোলাও ছাড়া দাইল তরকারী সকলে পছন্দ করে না। ব্যয়-বাহুল্য ও রুচির পরিবর্ত্তনের আধিক্যে সেকালের মত আর নিত্য নিমন্ত্রণ পাওয়া যায় না। প্রায় উৎসবেই ভোজের ব্যবস্থা আর নাই। দোল-দুর্গোৎসব প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে গ্রামে পূর্ব্বে দশখানা দুর্গোৎসব হইত, সে গ্রামে এখন একখানা হয়; কিন্তু তাহাতে আমোদ নাই—ভোজের ব্যবস্থা নাই। আদর্শের বিকৃতি বা রুচির বিকৃতিই এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ। দেবতা বরং ভক্তের ভক্তি-সিঞ্চিত শাকান্ন খাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু নিমন্ত্রিত প্রতিবেশী সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

এখন আর গাঙ্গুলী-বাড়ীর নিরামিষ তরকারী, মুখুয্যেদের বাড়ীর মাছের ঝোল, চক্রবর্ত্তী বাড়ীর পায়েসের নামে ভোক্তাদের রসনায় জল সঞ্চার হয় না। পূর্ব্বে যেমন কোন বাড়ীতে উৎসব উপলক্ষে বর্ষীয়সী গৃহিণীরা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রাতঃ-স্নান সমাপনান্তে পট্টবস্ত্র পরিহিত হইয়া পবিত্র চিত্তে রন্ধন করিয়া অন্নপূর্ণারূপে পরিবেশন করিতেন, এখন সেস্থলে গঞ্জিকা-সেবী অজ্ঞাত চরিত্র ব্রাহ্মণ নামধারী উপবীতী পাচকগণই কদর্য্যভাবে রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করে। গৃহিণীদের এক্ষণে অগ্নির তাপে মাথা ধরে, ধোঁয়ায় চক্ষু নষ্ট হয়। এইরূপে বাঙ্গলা হইতে বাঙ্গলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রন্ধন-শিল্প নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

পূর্ব্বে কোন্ তরকারীতে কোন্ মসল্লা কতটা দিলে ব্যঞ্জন সুখাদ্য হয়, কোন্ তরকারী উপকারী ও শরীর-পোষাক, কোন্ তরকারীর সঙ্গে কোন্ তরকারী মিশ্রণে তাহার গুণ ও ধর্ম্মের আধিক্য হয়, ইত্যাদি...গৃহিণীরা উত্তমরূপে জানিয়া সেইরূপে রন্ধন করিতেন; এবং তাহা সেবনে রসনা তৃপ্ত এবং শরীর-মন পুষ্ট ও কার্য্যক্ষম হইত। আর এখন পাঁচক ঠাকুর খাদ্যদ্রব্যকে পাঁচনে পরিণত করিয়া তাহা পচন (পরিপাক) করাইতে গিয়া অম্ল-অজীর্ণের আমদানী করিয়াছে। এবং বহু ক্ষেত্রে এই পাচক রাখা ব্যাপারটি একটা বিলাস বা বাজে খরচে পরিণত হইয়াছে। ইহার জন্য মাসে যে টাকা ব্যয় হয়, এবং তাহার ফলে চিকিৎসককে যে টাকা দিতে হয়, তদ্দ্বারা বোধ হয় বহু লোকেই বিত্তশালী হইতে পারিত।

এক উকীলবাবু একদিন বার লাইব্রেরীতে বসিয়া তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে গল্প করিতেছেন যে, ভাই, আজ আহার হয় নাই। পুরাতন পাচকটি ছাড়িয়া গিয়াছে, বহু চেষ্টাতেও আর একজন নূতন পাচক ঠিক করিতে পারিতেছি না।...এরূপ দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার এক পল্লীবাসী বর্দ্ধিষ্ণু মক্কেল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহাশয়ের কি স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে?...তাহাতে উকীলবাবু বড় ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—না, তিনি বড় লোকের কন্যা, কখনো রান্না করেন নাই এবং রান্না করিতে জানেনও না। আর এখন দু'ছেলের

মা হইয়া বড়ই দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছেন। পাচক না থাকিলে তিনি কি খান এবং তাঁহার সন্তান দু'টিই বা কি আহার করে? স্ত্রীর জন্য প্রতি রোজ হোটেল হইতে খানা আইসে, তাহাতেই তাঁহার ছেলে দু'টীরও হয়।...

খাদ্যের দোষেই হউক, আর আহারের অনিয়মেই হউক, বাবুদের অম্লরোগে ধরিয়াছে। আমাদের মনে হয়, তাহার প্রথম কারণ, পাচক নামধারী অজ্ঞাত-কুলশীল গুপ্ত রোগ-ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ, তাহার ঘর্ম্ম, নিষ্ঠীবন, কফ্ ইত্যাদি দ্বারা খাদ্যে মসল্লার কার্য্য করে। আর দ্বিতীয় কারণ, বাজারের মিঠাই—যাহা ভেজাল মিশ্রিত তৈল বা ঘৃতে প্রস্তুত, যাহা দোকানীর ঘরে বাসী হইলেও টাটকা বলিয়া বিক্রয় হয় এবং যাহা রাস্তার ধূলি ও মশা-মাছির মলে পরিপূর্ণ, তাহাই সহরের সভ্য বাবুদের ভব্য আহার। সুতরাং অম্লরোগ নিত্য সকলের মধ্যে দেখা যাইতেছে। ইহার আবার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করেন,—পেটেণ্ট ঔষধ দ্বারা। সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার আট আনা ভাগ অম্ল ও অজীর্ণ রোগের ঔষধের বিজ্ঞাপনে ভারাক্রান্ত। নিত্য অম্ল রোগে ভুগিতেছি—খাদ্য হজম হয় না, তাহার প্রতিকার করিতে যাই—উগ্রবীর্য্য ও অজ্ঞাতোপাদান ঔষধের দ্বারা।

পূর্ব্বে যখন মুড়ি, চিড়া, খই, আখের গুড় জল খাবার ছিল, তখন এত "ডিস্‌পেপসিয়া" নাম শুনা যায় নাই। এখনও অনেক পল্লীগ্রামে যাহারা ঐ সকল খাদ্য খায় এবং বাজারের অসার পচা খাদ্য খায় না, তাহাদের দেহ পুষ্ট ও সবল; তাহারা "ডিস্‌পেপসিয়া" নাম জানে না। সহরের মুটে মুজুর হইতে স্কুলের ছেলেরাও দোকানের লুচি, কচুরী, পরোটা, জিলাপি ভক্ষণ করে, আর অম্লরোগে আক্রান্ত হইয়া দেশী বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধের বিক্রয়াধিক্য জন্মায়। তাহারা আদা-লবণের নাম জানে না, ঘৃণায় ছোলা-গুড় খায় না। এক পয়সার মুড়ি ও নারিকেলে যেমন জলযোগ হয়, চারি আনার কচুরী, নিম্‌কি—ক্ষুধায় সেরূপ শান্তি দিতে পারে না।

এক জমিদার বাড়ীর রাজমিস্ত্রী প্রতিরোজ চারি পয়সার কচুরী, গজা কিনিয়া জলখাবার খাইত; ক্রমে তাহার অম্লরোগ দেখা দিল। কিন্তু তবু সে মানের খাতিরে ঐরূপ জল-খাবার পরিত্যাগ করিল না। শেষে যখন সে কার্য্যে অপরাগ হইল, তখন তাহাকে আমরা ঐরূপ খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া, মুড়ি জল খাবার ও আদা-লবণ ঔষধের ব্যবস্থা দেই। তাহাতেই সে ঐরূপ ভীষণ ব্যাধির হস্ত হইতে উদ্ধার পায়। কিন্তু বাবুরা কি তাহা করিবেন—তাঁহারা যে শিক্ষিত ও সভ্য।

ছেলেদের বিস্কুট খাওয়ান আর এক সভ্যতা। সকল বাবুর ছেলেই বিস্কুট খায়, ফলে তাহাদের ক্রমে পেট মোটা, পাৎলা দাস্ত ও খিটখিটে স্বভাব হইতে থাকে। বাসি রুটি, লুচি যেমন অপকারী, বিস্কুট তদপেক্ষা অপকারী। বিস্কুট যতক্ষণ টিনে বদ্ধ থাকে, ততক্ষণ কিছু ভাল থাকে, কিন্তু হাওয়া লাগিলেই তাহা বিকৃত হয়। তাহার উপর ইহাতে বহু দুষ্পাচ্য জিনিষের সংমিশ্রণ থাকে; কাযেই পেটের অসুখ হওয়া অনিবার্য্য। এইরূপ এক বড় লোকের ছেলের চিকিৎসায় কবিরাজ মহাশয় বিস্কুট খাওয়ান বন্ধ করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে চিড়ার মণ্ড খাওয়ার ব্যবস্থা দেন; তাহাতে ছেলের মা বলিয়াছিলেন—কবিরাজ মহাশয়, বলেন কি? আমার ছেলে চিড়ে খাইবে? ওযে ছোট লোকে খায়।...কবিরাজ মহাশয় উত্তর দেন—তা খাওয়াইবে কেন, দিন কয়েক পরে যে ক্রন্দনের রোলে গৃহ মুখরিত হইবে।.....

চা পান করা এখন এত বহুলভাবে প্রচলিত হইয়াছে যে, তাহার স্থান-অস্থান সময়-অসময় নাই। পরিশ্রমে চা, বিশ্রামে চা, শীতে চা, গরমে চা, বরযাত্রীর চা, কুটুম্ব বাড়ীতে চা, রেলে চা, মরণ-কালেও চা, (গঙ্গোদকের পরিবর্ত্তে)! চা খাওয়া একটী সভ্যতার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এই চা বাঙ্গলার ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশের উপযোগী কি না, তাহা আর সবিশেষ বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। হিমালয় অঞ্চল বা শীতপ্রধান দেশে গরম চা-পান উপকারী হইতে পারে; কিন্তু যে দেশে নগ্ন দেহে শীতল পানীয়, সরবৎ, ডাবের জল আরামদায়ক, সে দেশে গরম চা উপকার না করিয়া অপকারই করিয়া থাকে।

যাঁহারা নিয়ত চা পান করেন, তাঁহাদের অজীর্ণ, অরুচি প্রভৃতি রোগ ত হয়ই, তা ছাড়া তাহারা সর্দ্দি রোগের চির আশ্রয় গ্রহণ করেন। পল্লী-গ্রামের এক বিবাহে কন্যাকর্ত্তাকে

চায়ের জন্য বিব্রত হইতে দেখিয়াছি। সহরে বরযাত্রী আসিয়া কন্যাকর্ত্তার নিকট চায়ের দাবি করিয়া বসিল। সে চা কোথায় পাইবে? বরযাত্রীগণ চা পান না করিলে কিছুতেই আহার করিবে না। সুতরাং সেই রাত্রেই তিনি পাঁচ ক্রোশ দূরস্থিত সহর হইতে চা আনিয়া বরযাত্রীর মান রক্ষা করেন, তবে তাঁহারা আহার করেন। বিবাহ-রাত্রে বরও সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া বিবাহ অন্তে চা পান করিয়া তবে অন্য আহার্য্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শাশুড়ী কিন্তু জামাতা বাবাজীর উপবাসের পর মিশ্রির সরবৎ, ডাবের জল, বেলের পানা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, জামাতা বাবাজী তাহাদের প্রতি ফিরিয়াও তাকান নাই।

অনেক বাবু বেড্ টি (Bed Tea) পান করেন। অর্থাৎ সকালে চক্ষু উন্মীলিত হওয়া মাত্রই বিছানায় বসিয়া গরম চা পান করিয়া তবে শয্যাত্যাগ করেন। রাত্রে নিদ্রাবস্থায় তাহার মুখে-দন্তে-জিহ্বায় যে ময়লা জন্মিয়াছিল সেগুলি তিনি চার সহিত উদরস্থ করেন। এরূপ পণ্ডিত-মূর্খ অজীর্ণ রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবে কেন? ইহারাই আবার সভ্য-পদ-বাচ্য—আশ্চর্য্য!

বর্ত্তমানে বৈদেশিক সভ্যতা অতিরঞ্জিতরূপে অবলম্বন করিয়া, এমন কি ইউরোপীয় সভ্যতাকে উচ্চতম আদর্শরূপে মানস নেত্রের সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া আমরা সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান ও বিচার করি। ইহার ফল এই হয় যে, আমরা আহার-নিদ্রাদি সকল বিষয়েই অত্যাচার ও অবিচার করি। বাল্যকাল হইতে ইংরেজি ভাষার অনুশীলন করিয়া এবং ইউরোপীয়ভাবে সহরে শিক্ষিত হইয়া, আমরা সেইভাবে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। বিদেশীয় রীতি, পদ্ধতি, ব্যবস্থা, অনুষ্ঠান যাহা কিছু তাহাই ভাল, আর যাহা স্বদেশীয় তাহাই মন্দ; তাহাদের সবই বিজ্ঞানানুমোদিত এবং আমাদের সবই কুসংস্কারাচ্ছন্ন...আমাদের মনের ভাব বর্ত্তমানে এইরূপ অবস্থায় উপনীত হওয়ায়, আয় অপেক্ষা এইরূপ বাজে খরচের আধিক্য হইয়াছে। আমাদের স্বদেশ-জাত ও স্বভাব-সুলভ জল, বায়ু, খাদ্য, পরিধেয়, আমোদ-আহ্লাদ, গান, বাজনা খেলা-ধূলা তুলিয়া সকল বিষয়ে ইংরেজী নকল করিতে যাইয়া, আমরা দুর্ব্বল, চিররুগ্ন, ভীরু ও দীন হইয়া পড়িয়াছি। স্ব-দেশ, স্ব-সমাজ, স্ব-ভাব ও পূর্ব্বপুরুষের আচার-নিয়মাদি উপেক্ষা করিয়া নানা প্রকারে পাশ্চাত্যভাবে আমরা অনুপ্রাণিত হওয়ায় আমাদের অভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বিলাস-বিভ্রম ও বাজে খরচের গাত্রে ইঞ্চকোপেয় কাঁচি চালাইয়া, আমাদের বাঁচিবার পথকে অবিলম্বে প্রশস্ত করিয়া লইতে হইবে।

বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর আমাদের দেশে ছুঁচ্-সুতা টুপী-ফিতা প্রভৃতি আমদানী হয় মোটামুটি প্রায় এক কোটি টাকার, মটর গাড়ী ও সাইকেল আড়াই কোটি টাকার, সুরা জাতীয় পানীয় পৌনে দুই কোটি টাকার, মূল্যবান্ প্রস্তর-হীরা-মুক্তা-জহরতাদি সওয়া দুই কোটি টাকার, বিবিধ প্রকারের সাবান সওয়া দুই এক কোটি টাকার, সিগারেট্ ও তামাক সওয়া দুই কোটি টাকার! গরীব ভারতের এ ঘোড়া-রোগ কেন?

ঘরোয়া চিকিৎসা

নূতন সংগ্রহ

[যিনি যাহা জানেন যদি প্রচারার্থে দেন, আমরা নাম ধাম সহ প্রকাশ করিব। অনেক ভদ্রলোক দয়া করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। আপনিও যতটুকু পারেন করুন—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পারস্পারিক সমবেত চেষ্টা না থাকিলে একের পূর্ণ চেষ্টায় ইহা হইতে পারে না। আর ইহা কেবল আমাদের কাজ না, আপনার নিজের কাজ বলিয়াও জানিবেন। এইগুলি সংগৃহীত হইয়া Reco d প্রস্তুত হইয়া যাউক। আপনি যেগুলি জানেন বা আপনার আত্মীয় বন্ধু যেগুলি জানেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট করা হইবে। ঔষধগুলি সবই গেল বলিয়া দুঃখ করেন—সেগুলি রাখিবার জন্য কাজে কিছু করুন, তবে ত ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের পন্থা হইবে।]

ম্যালেরিয়া জ্বরের দেশীয় ঔষধ

নাটার বীজ

লেখক—ডাঃ শ্রীরামপদ দাস L. M. S.

প্রাগপুর—নদীয়া

বর্ত্তমানে দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে মূল্যবান ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা পল্লী চিকিৎসকগণের পক্ষে যে কিরূপ অসুবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে, ভুক্তভোগী সমব্যবসায়ীগণই তাহা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছেন। পল্লীগ্রামে প্রধানতঃ ম্যালেরিয়ারই বিস্তৃতি বাহুল্য সর্ব্বদা বিদ্যমান। কুইনাইনই ম্যালেরিয়ার একমাত্র মহৌষধ। বর্ত্তমানে দেশের লোকের অর্থ অস্বচ্ছলতা যেরূপ বেশী হইয়াছে, তাহাতে কুইনাইন সেবনও অনেকের ভাগ্যে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় যদি কুইনাইনের পরিবর্ত্তে এতত্তুল্য কোন সুলভ ঔষধের বিষয় বিদিত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা চিকিৎসক ও রোগী, উভয়ের

পক্ষেই পরম লাভের বিষয় হইতে পারে। আনন্দের বিষয়—চিকিৎসা-প্রকাশের কল্যাণে আমরা এইরূপ একটী সহজপ্রাপ্য সুলভ এবং কুইনাইনের সমতুল্য ঔষধের বিষয় অবগত হইয়াছি। গত বৎসরে গৃহস্থ মঙ্গলে মাননীয় প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধুরী L. M. S. মহোদয় "ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশীয় ঔষধ" শীর্ষক প্রবন্ধে নাটার ডগা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই অতীব সময়োপযোগী হইয়াছে।

মাননীয় বসন্ত বাবুর ব্যবস্থানুসারে আমি অনেকগুলি ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত রোগীকে নাটার ডগার বড়ি সেবন করাইয়া বিশেষ সুফল পাইয়াছি।

কিন্তু বসন্ত বাবুর এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই আমি উহা প্রকারান্তরে ব্যবহার করাইয়া বহু সংখ্যক ম্যালেরিয়া জ্বরের রোগীকে আরোগ্য করাইয়াছি এবং এবৎসরও অনেক রোগী এতদ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। আমি যেরূপ ভাবে ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকি, সাধারণের বিদিতার্থ তাহা নিম্নে উল্লিখিত করিলাম।

প্লীহা যকৃতের বৃদ্ধি, রক্তহীনতা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও পৈত্তিকতা সংযুক্ত পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে আমি নিম্নলিখিত রূপে নাটার বীজের শস্য প্রয়োগ করিয়া সব স্থলেই সন্তোষজনক সুফল পাইয়াছি—

Re.

নাটার বীজের অভ্যন্তরস্থ শস্য চূর্ণ	৫—১০ গ্রেণ।	
পডোফিলিন রেজিন	...	১/৪ গ্রেণ।
পালভ চিরতা	...	২ গ্রেণ।
ইউয়োনিমিন	...	১/৪ গ্রেণ।
ফেরি আর্সেনাস	...	১/১২ গ্রেণ।
ইরিডিন	...	১/২ গ্রেণ।
এক্সট্রাক্ট ট্যারাক্সেসাই	...	যথা প্রয়োজন।

একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী বটীকা প্রস্তুত করিতে হইবে। একটী বটীকা মাত্রায় প্রত্যহ ৩ বার আহারান্তে ৩টী বটীকা সেব্য।

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

তরুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে নিম্নলিখিত রূপে প্রযোজ্য—

Re.

নাটার বীজের অভ্যন্তরস্থ শস্য চূর্ণ	৫—১০ গ্রেণ।	
কালমেঘ চূর্ণ	...	৪ গ্রেণ।
চিরতা চূর্ণ	...	২ গ্রেণ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী পুরিয়া। বিজ্বরে বা জ্বরে বিরাম অবস্থায় প্রতি পুরিয়া ২ ঘণ্টান্তর ৩টী পুরিয়া সেব্য। জরাবস্থায় রোগীর অবস্থানুসারে ফিভার মিশ্র প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ ব্যবস্থায় ১০।১২ দিনের মধ্যে রেমিটেণ্ট ফিভার এবং ৫।৬ দিনের মধ্যেই সাধারণ সবিরাম জ্বর আরোগ্য হইতে দেখা যায়। নাটার বীজের অভ্যন্তরস্থ শস্যের ক্রিয়া কুইনাইনেরই অনুরূপ। ইহাতে কুইনাইন অপেক্ষা কিছু দেরীতে জর বন্ধ হইলেও এতদ্বারা নিশ্চিত উপকার পাওয়া যায়।

আশা করি সমব্যবসায়ী ভ্রাতৃগণ ম্যালেরিয়া জ্বরে এই সহজলভ্য সুলভ ঔষধটী পরীক্ষা করিয়া ফলাফল গৃহস্থ মঙ্গলে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

আমরা পাঠকগণকে এই যথা তথা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ মহোপকারী লতাপাতার গুণাগুণের কথা ক্রমশঃ উপহার দিতে থাকিব। ইহা দ্বারা অনেকেই বিনা ব্যয়ে অনেক দুরারোগ্য রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সাধারণের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে,—তাঁহারাও যদি কোন বৃক্ষ লতাদির রোগ নিবারণের অপূর্ব্ব শক্তির কথা অবগত থাকেন অথবা আমরা যে সকল ভেষজের গুণাগুণ বর্ণন করিব, তৎসম্বন্ধেও যদি তাঁহাদের নূতন কোন কথা জানা থাকে তাহা হইলে তাঁহারা সেই সকল কথা সাধারণের অবগতির জন্য এই পত্রিকায় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

দূর্ব্বা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

লেখক—কবিরাজ শ্রীরজনীকান্ত বলমুন্সী, কবিরত্ন, এল, এ, এম, এস

হিন্দুর এমন কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান নাই—যাহাতে দূর্ব্বা লাগে না; এমন কি, কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিতে গেলেও ধান দূর্ব্বার প্রয়োজন হয়। ইহার কারণ কি? দূর্ব্বার এমন কি গুণ আছে যে, তাহাই অবগত হইয়া আর্য্যঋষিগণ প্রত্যেক কার্য্যেই ইহাকে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছেন এবং যাহাতে ইহা সর্ব্ব রকমে আদৃত হয়, বোধ হয় তজ্জন্যই বলিয়াছেন, "দূর্ব্বা সর্ব্বপুষ্পময়ী," অর্থাৎ পৃথিবীতে যত প্রকার পুষ্প দেবার্চ্চনে লাগে, একমাত্র দূর্ব্বার দ্বারাই সে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে। ইহাতে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে। ভবিষ্য-পুরাণে আমরা দেখিতে পাই—ক্ষীরোদসাগর মন্থন-কালে মন্দর পর্ব্বতের ঘর্ষণে বিষ্ণুর শরীরের যে সকল লোম ছিন্ন হইয়া জলে পতিত হইয়াছিল, তাহাই তরঙ্গবেগে তীরে উত্থিত হইয়া অমৃত বিন্দু-স্পর্শে দূর্ব্বারূপে পরিণত হইয়াছে এবং তাবৎকাল হইতেই এই দূর্ব্বা সুরাসুর কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া আসিতেছে, এমন কি, নরলোকেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। হিন্দুর শাস্ত্র রূপক-জালে আবৃত বলিয়া ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য নহে। তবে প্রথমতঃ ইহার ব্যবহার-বাহুল্য এবং এতদ্‌সম্বন্ধীয় মন্ত্রে ইহার অনন্ত-গুণের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে ইহাতে এমন সকল আশ্চর্য্য গুণ রহিয়াছে—যাহা মানবের পক্ষে অমৃতের ন্যায় উপকারী। দ্বিতীয়তঃ—ভগবান যে তাঁহার সৃষ্ট-বস্তুর প্রত্যেকটিই সমভাবে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন—কোন কিছুই যে তাঁহার নিকট তাচ্ছিল্যের নয়—এমন কি, পদতলস্থ দূর্ব্বা-

গাছটীও—যাহাকে আমরা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করি, তাহাও তিনি এতদূর মহিমান্বিতা করিয়া সৃজন করিয়াছেন যে, দেবতাগণেরও মস্তকে উহা স্থান পাইবার যোগ্য। ভগবানের এই অপূর্ব্ব মহানুভবতাই যেন নীরবে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, আর্য্যঋষিগণ ইহার ব্যবহারচ্ছলে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। বস্তুতঃ, একাধারে স্বাস্থ্যরক্ষার বস্তু গ্রহণ এবং আধ্যাত্মিক-জগতের নিগূঢ় মর্ম্ম কথা নীরবে প্রকাশ করণ জন্যই যে, এইরূপ অভিনব পন্থার আবিষ্কার করিয়া, বিনয়সহকারে যথার্থ ই কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে,-- সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। অন্ততঃ দূর্ব্বার পর্য্যায়গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহাই অনুমিত হয়।

বিষ্ণুর শরীর হইতে উদ্‌গত বলিয়া দূর্ব্বার অপর নাম—"রুহা"। ইহার অপার গুণের জন্য হিন্দুর নিকট দূর্ব্বা শ্রেষ্ঠ পবিত্র বস্তু, সেজন্য ইহা "মহাবরা," নামে অভিহিত হয়। দূর্ব্বার একটী মাত্র শিকড় বা জড় মাটিতে থাকিলে অল্পদিন মধ্যেই ইহা বহু হইয়া যায় এবং ইহাতে অনেক গুণ আছে বলিয়া—ইহাকে "অনন্তরা" বলে। যাহা হউক, অশ্বালয়ন নামক গ্রন্থে লিখিত এই অপূর্ব্ব ঔষধের অনুপম গুণের জন্যই ইহার "সহস্রবীর্য্য, "সুবীর্য্যশালিনী" প্রভৃতি নামের সার্থকতা উপলব্ধি হইতে পারে; এই গুণটী এই যে —"গর্ভের তৃতীয় মাসে গর্ভবতী নারীর দক্ষিণ নাসায় দূর্ব্বার রস নস্য দিলে পুত্রসন্তান হয়।" পাশ্চাত্য শিক্ষাদৃপ্ত অনেকেই হয়ত ইহাকে গঞ্জিকা-সেবনজনিত উন্মাদনার ফল বলিতে পারেন, কিন্তু ইহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। হিন্দুশাস্ত্রের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল—পুত্রার্থে পুংসবনাদি ক্রিয়া এবং সুশ্রুতের ঔষধাদি প্রয়োগ না হয় বিফলই হইল, কিন্তু তাহা হইলেও, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানও যে এ কথার কতকটা সমর্থন করিতেছে; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানমতে গর্ভবাসের প্রথমাবস্থায় ভ্রূণ কিছুকাল ক্লীব থাকে, তখন লিঙ্গ-বিশেষের প্রতি কোন প্রবণতা দেখা যায় না। তারপর কিছুকাল অতীত হইলে ভ্রূণ উভ-লিঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ৯০ দিন অর্থাৎ তিন মাস পরে কোনও বিশেষ লিঙ্গ-বিকাশ প্রবল হইয়া দাঁড়ায় (At the end of the third month.....the genial organs begin to assume a characteristic male or female. From Sex Hygiene)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতেও গর্ভের তৃতীয় মাসে অর্থাৎ ভ্রূণে যখন সবে মাত্র লিঙ্গ-বিকাশ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে লিঙ্গ-বিশেষে তখনও পরিণত হয় নাই—ঠিক সেই সময়েই ঔষধের ব্যবস্থা দ্বারা উহাকে কোন বিশেষ লিঙ্গাবস্থায় পরিণত করা যায় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই তথ্য আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বেই এ বিষয়টী নিশ্চয়ই আর্য্যঋষিদের জ্ঞান গোচরীভূত হইয়াছিল; নতুবা তিন মাসের পূর্ব্বে কিম্বা পরেও তো এতদর্থে ঔষধ ব্যবহার করাইতে পারিতেন। বিজ্ঞান আরও বলিতেছে—'জরায়ুর আবেষ্টন-গত কারণে, ভ্রূণ একলিঙ্গের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও পরে অপর লিঙ্গ উদ্ভাবন করিতে পারে। প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রেও দেখা যায়—"স্ত্রীজাতি অবিকাশিত পুরুষ ব্যতীত আর কিছুই নহে।"* অতএব এই সকল আলোচনা এবং অভিমতানুসারে নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, ভ্রূণের লিঙ্গবিকাশরূপ অসম্যক অবস্থাটাকে কোনও ক্রমে সম্যক্ পথে পরিচালিত করিয়া দিতে পারিলে, নিশ্চয়ই পুত্র হইবার কথা। দূর্ব্বা যে অতিশয় পুষ্টিকারক তাহা আমরা জানি। আজও বিহার অঞ্চলের চিকিৎসকগণ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে দূর্ব্বার রুটি খাইতে দিয়া শীঘ্রই তাহাদিগকে সবল করেন। সুতরাং ভ্রূণের লিঙ্গ উৎপত্তির প্রথম সোপানেই অর্থাৎ লিঙ্গ-উদ্ভাবন কালে ইহার রস যে সুপুষ্টরূপে গঠনকার্য্য সমাধা করিয়া (Fully developed) তুলিবে না—তাহা কে জানে! বিশেষতঃ দূর্ব্বার আর একটী বিচিত্র গুণ এই যে, ইহা দেহস্থ জীবনীশক্তির (Vitality) উপর বিশেষভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। দুর্গোৎসবে মহাস্নানের জলসংগ্রহে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে দূর্ব্বা হইতে নীহার কণা সংগৃহীত হয়, অরণ্য ষষ্ঠী ব্রতোপলক্ষে জামাতাকে বরণ ডালা দ্বারা অভিনন্দন করার কালে ষাটের জল দেওয়া হয়—তাহাতে মাথায় এবং সর্ব্বশরীরে "ষাট, ষাট" বলিয়া যে জল ছিটাইয়া দেওয়া হয়—তাহা ৬০ গাছ দূর্ব্বার একটী গ্রন্থী দ্বারা। তিথি বিশেষে মন্ত্রপূত সেই

* এই জন্যই বুঝি পুরুষ স্ত্রীতে এবং স্ত্রী পুরুষে পরিণত হইয়া যাইবার কথা মাঝে মাঝে সংবাদ পত্রে পাওয়া যায়।

দূর্ব্বাজলে তিথি-মাহাত্ম্যে এমন দৈবশক্তি থাকিতে পারে—যদ্দ্বারা সমস্ত বিঘ্নের উপশম হইয়া শরীরকে নিরাময় করিয়া তুলে। পাশ্চাত্য শিক্ষাদৃপ্ত ব্যক্তিগণের নিকট হয়ত ইহা বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু দূর্ব্বার জল যে মহা উপকারী, সে বিষয় কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ - তাহা প্রত্যক্ষ সত্য। গরম জলে তাজা দূর্ব্বা ভিজাই অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ সেই জল শীতলাবস্থায় পান করিলে উৎকট সর্দ্দিরোগ আরোগ্য হয়। ইহাতে আমারা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি যে শারীরিক তেজ বা জীবনী-শক্তি (Vitality) রক্ষা করার ক্ষমতা দূর্ব্বার আছে। যেহেতু সর্দ্দি হইলেই বুঝিতে হইবে যে, রোগকে বাধা দিবার জন্য শরীরের যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা ক্ষমতা—তাহা দুর্ব্বল বা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং দূর্ব্বা সেই শক্তি পুনারানয়নে সক্ষম বলিয়া ইহাতে সর্দ্দি ভাল হয়। কাজেই ইহা "ভূত বাধাঞ্চ নাশয়েৎ"—অর্থাৎ সর্দ্দির বিশিষ্ট জীবাণু (Germs) হইতে দেহকে রক্ষা করে যেহেতু ইহার দ্বারা শারীরিক তেজ ঠিক ভাবে থাকে বলিয়াই, সর্দ্দির জীবাণু কিছুই করিতে পারে না। তাই শরীরের তেজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া (Keeping vitality intact) কফ আক্রমণে বাধা দেওয়ার জন্যই (i,e সর্দ্দি-জীবাণু হইতে রক্ষা করিবার জন্যই) বোধ হয় আমাদের দেশে দূর্ব্বা-সিক্ত সূর্য্যতপ্ত জলে শিশুকে স্নান করাইবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক জীবনীশক্তির উপর দূর্ব্বার এইরূপ কার্য্য করার বিষয় অবগত হইয়া মনে হয়—ইহা ভ্রূণের গঠন ক্রিয়ার ব্যাঘাতজনিত অবস্থা সংশোধন করতঃ, পূর্ণবিকাশ কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে। শুধু ইহাই নয়--দূর্ব্বার রস স্নায়ুর উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহোদয় পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিয়াছেন। একটী অহিফেন সেবী যুবককে এই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করাইবার জন্য তিনি তাহাকে দূর্ব্বার রসে আফিং ভিজাইয়া খাইতে উপদেশ দেন। সে ইহা দ্বারা মাত্রা কমাইতে কমাইতে একেবারেই আফিং পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দূর্ব্বার রসে সুপারি ভিজাইয়া খাইলে নাকি অহিফেন সেবনজনিত কুঅভ্যাস অপনীত হয় (ইহাতে স্নায়ুর উত্তেজনা জন্মাইয়া শরীরকে নাকি কতকটা মৌতাতি আমেজে রাখে)। এই জন্য বোধ হয়—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে এবং অস্বাভাবিক উপায় দ্বারা শুক্রক্ষীণতার দরুণ স্বপ্নদোষে, দূর্ব্বামূল, কেশুর, নাটার মূল, টোপা-পানার মূল, মুথা ও শৈবাল— ইহাদের ক্বাথ (যথা বিধি প্রস্তুত) সেবনে আশ্চর্য্য ফল হয়। স্নায়ুশূলেও কাঁচা দূর্ব্বা বাটিয়া নস্য লইলে উহা নিবারিত হয়। অতএব, দূর্ব্বা যে, স্নায়ুর উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়া লিঙ্গবিকাশ কার্য্যের সহায়তা করিতে পারিবে না, তাহা বলা সুকঠিন। যাহা হউক এই প্রবন্ধে দূর্ব্বার উপকারিতা, ইহার ব্যবহার প্রণালী, মাত্রা এবং অন্যান্য রোগে ইহা কি ভাবে প্রয়োগ করা হয়, তদ্‌সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইল।

(১) শ্লেষ্মা তরল করণার্থেঃ—ইহা 'শ্লেষ্মধ্বংসন" বলিয়া দূর্ব্বাচূর্ণ মধুর সহিত সেবনে ক্রূর শ্লেষ্মা সরল হয়।

(২) স্থানিক প্রদাহেঃ—দূর্ব্বার রুটি প্রস্তুত করিয়া প্রদাহিত স্থানে প্রয়োগ করিলে প্রদাহ প্রশমিত হয়।

(৩) রক্ত ও পিত্তজ ব্রণশোথেঃ—দূর্ব্বার মাইজ শীতল জলের সহিত বাটিয়া, ঘসা রক্তচন্দন উহাতে মিশাইয়া ব্যবহারে অথবা দূর্ব্বা, নলের মূল, যষ্টিমধু চূর্ণ এবং রক্তচন্দনের গুঁড়া একত্র জল দিয়া বাটিয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে রক্ত ও পিত্তজ ব্রণ শোথ ভাল হয়।

(৪) শ্বেতপ্রদরেঃ—দূর্ব্বার শিকড়, খদিরকাষ্ঠ, অনন্তমূল, অশোকছাল, লোধ, দারুহরিদ্রা, জঙ্গীহরীতকী, শ্বেত ও লাল কুঁচের মূল—ইহাদের প্রত্যেকটী ৪ আনা, (সিকি তোলা) পরিমাণ লইয়া একত্রে অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করতঃ শেষ ১ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই ক্বাথ—দিনে ১ বার সেবন করিলে শ্বেতপ্রদর পীড়া আরোগ্য হয়। ইহা শ্বেত প্রদরের মহৌষদ!

(৫) চর্ম্মরোগেঃ—চর্ম্মরোগে এবং গরমীতে—চালমুগরা তৈল এক পোয়া, মূর্চ্ছার জন্য কাঁচা হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা এবং কল্কার্থ দূর্ব্বা, নিমপত্র, সোমরাজি, মরিচ, গুলঞ্চ ও বিড়ঙ্গ। ১ সের গোমূত্রে যথানিয়মে পাক করিয়া তৈল

অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া ব্যবহার্য্য। জননেন্দ্রিয়ের (Penis) ক্ষতেও এই তৈল ব্যবহার করিলে আশ্চর্য্য ফল হয়, অথচ ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা হয় না।

(৬) চুলকানী ও দদ্রু ঃ—দূর্ব্বা, কাঁচা হলুদ বাটা, শ্বেত সরিষা, চাকুন্দে বীজ, কাল কাসুন্দের শিকড় এবং সোঁদালের পাতা সমপরিমাণে লইয়া শীতল জলে পেষণ করতঃ গায়ে ঘসিয়া ঘসিয়া মাখিলে যাবতীয় কণ্ডুরোগ আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ ইহা বৃষণ কচ্ছু অর্থ অণ্ডকোষের চুলকানির এবং দাদের মহৌষধ।

(৭) বমনকারক ও বমন নিবারক ঃ—দূর্ব্বা যেমন বমননাশক, ঠিক তেমনই আবার বমনকারক। বমনেচ্ছায় দূর্ব্বার রস ৫।৬ ফোঁটা সেবনে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। অনেকেই হয়ত' দেখিয়া থাকিবেন—বিড়াল কুক্কুরাদি জন্তু উহাদের অজীর্ণ এবং উদর স্ফীতি নিবারণার্থ দূর্ব্বাঘাস খাইয়া বমন করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া, জনৈক ডাক্তার একটি পেটুক ছেলেকে তাহার অজীর্ণজনিত পেটফাঁপায় দূর্ব্বার রস খাইতে দেন, ইহাতে উত্তমরূপে বমন হইয়া ছেলেটী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছিল।

(৮) রক্তস্রাব ঃ—দূর্ব্বা সঙ্কোচক বলিয়া ইহা যে প্রবল রক্ত রোধক, এ কথা সকলেরই জানা আছে। স্ত্রীলোকের প্রবল রক্তস্রাবে (ইহাকে অনেক স্থলে "রক্ত ভাঙ্গা বা রোহিনী" বলে) ইহা একটী উৎকৃষ্ঠ ঔষধ। যখন দেখা যায়—কিছুতেই আর্ত্তব রক্তস্রাব বন্ধ হইতেছে না, তখন দূর্ব্বা ১২ গাছ, রক্ত চন্দনের বীজ ১টী, মন্দারের বীজ ১টী, (পালিধা অর্থাৎ পা'ল্‌তে মন্দার জাতীয় গাছ—ইহাতে লোবিয়ার মত লম্বা লম্বা ছড়া হয়) এবং চৌমনায় পাতা ২।৩টী (ইহাকে মদন ফল বা ময়না কাঁটার গাছ বলে—ইহার ৪টী করিয়া কাঁটা হয়) একত্রে কূপ জলে পেষণ করিয়া—সমস্তটা একেবারে সূর্য্যোদয় কালে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে এলোচুলে সূর্য্যমুখী হইয়া রবিবারে শুভমুহূর্ত্তে সেব্য। এক মাত্রার বেশী লাগে না, ক্বচিৎ দুই মাত্রা লাগে।

দূর্ব্বার ব্যবহার সম্বন্ধে আর কাহারও কিছু জানা থাকিলে উহা প্রচার করিয়া বাধিত করিবেন। *

---

* দূর্ব্বা (**Durba**) ঃ—ইংরাজীতে ইহাকে সাইনোডন ডাক্টিলন (Cynodon dactylon) বা প্যানিকাম ডাক্টিলাম (Panicum Dactylom) বলে। নীল ও শ্বেত, এই দুই প্রকার দূর্ব্বা আছে। নীল ও শ্বেত দূর্ব্বার বর্ণগত পার্থক্য ব্যতীত ইহাদের ক্রিয়ার কোন পার্থক্য নাই। সাধারণতঃ দূর্ব্বার রস—১—২ তোলা, দূর্ব্বা চূর্ণ ২—৪ আনা পরিমাণ এবং দূর্ব্বার ক্বাথ ৫—১০ তোলা মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

মাননীয় কবিরত্ন মহাশয় যে সকল পীড়ায় দূর্ব্বার ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়েকটী পীড়ায় ইহার প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার হয় বলিয়া বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে এবং কয়েক স্থলে আমরাও ইহা প্রয়োগ করিয়া উপকার পাইয়াছি।

(১) নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে ঃ—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে দূর্ব্বা ঘাসের রস নস্য লইলে সত্বর রক্তস্রাব স্থগিত হয়।

(২) চুলকানি ঃ—৪ ভাগ তিল তৈল বা চাউলমুগরার তৈলে এক ভাগ দূর্ব্বার রস মিশ্রিত করতঃ জ্বাল দিয়া ঠাণ্ডা হইলে উহা মর্দ্দন করিলে, যে কোন প্রকার চুলকানি আরোগ্য হয়।

(৩) বিলম্বিত রজ ঃ—যে সকল স্ত্রীলোকের অধিক বয়স পর্য্যন্ত ঋতু প্রকাশ না পায়, কিম্বা যাহাদের রজঃরোধ হইয়াছে, তাহাদিগকে তণ্ডুল চূর্ণের সঙ্গে দূর্ব্বা ঘাস চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভোজন করাইলে ঋতু প্রকাশ পায়।

(৪) মূত্রাবরোধ ঃ দূর্ব্বার মূল ৮ তোলা, দুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া, উহাতে মধু ও চিনি প্রক্ষেপপূর্ব্বক পান করিলে মূত্রাবরোধ বিদূরিত হয়।

(৫) মূত্রাল্পতা ও প্রস্রাবকালীন জ্বালা যন্ত্রণা ঃ—মূত্রাল্পতা এবং প্রস্রাবকালীন জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণার্থ দূর্ব্বার ক্বাথ (দুইসের জলে ৮ তোলা, দূর্ব্বা সিদ্ধ করিয়া আধসের শেষ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে সেব্য) সেবনে সন্তোষজনক উপকার পাওয়া যায়।

(৬) স্থানিক রক্তস্রাব ঃ—কর্ত্তনাদি বশতঃ এবং ক্ষত হইতে রক্তস্রাবে দূর্ব্বার রস স্থানিক প্রয়োগ করিলে ইহা সঙ্কোচক ও রক্তরোধক হইয়া ত্বরায় রক্তস্রাব বন্ধ করে।

আয়ুষ্কল্যাণ

আমাশয়

অজীর্ণের কারণে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিলে যদি কোনও প্রতিকার না করা হয়, কতক ক্ষেত্রে তাহা হইতে আমাশয় জন্মায়। এরূপে আমাশয়ে, নাতিতীব্র বিরেচন লইয়া সহজ-পাচ্য পথ্য সেবনে, সদাই সুফল পাওয়া যায়। অতি সহজেই এই আমাশয় বিদূরিত হয়।

অজীর্ণের কারণে মলভেদ হইতে থাকিলে যদি সত্বর তাহার সুব্যবস্থা না করা হয় এবং জ্ঞানে হউক—অজ্ঞানে হউক—ঐ অবস্থায় বিরুদ্ধ আহার, অহিত আচার প্রভৃতি চলিতে থাকে, তাহা হইলে সেই রোগ বৃদ্ধি পাইয়া, শরীরস্থ কফ, পিত্ত 'রক্ত, মূত্র, ঘর্ম্ম প্রভৃতি তাবৎ তরল ধাতু সকলকে প্রকুপিত করাইয়া জঠরাগ্নিকে নিস্তেজ করিয়া দেয়। এই অবস্থাতে অতিশয় মল নিঃসরণ হয়। এজন্য, ইহাকে অতিসার বলে। এই অতিসারের সঙ্গে নানা প্রকার উপসর্গ থাকিতে পারে এবং সেই হিসাবে অতিসারের বিভিন্ন প্রকার বিশেষত্ব সূচক নামকরণও হইয়া থাকে। যে প্রকার অতিসারে, মলত্যাগ-কালে আম নির্গত হয়, তাহাকে আমাতিসার বলা হয়;—ইহারই প্রচলিত নাম আমাশয়। অন্য বহুবিধ কারণ থাকিলেও, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে "আমাশয়" এইরূপে জন্মায়। ইহা সহজ রোগ নহে। সামান্য অমনোযোগিতায় ইহা 'আমরক্ত' বা 'রক্ত-আমাশয়ে' পরিণতি লাভ করে।

প্রতিষেধক ঃ—

১। জাম-পাতার রস ও আমরুল শাকের রস সম-পরিমাণে মোট ২ তোলা মাত্রায় সকাল ও সন্ধ্যায় সেব্য। ইহা পূর্ণমাত্রা—কিশোর ও বৃদ্ধের পক্ষে অর্দ্ধ, বালকের সিকি, শিশুর আরও কম (বয়স অনুযায়ী)।

২। শ্বেত কাঁটা-নটের শিকড় ॥০ তোলা, ২॥০টা গোলমরিচের সঙ্গে মিহি করিয়া বাটিয়া, কিছু জলে গুলিয়া পান করিলে, প্রবল আমাশয় আরোগ্য হয়। নিয়ম প্রভৃতি পূর্ব্বোক্তরূপ।

৩। শ্বেত বঁইচ (বিকতঙ্ক) গাছের শিকড় ॥০ তোলা, ২॥ টা গোলমরিচের সঙ্গে চন্দনবৎ বাটিয়া কিছু জলে গুলিয়া পান করিলে, সদ্যই আমাশয় আরোগ্য হয়। নিয়মাদি পূর্ব্বোক্তরূপ।

৪। কচি তেঁতুল চারার (১ বৎসরের অনধিক বয়স) শিকড়, ঘোল সহিত বাটিয়া কিয়ৎ পরিমাণ ঘোলেরই সহিত সরবৎ মত করিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। পূর্ণমাত্রার জন্য শিকড় ।০ হইতে ॥০ তোলা ব্যবহারণীয়।

৫। আমের কচি চারার শিকড় (যতটা মাটীর মধ্যে থাকিবে, তাহারই সমগ্র অংশটুকু) ৪।৫টা লইয়া, ছেঁচিয়া কিঞ্চিৎ শীতল জলে ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ। পরে, ছাঁকিয়া ঐ জলে কিঞ্চিৎ কাশীর চিনি মিশাইয়া পান কর। রোগের অবস্থা অনুযায়ী দুই বা অধিকবারে সেব্য। ইহা পূর্ণমাত্রা।

৬। পুরাতন আমগাছের ছাল বেশ করিয়া বাটিয়া, নাভিমণ্ডলে পুরু করিয়া প্রলেপ দিয়া রাখিলে আমাশয় আরোগ্য হয়।

৭। শ্বেত ভেরাণ্ডার আঠা ৫।৬ ফোঁটা, একটী বাতাসা বা কিঞ্চিৎ কাশীর চিনিতে দিয়া অতি প্রত্যুষে একবার মাত্র খাইলেই আমাশয় ও রক্ত-আমাশয় বিনষ্ট হয়। আঠা সদ্য-নিঃসৃত খাইতে হয়; সেজন্য বাতাসা বা চিনি সঙ্গে করিয়া গাছের নিকট যাইতে হয়। ইহা পূর্ণ মাত্রা; বালকদের জন্য ১ ফোঁটা আঠা প্রযুক্ত। পীড়ার গুরুতর অবস্থাতে ৩ দিন ব্যবহার যথেষ্ট।

৮। অপমার্গের শিকড় ১ ভাগ
কচি ডালিম পাতা ২ "

একত্র চন্দনের মত পিষিয়া ।০ ওজনে বটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতে, দুপুরে, ও সন্ধ্যায় ১টী করিয়া বটিকা শীতল জল সহ সেব্য। উহা পূর্ণমাত্রা।

৯। শ্বেত ধূনা ১ ভাগ
শ্বেত জীরা (সাজিরা) ১ "

অতি সূক্ষ্ম করিয়া গুঁড়াইয়া, পরিষ্কার মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হয়। ইহার ৵০ ওজনে লইয়া সামান্য

পরিমাণ বিল্বপত্রের রসের সহিত মাড়িয়া সেব্য। উহা পূর্ণমাত্রা।

এই ঔষধটী রক্ত আমাশয়েও উপকারী। শিশুদের পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর।

১০।	কচি তেঁতুল পাতা	॥০ তোলা
	কচি বাবলা পাতা	ঐ
	যজ্ঞডুম্বুরের পত্রাঙ্কুর	ঐ
	জীরাভাজা চূর্ণ (সূক্ষ্ম)	ঐ

পত্র ও পত্রাঙ্কুরগুলি চন্দনবৎ পিষিয়া, জলে মিশাইয়া সরবৎ প্রস্তুত করিবার পর জীরা-চূর্ণ মিশাইয়া লইতে হয়। এই সরবৎ ধীরে—অতি ধীরে ধীরে, পান করিলে আমাশয়ে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। উহা পূর্ণমাত্রা।

১১।	ডালিম পাতার রস	১ ভাগ
	খুলকুড়ি পাতার রস	ঐ
	গাঁদাল পাতার রস	ঐ
	মুথার রস	ঐ

উক্ত মিলিত রস অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় পেয়। রোগ বেশী থাকিলে, দুই বেলা ব্যবস্থা। উহা পূর্ণমাত্রা।

১২। কুড়চি গাছের শিকড়ের ছাল ছেঁচিয়া, তাহা জামপাতা দিয়া বেশ করিয়া মুড়িবে,—যেন একটুও ফাঁক না থাকে। এই মোড়কটী কুশ (তৃণ বিশেষ, সদ্য আনীত এবং রসযুক্ত হইলে ভাল হয়) জড়াইয়া বেশ করিয়া বাঁধিবে। তৎপরে সমস্ত মোড়কটী মাটীর পুরু প্রলেপে আবৃত করিয়া, কিছুক্ষণ শুকাইয়া লইবে এবং ঘুঁটের বা কাঠের অগ্নিতে দিয়া পুড়াইবে। উহা অগ্নিতাপে লাল হইয়া উঠিলেই, উঠাইয়া লইয়া শীতল হইতে দিবে। পরে, মাটী প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া পিষ্ট কুড়চি গ্রহণ করিবে। এই পক্ক কুড়চি টিপিয়া ॥০ তোলা রস ইক্ষু চিনি সহ সেবনে অতি দুরন্ত আমাশয় শান্ত হইবে। উহা পূর্ণ মাত্রা। প্রয়োজন বোধ করিলে, সকাল ও সন্ধ্যায় দুইবার সেব্য।

প্রতিদিন নূতন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। রোগী সবল হইলে, নূতন অবস্থায়, ২।১ দিন উপবাস ও যৎসামান্য লঘু আহার ভাল। নচেৎ, সাধারণতঃ এ রোগে উপবাস ক্ষতিকর। আহার্য্য তরল গ্রহণীয় অর্থাৎ যে বস্তু চিবাইয়া খাইতে হয়, তাহা বর্জ্জনীয়। যদি অন্ন গ্রহণ করিবার অবস্থা থাকে, তাহা হইলে উহা পুরাতন চাউল হইতে অতি-সিদ্ধ করিয়া লওয়া ভাল।

ছাগদুগ্ধ ব্যবহার্য্য। বেলশুঁটের গুঁড়া, কাঁচকলার গুঁড়া, শঠি, বার্লি, বা এরারুট ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া চিনি সহযোগে সেব্য (সিদ্ধ অনেকক্ষণ ধরিয়া হইবে)। পূর্ব্ব রাত্রে পোড়া বেল, সামান্য পরিমাণ কর্পূর, চন্দন, আতপ চাউল ধোয়া জল ও কিছু চিনির সঙ্গে বেশ মোলায়েম করিয়া মাড়িয়া প্রাতে খাওয়া ব্যবস্থা। কিন্তু, বেশী খাওয়া চলিবে না; ৪।৫ তোলা মাত্র বেলের শাঁস ব্যবহার্য্য।

কোনও ক্ষেত্রেই গোদুগ্ধ-জাত কোনও দ্রব্য সেবন চলিবে না।

রক্ত-আমাশয়

আমাতিসার, যাহাকে চলতি কথায় 'আমাশয়' বলে, অচিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় কিছুকাল থাকিলেই, তা শীঘ্র আমরক্তে পরিণত হয়; ইহাকেই 'রক্ত-আমাশয়' বলে। তখন অপক্কমল ও কোষ্ঠাশয় হইতে ক্ষরিত লালাবৎ ক্লেদের সহিত রক্ত নির্গত হয়। এ অবস্থায় বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য অধিক সেবন করিলে, রোগ জটিল ও অধিকতর ক্লেশকর হইয়া উঠে। ফলে, কুন্থন হয় খুব বেশী, মল নিঃসরণ হয় অল্প এবং সেজন্য পেট ব্যথা করে ও ঘন ঘন মল-নির্গমনের বেগ আসে। এই অত্যধিক চেষ্টার জন্য মলদ্বার বর্হির্দ্দিকে বিকশিত হইয়া হালিশ ভাষা কথায় 'গোগল' উৎপন্ন করে এবং রক্ত-ক্ষরণ বাড়িয়া যায়, দুর্ব্বলতা ও অরুচি প্রসার লাভ করে। এই অবস্থার বিশেষ নাম 'প্রবাহিকা'।

পথ্যের দিকে খুব বেশী লক্ষ্য না রাখিলে, হাজার ঔষধ ব্যবহার করিলেও, সুফল পাওয়া যায় না।

কুড়চি, এ রোগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ এবং রোগের অবস্থা যেরূপেই হউক না কেন, কুড়চি, ব্যর্থ হইতে জানে না;—ডাক্তারেরা যে 'ব্যাসিলারী ডিসেণ্টিকে অত্যন্ত ভয় করেন এবং 'ইন্‌জেকশান' ছাড়া অন্য চিকিৎসায় উহা আরাম হয় না বলিয়া মনে করেন, কুড়চি সেখানেও অমোঘ ও 'ইন্‌জেকশান" অপেক্ষা সহস্র গুণে নির্ভরযোগ্য।

কিন্তু, সব রকম কুড়চিতে কাজ হয় না। যে কুড়চি (সংকুটজ) গাছের ফুল সাদা হয়, তাহাকে সিত-কুটজ

বলে—ইহার বীজকে ইন্দ্রযব বলে—রৌদ্র-দীপ্ত স্থান উদ্ভূত সেই কুড়্‌চিই গ্রাহ্য। কুড়্‌চি ব্যবহারে একটু হিসাব থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। তরুণ রোগে এবং বিশেষতঃ বালকদের পক্ষে গোড়াতেই কুড়্‌চি ব্যবহার না করা ভাল, কারণ, ইহা অত্যন্ত রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য। উহার পরিবর্ত্তে অন্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া যদি সুফল লাভ একান্তই না হয়, তখন, (ততক্ষণে রোগও কিছু পুরাতন হইয়া আসে) কুড়্‌চি তো আছেই। তবুও যদি নিতান্তই কুড়্‌চি ব্যবহার করিতে হয়, ইহা অতি সামান্য মাত্রায় দুর্ব্বা প্রভৃতি অপর উপকরণের সহিত চলিতে পারে।

এ রোগে, কোনও ক্ষেত্রেই মধু ব্যবহার চলিবে না; ইক্ষুজাত চিনি বা গুড় ব্যবহার্য্য। 'মিছরী' নাম দিয়া যে দ্রব্য বিক্রয় হয়, তাহা বিট হইতে জাত দোবরা চিনি হইতে প্রস্তুত। ঐ মিছরী বা ঐ চিনি হইতে এতটুকু উপকার পাইবার আশা নাই।

প্রতিষেধক ঃ—

১। রক্ত কাঁটা-নটের শিকড় ॥০ তোলা, ২॥০টা গোলমরিচের সঙ্গে মিহি করিয়া বাটিয়া, কিছু জলে গুলিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে, প্রবল রক্ত-আমাশয় আরোগ্য হয়। ইহা পূর্ণ মাত্রা; কিশোর ও বৃদ্ধদের পক্ষে অর্দ্ধেক, বালকদের সিকি এবং শিশুদের বয়সের অনুযায়ী মাত্রার তারতম্য হইবে।

২। রক্তবর্ণ বইচ (বিকতঙ্ক) গাছের শিকড় ॥০ তোলা, ২॥০টা গোলমরিচের সঙ্গে মিহি করিয়া বাটিয়া, কিছু জলে গুলিয়া পান করিলে, সদ্যই রক্ত-আমাশয় আরোগ্য হয়। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিধি পূর্ব্বোক্তরূপ।

৩।	ইসব্‌গুল	।০ তোলা
	বিহিদানা	।০ "
	বাব্‌লার আঠা	।০ "
	ইক্ষুজাত চিনি বা মিছরী	।০ "

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি ৵০ পোয়া গরম জলে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবার পর, ছাঁকিয়া ক্বাথ পান করিতে হয়। রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার পান করা যায়; নচেৎ প্রাতে একবার মাত্র পান করা চলিতে পারে। ২।৩ দিনে রক্ত-আমাশয় আরোগ্য হয়। জ্বর বা সর্দ্দি থাকিলে, ইসব্‌গুলগুলি ঈষৎ ভাজিয়া লইতে হয়। বেশী জ্বর থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা উচিত নয়। উপরোক্ত পরিমাণ, একটী পূর্ণমাত্রা; কিশোর ও বৃদ্ধদের অর্দ্ধ, বালকদের সিকি এবং শিশুদের বয়স অনুযায়ী মাত্রা ঠিক করা উচিত।

রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে এক ঝিনুক মেহেদী পাতার রস চিনি সহ খাইলে ভাল হয়। মেহেদী রক্ত-আমাশয়ে বিশেষ উপকারী। ইহা স্বতন্ত্র ঔষধরূপে ব্যবহার করা যায়।

৪।	কুকসিমার শিকড়	১ ভাগ
	কচি দাড়িম ফল	ঐ
	শ্বেত জীরা (সাজিরা)	ঐ
	খদির	ঐ

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি মিহি করিয়া বাটিয়া, উহার ।০ তোলা লইয়া মেথীভিজান জল অর্দ্ধ ছটাক সহ ৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। উহা পূর্ণমাত্রা। অতি কঠিন অবস্থায়ও উপকারী।

৫। একটী সাঁচি পেঁয়াজ (রাজপলাণ্ডু) খোসা ছাড়াইয়া লম্বালম্বি চিরিয়া, সামান্য মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া—যাহাতে দুইটী অর্দ্ধভাগ অসংলগ্ন না হইয়া পড়ে—কিঞ্চিৎ টাটকা শাকুক-চূণ বা অভাবে পাথুরে চূণ, ছুরীর ফলা দিয়া, ঐ চেরা পেঁয়াজ মধ্যে লিপ্ত করিয়া দিয়া, কর্ত্তিত অংশ দুইটী স্বাভাবিক ভাবে যুক্ত করিয়া, একটী কাগজে এমন করিয়া মুড়িয়া রাখ যাহাতে পেঁয়াজটীতে হাওয়া না লাগে। ঘণ্টা খানেক পরে, ঐ পেঁয়াজ চিবাইয়া খাইলে সকল প্রকার আমাশয় আরোগ্য হইবে। সাধারণতঃ একমাত্রায় কাজ হইবে; কিন্তু, যদি না হয়, ২ দিন পরে আর একটী মাত্রা সেব্য এবং অত্যন্ত কঠিন স্থলে, আরও ২ দিন পরে, হয়ত, তৃতীয় মাত্রা সেবন করিবার প্রয়োজন হইতে পারে।

চমৎকার ঔষধ। কোনও ক্ষেত্রেই ৩ টার অধিক মাত্রা দরকার হয় না। উহা পূর্ণমাত্রা; বালক ও কিশোরদের বয়স হিসাবে ছোট বড় কোয়া নির্ব্বাচিত করিতে হয়। প্রাতে সেবন বিধি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পেঁয়াজ অত্যন্ত বীজাণুনাশক ও বায়ু পরিষ্কারক। সুতরাং পেঁয়াজ লইয়া যাহা কিছু করণীয় কাজ, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সারিয়া লওয়া উচিত; খোসা মুক্ত অবস্থায় পেঁয়াজ বায়ুর সংস্পর্শে যত কম থাকে, তত ভাল।

৬।	সাঁচি পেঁয়াজ	৫টা
	ইক্ষু গুড় (দানাদার সার)	⁄০ ছটাক
	শীতল জল	⁄।৵০ পোয়া

পেঁয়াজ-গুলি চাকা চাকা করিয়া কুটিয়া জলে ১০ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখ। পাত্র আবরিত রাখিবে। ১০ মিনিট পরে চাকাগুলি উঠাইয়া লইয়া, অন্য একটী পাত্রে, ঐ গুড়ের সঙ্গে বেশ করিয়া চট্‌কাইয়া লও। পরে, পূর্ব্ব-রক্ষিত পেঁয়াজ ভিজান জলে বেশ করিয়া মিশাইয়া লও এবং ছাঁকিয়া ঐ সরবৎ, রোগের অবস্থা অনুযায়ী ২।৪ বার পান কর। ২।৩ দিনেই উরকার হইবে। সেবন কালীন ঔষধ প্রস্তুত করা বিধেয়। ইহা পূর্ণ-মাত্রা।

৭।	আক্‌নাদির পাতা	১ ভাগ
	কচি জাম পাতা	ঐ
	আয়াপান-পাতা	ঐ
	ইন্দ্র যব	ঐ

চন্দনের মত বাটিয়া, উহার ⁄০ পরিমাণ শীতল জলের সহিত সকাল সন্ধ্যায় সেব্য। রোগ অত্যন্ত প্রবল হইলে মধ্যাহ্নে ⁄০ পরিমাণে একটী অতিরিক্ত মাত্রা ব্যবহার্য্য। উহা পূর্ণ মাত্রা। উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৮।	বেলশুঁঠ চূর্ণ	⁄০
	আমের কসি চূর্ণ	⁄০
	দাড়িমের খোলা চূর্ণ	⁄০
	মোচরস চূর্ণ	⁄০
	মুথা চূর্ণ	⁄০
	শ্বেত ধুনা চূর্ণ	।⁄০

উত্তম করিয়া মিশাইয়া ১৪টী পুরিয়া করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ১টী করিয়া সামান্য জল দিয়া সেবন করিবার পর কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধ অনুপান করিবে। অথবা, ছাগদুগ্ধে মিশাইয়া সেবন করিবে। অসাধ্য রক্ত আমাশয়ও আরোগ্য হয়।

৯।	কুড়্‌চি ছাল, কাঁচা	১ ভাগ
	দাড়িম ফুল	ঐ
	বটের ঝুরি, কচি	ঐ
	মেথী	ঐ
	গেরিমাটী	ঐ

একত্র মিহি করিয়া বাটিয়া ছাগ-দুগ্ধ সহযোগে ⁄০ মাত্রায় ৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। অসাধ্য অবস্থায়ও সুফল নিশ্চিত। ইহা পূর্ণ মাত্রা।

১০।	পেয়ারা গাছের পত্রাঙ্কুর	১ তোলা
	আদা	।০ তোলা

চন্দনের মত পিষিয়া ৭টী বটি প্রস্তুত কর। প্রত্যুষে বাসি জল দিয়া ১টী করিয়া বটি ৫ মিনিট অন্তর সেবন করিয়া, আধ ঘণ্টার ভিতর নিঃশেষ করিবে। সর্ব্বাবস্থার সকল প্রকার আমাশয় ১ দিনেই আরাম হইবে। উহা পূর্ণ মাত্রা। অল্প মাত্রার প্রয়োজনে, অব্যবহৃত বটিগুলি, ফেলিয়া দিবে।

১১।	কাঁচা কুড়্‌চি ছাল	১ তোলা
	কাঁচা বকুল ছাল	।০ ,,
	কাঁচা গাবগাছের ছাল	॥০ ,,

ইহাদের রস বাহির করিয়া ২ ফোঁটা কাঁচা পেঁপের আঠা মিশাইয়া ৫ মিনিট অপেক্ষা কর; পরে, সেবন কর। সকাল সন্ধ্যায় সেব্য।

কাঁচা গাছড়ার অভাব হইলে, শুষ্ক ছাল উপরোক্ত পরিমাণ লইয়া ⁄।০ জলে মৃদু অগ্নিতে সিদ্ধ করিবে। ⁄০ আন্দাজ জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং জুড়াইলে সামান্য কাশীর চিনি সহ আধ ছটাক মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। প্রতিবার সেবনের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করিয়া জুড়াইবার পর সেবন করিতে হয়। উহা পূর্ণ মাত্রা।

১২।	কুড়্‌চি ছাল, কাঁচা	২ ভাগ
	আয়াপান (পাতা)	১ ,,
	কচি ডালিম পাতা	১ ,,

একত্র ছেঁচিয়া জামপাতা ও গাবপাতা দিয়া মুড়িয়া পরিপাটী একটী মোড়ক প্রস্তুত করিয়া সুতা দিয়া বন্ধন কর। ঐ মোড়কে মাটীর প্রলেপ দিয়া ঢাকিয়া ফেল এবং বাতাসে শুকাইয়া লও। রাত্রে, উহা অগ্নিতে দিবার পর প্রলেপের মাটী লাল হইয়া উঠিলে, উঠাইয়া ফাঁকা জায়গায় (শিশির লাগিবার জন্য) ফেলিয়া রাখিবে। প্রাতে সেই পিষ্ট দ্রব্য গুলি গ্রহণ করিয়া টিপিয়া রস বাহির করিবে। এক ঝিনুক রসে অতি সামান্য পরিমাণ (আধ রতির অনধিক) সোহাগার খই মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। অতি দুরন্ত আমাশয়ও নিশ্চয় শান্ত হইবে।

এ রোগে, উপবাস নিষেধ। শাঠি, বার্লি, এরারুট, বা বেল-শুঁঠের গুঁড়া ছাগ-দুগ্ধে অনেকটা জল মিশাইয়া অনেক-ক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত পানীয় সেব্য। ননী-উঠান ঘোল জিরা-ভাজার গুঁড়া মিশাইয়া, গাঁদালের ঝোল ছাঁকিয়া—এই সব তরল পানীয়, পথ্য। একেবারে বেশী করিয়া না খাইয়া, অনেকবারে কিছু কিছু করিয়া সেবন ভাল। একই রকম পথ্য বারে বারে দেওয়া ভাল নয়; কেন না, এ রোগে অরুচি জন্মায়। সুতরাং পথ্যে বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য থাকা উচিত। অবস্থা হিসাবে 'পোরের ভাত' চলিতে পারে। বাসি বেল-পোড়া ২ তোলা, যৎসামান্য কর্পূর, শ্বেত-চন্দন একটুখানি, আতপ চাউল ধোয়া জল এক ঝিনুক ও কাশীর চিনি কিছু, একত্র মাড়িয়া খালি পেটে খাওয়া উচিত।

কোনও ক্ষেত্রেই গো-দুগ্ধ জাত দ্রব্য যথা, ছানা সন্দেশ, বরফি প্রভৃতি দ্রব্য সেবন চলিবে না। রোগ প্রবল না থাকিলে, গল্‌দা চিংড়ী খোসা না ছাড়াইয়া, বেগুণ পোড়ার মত, নরম আঁচে পুড়াইয়া, মাখনের ন্যায় নরম হইলে, বিনা তৈলে সামান্য সৈন্ধব যোগে চটকাইয়া খাইলে, অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর উপকার পাওয়া যায়।

মেঘ ও বৃষ্টি বিচার।

[শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব (মেডিকো-বোটানিষ্ট) লিখিত।]

অন্ন জীব-জগতের প্রাণধরূপ; বৃষ্টির উপর অন্ন নির্ভর করে। কোন সময়ে কিরূপ বৃষ্টি হইবে, কোন সময় বৃষ্টি হইলে অশুভ হইবার সম্ভাবনা, ইহা তৎপূর্ব্বে জানিতে পারিলে যে জগতের কতদূর উপকার হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং ইহজগতে মানবের মঙ্গলজনক, অন্নের প্রতিপাদন কর্ত্তা, এবং ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞাপক বর্ষা-শাস্ত্র অপেক্ষা আর কোন শাস্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। আজকাল আমাদের দেশ দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ যেরূপ নিত্য নিত্য দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, মহামারী, ঋতুব্যাপত্তি প্রভৃতি দ্বারা উপতাপিত হইতেছে, বর্ষাশাস্ত্র অবগত থাকিলে লোকে পূর্ব্বাহ্ণে ইহার অনেকটা প্রতীকারপরায়ণ হইতে পারেন। এই সকল দৈববিপত্তি নিবারণার্থ প্রত্যেক যোত্রসম্পন্ন গৃহস্থের ও প্রত্যেক বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির বর্ষা-শাস্ত্র শিক্ষা করা উচিত। এই শাস্ত্র শিখিতে বিশেষ কষ্টস্বীকারের আবশ্যক হয় না; এবং গণনায় ভবিষ্যফলের যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া, শিক্ষার্থীর হৃদয় নির্দ্দোষ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। অনেকে হিন্দুর জলবিচারশাস্ত্র সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক—বিশেষতঃ, 'মেঘের গর্ভ'—এই কথাটী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মনে করিয়া, ইহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। বস্তুতঃ, ইহা অবৈজ্ঞানিক কি অযৌক্তিক, তদ্বিষয়ে তর্ক করিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু ইহার ফলাফল লইয়া বিচার করিলে, তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়াই প্রমাণিত হইবে। মায়াবাদী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমানীগণ প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করেন না। সুতরাং অনুমান ও যুক্তিমূলক শাস্ত্রগুলির ফল যথার্থ দেখিয়াও, তাঁহারা তাহার সারবত্তা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন।

দেশে দিন দিন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতিভয়বাহুল্য ঘটিতেছে; ভূমিভাগ দিন দিন উপতপ্ত, জলহীন ও অগ্নিকণাবর্ষী হইতেছে; এবং আনূপদেশ সকল জলাভাবে জঙ্গল ও সাধারণ দেশে পরিণত হইতেছে। কারণ, অরণ্যের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস ও সেই অনুপাতে চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবার ফলে, পূর্ব্বকালীন কাননজাত শৈত্যের অভাবনিবন্ধন বৃষ্টির পরিমাণ উত্তরোত্তর হ্রাস হইতেছে। ইহা গর্ভোপঘাতের একটী প্রধানতম হেতু।

আজ প্রায় ৩০।৪০ বৎসর ধরিয়া উপর্য্যুপরি অনাবৃষ্টি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; এবং দেখা যায় যে, এই অনাবৃষ্টির মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রচুর বর্ষা হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি ২।৩ বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি হইলে, আকাশে প্রচুরপরিমাণ বাষ্পরাশি সঞ্চিত হইতে থাকে। এইরূপ ক্রমাগত সঞ্চিত হইতে হইতে, প্রতি ৪র্থ বা ৫ম বৎসরে পরিমাণের অত্যধিক নিবন্ধন, বাষ্পরাশি আর আকাশে বিলম্বিত (suspension) অবস্থায় রহিতে পারে না—শৈত্যাধিক্য ও ভার বশতঃ তখন প্রবলধারায় পৃথিবীতে নিপতিত হয়; এবং সেই বৎসর প্রচুর বন্যাও হইয়া থাকে। পুনরায় পরবর্ত্তী ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতে থাকে। আজ প্রায় ৩০।৪০ বৎসর যাবৎ এইরূপ ঘটিতেছে। বৃষ্টিবিচার-শাস্ত্রে অধিকার থাকিলে, অতি অল্প আয়াসে পূর্ব্ব হইতেই অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির বিষয় লোকে অবগত হইতে পারে। যদি সাধারণ লোকেও, এই বৃষ্টিবৈচিত্র্য অবগত হইয়া, পূর্ব্ব হইতেই অনাবৃষ্টির বা দুর্ভিক্ষের বৎসরের জন্য যথাসাধ্য খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে অন্নকষ্টের সময়ে আর অনাহারে মরিতে হয় না।

বর্ষাবিচার-শাস্ত্র দ্বারা যেরূপ পূর্ব্বাহ্ণে নিঃসংশয়রূপে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির বিষয় জানিতে পারা যায়, অপর কিছুতেই তদ্রূপ জানিবার উপায় নাই। বিচক্ষণ জলগণক কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা বর্ষাকালের কোন কোন মাসে কিরূপ বৃষ্টি হইবে, তাহাও বলিতে পারেন। পূর্ব্বাহ্ণে জানা থাকিলে, অনাবৃষ্টির বৎসর কৃষকেরা স্বল্পজলে প্রবর্দ্ধনশীল নানাপ্রকার শস্যের চাষ করিতে পারে। কারণ, অল্পজলে ধান্য না হইলেও অন্যপ্রকার শস্য জন্মে। আবার অতিবৃষ্টির বৎসরেও, স্বল্পজলীয় শস্যের চাষ না করিয়া, ধান্যাদি প্রভৃত জলে প্রবর্দ্ধনশীল শস্যের চাষে কৃষকেরা লাভবান হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, তাহারা প্রচুর বর্ষা-সম্ভাব্য বৎসরে, নিম্নভূমির চাষ অগ্রে সমাধা করিয়া, পশ্চাৎ উচ্চভূমির চাষ করিতে পারে। এইরূপে অসময়ে বীজবপন, শস্যাদির জ্বলিয়া বা হাজিয়া যাওন, অনাবশ্যক বীজনাশ প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্ষতি ও অসুবিধা নিবারিত হইতে পারে। প্রায় অনেকসময় দেখা যায় যে, কোন নির্দ্দিষ্ট মাসে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকটিত না হইলে, বর্ষায় প্রায় বৃষ্টি হয় না; এবং কোন নির্দ্দিষ্ট মাস, তিথি, নক্ষত্র বা বারে যদি মেঘসঞ্চার না হয়, বা গর্ভ না হয়, বা বৃষ্টি না হয়, বা সামান্য বর্ষণ হয়, বা সূর্য্য মেঘাবৃত না হয়, তাহা হইলে সে বৎসর প্রচুর শস্য জন্মে না বা নানাবিধ উপদ্রবে নষ্ট হইয়া যায়। কখন বা দেখা যায় যে, কোনও প্রকার বিশেষ শস্যের প্রচুর উৎপত্তি বা অনুৎপত্তি পরবর্ত্তী কোন বিশেষ শস্যের নাশ বা প্রাচুর্য্যের পূর্ব্বরূপ বা পরবর্ত্তী কালের বর্ষার অল্পত্ব বা প্রচুর তত্ত্বজ্ঞাপক; এবং ঋতুবিশেষে কোন বিশেষ উদ্ভিদের উৎপত্তি বা পুষ্পমুকুলের উদ্ভব, কোন বিশেষ রোগ বা সাধারণ ব্যাধি-উৎপত্তির পূর্ব্বরূপ। সকল নক্ষত্রের বৃষ্টিপাতে কৃষিকার্য্যের উপকার হইলেও, এবং মৃত্তিকার রসশোষণ ও বিকিরণ শক্তি স্বভাবিকভাবে থাকিলেও, কোন নক্ষত্রবিশেষে সূর্য্যের অবস্থানকালে বর্ষণ হইলে, ভবিষ্যতের প্রচুর উত্তাপ ও অবর্ষণ সত্ত্বেও মৃত্তিকার রসাকর্ষণ ও শস্যপোষণ শক্তি অব্যাহত থাকে। কখনও বা দেখা যায় যে, কোন বৎসর আকাশ বেশ পরিষ্কার সূর্য্যের উত্তাপ তীক্ষ্ণ ও অসহ্য; কোন বৎসর প্রভূত মেঘের জন্য সূর্য্যোত্তাপ শীতল ও স্পর্শসহ্য; আবার কোনও বৎসর সূর্য্যের উত্তাপের এতদূর আধিক্য হয় যে, বঙ্গের মত আনূপদেশেও "লু" চলে। কোন বৎসর আকাশ ঘোলা মেঘে আবৃত রহে; ফলে, গুমটে জীবজগৎ উপতাপিত হইয়া থাকে। কোনও বৎসর বর্ষা "নাবী" অর্থাৎ বিলম্বে, আবার কোনও বৎসর স্বকালের ২।৩ মাস পূর্ব্ব হইতেই বর্ষা আরম্ভ হইতে দেখা যায়। কোন বৎসর সমগ্র বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি, আবার কোন বৎসর অতি সামান্য বৃষ্টি; কোন বৎসর প্রচুর মেঘে সামান্য বর্ষণ, আবার কোন বৎসর ঠিক তাহার বিপরীত হইয়া থাকে। কখন বা মেঘ জন্মিবামাত্রই, তাহা প্রবল বায়ুতে উড়িয়া যায়; কখনও বা নীলাঞ্জনসদৃশ গাঢ়কৃষ্ণ বিস্তৃত মেঘে বিন্দুমাত্র বারিপাত নাই। আবার কোন বৎসর মেঘ জন্মিতেছে, আর বৃষ্টি হইতেছে। কোন বৎসর ৫।৭।১০।১৫।২০ দিবস ধরিয়া একাদিক্রমে বাদল; আবার কোন বৎসর প্লাবনের ন্যায় আকস্মিক মহাবর্ষণে

গ্রাম-নগরাদি উৎসন্ন যাইতেছে। কোন বৎসর দারুণ শীত, আবার কোন বৎসর শীতের অভাব; কোন বৎসর সমগ্র শীতকালের উভয় সন্ধ্যা ঘোরতর রাগরঞ্জিত ও প্রবল রুক্ষ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; আবার কোন বৎসর ঠিক তাহার বিপরীত। ষড়ঙ্গ ঋতু-বিভাগেই, এই সমস্ত সংঘটিত হইতেছে; এবং আমরা প্রতিনিয়ত এইরূপ সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাই জড় ও জীব জগতের শস্যনাশ বা শস্যোৎপত্তি ও রোগাধিক্য বা রোগাল্পতার পরিচায়ক। আবহমানকালাবধি এই সমস্ত অমূল্য সত্য হস্তলিখিত পুঁথির শ্লোকে পর্য্যবসিত হইয়াছে, বা কতকগুলি বৃদ্ধ কৃষকের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রহিয়াছে; উন্নতি বা অনুশীলনের চর্চ্চা মাত্র হয় নাই। পঞ্জিকা-গণকেরা স্থূলভাবে সম্বৎসরের ফলাফল জ্ঞাপন করিলেও, জলগণনা শাস্ত্রে তাঁহাদের অধিকাংশেরই বিশেষরূপ জ্ঞান না থাকায়, লোকের স্বাস্থ্য, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, রোগোৎপত্তি প্রভৃতি বিষয় নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করিতে সমর্থ হয়েন না। কৃষক অশিক্ষিত, দেশের লোক শাস্ত্রে বীতশ্রদ্ধ, গণকেরা প্রত্যক্ষ-অনভিজ্ঞ, এবং শিক্ষিত-সমাজ বৈদেশিক বিজ্ঞানচর্চ্চায় প্রমত্ত। ফলে, অমূল্য জলগণনা-শাস্ত্র লোপ পাইতে বসিয়াছে।

আধুনিক যতপ্রকার জলবিজ্ঞানশাস্ত্র প্রচলিত আছে, হিন্দুর জলবিজ্ঞান তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুগণক গণনা-বলে যাহা ভবিষ্যদ্বাণী করিবেন, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক নানাবিধ যন্ত্রসাহায্যে গণনা করিলেও সেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না। বাৎসরিক শস্য ও জলের অবস্থা অবগতির জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে জলবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানাবিধ যন্ত্রাদিসমন্বিত বিস্তর পরীক্ষা-গৃহ স্থাপিত হইয়াছে; এবং বৎসর বৎসর ইহার সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সমস্ত পরীক্ষা-গৃহের মন্তব্য প্রত্যহ অবগত হইয়া, সরকারী প্রধান জলগণক তাঁহার দৈনিক বিবরণী প্রকাশ করিয়া থাকেন। নানাবিধ যন্ত্রসাহায্যে গণিত, এই বিবরণীতে স্থূলভাবে সমগ্র দেশে কখন বৃষ্টি আরম্ভ হইবে, কখন বৃষ্টি ধরিয়া যাইবে, কোথায় ঝটিকা হইবে বা কোথায় ঝটিকার মধ্যকেন্দ্র গঠিত হইতেছে ইত্যাদি লিখিত থাকে। কিন্তু সময়ে সময়ে কার্য্যকালে দেখা যায় যে, হয়ত বৃষ্টির সম্বন্ধ নাই, এমন সময়ে বা সময় অতিক্রম করিয়া বর্ষা আসিল; হয়ত প্রচুর বৃষ্টিপাতের পরিবর্ত্তে সামান্য বর্ষণ হইল; এবং হয়ত ঝটিকা কেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যদিকে প্রবাহিত হইল। এইরূপে সরকারী গণকের গণনাও সময়ে সময়ে অন্যথা হইয়া যায়। যন্ত্রযোগে কখন কখন এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন একটি বিস্তৃত সীমামধ্যে বর্ষণ হইবে, এইরূপ চিহ্ন প্রকাশিত হইল; কিন্তু যথাকালে দেখা গেল যে, সেই বৃষ্টি সর্ব্বত্র না হইয়া; সীমার একদেশে বদ্ধ আছে। কিন্তু গর্ভগণনায় এরূপ বিপর্য্যয় প্রায় দেখা যায় না। এই গর্ভগণনাফল এতদূর বিস্ময়জনক যে, কোথায় কোনদিন, কোনসময়ে ও কি পরিমাণ বারিপাত হইবে, গণক তাহা ঘটনার বহুপূর্ব্বে নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন। যদি এই গর্ভগণনা নানাবিধ যন্ত্রসাহায্যে ও বহুদর্শী, সদা-সতর্ক গণক কর্ত্তৃক গণিত হয়, তবে না জানি তাহার ফল আরও কত বিস্ময়জনক হইবে। বস্তুতঃ, রাজা যতদিন এই মঙ্গলময় শাস্ত্রের উন্নতি ও আলোচনা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন ও সাহায্য না করিবেন, ততদিন যন্ত্র-বিজ্ঞান অধুনাতনকালাপেক্ষা সহস্রগুণ উন্নতি লাভ করিলেও, দেশ ঈতিভয় হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। যন্ত্র ও বিজ্ঞান বলে উপস্থিত বিপত্তি অবগত হওয়া যায়; কিন্তু ভবিষ্যতের তমোময়-গর্ভ ভেদ করিতে হইলে, গর্ভগণনা-শাস্ত্রের সাহায্য আবশ্যক।

অতঃপর, গর্ভগণনা সম্বন্ধে "বৃহৎ সংহিতা" হইতে মূল শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া, এবং বিগত ২৫ বৎসর ধরিয়া, উক্ত শ্লোকগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া, যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তাহাই সুধীবর্গসমীপে নিবেদন করিব।

অন্নং জগতঃ প্রাণাঃ প্রাবৃটকালস্যচান্নমায়ত্তম।
যস্মাদতঃ পরীক্ষ্যঃ প্রাবৃটকালঃ প্রযত্নেন ॥ ১
তল্লক্ষণানিমুনিভির্যানি নিবদ্ধানি তানিদৃষ্ট্বেদম।
ক্রিয়তেগর্গপরাশরকাশ্যপবাৎস্যাদিরচিতানি ॥ ২
দৈববিদবহিতোচিত্তো দ্যুনিশঃ যোগর্ভলক্ষণে ভবতি।
তস্যমুনেরিব বাণী নভবতি মিথ্যাম্বুনির্দ্দেশে ॥ ৩
কিং বাতঃপরমন্যচ্ছাস্ত্রং জ্যায়োঽস্তি যদ্বিদিত্বৈব।
প্রধ্বংসিন্যপিকালে ত্রিকালদর্শী কলৌ ভবতি ॥ ৪

কেচিদ্বদন্তি কার্ত্তিকশুক্লান্তমতীত্য গর্ভদিবসাঃস্যুঃ ।
নতু তন্মতং বহূনাং গর্গাদিনামতঃ বক্ষ্যে ॥ ৫

মার্গশিরশুক্লপক্ষপ্রতিপৎ প্রভৃতি ক্ষপাকরেঽষাড়াম ।
পূর্ব্বাং বা সমুপগতে গর্ভানাং লক্ষণং জ্ঞেয়ম ॥ ৬

যন্নক্ষত্রমুপগতে গর্ভশ্চন্দ্রে ভবেৎ সচন্দ্রবশাৎ ।
পঞ্চনবতে দিনশতে তত্রৈব প্রসবমায়াতি ॥ ৭

সিতপক্ষভবাঃকৃষ্ণেশুক্লে কৃষ্ণাত্যাসম্ভবারাত্রৌ ।
নক্তং প্রভবাশ্চাহনি সন্ধ্যাজাতাশ্চ সন্ধ্যায়াম ॥ ৮

মৃগশীর্ষাদ্যাগর্ভা মন্দফলাঃ পৌষশুক্লজাতাশ্চ ।
পৌষস্যকৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেচ্ছ্রাবণস্যসিতম ॥ ৯

মাঘসিতোত্থাগর্ভাঃ শ্রাবণকৃষ্ণে প্রসূতিমায়ান্তি ।
মাঘস্যকৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেদ্ভাদ্রপদশুক্লম ॥ ১০

ফাল্গুনশুক্লসমুত্থা ভাদ্রপদস্যাসিতে বিনির্দ্দেশ্যাঃ ।
তস্যৈব কৃষ্ণপক্ষোদ্ভবাস্তু যে তে অশ্বযুকশুক্লে ॥ ১১

চৈত্রসিতপক্ষজাতাঃ কৃষ্ণে অশ্বযুজস্য বারিদা গর্ভাঃ ।
চৈত্রাসিতসম্ভূতাঃ কার্ত্তিকশুক্লেঽভিবর্ষন্তি ॥ ১২

পূর্ব্বোদ্ভূতাঃ পশ্চাদপরোত্থাঃ প্রাগভবন্তি জীমূতাঃ ।
শেষাস্বাপদিক্ষেবং বিপর্য্যয়ো ভবতি বায়োশ্চ ॥ ১৩

হ্লাদিমৃদুদকছিবশক্রদিগভবোমারুতোবিয়দ্বিমলম্ ।
স্নিগ্ধসিতবহুলপরিবেষপরিবৃতৌহিমময়ুখার্কৌ ॥ ১৪

পৃথুবহুলস্নিগ্ধঘনং ঘনসূচীক্ষুরকলোহিতাভ্রযুতম্ ।
কাকাণ্ড মেচকাভং বিয়দ্বিশুদ্ধেন্দু নক্ষত্রম্ ॥ ১৫

সুরচাপমন্দ্র গর্জ্জিতবিদ্যুৎ প্রতিসূর্য্যকাঃশুভাসন্ধ্যা ।
শশিশিবশক্রাশাস্থাঃ শান্তরবাঃ পক্ষি মৃগসঙ্ঘাঃ ॥ ১৬

বিপুলাঃ প্রদক্ষিণচরাঃস্নিগ্ধময়ুখাগ্রহানিরূপসর্গাঃ ।
তরবশ্চ নিরুপসৃষ্টাঙ্কুরা নরচতুষ্পদাহৃষ্টাঃ ॥ ১৭

গর্ভাণাং পুষ্টিকরাঃ সর্ব্বেষামেব যোঽত্রতুবিশেষঃ ।
স্বর্ত্তুস্বভাবজনিতো গর্ভবিবৃদ্ধৌতমভিধাস্যে ॥ ১৮

পৌষেসমার্গশীর্ষে সন্ধ্যারাগোঽম্বুদাঃ সপরিবেষাঃ ।
নাত্যর্থং মৃগশীর্ষেশীতং পৌষেঽতিহিমপাতঃ ॥ ১৯

মাঘেপ্রবলো বায়ুস্তুষার কলুষদ্যুতী রবিশশাঙ্কৌ ।
অতিশীতং সঘনস্যচ ভানোরস্তোদয়ৌ ধন্যৌ ॥ ২০

ফাল্গুনমাসে রূক্ষশ্চণ্ডঃ পবনোঽভ্রসংপ্লবাঃস্নিগ্ধাঃ ।
পরিবেধাশ্চাসকলাঃ কপিলস্তাম্রোরবিশ্চশুভঃ ॥ ২১

পবনঘনবৃষ্টিযুক্তাশ্চৈত্রে গর্ভাঃ শুভাঃ সপরিবেষাঃ ।
ঘনপবনসলিল বিদ্যুৎস্তনিতৈশ্চ হিতায় বৈশাখে ॥ ২২

মুক্তারজতনিকাশাস্তমাল নীলোৎপলাঞ্জনাভাসঃ ।
জলচরসত্ত্বাকারা গর্ভেষু ঘনাঃ প্রভূতজলাঃ ॥ ২৩

তীব্রদিবাকরকিরণাভিতাপিতা মন্দমারুতজলদাঃ ।
রুষিতাইব ধারাভির্বিসৃজন্ত্যম্ভঃ প্রসবকালে ॥ ২৪

গর্ভোপঘাতলিঙ্গন্যুল্কাশনিপাংশুপাতদিগ্দাহাঃ ।
ক্ষিতিকম্পখপুরকীলক কেতুগ্রহযুদ্ধনির্ঘাতাঃ ॥ ২৫

রুধিরাদিবৃষ্টিবৈকৃতপরিঘেন্দ্রধনূংষি দর্শনং রাহোঃ ।
ইত্যুৎপাতৈরেভিস্ত্রিবিধৈশ্চান্যৈর্হতোগর্ভঃ ॥ ২৬

স্বর্ত্তুস্বভাবজনিতৈঃ সামান্যৈর্যৈশ্চ লক্ষণৈর্বৃদ্ধিঃ ।
গর্ভাণাং বিপরীতৈস্তৈরেব বিপর্য্যয়োভবতি ॥ ২৭

ভাদ্রপদাদ্বয়বিশ্বাম্বুদৈবপৈতামহেষ্বথর্ক্ষেষু ।
সর্ব্বেষ্বৃতুষুবিবৃদ্ধোগর্ভো বহুতোয়দোভবতি ॥ ২৮

শতভিষগাশ্লেষাদ্রাস্বাতিমঘাসংযুতঃ শুভোগর্ভঃ ।
পুষ্ণাতিবহুনদিবসানহন্ত্যুৎপাতৈর্হতস্ত্রিবিধৈঃ ॥ ২৯

মৃগামাসাদিষ্বষ্টৌ ষট্ ষোড়শিবিংশতিশ্চতুর্যুক্তা ।
বিংশতিরথদিবসত্রয়মেকতমর্ক্ষেণ পঞ্চভাঃ ॥ ৩০

ক্রূরগ্রহসংযুক্তেকরকাশনিমৎস্যবর্ষদাগর্ভাঃ ।
শশিনিরবৌবাশুভসংযুতেক্ষিতেভূরিবৃষ্টিকরাঃ ॥ ৩১

গর্ভসময়েঽতিবৃষ্টি গর্ভাভাবায়নির্নিমিত্তকৃতা ।
দ্রোণাষ্টাংশেঽভ্যধিকে বৃষ্টেগর্ভঃ স্রুতো ভবতি ॥ ৩২

গর্ভঃ পুষ্টঃ প্রসবেগ্রহোপঘাতাদিভির্যদিনবৃষ্টঃ ।
আত্মীয়গর্ভসময়ে করকামিশ্রং দদাত্যম্ভঃ ॥ ৩৩

কাঠিন্যং যাতিযথাচিরকালধৃতংপয়ঃপয়স্বিন্যাঃ ।
কালাতীতং তদ্বৎ সলিলং কাঠিন্যমুপয়াতি ॥ ৩৪

পঞ্চনিমিত্তৈঃশতযোজনং তদর্দ্ধার্দ্ধমেকহান্যাতঃ ।
বর্ষতি পঞ্চনিমিত্তাদ্রূপেনৈকেন যোগর্ভঃ ॥ ৩৫

দ্রোণঃ পঞ্চনিমিত্তেগর্ভে ত্রীণ্যাঢ়কানি পবনেন ।
ষড়্বিদ্যুতা নবাভ্রৈঃ স্তনিকেতন দ্বাদশপ্রসবে ॥ ৩৬

পবনসলিলবিদ্যুদ্গর্জ্জিতাভ্রান্বিতো যঃ
স ভবতি বহুতোয়ঃ পঞ্চরূপাভ্যুপেতঃ ।
বিসৃজতি যদি তোয়ং গর্ভকালেঽতিভূরি
প্রসবসময়মিত্বা শীকরাম্ভঃ করোতি ॥ ৩৭

জ্যৈষ্ঠ্যাং সমতীতায়াং পূর্ব্বাষাঢ়াদিসম্প্রবৃষ্টেন ।
শুভমশুভং বা বাচ্যং পরিমাণঞ্চাম্ভসস্তজ্জ্ঞৈঃ ॥ ১

হস্তবিশালং কুণ্ডকমধিকৃত্যাম্বুপ্রমাণনির্দ্দেশঃ ।
পঞ্চাশৎপলমাঢ়কমনেনমিনুরাজ্জলং পতিতং ॥ ২

যেনধরিত্রীমুদ্রাজনিতা বা বিন্দবস্তৃণাগ্রেষু ।
বৃষ্টেন তেনবাচ্যং পরিমাণঃ বারিণঃ প্রথমম্ ॥ ৩

কেচিদ যথাভিবৃষ্টং দশযোজনমণ্ডলং বদন্ত্যন্যে ।
গর্গবসিষ্টপরাশরমতমেতদ্দ্বাদশান্ন পরম ॥ ৪

যেষুচ ভেষ্বভিবৃষ্টং ভূয়স্তেষেব বর্ষতি প্রায়ঃ ।
যদিণাগ্যাদিষু বৃষ্টং সর্ব্বেষু তদাত্মনাবৃষ্টিঃ ॥ ৫

হস্তাপ্যসৌম্যাচিত্রাপৌষ্ণ ধনিষ্ঠাসু ষোড়শদ্রোণাঃ ।
শতভিষগৈন্দ্রস্বাতিষু চত্বারঃ কৃত্তিকাসুদশ ॥ ৬

(ক্রমশঃ)

—দামোদর নদের কথা—

শ্রীকালীকুমার মিত্র ।
ইরিগেসান্ সেক্রেটারী ।

দামোদর নদ সম্বন্ধে বহুদিন হইতে বহু প্রকার আন্দোলন হইয়া আসিতেছে ফলে কার্য্য কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইতেছে ও নানারূপ স্কীম্ তৈয়ারী হইতেছে। যাহা হউক গত বৎসর হইতে পুনরায় এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থানে দামোদর সম্মেলন হইয়া গিয়াছে এবং তৎফলে দামোদরের পলিসার ও মৎস্য পরিপূর্ণ বন্যাজল স্বাস্থ্য ও কৃষি উন্নতি কল্পে বিনা পয়সায় সরবরাহ করা হইয়াছে ও বর্ত্তমান বৎসরে হইবে।

সাধারণের অবগতির জন্য সর্ব্ব প্রথম দামোদর নদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। এই নদ ছোটনাগপুরের রামগড় পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে "তুরী" নামক ঝরণা হইতে উৎপত্তি হইয়া ৩৬৮ মাইল অতিক্রমপূর্ব্বক রূপনারায়ণ নদের মোহনার ৫ মাইল্ উত্তর পূর্ব্বে হুগলী নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে। ক্ষুদে, নুনে, বরাকর ও বহু পার্ব্বত্য নদ নদীর অর্থাৎ প্রায় ৭২১১ বর্গ মাইলের সমূহ জলরাশি বর্ষার সময় এই নদ অবিরত ধারে বহণ করে। ইহার প্রধান শাখা বেগুয়া খাল। এই শাখা এত প্রবল যে, দামোদর নদের পূরভাগ জলরাশির মধ্যে পাঁচ ভাগ ইহাতে প্রবাহিত হয়। বেগুয়া খাল রূপনারায়ণ নদে মিশিয়া উক্ত নদকে আরও ভীষণতর করিয়াছে।

গত বৎসর মিশরের সেচ্ বিভাগের সুবিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার্ স্যার্ উইলিয়ম্ উইলকক্স্ সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গের সেচ্ উন্নতি কল্পে এ দেশে আসিয়া দামোদর বিভাগে প্রায় তেরশত মাইল্ পরিভ্রমণ করেন এবং চারিটি বক্তৃতা দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার মন্তব্য বিবৃত করেন। লেখকেরও তাঁহার সহিত সেচ্ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাহার বক্তৃতার মধ্যে দেখা যায় যে, মোগল রাজত্বের সময় দেশের কৃষি ও স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে দেশের মধ্যে বহু কাটান খাল দ্বারা পুলবন্দি প্রথায় বন্যাজল সরবরাহ করা হইত এবং তজ্জন্য জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হইতে জলকর আদায় করিতেন। দশশালা বন্দোবস্তের সময় যখন বর্দ্ধমান রাজের নিকট হইতে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট দামোদর নদের জল সরবরাহ স্বহস্তে ভার গ্রহণ করেন তখন জলকর প্রভৃতি যে সকল "আব" খাজনার সহিত প্রজাদিগকে বহণ করিতে হইত তাহা "আবোয়াব" রূপে পরিণত হইয়া মোট খাজনা স্থির করিয়া দেওয়া হইল

এবং বলা হইল যে, প্রজাদিগকে আর স্বতন্ত্র জলকর দিতে হইবে না। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে কার্য্যে তাহা হইল না—প্রজাদের উপর আবার নূতন জলকর বসান হইল এবং আজও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল প্রজা দুই দফা জলকর বহণ করিয়া আসিতেছে। এ বিষয় বিস্তৃতভাবে গত সন ১৩৩০ সালের আগষ্ট্ সংখ্যার "সোণার বাংলা" নামক মাসিক পত্রিকায় "দামোদর নদ অতীত ও বর্ত্তমান" প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছি।

বর্দ্ধমান বিভাগের কৃষি ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৮১৫ খৃঃ অঃ ডাঃ হ্যামিল্টন্ বুকানান্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতের মধ্যে এই বিভাগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং সুবে বাঙ্গলার বাগান রূপে ইহা আদৃত ছিল। ইহার পরে দ্বিতীয় আদৃত স্থান ছিল মান্দ্রাজ প্রদেশস্থিত "তাঞ্জোর" সহর। আজ এই বিভাগের কেন এত অবনতি হইল তাহাও সাধারণকে জানাইব। ইংরাজ —বর্দ্ধমান রাজের হস্ত হইতে দামোদর নদের ভার লইয়া জল সরবরাহের পূর্ব্ব প্রথা রহিত করিয়া কলিকাতা বন্দর, গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোড্ ও ই, আই, রেলপথ রক্ষাকল্পে ১৮৬৩ খৃঃ অঃ দামোদরের পূর্ব্বতীরে এক সুদৃঢ় ও সুউচ্চ বাঁধ তৈয়ারী করিয়া পূর্ব্বতীরস্থ সমুদয় ভূভাগে স্বাস্থ্যপ্রদ ও পলিসারযুক্ত বন্যাজল সম্পূর্ণরূপে রোধ করিয়া দেন। ফলে "বর্দ্ধমান জ্বর"রূপে এক প্রকার অতি মারাত্মক জ্বরের আবির্ভাব হয় ও প্রায় ২০ বৎসরের মধ্যে উক্ত বিভাগের অর্দ্ধেক অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ "বর্দ্ধমান জ্বর" নামক প্রবন্ধে দিয়াছি। আর যে সকল পয়ঃপ্রণালীগুলি ছিল সেগুলিতে জল না যাওয়ায়, ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে বর্দ্ধমান বিভাগ অবনতির পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে লাগিল। বর্ত্তমানেও এই বিভাগে জল সরবরাহ প্রচুরভাবে না হওয়ায় কৃষি ও স্বাস্থ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। একা ধান্যের ক্ষতি বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় প্রতি বৎসর গড়ে সাত কোটী টাকা। ইহা কি অর্থনৈতিকগণের ভাবিবার বিষয় নহে?

আমাদের দামোদর আন্দোলনের ফলে সরকার বাহাদুর কতক কতক স্থান কাটাইয়া দিয়া বদ্ধ জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্দ্ধমানের উপর "দামোদর ক্যানেল্" নামক এক খাল কাটাইতেছেন, সমগ্র বর্ষাঋতু দামোদরের পূর্ব্বতীরস্থ সমুদয় সুইস্‌গেট্ খুলিয়া দিয়া বাঁকা নদী, ইডেন্ ক্যানেল্, কানানদী, কানা দামোদর, সরস্বতী, ঘীরা, কণ্টুল ও অন্যান্য সুইস্ দিয়া জল সরবরাহ করিতেছেন, মজা খাল বিল সংস্কার হইতেছে ইত্যাদি। এ বিষয় ২নং চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীটস্থ ভবানীপুর কলিকাতায় "বেঙ্গল্ রুরেল্ ডেভেলপ্‌মেণ্ট এসোসিয়েসনের সম্পাদকের নিকট অনুসন্ধান করিলে সব জানা যাইবে, কারণ তাঁহারা এ কার্য্যের ভার লইয়াছেন।

"দামোদর ক্যানেল" সম্বন্ধে এ স্থলে একটু বলিয়া রাখি। এই ক্যানেলে আগামী ১৯৩২ সাল হইতে জল সরবরাহ করা হইবে এবং উক্ত জলের এক তৃতীয়াংশ ইডেন্ ক্যানেলে বাকি দুই তৃতীয়াংশ জলের মধ্যে কতক স্থানীয় ভূভাগে ও কতক অজয়নদে সরবরাহ করা হইবে। তবে জলের পরিমাণ এত অল্প যে, তাহার দ্বারা বিশেষ কিছু উপকার সম্ভবপর নহে; কারণ মাত্র ৬০০ শত কিউসেক্স্ জল দেওয়া হইবে। এক কিউসেক্স্ জলের পরিমাণ মোটামুটি এই দেওয়া যায় যে, একশত বিঘা জমীতে একফুট জল দাঁড়াইতে পারিবে।

সরকার বাহাদুর এক দিকে যেমন জল সরবরাহ না করিয়া দেশের ক্ষতি করিতেছেন, তেমনি আবার অন্য দিকে অর্থাৎ দামোদর নদের পশ্চিম পার্শ্বে অতিরিক্ত জল দিয়া ৮০০ শত খানি গ্রামকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছেন। প্রসিদ্ধ বেগুয়া খাল উক্ত নদের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। উক্ত খাল ১৮৮৫ খৃঃ অঃ উৎপত্তি হইয়া বর্ত্তমান সময়ে নিত্য দামোদরের অপেক্ষা পাঁচগুণ প্রবল হইয়াছে।

এই উভয় সমস্যা সমাধান হয় যদি দামোদরের বন্যাজল উভয় পার্শ্বে সমভাবে সরবরাহ করা হয়। স্যার উইলিয়ম্ বলেন যে, যদি দামোদরের উভয় পার্শ্বের সমুদয় বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বন্যার জল যত অধিক হউক না কেন, সমগ্র ভূভাগে এক ফুটের অধিক জল থাকিতে পারে না এবং পূর্ব্বেও বহু বিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারগণ এমন কি বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড্ রোনাল্ডসে পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, দামোদরের পূর্ব্বতীরে বাঁধ দিয়া দেশকে মূল্যবান

বন্যাজল হইতে বঞ্চিত করা বিশেষ অন্যায় হইয়াছে। বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টর ডাঃ বেণ্টলী ও প্রধান ইঞ্জিনীয়ার মিঃ আডামস্ উইলিয়ামস্ মহোদয়গণও লেখকের নিকট বহুবার ইংরাজের এই বাঁধ দিয়া জল নিরোধের নীতির তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। এখন দামোদরের মূল্যবান বন্যাজল উভয়পার্শ্বে সমভাবে সরবরাহ করারও বহু বাধা বিঘ্ন আছে।

প্রথম বাধা এই যে দামোদরের পূর্ব্বপার্শ্বের সুদৃঢ় বাঁধ প্রায় একশত বৎসর নির্ম্মিত হইয়াছে। তজ্জন্য পূর্ব্বপার্শ্বে জল সরবরাহ না হওয়ায়, পূর্ব্বপার্শ্বস্থ ভূভাগ সেই একশত বৎসরের পূর্ব্বেকার সমতলে আছে, আর পশ্চিমপার্শ্বে প্রতি বৎসর অতিরিক্ত বন্যাজল যাওয়ায় পলি ও বালিতে উক্ত পার্শ্ব ক্রমঃ-উচ্চতা লাভ করিয়াছে। এমন কি পূর্ব্বপার্শ্ব অপেক্ষা পশ্চিম পার্শ্ব স্থানে স্থানে চৌদ্দ ফুটেরও অধিক উচ্চ হইয়াছে; এ ক্ষেত্রে পূর্ব্বপার্শ্বের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে দামোদরের সমূহ জলরাশি নিম্নভূমির দিকে ছুটিয়া পূর্ব্বতীরস্থ সমুদয় ভূভাগ একবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। এ ক্ষেত্রে দামোদরের বন্যাজলের পরিমাণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা দিলেই ব্যাপারটি সহজেই উপলব্ধি হইবে।

গত সন ১৩২০ সালের বা ইংরাজী ১৯১৩ সালের দামোদরের ভীষণ বন্যার কথা সম্ভবতঃ অনেকেই অবগত আছেন। সে সময় দামোদর নদ দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার ঘনফুট জল প্রবাহিত হইয়াছিল। যাহা শুনিয়া আমরা কেন পৃথিবীর সমগ্র ইঞ্জিনীয়ার্ মণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। ঐ জল-প্রবাহ যদি একবার মাত্র কলিকাতা মহানগরীতে আবদ্ধ করা যাইত তাহা হইলে ঐ নগরী ৬০ (ষাট) ফুট জলের নিম্নে পড়িয়া থাকিত।

দ্বিতীয় বাধা—হইতেছে যে নদের পূর্ব্বতীরস্থ অধিবাসীগণের বহুদিন বন্যাজলের অভাববশতঃ তাহাদের মধ্যে একটা জলাতঙ্ক রোগ জন্মাইয়াছে। অকস্মাৎ লাল জল দেখিলে তাহারা ভয় পাইতে পারে এবং তজ্জন্য নানারূপ প্রতিবাদ দ্বারা জল সরবরাহে বাধা দিতে পারে।

তৃতীয় বাধা—পয়ঃপ্রণালীগুলির বহুদিন সংস্কার না হওয়ায় উহাতে নানারূপ জঙ্গল, জমিদারী বাঁধ, মাছ ধরা বাঢ় প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া প্রচুর জল সরবরাহের অনুপযুক্ত হইয়াছে।

চতুর্থ বাধা—জল নির্গমনের তেমন রাস্তা নাই যাহাতে সহজে নির্গমন হয় তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। জল নির্গমন না হইলে বদ্ধজলে মশক প্রভৃতি নানারূপ ব্যাধির জীবাণু জন্মগ্রহণ করিয়া দেশকে আরও অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিবে। অতিরিক্ত আবদ্ধজলে কৃষিরও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

পঞ্চম বাধা—যদি প্রথম বন্যার অতিরিক্ত জল সরবরাহ করা যায়, তাহা হইলে বালি পড়িয়া জমীর ক্ষতি হইতে পারে।

ষষ্ঠ বাধা গভর্ণমেণ্টের এখন এমন অবস্থা নহে যে বহু টাকা ব্যয় করিয়া জল সরবরাহের জন্য ভালরূপে সংস্কার কার্য্য করাইতে পারেন বা বাঁধ ভাঙ্গিয়া যথেচ্ছাভাবে জল সরবরাহ করেন।

ইহা ছাড়া আরও নানারূপে বাধাবিঘ্ন হইতে পারে তাহা আমরা গত বৎসর জল সরবরাহের ব্যবস্থা করাইয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

কিন্তু তাই বলিয়া কি দামোদর আন্দোলন বন্ধ করিতে হইবে বা জলসরবরাহ যাহাতে না করা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে! এ দেশ যেরূপ দরিদ্র তাহাতে প্রচুর খরচ করিয়া অথবা দৈহিক প্রচুর খাটিয়া আধুনিক প্রণালীতে কৃষি ও স্বাস্থ্যোন্নতি করা কতদূর সম্ভবপর তাহা আর বোধ হয় বাঙ্গলার অধিবাসীগণকে বলিয়া দিতে হইবে না। কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির একজন বিশিষ্ট কর্ম্মীরূপে আমি জানি যে, প্রায় সাড়ে তিন হাজার পল্লী-সমিতির মধ্যে প্রকৃত কার্য্য পনের কুড়ীটি সমিতিতে হয় কিনা সন্দেহ। অবশ্য সে দোষ কেন্দ্রীয় সমিতির নহে—যদি দোষ কাহারও হয়—সে দোষ পল্লী-সমিতির। তাঁহারা যে সকল আশা লইয়া সমিতি স্থাপন করেন কিছুদিনের মধ্যে নিরাশ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়েন এবং ক্রমশঃ সমিতিরও অস্তিত্ব লোপ পায়। তাহার পর আর একটা কথা এই যে অস্বাভাবিক উপায়ে স্বাস্থ্যোন্নতি করা এই দরিদ্র বাঙ্গলায় কতদিন সম্ভবপর? পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, বন্যাজলে নানারূপ রাসায়নিক পদার্থ থাকায়

ও প্রচুর মৎস্য ডিম্ব থাকায়, উহা স্বাভাবিক উপায়ে ও বিনা খরচায় স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে বিশেষ উপকারক এবং তজ্জন্য গত বৎসর বিনা পয়সায় বন্যাজল সরবরাহ করা হইয়াছিল ও বর্ত্তমান বৎসরেও হইবে। কৃষি উন্নতির পক্ষেও তদ্রূপ। নানারূপ সার দ্বারা ফসলের উন্নতি করা এ দরিদ্র দেশে এক প্রকার অসম্ভব। ইহাও পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে বন্যার পলিসার এক পক্ষে যেমন বিনা পয়সায় মিলিতে পারে তেমনি উহা যত প্রকার সার আছে সকলের অপেক্ষা শক্তিশালী। অতএব বন্যাজল, এক্ষণে এ দেশের পক্ষে কৃষি ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

প্রথমে যে বাধার কথা বলিয়াছি সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, দামোদরের পূর্ব্বতীরে যে সকল স্লুইস্ আছে তদ্দ্বারা প্রচুর পরিমাণে প্রতি বৎসর জলসরবরাহ করিয়া উহার পলি দ্বারা নিম্ন ভূমিগুলি ক্রমশঃ উচ্চ করা হউক ও যে সকল মজা খাল বিল আছে তাহা পরস্পর যোগ করিয়া দেশের ভিতর প্রচুর জলসরবরাহ করা হউক। একবারে বাঁধ তুলিয়া দিলে চলিবে না—ক্রমে ক্রমে উহা ভাঙ্গিয়া দিলে চলিবে। পশ্চিমতীরস্থ ভূভাগ বেগুয়া খালের বন্যায় ধ্বংস হয় ও উহার পলি ও বালিতে ক্রমঃ উচ্চতা লাভ করে। দামোদর ও বেগুয়া খালের ভিতর অংশ নদীর পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ অপেক্ষা উচ্চতর, তজ্জন্য সাধারণতঃ অল্প বন্যারও পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ জলমগ্ন হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রে বেগুয়া খালের ভিতরের বালি যদি ড্রেজার্ দ্বারা সরাইয়া দিয়া গভীর করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে পশ্চিমতীরস্থ ভূভাগ আর অধিক উচ্চতর হইতে পারে না এবং এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমতীর প্রায় সমান হইলে তখন পূর্ব্ব প্রথানুযায়ী পুলবন্দি নিয়মে জলসরবরাহ করিলে সকল দিক রক্ষা হয়। মোগলগণ দেশকে শ্রীবৃদ্ধি কিরূপে করিতে হয় তাহা ইংরাজ নাবিক অপেক্ষা ভালরূপে বুঝিতেন তাই তাহাদের রাজত্বের শেষ সময়েও দেশ ধন-ধান্যে পূর্ণ ছিল, আর আজ কি দশা! বৃষ্টির জলে কৃষি বা স্বাস্থ্যোন্নতির শ্রীবৃদ্ধি কখনও সম্ভবপর নহে।

দ্বিতীয় বাধা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে অধিবাসিগণ ক্রমে ক্রমে লাল জল উপভোগ করিতে থাকিলে ও উপকার দর্শন করিলে জলাতঙ্ক রোগ দূর হইতে পারে।

তৃতীয় বাধা সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, জমীদার, প্রজা, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, সরকার বাহাদুর, জেলা বোর্ড্, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি সকলে সহযোগীতার দ্বারা সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিলে অচিরে তাহা দূর হয়। এ বিষয় ব্যবস্থা করিবার জন্য "Bengal Rural Development Association" বা "বঙ্গীয় পল্লীবর্দ্ধিনী সভার" প্রতিষ্ঠান। এই সভা সকল সভার মিলিত শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত ও সকল পল্লীবাসী ইহার সভ্য হইয়া প্রতিকারে যত্নবান হইতে পারেন।

চতুর্থ বাধা মুক্ত হওয়া সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, জল প্রবেশ করিলে তাহা নির্গমনের ব্যবস্থার জন্য বিশেষ কিছু ভাবিতে হইবে না, কারণ পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ সমতল দেশ নহে—নির্গমন আপন হইতেই হইয়া যাইবে, তাহার প্রমাণ দামোদরের পশ্চিমতীরস্থ ভূভাগ। বর্ষাকালে ঐ অংশ অকস্মাৎ বন্যায় প্লাবিত হয় আবার দশবার ঘণ্টার মধ্যে সমুদয় জল চলিয়া যায়। এবং আগমন হইলে তাহার নির্গমনের ব্যবস্থা তখন আমরাই করিতে যত্নবান হইব, নহিলে আমরা কিছু করিব না।

পঞ্চম বাধা সম্বন্ধে পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, দামোদরে যে হুড়োবান হয় অর্থাৎ বন্যার প্রথম ভাগটা স্লুইস্দ্বারা সরবরাহ না করাইলে বালি আসিতে পারে না। বন্যার প্রথম বেগ কমিবার পর যে জল প্রবাহিত হয়, তাহাতে পলিমাটি মিশ্রিত থাকে, বালি কিছুমাত্র থাকে না। অতএব সেই জল সরবরাহ করিলে জমী বিশেষ উর্ব্বর হইবে।

ষষ্ঠ বাধা সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, দামোদরের বাঁধের ধারে যে সকল খাল বদ্ধ অবস্থায় আছে, তাহা কাটাইয়া তাহার দ্বারা প্রচুর পরিমাণে জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিলে আর স্বতন্ত্র নূতন স্লুইসের আবশ্যক হয় না এবং ভূভাগের মধ্যস্থ সকল পয়ঃপ্রণালীগুলি সামান্য সামান্য কাটাইয়া পরস্পর যোগ করিয়া দিলে সর্ব্বত্র সমভাবে জল সরবরাহ হইতে পারে এবং তাহা অতি সামান্য টাকায় হইয়া যায়।

এক্ষণে অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সকলে মিলিয়া বাঁধ বাঁধা প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য প্রবল আন্দোলন

করা আবশ্যক। যদি বাঁচিতে হয় তাহা হইলে নিজেদের তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, নহিলে উপযাচক হইয়া কেহ যে করিয়া দিবে এমন মনে হয় না। এ বিষয়ে সকল দেশবাসীগণের আগ্রহ একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। মধ্যবঙ্গের অবস্থাও অনেকটা পশ্চিম বঙ্গের ন্যায়—সেখানেও ভাগীরথীর জল লাল্‌তেগড়ের বাঁধ দ্বারা আটক করা হইয়াছে। যদিও তথায় আন্দোলনের ফলে উক্ত বাঁধের কতক অংশ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে তথাপি উহার পার্শ্বে রেলপথ ও রাস্তার বাঁধে জল সরবরাহে বাধা পাইতেছে। ঐ সকল রেলপথ ও রাস্তায় প্রচুর কাল্‌ভার্ট আবশ্যক; নহিলে উপযুক্তভাবে জলসরবরাহ হওয়া অসম্ভব। হরিদ্বারে "ভাগিরথী ক্যানেল্" দ্বারা উক্ত নদীর সিকি পরিমাণ জল তথায় সরবরাহ হওয়ায়, পূর্ব্ব অপেক্ষা জলের পরিমাণ এক চতুর্থাংশ কম হইয়াছে এবং তজ্জন্য জলের পরিমাণ হ্রাস হওয়ার অন্যতম কারণ। এক সময় দেশের লোক বাঁধ চাহিয়াছিল তাই চারিধারে বাঁধের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার ফলে দেশ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে আর আজ যদি তাহারা বাঁধ না চাহে তাহা হইলে বাঁধ উঠিয়া যাইবে—দেশও আবার ধন ধান্যে পূর্ণ হইবে। এ ক্ষেত্রে দামোদর বিভাগের একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মিত্র মহোদয়ের অভয় বাণীর পুনরুল্লেখ করিয়া এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ শেষ করিলাম "Vox Populi Vox Dei".

সৎ-কথা

শ্রীসুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবিশেখর।

১। শাস্ত্র বাক্যের বা প্রচারকের ভাষার স্রোতে ভাসিও না, তার মধ্যে যথার্থ সত্যের সন্ধান ক'র্ব্বে। শাস্ত্র ব্যবসায়ীদের দুইটী অস্ত্র আছে—"মিনতি" আর "হুমকি," ও সব গ্রাহ্য ক'রে সত্য ভুলে গেলে বা ভয়ে পিছিয়ে পড়লে কদাচ আত্মোন্নতি লাভ কর্ত্তে পার্ব্বে না। সাহস কর! নিজের যোগ্যতার অনুরূপ ন্যায্য অধিকার লাভ কর্ব্বার জন্য দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হও! সবাই মানুষ—একজন মানুষ যদি দেবতা হ'য়ে থাকেন, তবে প্রত্যেক মনুষ্যই দেবতা হ'তে পারে।

২। দেশের আর দশের অবস্থা তাদের শরীর ও মনের দিকে তাকাও, আর ভাবো—"যে তাদের অভাব দূর কর্ত্তে হ'লে, তোমার অতীত যুগের বিধানশাস্ত্র কোন্ কাজে লাগতে পারে?" যাতে কোন উপকার নেই—তাকে "বিধি" ব'লে মেনে নিতেই হ'বে, এমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই। বিধান অর্থে বদ্ধতার বেড়াজাল নয়—মুক্তির প্রতিকূল বিধি বিধিই নয়। পেছনটাকে টেনে সাম্‌নে আনাও চল্‌বে না—সম্মুখটাকে পেছনের ভাব নিয়ে নূতন ধরণে গড়তে হবে। গড়বার জন্য যে ভাঙ্গা—সেটা কী ভাঙ্গা? পাগলদের চিৎকার শুনো না। যাতে কল্যাণ হয়—ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে তাই ক'রে যাবে। ফল যা হয় হবে—তা আর ভাব্‌তে হবে না।

৩। শুধু কথায় বিদ্রোহ ঘোষণা করাও একটা পাগলামী। বিপ্লব ভীতি-প্রদর্শক দলের ওটা একটা নীতি বটে—কিন্তু কোন কাজের নয়। চাই সত্যিকারের ভাঙ্গা গড়া যথার্থ কাজ। যা' নিস্বার্থ শুদ্ধ উদার ভাবের বিচারে সত্য এবং প্রয়োজন বোধ হবে, তা' নির্ভয়ে ক'রে যাবে। কিছুতেই সে সত্যের পথ থেকে এক পা'ও নড়বে না—যতই আঘাত আসুক না, বীরের মত সহ্য কর্ব্বে আর ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'বে। কারোর প্রতি হিংসা নেই—বিদ্বেষ বুদ্ধি নেই, পথের বাধা ঠেলে চল্‌বে মাত্র। যদি তাতে কারোর ঘা লাগে—কী কর্ব্বে? সত্যের চেয়ে কেউ বড় নয়। তবে যতদূর পার বাঁচিয়ে চ'ল্‌বে।

[ক্রমশঃ]

আগ্নেয় ভস্ম গৃহস্থের
কিরূপ মঙ্গল সাধন
করিতেছে—দেখুন

১। সমস্ত পরিবারের কলেরা—

১। একদিন হঠাৎ আমার পরিবারস্থ সকলেই কলেরাক্রান্ত হয়। ঠাকুর চাকরের অবস্থাই ভীষণ হয়। আপনার আগ্নেয় ভস্মের দু' এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগেই সকলেই মন্ত্রশক্তির মত আরোগ্য লাভ করে। কোন ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয় নাই। শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত সিনিয়ার সবইন্‌স্পেক্টর বেঙ্গল পুলিশ, বারুইপুর।

লক্ষ২ ডিস্‌পেপসিয়া উদরাময় শূল, আমাশাদি রোগীর আরোগ্য সংবাদ রহিয়াছে।

গৃহস্থের গৃহ-মঙ্গল ঔষধ

আগ্নেয়ভস্ম

কলেরার অব্যর্থ প্রতিষেধক ও প্রতিকারক, ডিস্‌পেপসিয়া, পেটফাঁপা বা ব্যথা উদরাময়, সাদা বা রক্ত আমাশয়, গ্রহণী, ক্রিমি সূতিকা অম্লপিত্ত ও শূল বেদনার অমোঘ আরোগ্যদায়ক—ঔষধ এবং ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বিশিষ্ট হজমকারী ভেজক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও জীবন ভারত বিখ্যাত কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়, এম, এ, এম, বি, On analysis it is found that all the ingredients of the "Agneyavasma" are pure harmless things and each of them has the power of removing Dyspepsia and Other nervous disorders of the stomach. In my opinion, this medicine is really a gem in Ayurvedic store.

আগ্নেয়ভস্ম পল্লীর
কি পরম মঙ্গল বিধান
করিতেছে—দেখুন

১। ডায়মণ্ডহারবারে কলেরা—

আমাদের বারের মোক্তার নীরদবাবুর ঝি মোক্তার সতীশ বাবুর কলেরা আগ্নেয়ভস্ম দুই দুই মাত্রায় নিরাময় হওয়ায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। এই সব ডিভিসনে কলেরার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী সুতরাং এস্থানের ঔষধটী রাখার এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে সহজে আমরা ঔষধটী পাইতে পারি। শ্রীনকুলেশ্বর বসু সেক্রেটারী মোক্তার এসোসিয়েসন ডাঃ হারবার।

মূল্য—বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ॥০ আনা, নমুনা ।০ চারি আনা—নমুনা দুই শিশির কম ভিপি হয় না।

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কবিভূষণ। ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পশ্চিম বঙ্গে এই ঔষধটী ভীষণ জাল হইয়াছে।—কোনও ক্যানভাসার হইতে কেহ ক্রয় করিবেন না।

শিশুদিগের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমের সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরের বল সঞ্চয় করে ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিক ইহা খাইতে মিষ্ট।

বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—

কে টি ডোঙ্গরে
এণ্ড কোং
গিরগাঁও, বোম্বাই।

রিসার্চ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

হোমিওপ্যাথিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ঔষধ সমূহ।

সমস্ত ঔষধেরই মাত্রা অতি অল্প এবং বিকৃত স্বাদবিহীন। গৃহস্থ এবং চিকিৎসকের নিত্য ব্যবহার্য্য দুইটী ঔষধ—

১। **প্লাস্ মোরিন্**—সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। টিং প্রতি শিশি—১৲ টাকা মাত্র। চূর্ণ প্রতি শিশি—১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

২। **লিস্ মোরিন্**—কালাজ্বরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ একটাকা মাত্র।

প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা এন, কে, মজুমদার এণ্ড কোং প্রকাশিত **জ্বর চিকিৎসা** নামক পুস্তকে এবং এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোঃ প্রকাশিত **হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা** নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে লিস্ মোরিন ও প্লাস্ মোরিন সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

রিসার্চ কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রস্তুত অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য্য ঔষধ।

১। **সোরাসিন্**—দদ্রু ও চর্ম্মরোগে শ্রেষ্ঠ মহৌষধ, মাসে একবার একফোঁটা মাত্র জলের সহিত সেবন করিতে হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ মাত্র।

২। **ব্রজ মোলিন**—হাঁপানি রোগের মহৌষধ মূল্য ১৲

৩। **ডায় বেট্রোল**—নূতন ও পুরাতন বহুমূত্র রোগ নিরাময় করিতে অদ্বিতীয়—মূল্য ১৲।

৪। **এণ্টিগয়ট্রিন্**—গলগণ্ড রোগ নিরাময় করিতে ধন্বন্তরি, মূল্য ॥০।

৫। **প্রি সোল্**—কলেরা রোগে ব্রহ্মাস্ত্র, মূল্য ১৲।

৬। **একম্ পেক্টোরিন্**—সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি যাবতীয় ফুস্‌ফুস্ সংক্রান্ত রোগে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, মূল্য ১৲।

৭। **এণ্টিসিফিলিন্**—উপদংশ রোগে ধন্বন্তরি, মূল্য ১৲।

৮। **এ্যাভেনিন**—সর্ব্বপ্রকার শুক্রসম্বন্ধীয়, জননেন্দ্রিয় ও স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ, মূল্য ১॥০।

* সমস্ত ঔষধের ডাক মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র। *

প্রাপ্তিস্থান—

সোল এজেণ্ট—**ডাউসন এণ্ড কোং** / দি হোমিওপ্যাথিক ষ্টোর } ৭নং বিশ্বাস নার্শরি লেন, পোষ্ট বেলেঘাটা কলিকাতা।

মাতার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত—

কুণ্ডেশ্বরী কবচ

—পুনরায় সাধারণের উপকারার্থে বিতরণ হইতেছে—

ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয়, এবং অতি দরিদ্র ধনবান হইয়া থাকেন। অদ্যই পত্র লিখুন, কারণ পুরুষাকার দৈবশক্তির অধীন, ইহা ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্য লাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। পত্র লিখিলেই নিয়মাবলী পাঠান হয়।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার মন্দির, বৈদ্যনাথ মন্দির,
বৈদ্যনাথ ধাম কুণ্ডা, পোঃ (এস,পি)

অনঙ্গ প্রভা

ইয়াকুতি

বল ও বীর্য্যের খনি, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও পুরুষত্বহানির যম, স্থবিরতায় ও জড়তায় যৌবনের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া অতিবৃদ্ধকেও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষম করে। ইহাতে মাদকদ্রব্য নাই। স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজরস প্রভৃতিতে প্রস্তুত। মূল্য ৩০ বটী ১০৲। রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী,

১৭৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ইউক্যালিপ্টাস নিমগুলঞ্চ চিরতা লৌহাদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্বরঘ্ন ধাতুউদ্ভিজ্জের সমবায়ে প্রস্তুত
ম্যালেরিয়া, দুরারোগ্য, প্লীহাযকৃৎযুক্ত বিষম ও বিশিষ্ট জীবাণু সম্ভূত কালাজ্বরের অত্যাশ্চর্য্য নূতন অব্যর্থ ঔষধ

ইউক্যালিপটীন

ইউক্যালিপ্টাসের হাওয়ায় ম্যালেরিয়া হয়না, পাতাপচা জলপানে প্লীহাযকৃৎ আরোগ্য হয় অন্যনাম "জ্বরতর"
শিশি ১।৵ মাঃ ।।৵ তিন শিঃ একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফ্রি। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি
ব্র্যাঞ্চ—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং'র

দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল

গৃহস্থ ঘরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ

যে কত প্রয়োজন—তা' বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু রোগ আরাম করিতে হইলে, ভাল চিকিৎসা পুস্তকের যেমন আবশ্যক

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

ঔষধের প্রয়োজনও ততোধিক। অনভিজ্ঞের লিখিত বই ও কৃত্রিম ঔষধ সস্তায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু খাঁটি ও তেজস্কর ঔষধ

অযথা সস্তায় হয় না

আমাদের ঔষধ যে—স্থায়ী এল্‌কোহল সংযোগে প্রস্তুত, তা আমাদের বিস্তৃত কারবারই তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

চিকিৎসা পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলেই প্রেরিত হয়। মফঃস্বলের অর্ডার সকল যত্ন সহকারেই পাঠান হইয়া থাকে।

এখানে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঔষধ ও ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ও উর্দ্দু, পুস্তক সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, বাক্স, ইলেকট্রো হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদার টিংচার ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥৵০ ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০ ২ ড্রাম ।৵০,, ১৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥০, ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা—৭ম সংস্করণ—৩৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০। ২। চিকিৎসা দর্পণ—(প্রাকটিস্ অব মেডিসিন ৩য় সংস্করণ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৮৲ অবাঁধাই ৭॥০।

৩ সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দর্পণ—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৫৲। ৪। ভৈষজ্য-দর্পণ (মেটিরিয়া মেডিকা)—২ খণ্ডে ১৭০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, সুন্দর কাগজে ছাপাই ও বাঁধাই মূল্য ১০৲। ৫। ওলাউঠা চিকিৎসা—মূল্য ॥০। ৬। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপিয়া—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২॥০। ৭। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। শিশুরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মূল্য ৸০ আনা। পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহাই প্রার্থনা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং'র, দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

হেড অফিস—১২নং বনফিল্ড, লেন,
ব্রাঞ্চ অফিস—৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, } **কলিকাতা।**

আয়ু পরিবর্দ্ধক রসায়ণ।

ডাক্তার ঢ. গাঙ্গুলীর স্পারমাটোন

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও শক্তিহীনতায় অমোঘ!

যৌবনের অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে যাঁহাদের শক্তিহীনতা আসিয়াছে, আশাভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মান হইয়াছেন, যৌবনে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতা, জীবনী শক্তির অভাব ও আনন্দ শূন্যতা অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা "স্পারমাটোন" সেবন করুন, নষ্ট শুক্র, তেজ, বল ও মেধা আবার ফিরিয়া পাইবেন।

স্পারমাটোন—দুর্ব্বলের বল, ছাত্রজীবনের অশেষ কল্যাণকর। অতি দ্রুত লুপ্তশক্তিকে আবার ফিরাইয়া আনিবে। দুর্ব্বল স্নায়ুপুঞ্জে এবং দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রে বল সঞ্চারিত করিবে। মস্তিষ্কের তেজস্বিতা (এনার্জ্জি) বৃদ্ধি করিবে। ফলতঃ স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি পুনরানয়নে ধাতুর পরিবর্ত্তন সম্পাদনে ইহার শক্তি অমোঘ। কয়েকদিন সেবন করিলেই রতি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, শুক্র গাঢ় হয়, শারীরিক ও মানসিক বলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

স্পারমাটোন—ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্রতারল্য নাশ করে, স্পারমাটোরিয়া, শুক্রমেহ ও স্বপ্নদোষ বন্ধ করে। ধাতু পুষ্টিকর ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ সাফ রাখে। সুস্থ দেহীর সেবনে উপকার আছে অপকার নাই। প্রত্যেক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা, তিন শিশি ৮॥০, ডজন ৩০৲ টাকা।

মাশুলাদি স্বতন্ত্র। **জারমলীন লিঃ**

টেলিগ্রাম—"জারমলীন" কলিকাতা] ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [টেলিফোন—১৩৮৮ বড়বাজার]

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্রপ্রাপ্তব্য

বিশুদ্ধ আমেরিকান

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম ৵৫ ও ৵১০

হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার ও কলেরা চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স, সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, থার্ম্মোমিটার, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক ইত্যাদি যাবতীয় ডাক্তারি সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। চিঠি লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

হ্যানিমানের—অনুরূপ প্রতিকৃতি (সাইজ ১৮ × ১৫ ইঞ্চ) এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ প্রতিকৃতি ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

চৌধুরী ব্রাদার্স

কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট,

৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবধান! ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ জাল হইতেছে।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ।

বহুদিন যাবৎ সুপরীক্ষীত ও অব্যর্থ। সেবনে অতি দুর্দ্দান্ত পাগল ও ভাল হয়, সুনিদ্রা, শীঘ্র আহারে রুচি ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। ইহা ডাঃ বি, দের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই বিফল মনোরথ হয় নাই, ইহা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত ও নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। হতাশ হইবেন না, খাঁটী ঔষধ আমাদের নিকট পাইবেন ৭ দিনের ঔষধ ৩॥০; মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ—১০, রাজা লেন, কলিকাতা

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযামিনীনাথ ও যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

= ৮০ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত =

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা" সেবন দ্বারা শুক্র তারল্য, ধ্বজ ভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অজীর্ণ মাথা ঘোরা ইত্যাদির অব্যর্থ। সেবন কালে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মই পালন করিতে হয় না সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করে। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲।

প্রাপ্তিস্থান:—

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

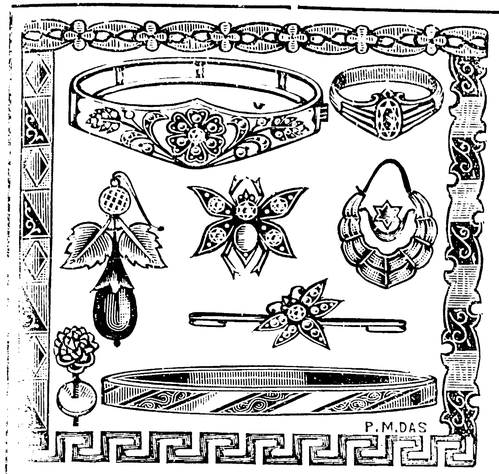

প্রধান পরিচালক

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র

উকিল হাইকোর্ট।

চন্দ্র এণ্ড সেন

জুয়েলার্স

একমাত্র

গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মেতা

বিবাহের সকল প্রকার অলঙ্কার ও উপহারের জন্য সৌখিন গহনা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পান মরা বাদ না দিয়াই তাহা গিনি সোনার পুরাদামে খরিদ করি; আমাদের প্রত্যেক গহনাতে C & S ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। ক্যাটলগের জন্য ।৵০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন।

১১৬।১বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস অফিস ও নায়ক অফিসের পার্শ্বে।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন-অধ্যাপক

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এম, এ, মহোদয়ের আবিষ্কৃত

অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, বুকজ্বালা, শ্বেত ও রক্ত আমাশয়, ডিস্পেপসিয়া কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদর পীড়ায় অব্যর্থ ও অমোঘ!

লাইমোডাইন

সর্ব্বত্র- মূল্য ১৲ টাকা -পাওয়া যায়।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কস ১৫৫, বহু বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

কয়েকটি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ

"সি কে এস" "সি কে এস"

দেশীয় ঔষধ

প্রদর, রজঃ দোষাদি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী-রোগ দূর করিতে সি—কে—এস **'অশোকা'**	দিনকানা, রাতকানা, চোখ উঠা, জ্বালা করা আদি চোখের সর্ব্বপ্রকার রোগে **'নেত্রামৃত'**
ম্যালেরিয়া আদি সর্ব্ব জ্বরে **'অমৃতাদি কষায়'** প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ	দেহের রক্তদুষ্টি দূর করিতে **'সুরবল্লী কষায়'** শরীর সুস্থ সবল সুন্দর করে
কাসরোগ, রক্তপিত্ত, উরক্ষত, স্বর-ভঙ্গ, হৃদরোগ আদির মহৌষধ **'দ্রাক্ষাসব'**	দাঁত এবং মাড়ি নীরোগ করিয়া দাঁত শুভ্র এবং মাড়ি শক্ত করিতে **দশনকান্তি চূর্ণ**
ক্রিমি রোগ নিরাময় করিয়া শিশুকে সুস্থ সবল করিতে **'কনকাষ্টক'** অতি নির্দ্দোষ অমোঘ ঔষধ	কেশের এবং মাথার সকল ব্যাধি দূর করিয়া কেশ-শ্রী বর্দ্ধন করিতে **জবাকুসুম** মনোরম সুগন্ধি কেশ-তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ

২৯, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লী মঙ্গল সমিতির মাসিক পত্র

...voted to Health Agri. & General Interest } ৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাত। { with which is incorporated

...অফিস:— ...

শাখা:— ভারতের সর্ব্বত্র

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়।

দশমূলারিষ্ট—১৲ বহুমূল্য উপাদানে প্রস্তুত। ...পুরুষ সকলের পক্ষেই অবশ্য ...হার্য্য। কান্তি, পুষ্টি ও বল ...ক। অকালবার্দ্ধক্যনাশক।	গণোরিয়া বা উপসর্গিক মেহে মেহ বজ্র—১॥০ যত কঠিন গণোরিয়া রোগ হউক ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। আর এই ঔষধ ১ মাস ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।	অশোক রসায়ন – ১॥০ ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত—১৲ যাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ: ঋতু সম্বন্ধীয় ও সূতিকা রোগনাশক।

বিনামূল্যে—ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

"ডেলাইট"

কে, সি, দে এণ্ড সন্স

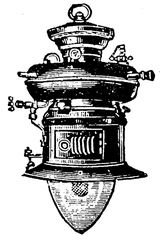

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

চ্যবনপ্রাশ ৩৲ সের। মকরধ্বজ ৪৲ তোলা।

ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের কারখানা।

সন ১৩০৮ সালে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। কারখানা ঃ—স্বামীবাগ রোড, ঢাকা। হেড আপিস ঃ—পটুয়াটুলি ষ্ট্রীট, ঢাকা। কলিকাতা হেড আপিস—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ—১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট; ২২৭ হ্যারিসন রোড। ১০৯ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর ও শ্যামবাজার গোল বাড়ী।

অন্যান্য শাখা—মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, গৌহাটী, বেনারস, রাজসাহী, মেদিনীপুর, বহরমপুর, মাদারিপুর, ভাগলপুর, কানপুর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, গোরক্ষপুর, নেত্রকোণা, পাটনা, জলপাইগুড়ি, বগুড়া দিল্লী প্রভৃতি।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—২০৲ তোলা

সকল প্রকার ক্ষয়রোগ, প্রমেহ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং বার্দ্ধক্যজনিত স্বাভাবিক বায়ুপ্রকোপ ও সকল প্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ শক্তিশালী মহৌষধ।

সারিবাদ্যরিষ্ট—৩৲ সের

সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতবেদনা, গেঁটেবাত, স্নায়ুশূল, ঝিঁঝিবাত, গণোরিয়া প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে। ৮ আউন্স শিশি ৸০ আনা।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

TO LET

আগামী আশ্বিন মাস হইতে

গৃহস্থ-মঙ্গল অফিস হইতে

"শব্দকোষ"

বা

বাঙ্গলা—Encyclopœdia

বাহির হইবে। যাঁহারা ইহার গ্রাহক হইতে চান আমাদিগকে পত্র লিখিবেন।

বার্ষিক মূল্য—৫৲

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

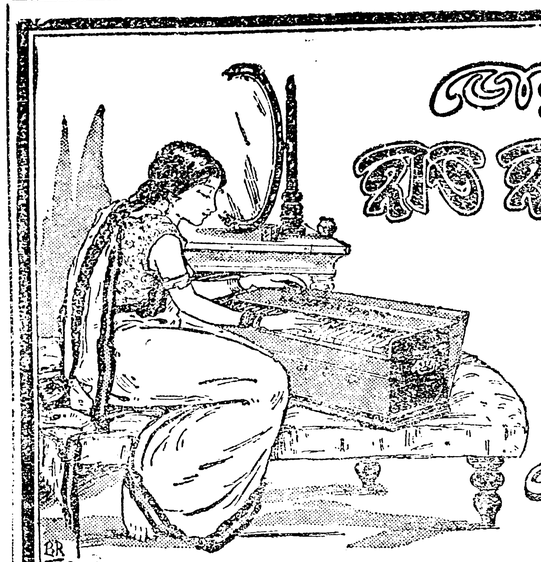

ডোয়ার্কিনের
হাত হারমোনিয়ম

৫০ বৎসর ধরিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ
বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। আমরাই
প্রচলিত হারমোনিয়মের আবিষ্কর্ত্তা।
আমাদের যন্ত্রের সুর অননুকরণীয়।

ফ্লুটিনা ৩ অক্টেভ ২ সেট রীড়
মেহগ্নি পালিস ৫ ষ্টপার
বাক্স সহ মূল্য ৪৫৲
বিশেষ বিবরণের জন্য আমাদিগকে লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্।
সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ও গ্রামোফোন বিক্রেতা
৮।১নং ডালহাউসী স্কোয়ার
কলিকাতা

স্বর্গীয় সৌরভেপূর্ণ
এসেন্স মন্দার

রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়
সুবাসিত তিল তৈল

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

পল্লী-মঙ্গল সমিতির—টোট্‌কা চিকিৎসা—৪র্থ ভাগ প্রকাশিত হইল।
মূল্য ৷৷০, অভিপ্রায় হইলে গ্রহণ করুন।
৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৃহস্থ মঙ্গলের বিষয় সূচী

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	নারী-প্রগতি	··· শ্রীমতিলাল গোস্বামী	৫৮
২।	টোট্‌কা চিকিৎসা		৬০
৩।	লতাপাতার গুণাগুণ		
	ভাঁটপাতা	··· কবিরাজ এইচ, দাস	৬৪
৪।	বাঁশ	··· কবিরাজ শ্রীরজনীকান্ত বলমুন্সী, কবিরত্ন	৬৫
৫।	যক্ষ্মারোগ বা টিউবারকুলোসি	ডাঃ শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৬৮
৬।	পার্ব্বত্য অকা জাতি		৭২
৭।	জ্ঞাতব্য বিষয়		৭৪
৮।	একটি পুরাতন অলৌকিক ঘটনা		৭৫
৯।	মেঘ ও বৃষ্টি বিচার (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব	৭৬
১০।	সংকথা—		৮৪

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের
জগদ্বিখ্যাত—
পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় এণ্ড কোং
১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাদ, একজিমা, কাউর, কাটা ও পোড়া, ঘা, পায়ের হাজা, কানচটা, চশিপোকা প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগের
অব্যর্থ ঔষধ সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত
পি, সি, মুখার্জ্জীর
"মিলেনা" মলম

দাদ তিন দিনে আরোগ্য হইবে। তাহা ছাড়া ঠিকমত লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, বহু দিনের কাউর ও উপরোক্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, এমন কি পায়ের কড়া পর্য্যন্তও ভাল হইবে।

চুলকাইয়া লাগাইতে হইবে না। কোনরূপ দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে "একশত টাকা" পুরস্কার পাইবেন।

প্যাকেট ৴০, শিশি ।০, মাঝারী শিশি ৷৷০, বড় শিশি ১৲।
পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
প্রোপ্রাইটার—মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ১০৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রাপ্তিস্থান—ইক্কেটো আয়ুর্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ও নাথ ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং ২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের সমগ্র শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ পৃষ্ঠপোষিত বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন সন্দেশ বিক্রেতা
আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
ও তাঁহাদের স্থাপিত আমিষ খাবার ও গরম চায়ের জন্য
মডেল কেবিন
বাসি মাংস দিই না—হাজার লোকের উচ্ছিষ্ট জলে ধোয়া পাত্রে খাবার দিই না—
তাই আমাদের বিশেষত্ব।
শ্রীমানী মার্কেট—শিমলা, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

ব্রাঞ্চ—
শ্যামবাজার কলিকাতা
(ট্রাম ডিপোর নাগ উত্তর)

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আম্লাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয়, সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

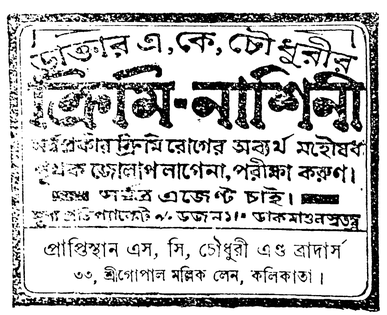

মেয়েদের সূতিকায়

ডাক্তার এ, কে, চৌধুরীর

সূতিকা-নাশিনী

ব্যবহার করুন।

প্রাপ্তিস্থান—

এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স

৩৩ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

কিম্বা

সকল বড় বড় ঔষধের দোকানে।

গৃহিণীর মুখভার

আর সহ্য করিতে হইবে না

আমরা নিরূপিত সময়ে আপনার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুন্দর সৌখিন ডিজাইন।

উৎকৃষ্ট গঠন এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্য।

পানমরার জন্য সকল সময়ে দায়ী থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক রকম চেন, ব্রেসলেট, আংটী, ঘড়ি, মাকড়ী, ইয়ারিং, নাকছাবি, কাণফুল, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ঘোষ এণ্ড সন্স ১৬-১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স

টেলিফোন কলিকাতা নং ২৫৯৭।] [টেলিগ্রাম "Ghoshons" Calcutta.

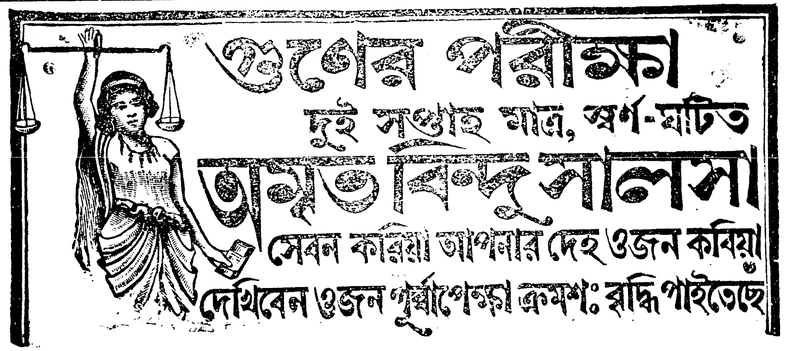

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা অমৃতবিন্দু সালসা রক্ত পরিষ্কারক, বলকারক গরমি পারা-দোষ, প্রমেহ, খোস পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ১৲ টাকা ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা মাশুল ১৷৷০ দেড় টাকা।

বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারা ও আমলাসা গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।

নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

মেহনত ও পয়সা খরচ

দুই-ই হবে

কিন্তু ফসল বাঁচাতে পারবেন না।

পুকুরের মাছ চুরিও নিবারণ হবে না।

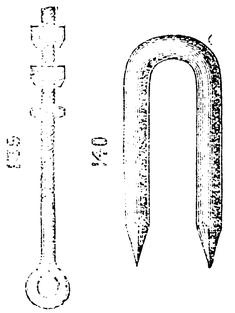

আমাদের এই কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিন—সমস্ত রকম বন্যজন্তু ও চোরের হাত থেকে—ক্ষেত, খামার ও পুকুর নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বে।

দামও বেশী নয়—সস্তা।

১০০০ হাত তারের দাম মাত্র—১০॥০ সাড়ে দশ টাকা।

আপনি যে জায়গাটা ঘির্‌তে চান, সেটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে আমাদিগকে লিখুন—কত তার লাগবে—কত টাকা দাম পড়বে—সব আপনাকে বিনামূল্যে জানিয়ে দেবো।

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬।এ জি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লীমঙ্গল সমিতির

কয়েকটি অব্যর্থ ঔষধ

ব্যবহার করুন—উপকার পাইবেন।

কানের পূজের বড়ি যত দিনেরই রোগ হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চিত আরোগ্য হইবে। ব্যবহারে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা নাই। নির্ভয়ে ব্যবহার করিতে পারেন। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

ছেলেদের আলুই লিভার খারাপ হইয়াই ছেলেদের অধিকাংশ রোগ উৎপন্ন হয়। কালমেঘ ঘটিত আলুই লিভারের উৎকৃষ্ট মহৌষধ। নিতান্ত শিশু হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুদের যাবতীয় উদরাময়, ভস্‌কা দাস্ত, দুধতোলা, টক বমি, কৃমি, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর প্রভৃতি ইহাতে নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। প্রাচীন গৃহিণীরা ইহাই ব্যবহার করিতেন। আমরা পুনঃ প্রচার করিতেছি মাত্র। ব্যবহার করুন—শিশুর জীবন রক্ষা হইবে। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

মেয়েদের সূতিকার দৈবঔষধ ও কবচ একবার মাত্র সেবন ও কবচ ধারণেই আরোগ্য হয়। আমরা নিজে জানি—বহু পরীক্ষিত মহৌষধ। নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য উপকার পাইবেন। মূল্য কবচ সহ—৫৲ পাঁচ টাকা।

শাল্মলী রসায়ন (NERVINE TONIC) ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত শাস্ত্রীয় রসায়ন ঔষধ। ইহাতে শক্তি ও পুরুষত্ব বৰ্দ্ধিত হয়। যাঁহারা নষ্ট শক্তি হইয়াছেন বা হইতেছেন, ইহা ব্যবহার করুন স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইবেন। ছয় সপ্তাহ ব্যবহারে শরীর নিরাময় হয়। ছয় সপ্তাহের একত্র মূল্য—৫৲ পাঁচ টাকা। রোগ যত দিনেরই হউক, উপকার স্থায়ী ও নিশ্চিত।

ঔষধগুলি ভাল নিঃসন্দেহে অর্ডার দিতে পারেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রুগ্ন দেহে, হতাশ প্রাণে

মদন মঞ্জরী

নূতন উদ্যম ও সামর্থ দান করিয়া শান্তি আনয়ন করে। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জনিত অসামর্থ, অক্ষুধা, শুক্রতারল্য প্রভৃতি মদন মঞ্জরীতে নির্দ্দোষ ভাবে আরাম হয়। ৪০ বটী ১৲।

নপুংসকত্বারী ঘৃত

বিশেষ ফলপ্রদ শক্তিশালী বাহ্যপ্রয়োগ। দুর্ব্বল, নিস্তেজ, অসাড় ও ক্ষীণ অঙ্গ ইহাতে সবল সতেজ সুদৃঢ় ও পুষ্ট হয়। ২ তোলা ১৲।

রমণ বিলাসিনী বটিকা

স্তম্ভনে বিশেষ শক্তি সম্পন্ন। ইহাতে কোনপ্রকার মাদকতা বা অবসাদ নাই। নির্ভয়ে সমান ব্যবহার করিতে পারেন। ১৬ বটী ১৲।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী—১৭৭ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা মিউজিক্যাল ষ্টোর্‌স্‌

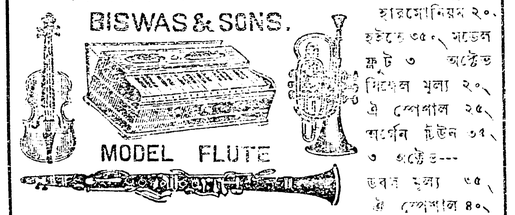

হারমোনিয়ম ২০৲ হইতে ৩৫০৲ মডেল ফ্লুট ৩ অক্টেভ সিঙ্গেল মূল্য ২০৲ ঐ স্পেশাল ২৫৲ অর্গেন টিউন ৩২৲ ৩ অক্টেভ— ডবল মূল্য ৩৫৲ ঐ স্পেশাল ৪০৲ অর্গেন টিউন ৪৫৲ এবং ৫০৲ অর্ডারের সহিত ৫৲ অগ্রিম পাঠাইবেন।

সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—**বিশ্বাস এণ্ড সন্স,**

৫নং (গ) লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী।

"গণো টক্সিন" ইহা হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে দেশীয় বিশুদ্ধ গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত। এতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ অনিচ্ছা রেতঃস্রাব, ধ্বজভঙ্গ শ্বেত ও রক্তপ্রদর সত্বর বিনষ্ট হয়। মূল্য ডাঃ মাঃ সহ দেড় টাকা।

এস, এন, রায় এণ্ড কোং, ৮৫এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ প্রতি ড্রাম /৫ পয়সা। নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস, সুগার অফ্‌ মিল্ক ইত্যাদি ও বাইওকেমিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। কলেরা বা গৃহচিকিৎসার ঔষধ, একখানি গৃহচিকিৎসা ও ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র সহ বাক্স ১২,২৪,৩০,৪৮,৬০,১০৪, শিশিপূর্ণ যথাক্রমে ২৲,৩৲,৩॥০,৫॥০,৬৷৷০ এবং ১০॥০ মাশুলাদি স্বতন্ত্র

প্রিয়জনের প্রিয় আননে মধুর হাসিটুকু দেখিতে না চায় কে ?

—মীরা—

অদ্বিতীয়—অতুলনীয়—অনিন্দ্যনীয়।

এই জিনিষগুলিতে ডালি সাজাইয়া এ বছরের **উপহার প্রদান করুন।**

—মুখে হাসি ফুটিবে— —আনন্দে অন্তর উথলিবে—

কেশে "**রেশমী**" ও "**মীরা তৈল**" ; আননে "**মীরা স্নো**" ; রুমালে "**মানসী**" ও "**ষোড়শী**" ; প্রসাধনে "**পরাগ**" ; কুন্দদন্তে "**মুক্তা**"।

মীরা————কলিকাতা।

নমঃ নারায়ণায়

গৃহস্থ-মঙ্গল

৫ম বর্ষ	শ্রাবণ ১৩৩৮	৪র্থ সংখ্যা

নারী প্রগতি

আজকাল ধূয়া উঠিয়াছে যে নারী রাস্তায় বাহির না হইলে, স্বামী নির্ব্বাচনে স্বাধীনতা না পাইলে, বিবাহের পর বিবাহ বিচ্ছেদের আইন না থাকিলে, ধনসম্পত্তিতে স্বত্ত্বাধিকার না পাইলে ইত্যাদি অনেক কিছুই না হইলে দেশের আর মঙ্গল নাই।

কলিকাতায় মহিলা কংগ্রেসের পর বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র নারী প্রগতির নানারূপ আলাপ আলোচনা হইতেছে। উক্ত কংগ্রেসের সভানেত্রীর অভিভাষণ ও গৃহীত প্রস্তাব পাঠ করিয়া দেশের মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন।

পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উক্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সামাজিক নিয়মাদি কি পরিমাণে ফলপ্রসূ হইতে পারে তাহা মহিলাগণের ধীর ও স্থির ভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। একটা সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া জাতীয় জীবন লইয়া খেলা চলে না। ভারতবাসী চিরকাল নারীর নৈতিক মানসিক শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন এবং যাহাতে নরনারীর মিলনে সংসার সুখ-শান্তিময় আবাসে পরিণত হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমানে বিকৃত সভ্যতার চশমা চোখে

দিয়া উহার গুণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দোষই দেখিতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় নারী প্রগতির ফলে, সেখানকার সাংসারিক জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহ বিচ্ছেদ দ্বারা দাম্পত্য জীবন দুঃখময় হইয়াছে। একটী মহিলা এক বৎসরের মধ্যে ৭।৮ বারের অধিক বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে পারেন। বহুপূর্ব্বে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে অক্টোবর তারিখে Sunday Pictorial পত্রে বিশপ ওয়েলডন এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সে প্রবন্ধে বিশপ বিবাহ সমস্যার আলোচনা করিয়া বলেন "মার্কিন যুক্তরাজ্যে কোন কোন অংশে বিবাহ বিচ্ছেদ যেরূপ সহজ সাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে পারিবারিক জীবনের মূলে কুঠারাঘাত হইবে। এ ভয় বিলাতেও আছে এবং বিস্তৃতি লাভ করিতেছে; কারণ আমি দেখিতেছি বিলাতের আদালতে একবার দায়রায় বিবাহ বিচ্ছেদের ৯৩৫টী মামলা উপস্থিত হইয়াছে এবং ৬৩২টী এক তরফা হইবে।"

বর্ত্তমানে আমেরিকায় বিবাহ বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য আইন প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। সেদিন বিলাতে একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলিয়াছেন যে আধুনিক শিক্ষায় নারীগণ ককটরোগে আক্রান্ত হইতেছে। উপরোক্ত প্রমাণ হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, ইউরোপ ও আমেরিকায় নারী প্রগতি অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। সে শিক্ষা ও সভ্যতায় মানবের পারিবারিক সুখ শান্তি নষ্ট হয় তাহা কখনও আদর্শ নহে।

অনেকে হয়ত বলিবেন, ভারতে তথা বাঙ্গালায় বালিকা বধূগণ শাশুড়ী ননদী কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা হইতেছে। সত্য বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অল্প। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতা বধূগণ স্বামীগৃহে আসিয়া শ্বশুর শ্বশুড়ীর অন্ন উঠাইয়া দিতেছেন। মাসিক সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জনকারী পুত্রের বৃদ্ধ মাতাপিতা উদরান্নের জন্য আত্মীয়ের গলগ্রহ হইতেছেন, এ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ভারতে যেমন বিধবার প্রচলন আছে, আধুনিক সভ্যতায় সেইরূপ কুমারীর সৃষ্টি হইয়াছে। সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন সে বিধবা ও কুমারীর জীবনধারা একইরূপ কিনা?

সাংসারিক জীবনে নারীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অতিশয় গূঢ়। ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশলে নরনারী দৈহিক গঠনে যেমন ভিন্ন, সেইরূপ প্রকৃতি ও সামর্থ্যে প্রভেদ। নারীর উপর মানব-সমাজের কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য তাঁহারা চিরকল্যাণময়ী। সত্য বটে, যাঁহার দায়িত্ব এত বেশী তাঁহাকে অজ্ঞ হইলে চলিবে না। যাঁরা মাতৃরূপে মানবের ভবিষ্যত বংশধরগণের লালন পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁদের শিক্ষালাভ অবশ্য করিতে হইবে। এখন এই শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত? এই শিক্ষার কথা লইয়াই যত গণ্ডগোল। স্কুল, কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া ইংরেজী ভাষা বলিবার ও লিখিবার ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়া সঙ্গীত, নৃত্য, মটর হাঁকাইবার শক্তি অর্জ্জন করিলেই কি শিক্ষা হইয়া গেল? আধুনিক শিক্ষায় মহিলাদের পঙ্গু করিতেছে। যে সব মেয়েরা স্কুলে যান, তাঁদের বাসার ঠাকুর পলাইলে এক সন্ধ্যা রান্না করিয়া পরিজনদিগকে আহার করাইবার শক্তি অনেক মেয়েরই নাই।

নারীর কর্ম্মক্ষেত্র ও শিক্ষাক্ষেত্র গৃহে। গৃহে থাকিয়াও মহিলাগণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে বঙ্গ সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী কখনও স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করেন নাই। তিনি অল্প বয়সে বিবাহিতা হইয়া স্বামীগৃহে যান এবং সেখানে গৃহকর্ম্মের সহিত বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া প্রচুর জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। ভারতীয় আদর্শে নারীর প্রথম শিক্ষা হইল সে কিরূপে স্বীয় পরিজন লইয়া সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। যে শিক্ষা দ্বারা নারীকে তাঁর স্বামী, পুত্র প্রভৃতির পরিজনের ভার দি, চাকর, ঠাকুরের উপর দিতে হয় সে শিক্ষা তাঁর প্রকৃতির বিরুদ্ধে, ইহা বলাই বাহুল্য।

আমাদের মনে হয় যে সব পুরুষ এই অতি আধুনিক নারী প্রগতি সমর্থণ করেন, তাঁরাও ঐরূপ মহিলা লইয়া জীবন পথে চলিতে স্বীকৃত নহেন। স্বর্গীয় ডি, এল, রায় মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত নাটকে উক্ত কথার সত্যতা অতি সুন্দরভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। এই নারী প্রগতির ফলে দেশের পারিবারিক জীবনে বিপ্লব উপস্থিত হইবে। আমরা সানুনয়ে বলিতেছি মহিলাগণ যেন ধীর ও স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। ইউ-

রোপের আদর্শের সহিত ভারতের আদর্শ কখনও খাপ খায় না। ইউরোপের সভ্যতা প্রাণহীন; উহার দ্বারা ভারতের চির সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যাইতেছে, কবি বলিয়াছেন:—

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্ব্বগ্রাসী
দাও সেই তপোবন পুণ্য ছায়া রাশি,
গ্লানিহীণ দিনগুলি,—সেই সান্ধ্য স্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন,
মগ্ন হ'য়ে আত্ম মাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণ পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব;—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,—
পরাণে স্পর্শিতে চাই—ছিড়িয়া বন্ধন—
অনন্ত এ জগতের হৃদয় স্পন্দন।

রবীন্দ্রনাথ

ইহা শুধু কবির কল্পলোকের কথা নহে। ইহাই ভারতের মর্ম্মবাণী।

শ্রীমতিলাল গোস্বামী, বিদ্যাবিনোদ।

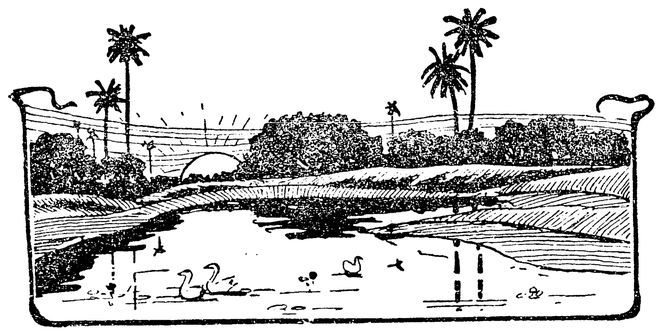

টোট্‌কা চিকিৎসা
নূতন সংগ্রহ

[যিনি যাহা জানেন যদি প্রচারার্থে দেন, আমরা নাম ধাম সহ প্রকাশ করিব। অনেক ভদ্রলোক দয়া করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। আপনিও যতটুকু পারেন করুন—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পারস্পারিক সমবেত চেষ্টা না থাকিলে একের পূর্ণ চেষ্টায় ইহা হইতে পারে না। আর ইহা কেবল আমাদের কাজ না, আপনার নিজের কাজ বলিয়াও জানিবেন। এইগুলি সংগৃহীত হইয়া Record প্রস্তুত হইয়া যাউক। আপনি যেগুলি জানেন বা আপনার আত্মীয় বন্ধু যেগুলি জানেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট করা হইবে। ঔষধগুলি সবই গেল বলিয়া দুঃখ করেন—সেগুলি রাখিবার জন্য কাজে কিছু করুন, তবে ত ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের পন্থা হইবে।]

টোট্‌কা সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পত্র।

সবিনয় নিবেদন !

মহাশয় !

নিম্নে কতকগুলি মুষ্টিযোগ প্রেরিত হইল, জন-হিতার্থে প্রচার করিয়া বাধিত করিবেন, নিবেদন ইতি।

১। অপরাজিতার শিকড় কানে বান্ধিলে যাবতীয় শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

২। শ্বেত অপরাজিতার মূল বাটিয়া কপালে দিলে আধ কপালে ভাল হয়।

৩। পোড়া মাটির প্রলেপ দিলে অথবা দূর্ব্বার রস রস ১ তোলা, আপাং রস ১ তোলা একত্র মিশাইয়া ইহা দ্বারা বস্ত্র ভিজাইয়া ক্ষতে বাঁধিলে, কাটা ক্ষতের মুখ হইতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

৪। জয়পালের বীজ পাথরের উপর ঘসিয়া উহা দূর্ব্বাঘাস দ্বারা চোখের নীচে রেখা টানিয়া দিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

৫। আগুনে পুড়িবামাত্র দগ্ধস্থানে ঘৃত-কুমারীর শাঁস দিলে জ্বালা যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়, ফোস্কা হয় না, কেরোসিন তৈলেরও ঐ গুণ আছে।

৬। বিছায় কামড়াইলে সোলা ভস্ম করিয়া হুঁকার-জলে গুলিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

৭। স্ত্রীলোকের অধিক রক্ত-স্রাব হইলে আতাগাছের ছাল উল্টাদিকে কাটিয়া জলের সহিত বাটিয়া একটী ছোট মটরের মত বটিকা করিয়া সেবন করাইলে রক্ত বন্ধ হয়।

৮। আমড়া গাছের ছালের রস অর্দ্ধ ছটাকের সহিত ৫ গ্রেণ সোরা মিশাইয়া খাইলে রক্তআমাশয় ভাল হয়।

৯। থানকুনি পাতার রস দুই কানের ভিতর এবং নাভীতে দিয়া ঐ পাতার ছিবড়া চিবাইয়া খাইলে রক্ত-আমাশয় ভাল হয়।

১০। মধু ও তুলসীপাতার রস একত্রে মিশাইয়া শিশুদিগকে সেবন করাইলে ছেলেদের কাসি ভাল হয়।

১১। বাব্‌লা অথবা ডালিমের কিছু ছাল পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে অল্প পরিমাণ ফট্‌কিরির গুঁড়া মিশাইয়া ৫।৬ দিন স্তন ধুইলে শিশুগণের স্তন্য পান জনিত ক্ষত আরোগ্য হয়।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মাইতি
পোঃ মঙ্গলামাড়ো, মেদিনীপুর।

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয় ! নিম্নলিখিত টোটকাগুলি আপনাদের গৃহস্থ-মঙ্গলে ছাপাইয়া বাধিত করিবেন, নিবেদন ইতি—

গলা বা কর্ণমূল বেদনা হইলে সিমপাতার রস, নীলবড়ী কিংবা সিমপাতার রস, আফিম, সমুদ্র ফেণা গরম করিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

কর্ণমূল বেদনা হইলেও ফুলা থাকিলে ধুতুরাপাতার রস, আতপ চাউল চুয়ান, আফিং ৵০ আনা ওজনে একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়। (পরীক্ষিত)

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাল
বাঘাস্তি, কেশিয়াড়ী

মহাশয় !

নিম্নলিখিত টোটকা ৩ টি পরীক্ষিত—

১। দুইদিন অন্তর পালাজ্বর শনিবারে অথবা মঙ্গলবারে পালা পড়িলে ঐ দিন ভোরে সূর্য্যোদয়ের সময় একটি 'পুয়েসাপ'

মারিয়া মাদুলিতে পুরিয়া গলাতে ধারণ করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। পুয়ে সাপটীও শনি অথবা মঙ্গলবারে মারা হইবে। ইহা আমার পরীক্ষিত।

২। বালক বালিকাগণের দৈনিক প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে, লালকুঁচের পাতার রস অর্দ্ধ ঝিনুক মাত্রায় ৩ দিন জ্বর আসিবার পূর্ব্বে খাওয়াইতে হয় ঔষধ পূর্ব্বাহ্ণে খাওয়ান উচিত।

৩। পুরাতন জ্বরে নেড়া সিজের ছাল ফেলিয়া শ্বেত অংশ সাত টুকরা, আদা ৭ টুকরা একটি পানের সহিত খাইয়া স্নান করিয়া গরম ভাত জলে দেওয়া, বিনা লবণে খাইলে আরোগ্য হয়, আদা ও সিজের টুকরাগুলি কুঁচ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় হইবে। ইতি—

করিমবক্স সাহা, শিক্ষক
কুলিয়া, যশোহর।

সম্পাদক মহাশয় সমিপেষু—

আমার বিশেষভাবে পরীক্ষিত এবং বহু রোগী ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

ফুলা অথবা সর্ব্বাঙ্গ শোথের ঔষধ ঃ—

আতশী ফুলের গাছের শীকড় (যাহার ছোট ছোট হলুদ বর্ণের ফুল এবং শুঠি হয়, শুঠি পাকিলে এবং উহা নাড়াইলে বেশ ঝুম ঝুমির মত আওয়াজ হয়) ১ ইঞ্চি করিয়া তিন টুকরা করিয়া, সুতা দিয়া প্রথমে মাথার চুলের সহিত ১ খণ্ড, পরে গলায় ১ খণ্ড এবং কোমরে ১ খণ্ড বাঁধিয়া দিতে হইবে। যিনি উহা বাঁধিয়া দিবেন, তিনি ৭ দিবস উক্ত রোগীকে ছুঁইবেন না। এবং ৭ দিবস শাক, অম্ল, কলাইয়ের ডাইল খাইবেন না। শিকড় শুকাইয়া যাইবে ও তাহার সহিত আশ্চর্য্য ভাবে শোথ আরাম হইবে। উক্ত ঔষধ ৺কালী মাতার সপ্রাদ্য, ভাল হইয়া যাইলে যাহার যেমত ক্ষমতা তিনি ৺কালী মাতার পূজা দিবেন।

বিনীত—
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নন্দন।

সবিনয় নিবেদন মিদং—

নিম্ন লিখিত ৭টী টোট্‌কা পত্রিকায় প্রকাশিত করিবেন। ইতি—

১। (ঘা)—কচুপাতা ঘায়ের উপরে লাগাইয়া রাখিলে সকল প্রকার ঘা আরোগ্য হয়।

২ (অর্শ)—হাতিশুঁড়ার মূলের ছাল শুষ্ক করিয়া চূর্ণ ৵০ আনা পানের সহিত এক সপ্তাহ খাইলে অর্শের বলি পড়িয়া যায়।

৩। (যক্ষ্মা)—বরতন গাছের পাতার রস ও চিনি একত্রে নিত্য পান করিলে যক্ষ্মা আরোগ্য হয়।

৪। (অজীর্ণ) উপবাস এবং অনাহারে নিদ্রা গেলে একদিনেই অজীর্ণ রোগ ভাল হয়।

৫। (বসন্ত) নিত্য খাঁটি সরিষার তৈল শরীরে মর্দ্দন করিলে বসন্ত হয় না।

৬। (প্লীহা) খাড়ি লবণ প্রত্যহ ।০ চারি আনা ওজনে সেবন করিলে বহুদিনের প্লীহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

৭। (আমাশয়) আদা ৭ টুকরা করিয়া প্রত্যহ প্রাতে তিন দিন খাইলে আমাশয় আরোগ্য হয়।

গ্রাহক নং ৩০২১
ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণলাল সাহা বণিক
(H. A. M, D. F. H. C.)
দক্ষিণ মৈসণ্ডি, পোঃ উয়ারী, ঢাকা।

আমরা পাঠকগণকে এই যথা তথা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ মহোপকারী লতাপাতার গুণাগুণের কথা ক্রমশঃ উপহার দিতে থাকিব। ইহা দ্বারা অনেকেই বিনা ব্যয়ে অনেক দুরারোগ্য রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সাধারণের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে,—তাঁহারাও যদি কোন বৃক্ষ লতাদির রোগ নিবারণের অপূর্ব্ব শক্তির কথা অবগত থাকেন অথবা আমরা যে সকল ভেষজের গুণাগুণ বর্ণন করিব, তৎসম্বন্ধেও যদি তাঁহাদের নূতন কোন কথা জানা থাকে তাহা হইলে তাঁহারা সেই সকল কথা সাধারণের অবগতির জন্য এই পত্রিকায় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

ভাঁট পাতা।

কবিরাজ এইচ, দাস—আয়ুর্ব্বেদ-কেমিষ্ট।

পরিচয়—ভাঁট পাতার রস তিক্ত। পূর্ব্ব অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র ও লাল। এইগুলিকে লাল-ভাঁটি বলে। আবার একপ্রকার আছে, ইহার ফুলগুলি শ্বেতবর্ণের, ইহাকে সাদা-ভাঁটি বলে। বৃক্ষ ৩ হইতে ৭ হাত পর্য্যন্তও দেখা যায়। পত্র খুব চওড়া। কোন কোন দেশে নোনা ভাঁটিও বলে।

ঔষধে—ভাঁট গাছের পাতা ও শিকড়ের ব্যবহারই বেশী।

মাত্রা—পাতার রস ১ তোলা পর্য্যন্ত এবং শিকড়ের ছালের রস অর্দ্ধ তোলা। শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দিবে।

গুণঃ—দাহ, ক্রিমি, জ্বর, প্লীহা, সর্দ্দি, পীনস, পাণ্ডু, কাম্‌লা, শোথ প্রভৃতি নাশক ও শোষক।

বিভিন্ন রোগে ভাঁটপাতার ব্যবহার।

১। **ম্যালেরিয়ায়**—প্রত্যহ প্রাতে ১ তোলা ভাঁট পাতার রস লোহাটে করিয়া সেবন করিলে ম্যালেরিয়া নাশ হয়। (একখণ্ড লৌহ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া লাল হইলে সেই লৌহ উক্ত রসে ডুবাইলে তাহাকে লোহাটে বলে)।

২। **ক্রিমিতে**—পাতার রস ১ তোলা ও লবণ যৎকিঞ্চিৎ মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিবে।

৩। **প্লীহাতে**—পাতার রস ১ তোলা ও বিটলবণ ½ তোলা একত্রে মিশাইয়া সেবন করিবে।

৪। **সর্দ্দিজ্বরে**—পাতার রস ১ তোলা ও সৈন্ধব লবণ ½ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

৫। **মাথাধরায়**—পাতা ২।৪টী লইয়া কিঞ্চিৎ লবণ সহ বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিবে। ইহাতে মাথাধরা, যন্ত্রণা প্রভৃতির উপশম হইবে।

৬। **শোথে**—শিকড়ের ছাল, পাতা, হরিদ্রা ও আফিং একত্রে বাটিয়া জলে গুলিবে এবং গরম করিয়া প্রত্যহ শোথস্থানে মালিশ করিবে।

৭। **মচ্‌কান ব্যথায়**—পাতার রস; হলুদচূর্ণ, সৈন্ধব লবণ ও আফিং একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

বাঁশ

কবিরাজ—শ্রীরজনীকান্ত বলমুন্সী, কবিরত্ন, এল, এ, এম, এস।

প্রাচীনকালে আর্য্যঋষিগণ 'উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে'ও কতদূর উন্নত ছিলেন, তাহা হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বের কৃত তাঁহাদিগের গ্রন্থাদিতেই উহার পরিচয় পাওয়া যায়। অধুনা 'উদ্ভিজ্জ বিজ্ঞান' যে সমস্ত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া জগতের সমক্ষে প্রচার করিতেছে, তাহার অনেক কিছুই যে তাঁহাদিগেরও জানা ছিলনা, একথা বলা চলে না। এক বাঁশের পর্য্যায়গুলির নিরুক্তিতেই ইহার কতকটা প্রমাণ করা যাইতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানমতে ক্ষুদ্র দূর্ব্বা হইতে ধান, যব, গম, ভুট্টা, ইক্ষু এমন কি সুবৃহৎ বাঁশ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর সকলেরই, কাণ্ড, বহুগ্রন্থিযুক্ত বলিয়া এই সাধারণ (common) গুণের জন্যই—বংশাদির পর্ব্ব শূন্যগর্ভ বা ফাঁপা এবং ইক্ষু বা কতিপয় তৃণাদির পর্ব্ব বা কাণ্ডাংশ নীরেট সত্ত্বেও - ইহারা সকলেই 'ঘাস' বলিয়া অভিহিত। প্রথমতঃ দূর্ব্বা এবং বাঁশের মধ্যে এমন কতকগুলি সাদৃশ্য আছে, যাহাতে আর্য্যঋষিগণ ইহাদিগকে একই 'বর্গে' পাঠ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ বাঁশের পর্য্যায় গুলিতে 'তৃণধ্বজ' 'শতপর্ব্বা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বাঁশ যে শ্রেষ্ঠ তৃণ, তাহা এই 'তৃণধ্বজ' শব্দেই পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। বাঁশের এক নাম 'শতপর্ব্বা', দূর্ব্বারও এক নাম 'শতপর্ব্বী'। সুতরাং ইহারা উভয়েই যে পর্ব্ব (পাফ্, গাঁইট বা গ্রন্থি) বিশিষ্ট,—এই কথাই বিশেষ করিয়া বলিবার জন্যই উভয়স্থলে যে একই শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে,—তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। অতএব, ঘাস এবং বাঁশ যে একই জাতীয় অর্থাৎ 'তৃণশ্রেণী'র অন্তর্গত, একথা তাঁহাদিগেরও অবিদিত ছিল না।

যাহাহউক, ঔষধার্থে বাঁশের কি প্রয়োজন, তাহা জানিবার পূর্ব্বে ইহার চাষ সম্বন্ধেও কিছু জানা দরকার।

"দিগে যা বাবলা বাঁশ।
পাবি ভাত বার মাস॥"

বস্তুতঃ যিনি কখন বাঁশ রোপিত করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন, বাঁশের কত আয়। বাঁশ যে ছোট বড় সকল শ্রেণীর লোকেরই সর্ব্বতোভাবে দরকার, একথা বিশেষ করিয়া বলিবার কিছুমাত্র আবশ্যক করে না। এরূপ নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসের আদর—সর্ব্বদা সমভাবে যে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহাতে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। অতএব, ইহার আবাদে কিছুমাত্র লোকসান যাইবার সম্ভাবনা ত না-ই-ই, পরন্তু বার মাস বিক্রয় করিয়া ইহা দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান্ হওয়া চলে। অথচ এই বাঁশের আবাদে তেমন কোন পরিশ্রম করিতে হয় না। ইহার বিশেষ কোন পাইট নাই, জমি সম্বন্ধেও কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, তবে বর্ষায় জল উঠে এরূপস্থলে না দিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভুমিতে অন্ততঃ ৩০ হাত অন্তর ইহার "কোঁড়" (কোন কোন স্থানে ইহাকে কড়ুল, তেউড়, ফেকড়ি এবং কোঁড়া বলে) বসাইতে হয়। বাঁশ কাণ্ডজ—তাই একটী মাত্র "কোঁড়" বসাইলে উহা হইতেই ঝাড় বাঁধে। একবার ঝাড় বাঁধিয়া উঠিলেই ক্রমশঃ বংশের বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে।

'ফাগুনে আগুন চৈতে মাটী।
বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি॥'

বাঁশঝাড়ের তলায় যে সকল শুষ্ক পাতা পড়িয়া অন্যান্য আবর্জ্জনা জমিয়া থাকে, তাহা এবং কর্ত্তৃত পুরাতন শুষ্ক গোড়াগুলি একত্রে—আগুন ধরাইয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। তাহাতে পতিত পত্র ও আগাছাদি পুড়িয়া বংশ-বৃদ্ধির পক্ষে উত্তম সার প্রস্তুত হয়। পরে চৈত্র মাসে ঝাড়ের গোড়ায় মাটী দিলে শীঘ্রই ঝাড় বাঁধিয়া উঠে।

'শোন বাপু চাষার বেটা,
বাঁশঝাড়ে দাও ধানের চিটা,
দিলে চিটা বাঁশের গোড়ে,
দুই কুড়া ভুঁই বেড়্‌বে ঝাড়ে।'

ইহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে অতি সহজেই বাঁশের ঝাড় খুব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বাঁশ বাগানে হলুদ, বিশেষতঃ আনারস লাগান যাইতে পারে, আনারস ও বেশ বড় ও রসাল হইয়া থাকে।

'বাঁশবনে বুন্‌লে আলু,
আলু হয় গাছ বেড়ালু।'

এখানে কোন্ জাতীয় আলুর কথা বলা হইয়াছে, তাহা আমাদিগের জানা নাই। পাঠক মধ্যে এবিষয় কাহারও অভিজ্ঞতা থাকিলে দয়া করিয়া "গৃহস্থ-মঙ্গলে" প্রকাশ করিবেন।

'পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ'—

খনার এই বচনটিতে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে। বাঁশের হাওয়া মানুষের পক্ষে ভাল নয়, এজন্য বাড়ীর পূর্ব্বে কিম্বা দক্ষিণে ইহার আবাদ করিতে নাই। পশ্চিমেই প্রশস্ত, অগত্যা বাড়ীর উত্তরেও দেওয়া যাইতে পারে।

তল্‌দা, বাঁশিনী, কেচ্‌কী ও রাঙ্গী জাওয়া, বেউড় এবং তরই প্রভৃতি ভেদে বাঁশ অনেক প্রকার সুতরাং স্থানীয় লোকের যে রকম বাঁশের দরকার হয়, সাধারণতঃ সেই সকল শ্রেণীর বাঁশই রোপণ করা উচিত।

আমাদের দেশের অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, বহু অনাবাদী জমি পতিত অবস্থায় আইশশেওড়া, ভাঁইট প্রভৃতি বাজে জঙ্গলে পরিপূর্ণ, অথচ মালিককে সেই জমি-টুকুর জন্য খাজানা বহন করিতেই হইতেছে। তথায় যদি কেবলমাত্র বাঁশের রোপণ করা হইত, তাহা হইলে অন্ততঃ সেই জমি-টুকুর খাজানাটা ত আদায় হইতে পারিত। আমরা জমির অযথা খাজানা বহন করিতেই পারি, কিন্তু কিরূপে উহা জমি হইতে তুলিয়া লইতে হয়, তাহা আমরা মোটেই জানি না। আবার অনেকের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে বহু জমি পতিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোন্‌স্থলে কিরূপ গাছ লাগাইলে বাড়ীর কোনই অনিষ্ট হইবে না অথচ উহা দ্বারা কিঞ্চিৎ লাভবান্ হইতে পারিব—এরূপ জ্ঞানও আমাদের মধ্যে অল্প। ঘরের পাশেই হয়ত কিছু ফাঁক জমি আছে, তথায় কিছুই হইতেছে না, ৫।৭টী লঙ্কার গাছ লাগাইয়া যদি ঐ স্থান হইতে প্রতি মাসে অন্ততঃ ১০ দিনেরও খরচ চালাইতে পারি, তবে সেটাও আমাদের পক্ষে কম লাভ নয়! মোট কথা, **কোন একটু স্থান অযথা ফেলিয়া রাখিব না—যেখানে যাহা লাগান যাইতে পারে তাহাই লাগাইয়া, যাহাই হউক কিঞ্চিৎ লাভবান হইব,**—এই উদ্দেশ্যটী (motive) লইয়া কায করিলে আমাদের কষ্টের অনেকটা লাঘব হইতে পারিত সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, বাঁশের কোন্ কোন্ অংশ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। আমরা দেখিতে পাই, ইহার অঙ্কুর, পত্র, কাণ্ড, ত্বক্, ফল, মূল এবং নির্য্যাস—এক কথায়, বাঁশের সবই ঔষধে লাগে, বিশেষতঃ ইহার নির্য্যাসের (বংশক্ষীরী) মত উৎকৃষ্ট ঔষধ খুব কমই আছে। যে সকল ভেষজ আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া পরিগণিত, এই নির্য্যাস তাহাদিগেরই অন্যতম। কয়েক জাতীয় স্ত্রী-বংশের পর্ব্ব হইতে লক্ষিত অবস্থায় ইহা পাওয়া যায়। অনেকের অনুমান, এক প্রকার কীটের দ্বারা যে কোন্ বাঁশের পর্ব্ব হইতে এই রস নিঃসৃত হইতে পারে। ইহার চলিত নাম 'বংশলোচন'। কোন কোন স্থানে 'কাফুর' এবং ইংরাজীতে ইহাকে The manna of the Bamboo বলে। আজকাল বাজারে যে বংশলোচন পাওয়া যায়, তাহা বাঁশের পর্ব্ব হইতে পাক বিশেষে (calcination) নিষ্কাসিত করা হয়। এই জন্য খাঁটী বংশলোচন পাওয়াই দুষ্কর, পাইলেও তাহার মূল্য অত্যন্ত বেশী। বাজারে শ্বেত এবং নীলাভ-শ্বেত—এই দুই প্রকার বংশলোচন বিক্রীত হয়। অচ্ছিদ্র, মসৃণ, শ্বেতাভ বংশলোচনই প্রশস্ত। প্রধান গুণ এই যে, ইহা হৃদয়ের বলকারক এবং উরোগত রোগ-নাশক, এজন্য কফরোগ, শ্বাস, ক্ষয়কাস প্রভৃতিতে উপকারী। এতদ্ব্যতীত রক্তপিত্ত ও মূত্র যন্ত্রের পীড়াবিশেষেও ইহা প্রযোজ্য। চ্যবন-প্রাশ প্রভৃতি ঔষধে ইহা ব্যবহৃত হয়। বংশলোচন ঘটিত নিম্নের ঔষধগুলি বহুস্থলে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

ওজোমেহে (Brights Disease)

বংশলোচন, আমলকী, পিপুল, কট্‌কী, কন্টিকারীর ফল এবং মূল, দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র প্রত্যেক ১ভাগ, শিলাজতু ও চিনি প্রত্যেক ৮ ভাগ, মধু ৩ ভাগের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। দিবসে দুইবার, দুই বটী,—পূনর্ণবার রস সহ সেবনে আশ্চর্য্যরূপে Albumin পড়া বন্ধ হইয়া ক্রমশঃ শরীর বেশ সুস্থ হইতে থাকে।

মেহে—বংশলোচন ১ তোলা ও এলাচ চূর্ণ ½ তোলার সহিত ২½ তোলা মিশ্রি যোগ করিয়া, টাটকা ঘৃতে মর্দ্দন করতঃ ৬৪টী বটী করিতে হইবে। প্রত্যহ ২ বটী জলসহ সেবনে, মেহরোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়! আলজিভ্ বৃদ্ধি-জনিত কিম্বা বায়ুজনিত উৎকাসি, ঘড়্ ঘড়্ শব্দযুক্ত শ্লেষ্ম-পূর্ণ কাসি এবং আরও অন্যান্য প্রকার কাসিতে—বংশলোচন চূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ প্রত্যেক ২ ভাগ, শোধিত গন্ধক চূর্ণ, সোহাগার খৈ এবং আকন্দ ফুল চূর্ণ প্রত্যেক ১ ভাগ—একত্র মিশাইয়া উহার ৫।৬ রতি মধুর সহিত গুলিয়া সেবনে আশ্চর্য্য ফল হয়। নানা প্রকার কাসি এমন কি রাজযক্ষ্মা, প্রতিশ্যায়, পীনস, জ্বর, শোথ অরুচি, অগ্নিমান্দ্যাদিতে—বংশলোচন ও শোধিত অহিফেন প্রত্যেক ½ ভাগ, আকন্দ মূল চূর্ণ ও কর্পূর প্রত্যেক ১ ভাগ, বাসক-সার (প্রথমতঃ বাসক পাতার রস ছোট একটী মৃৎপাত্রে রাখিয়া, উহা একটী জলপূর্ণ কটাহে বসাইয়া জ্বাল দিতে হইবে। ঐ জলের গরমে মৃৎপাত্রস্থিত বাসকপাতার রস,—দুধ হইতে ছানা হওয়ার মত—বাসকের সার ও জলীয় অংশ পৃথক হইয়া যাইবে, পরে উহা মোটা কাপড়ে নিংড়াইলেই বাসকসার পাওয়া যাইবে) ২ ভাগ, একত্র মাড়িয়া ৪ রতি বটী প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে মধু কিম্বা জলের সহিত প্রয়োগ করিলে উপরোক্ত রোগ সকল, বিশেষতঃ ইহা দ্বারা আশু কাস নিবারিত হইয়া থাকে।

Typhoid এর কোন কোন অবস্থায় মকরধ্বজের সহিত বংশলোচন এবং অভ্র ভস্ম প্রয়োগ করিলে—বিশেষ ফল দর্শে।

পাতা ঃ—বমনে বিশেষতঃ রক্তবমনে ও পৈত্তিক পিপাসায় কচি বাঁশ-পাতার ক্বাথ উপকারী। স্ত্রীধর্ম্ম বন্ধ জনিত তলপেটের বেদনা ও শক্ত অবস্থায় এবং Lochia স্রাব বন্ধে কোমল বাঁশপাতা সিদ্ধ জল, লবণ সহ খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। বাঁশের গাইটের (joints) ক্বাথ ও Lochia স্রাব বর্দ্ধক। বেদনাযুক্ত অর্শে, রোগীকে তৈল মর্দ্দন করাইয়া বাঁশপাতা সিদ্ধ জলে স্নান করাইলে উপকার হয়। গোচিকিৎসায় অনেক ঔষধে বাঁশপাতা লাগে। প্রসবের পর ঘণ্টাদেড়েকের মধ্যেই ফুল পতিত হইয়া থাকে, তাহাতে অযথা বিলম্ব হইলে বাঁশপাতা সিদ্ধ জলে লবণ মিশ্রিত করিয়া গরুকে উহা খাওয়ান মাত্র অবিলম্বেই ফুল পড়িয়া যায়। গরুর সামান্যরূপ উদরাময়ে বাঁশপাতা খাওয়াইলে আরোগ্য হয়। বাঁশের কোমল পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে যইন সজ ও ইক্ষুগুড় প্রত্যেক অর্দ্ধ ছটাক একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে গরুর দুধ বেশী হয়। কচু ক্ষেতে বাঁশপাতা ছড়াইয়া রাখিলে বর্ষাকালে উহা পচিয়া উত্তম সার হয় এবং কচু গুলি খুব বড় হইয়া থাকে।

ত্বক ঃ—বাঁশের নীল (ত্বক্) তীক্ষ্ণ ছুরিকাদ্বারা চাঁচিয়া ঔষধার্থে প্রয়োগ করা হয়, ফলতঃ ইহার মত রজঃপ্রবর্ত্তক ঔষধ খুব কমই আছে।

চোঁচ ঃ—বাঁশের চোঁচ দগ্ধ করিয়া আদার সহিত পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে বিখাজ (Eczema) ভাল হয়।

ফল ঃ—তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তিকে বেণুযব (বাঁশের ফল) সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

মূল ঃ—উদরীতে প্রস্রাব না হইলে—বাঁশের শিকড়, পুনর্ণবা, গোক্ষুর বীজ, কুলে খাড়া, কুলথকলায়, বরুণছাল ও শ্বেত চন্দন প্রত্যেক ১ তোলা, জল ১ সের। জ্বাল দিয়া ১ পোয়া থাকিতে নামাইয়া উহাতে কাশীর চিনি ১ পোয়া মিশ্রিত করতঃ ১ আউন্স মাত্রায় দিবসে ৩।৪ বার সেবনে,

রীতিমত প্রস্রাব হইয়া অন্যান্য উপসর্গও প্রশমিত হইতে দেখা গিয়াছে। অঙ্কোট ও বাঁশের মূল গোদুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে কুক্কুর-বিষ প্রশমিত হয়।

কোঁড় ঃ--বড়াক বাঁশের কেড়ুল (কোন ২ স্থলে ইহাকে বয়ড়া বা বেউড় বাঁশের কোঁড় বলে) থেঁতো করিয়া তাহার রস ১২ তোলা, কেচ্‌কীর রস ১ তোলা ওকড়ার রস ৩ তোলা এবং দূর্ব্বার রস ৬ তোলা, মোট বাইশ তোলা ঔষধ, ৫ তোলা মিশ্রির সঙ্গে মিশাইয়া দিবসে ৪।৫ বার সেবন করিলে অতি কঠিন রক্তমেহ (Hæmaturiâ) ও ভাল হয়।

গরুর গায়ে পোকা পড়িলে বাঁশের কোঁড় জলদ্বারা উত্তমরূপে বাটিয়া লাগাইলে, পোকা নষ্ট হইয়া ঘা ভাল হয়।

যক্ষ্মারোগে
বা
টিউবারকুলোসিস (Tuberculosis)

লেখক—ডাক্তার শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(নেপাল ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব প্রধান চিকিৎসক ও এন্টিথাইসিক্যাল ইন্সষ্টীটিউটের প্রধান ব্যবস্থাদাতা।)

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেরই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় জানা অতি আবশ্যক। তাহা হইলে নিজের, নিজ পরিবারবর্গের, প্রতিবেশীগণের, আত্মীয় স্বজন সমূহের ও স্বদেশবাসীর অনেক কাজে লাগে এবং অনেক ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা আপনাকে করা যাইতে পারে। নানাপ্রকার ব্যাধির মধ্যে সংক্রামক ব্যাধিগুলি অতি সহজেই আমরা নিবারণ করিতে পারি। যে সকল ব্যাধি নিবারণ করা যাইতে পারে তাহা নিবারণ করা কি বিধেয় নহে? ইচ্ছা বসন্ত (Small pox), ওলাউঠা (Cholera), ম্যালেরিয়া (Malaria), যক্ষ্মা (Phthisis) প্রভৃতি রোগগুলির কারণ নিরাকরণের উপায় ও রোগগ্রস্থ হইলে তাহা হইতে কিরূপে অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে তাহার বিষয় সকলেরই কিছু কিছু জানা আবশ্যক। এক একটী রোগে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বৎসরে বৎসরে কিরূপে হ্রাস হইতেছে, কত সংসার নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কত গ্রাম ধ্বংস মুখে পতিত হইতেছে, তাহা কি ভাবিবার বিষয় নয়? এ বিষয়ের প্রতিকারের চেষ্টা সকলেরই করা কর্ত্তব্য। সমাজে এ সকল বিষয়ের জ্ঞানাভাব ও অর্থাভাব এই ২টী প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। অর্থাভাব সম্বন্ধে আমরা এখানে কোন কথাই উল্লেখ করিব না। জ্ঞানাভাবে যতটা ক্ষতি হইতেছে তাহা সহজেই আমরা নিবারণ করিতে পারি। যাঁহারা লেখাপড়া জানেন তাঁহারা সংবাদপত্র উপন্যাস নভেল পাঠে যে সময়টা ব্যয় করেন, তাহার কতকাংশ সময়ও যদি স্বাস্থ্যরক্ষার মোটামুটি নিয়মগুলি জানিতে ব্যয় করেন তাহা হইলে নিজের ও দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারেন।

এই সকল সংক্রামক ব্যধির মধ্যে যক্ষ্মা (Phthisis) একটী প্রধান ব্যাধি। যতই সভ্যতা বাড়িতেছে ততই এই ব্যাধির প্রকোপ বাড়িতেছে। সেইজন্য ইহাকে সভ্য সমাজের ব্যাধি (Disease of civilization) বলে। বৎসর বৎসর এই রোগে মৃত্যুর হারও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। ম্যালেরিয়াতে (Malaria) ভারতবর্ষে প্রায় বৎসর ১০।১২ লক্ষ লোক মরিতেছে আর (থাইসিসের) যক্ষ্মা রোগের মৃত্যুর

হার ভাল করিয়া লওয়া হয় না, কিন্তু যতটা খোঁজ খবর করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাতে মৃত্যুর সংখ্যা বৎসরে ৬।৭ লক্ষের কম নহে, বরং আরও অধিক হইতে পারে। ম্যালেরিয়া (Malaria) কেবলমাত্র বাংলাদেশে, টেরাইয়ে, (Terai) ও স্থানে স্থানে মাত্র প্রকোপ অধিক, কিন্তু যক্ষ্মা দেশময় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর কয়েক বৎসর পরে যক্ষ্মা রোগ হইতে মৃত্যুর হার বৎসর বৎসর ম্যালেরিয়া অপেক্ষা দ্রুত গতিতে বাড়িতে থাকিবে। এই জন্য প্রতি শিক্ষিত লোকের যাহাতে এই যক্ষ্মা রোগ নিবারণের উপায় জানা থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিৎ। তাহা হইলে তাঁহারা অশিক্ষিতদেরও শিক্ষা দিতে পারিবেন এবং তদ্বারা সমাজের সকলেরই উপকার হওয়া সম্ভব।

যত প্রকার ব্যাধি জগতে বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে যক্ষ্মা রোগই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ব্যাধি। এইরোগ অনেক দিন স্থায়ী। অল্পে অল্পে শরীর ও আয়ু ক্ষয় করিতে থাকে। কমনীয় কান্তিকে বিশ্রী করিয়া দেয়। শরীরের বল ও মাংস ক্ষয় করে। এমন কি হাড়পর্য্যন্ত শুষ্ক হইতে থাকে। এই জন্য ইহাকে ক্ষয় রোগ (consumption) বলা হয়। কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই ব্যাধি বর্ত্তমান। ইহাতে দারিদ্র, দুঃখ ও নানাপ্রকার কষ্ট আনয়ন করে। এই ব্যাধিকে আমাদের শত্রুর মত দেখিতে হইবে। এই শত্রুকে কি করিয়া ধ্বংস করা যায় তাহার চেষ্টা হইতে বিরক্ত হইলে চলিবে না। পৃথিবীতে যত মৃত্যুসংখ্যা হয় তন্মধ্যে প্রায় এক সপ্তমাংশ এই রোগ হইতে হইয়া থাকে। বিলাতে নানাপ্রকার চেষ্টায় যক্ষ্মা রোগের বাৎসরিক মৃত্যুর হার কমাইয়া প্রায় ৬০,০০০ হইয়াছে। ভারতবর্ষে কম করিয়া ধরিলেও ছয় সাত লক্ষ লোক এই রোগে প্রতি বৎসর মরিতেছে। তাহা হইলে হিসাব করিয়া দেখুন ভারতবর্ষে প্রতি মিনিটে একটী করিয়া লোক এই যক্ষ্মা রোগে মরিতেছে। প্রতি ঘণ্টায় ৬০ ষাটটী লোক মরিতেছে। প্রতিদিনে ১৪৪০টী লোক মরিতেছে। প্রতি মাসে ১৩২০০ লোক মরিতেছে। সমগ্র কলিকাতার যত জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যার তৃতীয় বা চতুর্থাংশে যত লোক হয় সমগ্র ভারতবর্ষে তত লোক প্রতি বৎসরে মরিতেছে। তাহা হইলে বুঝিয়া দেখুন প্রায় চারি বৎসরে কলিকাতার বড় সহর শ্মশান হইয়া যাইতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে কত স্ত্রী বিধবা হইতেছেন কত শিশু অনাথ হইতেছে, কত সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে।

এত লোক যে এই ব্যাধি হইতে মরিতেছে তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে কি না?

যথা সময়ে এই রোগ ধরা পড়িলে আরোগ্য হয়, এবং এই ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ইহাই বহুদর্শিতায় জানা গিয়াছে।

টিউবারকুল (Tubercle) ব্যাসিলি নামক জীবাণুই যক্ষ্মা রোগের কারণ। যক্ষ্মা রোগীদের শরীরে ইহাদের বসতি। যক্ষ্মা রোগীদের নিষ্ঠিবনে (থুতু, কফ্‌ ও গয়ের) ইহারা অসংখ্য পরিমাণে থাকে এবং উহা শুষ্ক হইলেই সূক্ষ্ম ধূলিকণার ন্যায় বাতাসে মিশিয়া যায়। যক্ষ্মা রোগীদের কথাবার্ত্তা কহিবার সময় বা কাশিবার সময় নিষ্ঠিবনের কণা অনবরত মুখ হইতে বাহির হয় এবং যথাতথা নিষ্ঠিবন ত্যাগ করায় তাহা শুষ্ক হইয়া ধূলিকণার সহিত মিশ্রিত হয়।

উপরোক্ত প্রকারে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু সকল ধূলিকণার মত বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাসের সময় সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে ও তাহাদের সুবিধা মত কেন্দ্র পাইলে তথায় রোগ উৎপাদন করে।

সাধারণতঃ সুস্থাবস্থায় সকলের শরীরে রোগ নিবারণের ক্ষমতা আছে। (power of resistance to the infection) এ শক্তি হ্রাস হইলে জীবাণু সকল শীঘ্র শরীরে প্রবেশ করিয়া সুবিধা মত শরীরের স্থানে স্থানে আশ্রয় লাভ করে। যাহারা সবল ও সুস্থকায় তাহাদের শরীরে যে প্রবেশ করিবে না, তাহা নহে তবে রোগ নিবারণের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকায় প্রবেশ করিলেও সুবিধা মত স্থান পায় না, ও স্থান পাইলেও নির্জীবের মত চুপ করিয়া থাকে। পরে যদি কখন ঐ সকল লোক কঠিন পীড়াগ্রস্থ হয় তখন ঐ জীবাণু সকল অবসর বুঝিয়া সুবিধা মত স্থান আশ্রয় করে ও ব্যাধির কারণ হয়।

এই বীজাণু যখন ফুসফুসকে আক্রমণ করে তখন ইহাকে যক্ষ্মা (Phthisis) বলে। যখন গ্রন্থি সকলকে আক্রমণ করে তখন স্ক্রফুলা (Scrofula) বলে। যখন শরীরের (Joint)

গাঁইট সকলকে আক্রমণ করে তখন (White Swelling) বলে। যখন অন্ত্রের ভিতর প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার রোগ উৎপাদন করে তখন এব্‌ডোমিন্যাল থাইসিস্ (Abdominal Phthisis) বলে। যখন মেরুদণ্ড আক্রান্ত হয় তখন (Hunch-Back or Pots disease) পটস্ ডিজিস্ বলে।

যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইতে না হইতেই যদি ধরা পড়ে তাহা হইলে আরোগ্য লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ তখনও শরীরের রোগ নিবারণের যে ক্ষমতা তাহা বিশেষরূপে নষ্ট না হওয়ায়, নানাপ্রকার উপায়ে ঐ (Immunity) বাড়াইয়া বীজাণুগুলিকে নির্জীব বা ক্ষমতাশূন্য করা যাইতে পারে। বীজাণুদের বংশ বৃদ্ধি হইতে না দিলেই রোগ অবশ্যই বৃদ্ধি হইবে না এবং ঐরোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া যাইতে পারে। অতএব রোগের প্রারম্ভাবস্থায় কোন প্রকার সময় নষ্ট যেন না করা হয়। (Spitun) থুতু পরীক্ষা করিয়াও (T. B.) টিউবারকুল বেসিলি দেখা যাইতেছে না বলিয়া ইহা (Tuberculosis) নহে এই ভাবিয়া বুদ্ধিমান চিকিৎসকেরা কখন নিশ্চিন্ত থাকিবেন না।

T. B. দেখা যাইলে নিশ্চয়ই যে Tuberculosis হইয়াছে তাহা যেমন বলা যায়, কিন্তু T. B. না যাইলে Tuberculosis হয় নাই এ কথা কেহ যেন নিশ্চয় না করেন।

নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে **Tuberculosis**এর হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

১। জল, চা প্রভৃতি পানীয়ের জন্য সদা সর্ব্বদা নিজের কাপ, গেলাস বা পাত্র প্রভৃতি ব্যবহার করিবেন। বাজারের চায়ের দোকানের ও হোটেলের পাত্র ও গেলাসগুলি ও লিমনেডের দোকানের গেলাসগুলি প্রায়ই সক্রামিত (infected) থাকে।

২। শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হইতে বিরত থাকা উচিত নহে।

৩। পুষ্টিকর ও বিশুদ্ধ বা খাঁটি খাদ্য দ্রব্য ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৪। দিবারাত্র নির্ম্মল বায়ু সেবন করা দরকার। বদ্ধ হাওয়াযুক্ত স্থানে থাকা আদৌ উচিত নহে।

৫। মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে।

৬। (Excess) সর্ব্বপ্রকার 'অতি' বর্জ্জন করা উচিত।

৭। (Over work) নিজশক্তির বহির্ভূত কার্য্যাদি করিবেন না। আজকাল, ফুটবল, সন্তরণ প্রভৃতি খেলার প্রতিযোগীতায় জিতিয়া ভবিষ্যতে অনেকে যক্ষ্মা রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন।

৮। জানালা বন্ধ করিয়া থাকা উচিত নহে।

৯। এক ঘরে অনেক লোক শয়ন করা বিধেয় নহে।

১০। নিদ্রার সময় মুখে ঢাকা দিয়া শয়ন করা ভাল নহে।

১১। ধূলা ও মাছিযুক্ত স্থান পরিত্যাগ করা বা তাহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

১২। মুখ দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করার অভ্যাস অবশ্য পরিত্যজ্য।

১৩। মেঝে, দেয়ালে ও ঘরের কোণে বা যেখানে সেখানে থুতু ফেলা উচিত নহে।

১৪। যে ব্যক্তির থাইসিস হইয়াছে তাহার সহিত বস বাস করা উচিত নহে। নিতান্ত আপনার বন্ধু বান্ধব হইলে অতি সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়।

১৫। ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত স্যাঁতসেঁতে, আলোক শূন্য স্থানে বসবাস করা উচিত নহে।

১৬। যে কোনও রূপে শারীরিক দুর্ব্বলতা হইতে পারে, এরূপ কার্য্য করিবেন না।

১৭। নির্ম্মল শীতল বায়ু ও নির্ম্মুক্ত নৈশ বায়ু সেবন করিতে ভয় পাইবেন না। কারণ শরীর যথাযথ আবৃত থাকিলে নাক দিয়া শীতল বায়ু গ্রহণে কোন প্রকার অপকার হয় না। বিশেষতঃ কলিকাতার মত সহরের রাত্রের বায়ুতে অপেক্ষাকৃত ধূলা কম থাকে।

১৮। অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য আহার বা শরীরের প্রয়োজন অপেক্ষা অল্প বা অধিক আহার করিবেন না।

এই রোগের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা যায়।

১। সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে প্রত্যহ বা সময়ে সময়ে জ্বর ভাব হয় এবং সেই জ্বর যদি ম্যালেরিয়া নয় বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিৎ।

২। বিনা কারণে অল্প অল্প করিয়া শরীরের ওজন কম হইতে থাকিলে কাল বিলম্ব না করিয়া তাহা নিবারণ করা উচিৎ।

৩। অল্প অল্প কাসি কিছুতেই সারিতেছে না সেইরূপ অবস্থায় কাল বিলম্ব না করিয়া পারদর্শী চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিৎ।

৪। অল্প অল্প রক্তের ছিট্ কফের সহিত দেখা যাইলে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

৫। অজীর্ণ, (Dyspepsia) অগ্নিমান্দ্য অনেক সময়ে যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

উপরিউক্ত কারণে যদি মনে কোনরূপ সন্দেহ জন্মায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে বা কোন ডাক্তারখানায় যাইয়া পরীক্ষা করাইতে হইবে। রোগ বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বেই যেন ধরা পড়ে। রোগ ধরা পড়িলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইলে আরোগ্য হইবার আশা থাকে। যদি বাটীতে কোন যক্ষ্মা রোগী থাকে তাহা হইলে ভীত না হইয়া নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিবে তাহা হইলে সংক্রমণের ভয় থাকিবে না।

১। রোগীকে থুথু যেখানে সেখানে ফেলিতে বারণ করিতে হইবে। একটী পিকদানীতে থুথু ফেলিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং তাহা কার্য্যতঃ পরিণত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবে। ঐ পিকদানীতে চাপা দিবার বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। এজন্য আপনি বন্ধ হইয়া যায় এরূপ পিকদান (Self closing spittoon) রাখিলে ভাল হয়। ঐ পিকদানী পরিষ্কার করিবার সময় থুথু ড্রেনের ভিতর ফেলিয়া ঐ পিকদানী বেশ করিয়া ১৫ মিনিট ধরিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া লইবে বা বেশ করিয়া পুড়াইয়া লইলে চলিবে বা ডাক্তারের পরামর্শ মত কোন (Disinfectant) বিশোধক দ্রব্য দিয়া ব্যবহারের পূর্ব্বে যাহাতে সর্ব্বোতোভাবে পরিষ্কার হয় তাহা করিতে হইবে।

২। কাশিবার বা হাঁচিবার সময় রোগী মুখের নিকট একখানি রুমাল ঢাকা দিবে তাহা হইলে থুৎফুড়ি বায়ুর সহিত মিশিয়া, অপরে শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিবে না। এবং ঐ রুমাল খানি প্রত্যহ ১৫ মিনিট কাল জলে সিদ্ধ করিয়া লইবে।

৩। যে কোন দ্রব্য আহারের পূর্ব্বে ও পরে হাত ধৌত করিতে হইবে কারণ অপরিস্কৃত হস্ত দ্বারা অনেক ব্যাধি ছড়াইয়া পড়ে।

৪। রোগীর নিজের ব্যবহার্য্য থালা, গেলাস বাটী প্রভৃতি পাত্রাদি অপরে যাহাতে ব্যবহার না করে তাহা করিতে হইবে। এবং প্রত্যহ ঐ বাসনগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। রোগীর জন্য থালা বাটী প্রভৃতি বাসন একসেট আলাহিদা আনাইয়া রাখিয়া প্রত্যহ সিদ্ধ করিয়া লইবে ও একটী পাত্রে ফিকা পারমেঙ্গেনেটের দ্রব (weak Permanganate lotion) করিয়া তাহাতে সব সময়ে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে।

৫। রোগীকে একলাই তাহার বিছানায় শয়ন করিতে দিবে। সে বিছানা যেন অপর কেহ ব্যবহার না করেন। কাপড় জামা সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে।

৬। রোগী যেন বালক বালিকা বা কাহাকেও চুম্বন না করে বা তাহাকেও যেন কেহ চুম্বন না করে তাহা বলিয়া দিতে হইবে।

অসাবধানি যক্ষ্মা রোগী হইতে বীজাণু সুস্থ ব্যক্তির শরীরে কিরূপে প্রবেশ করে তাহা জ্ঞাত হওয়া উচিত। যক্ষ্মা রোগী যেমন মেঝেতে থুতু ফেলে সেই থুতু শুকাইয়া ধুলার সহিত মিশিয়া শ্বাস প্রশ্বাস বায়ুর সহিত মিশিয়া সুস্থ শরীরে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মা উৎপাদন করে।

কিন্তু যদি ঐ থুথু কোন আঢাকা (uncovered) পিকদানীতে ফেলে এবং তাহাতে মাছি বসিয়া সেই মাছির পায়ে থুথুর কণিকা সংলগ্ন হইয়া যায় এবং ঐ মাছি যে যে খাদ্য দ্রব্যে বসে সেই খাদ্য দ্রব্য সুস্থ ব্যক্তি ভোজন করিলে

ঐ খাদ্য দ্রব্যের দ্বারা ঐ ব্যক্তি সংক্রামিত হইয়া যক্ষ্মা রোগ গ্রস্থ হইতে পারে।

মেঝেতে থুতু ফেলিলে আর এক বিপত্তি উপস্থিত হয়, তাহা আমরা মনেও ভাবি না। ধূলার সহিত জীবাণু মিশ্রিত হইয়া থাকিলে মেঝে ঝাঁট দিবার সময় হাওয়ায় উড়িয়া স্থানে স্থানে গিয়া পড়ে। শিশু সন্তান ও বালক বালিকাদের গায়ে ঐ ধুলা লাগে ও ঘা থাকিলে তথায় লাগিয়া নানারূপ রোগ জন্মায়। নিশ্বাসের দ্বারা প্রবেশ করে এবং মুখের মধ্যেও প্রবেশ করিতে থাকে। বালক বালিকাদের হাতের খাদ্য দ্রব্য, (Logenzes pencil) লজেঞ্জেস, পেন্সিল প্রভৃতি ঐ জমীতে পড়িয়া ঐ জীবাণুযুক্ত ধুলায় ঐ সকল দ্রব্য সংযুক্ত হইয়া মুখে প্রবেশ লাভ করে। এই জন্য পেন্সিল, পয়সা প্রভৃতি দ্রব্য ছেলেরা যাহাতে বাল্যকাল হইতে মুখে না দেয় সে বিষয় পিতামাতা শিক্ষক ও অভিভাবকদের শিক্ষা দেওয়া উচিত।

পূর্ব্বলিখিত মত যক্ষ্মা রোগীর ব্যবহৃত বিছানা বাসন প্রভৃতি নির্দ্দোষ (disinfect or boil) না করিয়া ব্যবহার করিলে ঐ রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা। ইহাও মনে রাখা উচিত যে এমন অনেক লোক আছে যাহাদের—যক্ষ্মা-রোগ যদিচ নাম মাত্র আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের শরীরে যক্ষ্মা জীবাণু বর্ত্তমান। ঐ সকল ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন ও একসঙ্গে থাকা উচিত নহে। ইহাদিগকে (Phthisis carier) থাইসিস বাহক বলে। ইহাদের শরীরে জীবাণু, শরীরের শক্তির সহিত সখ্যতা নিবন্ধন কিছুই করিতে পারে না বটে কিন্তু অপরের শরীরে ঐ জীবাণু প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করে। মোট কথা কাহাকেও কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইতে দেওয়া উচিত নহে। যক্ষ্মা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচিত হইল।

(পাঠক পাঠিকাগণের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে ৬-এ, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় লেখক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে তিনি তাহার উত্তর দিবেন।—সম্পাদক।) [স্বাস্থ্য।]

পার্ব্বত্য অকা জাতি

ভারতবর্ষে যে কত প্রকারের কত জাতি বাস করে, এখনও যে কতপ্রকার অসভ্য জাতি পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শেও আসে নাই, তাহা আর বলিবার নয়। এসবগুলি জানা ভাল। আজ আমরা আসাম প্রদেশস্থ পার্ব্বত্য অকাজাতির বিষয় পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

আসামের উত্তর সীমান্ত স্থিত অকা পর্ব্বতস্থ অর্দ্ধ অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি বিশেষ। পর্ব্বতের উচ্চচূড়ায় ইহারা থাকে না, মধ্যপ্রদেশই ইহাদের বাসভূমি। অকারা কিছু কিছু চাষ করে, এবং গরুবাছুর লইয়া বসতি বাঁধিয়া গৃহস্থের মতই থাকে। অকাদের গৃহ—কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্ম্মিত।

ইহাদের আকৃতি সুশ্রী নয়, তবে কর্ম্মঠ বটে, নাক চ্যাপ্টা, মুখাবয়ব গোলকার, চক্ষুও ক্ষুদ্র, বর্ণ তামাটে তামাটে। স্ত্রীলোকেরাও সুশ্রী নয়, পূর্ণ যৌবনেও ঢল ঢল লাবণ্যের বিকাশ হয় না। কিন্তু অঙ্গ সজ্জায় বড় সাধ। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অঙ্গ সজ্জা করিয়া থাকে।

ইহারা উল্কি পরিতে গদ্গদ হয়, সুদৃশ্য পাথরের ও হাড়ের মালা গলায় দেয়, কাচের মালা, পুতির মালারও আধুনিক চলন খুব বেশী, পাখীর পাখায় কবরী সাজায়, ধড়া করিয়া কাপড় পড়ে, ফুল বড় প্রিয়, বনফুলের ফুলহার সকলেই পরিতে চায়, কিন্তু ধনুঃশর সঙ্গেই রাখে—শরের আগাতে তীব্র বিষও মাখান থাকে—তীরন্দাজও ভাল, হাতীও শিকার করে।

ব্রহ্মপুত্র নদে নৌকা ও তীর্থ যাত্রীদের উপর রাহাজানি করাই কিন্তু ইহাদের প্রধান পেশা ছিল। বর্ত্তমান ইংরাজ শাসনে এ বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাবে চাষবাসে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছে।

অকা পর্ব্বতের উচ্চচূড়ায় মিস্‌মী নামক অকাদেরই মত আর এক জাতির বাস আছে—তাহাদের সহিতই ইহাদের বিবাহের আদান প্রদান হয়। বিবাহের সময় আমাদেরই ন্যায় হাতে সুতা বাঁধা প্রথা প্রচলিত আছে। পুরোহিত আসিয়া বিবাহ দেন, পূজাদিও হয়, ভোজ এবং তৎসঙ্গে নৃত্যগীত ত আছেই। ভোজে কুক্কুট শূকর ও গো-মাংসের ভুরি ভোজন হয়।

ইহারা গো-মাংস খায় কিন্তু দুগ্ধ স্পর্শ করাও মহাপাপ, হস্তি বিষ্ঠা অতিশয় পবিত্র এবং মাঙ্গলিক দ্রব্য কিন্তু গোবর নারকীয় পদার্থ। আমাদের সংস্কার বিরুদ্ধ আচার ব্যবহার দেখিলেই আমরা হাসি কিন্তু ভগবানের রাজ্যে কত রকমেরই যে কত প্রথা কত বিশ্বাস আছে, কে তাহার সংবাদ রাখে।

পুরোহিতকে—দেবরী বলে। দেবরীরাই পূজাদি করেন, বিবাহাদি দেওয়ান। দেবতা—পর্ব্বতের দুরারোহ স্থলের বিস্তৃত প্রস্তর খণ্ড অথবা প্রকাণ্ড গুহা, অতি প্রাচীন অতিকায় বৃক্ষ, পর্ব্বত নিম্নস্থ ভীষণতর কল্লোলিনী স্রোতস্বতী অর্থাৎ যাহা কিছু বিরাট বিশাল তাহাই। যুদ্ধের দেবীর নাম—ফিরন ও সিমন; ক্ষেত্র ও গৃহ দেবতার নাম—সতু, এতদ্ভিন্ন আরও অনেক দেবদেবী আছে। সকলেরই পূজায় কুক্কুট বলি দেওয়া হয়। দেবরীরা শস্য পাকিলে তাহার অগ্র দেবতার ভোগ স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

ব্যাধি হইলে ঔষধ খাওয়া অপেক্ষা ঝাড় ফুঁক করাই প্রচলিত প্রথা। ঔষধ বলিলে অবশ্য বন্য ঔষধই বুঝিতে হইবে। মানুষ মরিয়া গেলে, মৃতদেহ পোড়াইবার নিয়ম নাই। এই সবগুলিই সামাজিক প্রথা। এবং এগুলি খুব বিশ্বস্তভাবে প্রতিপালন করা হয়। ধর্ম্ম বিশ্বাসে বর্ত্তমানে ইহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত।

অকাদের কিছু কিছু ব্যবসা বাণিজ্য আছে। পর্ব্বত হইতে নানাপ্রকার ফল মূল, সুগন্ধ লতা, হস্তিদন্ত প্রভৃতি লইয়া ইহারা তিব্বত, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি উচ্চ অঞ্চলে এবং আসাম প্রভৃতি নিম্ন অঞ্চলে আসিয়া থাকে। বিনিময়ে কাপড়, ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য, কাচের মালা প্রভৃতি লইয়া যায়।

অকারা ইতিহাস পৃষ্ঠেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে আসাম অঞ্চলে নামিয়া ইহারা বড়ই অত্যাচার করিত। ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় পরও অনেক দিন ধরিয়া এইরূপ চলিতেছিল। অকারাজ জঙ্গলে পলাইয়া বেড়াইতেন বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনা বড় সহজ সাধ্য ছিলনা। যাই হউক ১৮২১ খৃঃঅব্দে অকা সর্দ্দার টাগীরাজকে ইংরেজ গৌহাটীতে নজরবন্দী করেন। এই বন্দি অবস্থাতেই জনৈক হিন্দু বৈষ্ণবের সহিত আলাপ পরিচয়ে মোহিত হইয়া অকারাজ বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে টাগীরাজ আর কোনওরূপ অত্যাচার করিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া মুক্তি পান। কিন্তু মুক্ত হওয়ার পরই যে সকল লোক তাঁহাকে ষড়যন্ত্র করিয়া ধরাইয়া দিয়াছিল তাহাদিগকে বধ করেন। নিকটস্থ ইংরেজ চৌকী আক্রমণ করিয়া লুট করেন এবং কর্ম্মচারীদিগকে হতাহত করেন।

আবার ইংরেজ অভিযান হইল, টাগীও জঙ্গলে পলাইলেন। অনেক দিন পরে টাগীরাজ এবার আপনা হইতেই ধরা দিলেন। সন্ধি হইল—ইংরেজরা টাগীরাজকে বার্ষিক ৩৬০ টাকা পেন্‌সন দিয়া মুক্তি দিলেন এবং আর কখনও কোনও কারণে আসাম অঞ্চলের কুত্রাপি অত্যাচার করিবেন না এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করাইয়া লইলেন। অকারাজ দেশে ফিরিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে মন দিলেন।

ইহার পর আরও একবার অকাদের সহিত ইংরাজের বিবাদ বাধিয়া ছিল। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় বৃহৎ প্রদর্শনী হয়। ইহাতে নানা জাতীয় মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া দেখান হইয়াছিল। আসাম গভর্ণমেণ্ট অকাদের একজনকে কলিকাতায় পাঠান, ইহাতেই সমস্ত অকারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিয়া বসে যে, কি মূর্ত্তি গঠনের জন্য জীবিত মনুষ্যকে কলিকাতায় পাঠান হইবে, ইহা বড়ই অপমানসূচক কথা। যেমন অপমানবোধ অমনি তীর ধনুক লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা কিন্তু সে বিদ্রোহ সামান্য অভিযানেই দমিত হয়।

এখনও আসামের দরংয়ের উত্তরে অকা পর্ব্বতে অকাবংশীয়েরা বসবাস করে, তবে যতদূর জানা গিয়াছে অকা বসতি ২।৩ শত ঘরের বেশী আর নাই। ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে কালে এ জাতি সম্পূর্ণই লোপ পাইবে কি না অন্তর্য্যামীই জানেন।

জ্ঞাতব্য বিষয়

উন্নত লাঙ্গল

বাঙ্গালা সরকারের কৃষি-যন্ত্র বিশারদ মিঃ হিউ পিটারসন মহাশয় নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যে সমস্ত লাঙ্গল ব্যবহৃত হইতেছে তাহার কোনটাই বিশেষ উন্নত নহে, কারণ লাঙ্গল এইরূপ ধরণের হওয়া উচিত যাহাতে মাটি গভীর করিয়া খোড়া যায় এবং সহজেই মাটি উল্টাইয়া যায়।

আমাদের যে সমস্ত লাঙ্গল ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার ফলা ছোট এবং মাটি উল্টাইবার কোনও বন্দোবস্ত নাই। সুতরাং আমাদের চাষীদের একবারের স্থানে ৩।৪ বার করিয়া লাঙ্গল দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহাতে অনর্থক সময় ও পরিশ্রম নষ্ট হয়। আমাদের দেশে অনেক রকম বিলাতী লাঙ্গলও আমদানী হইয়াছে কিন্তু তাহার অধিকাংশই অত্যন্ত ভারী এবং কলকব্জা এত জটীল যে তাহা আমাদের দেশের চাষীরা ঠিক করিয়া ব্যবহার করিতে পারে না। কলকব্জার মধ্যে যদি কোনটী খারাপ হইয়া যায় তাহা হইলে গ্রাম্য লৌহকাররা তাহা সারাইয়া দিতে পারে না, সুতরাং লাঙ্গল অচল হইয়া পড়িয়া থাকে।

এই সমস্ত কারণে তিনি যে নূতন প্রকার লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা দেশবাসীকে পরীক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ইহাতে কোনও প্রকার কলকব্জার জটীলতা নাই। যে কেহ ইহা অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহার ফাল নষ্ট হইয়া গেলে যে কোন লৌহকার পুনরায় প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, কারণ ইহা বাংলাদেশের সাধারণ লৌহকার দ্বারাই তাঁহার উপদেশ অনুসারে প্রস্তুত। ইহা দ্বারা চাষ করিলে জমিতে একবারের বেশী লাঙ্গল দেওয়া প্রয়োজন হয় না, ইহাতে চাষীদের অনেক শ্রম, সময় ও অর্থ বাচিয়া যাইবে। বিভিন্ন দেশের জমির উপযোগী করিয়া তিনি কয়েকটী বিভিন্ন প্রকারের লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন। যে স্থানে যেরূপ মাটি তাহার উপযোগী লাঙ্গলই তিনি দিতে পারিবেন। এই লাঙ্গলের বিষয় যদি কাহারও কিছু জানিবার থাকে তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র দিয়া সমস্ত তথ্য অবগত হইলে পারেন।

ডিরেক্টর অব এগ্রিক্যালচার, ঢাকা।

কুমারের চাক

মৃৎ-শিল্পের চলন বাংলাদেশে খুব বেশী। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ইহার চর্চ্চা হয়, কিন্তু উপযুক্ত চাকার অভাবে ইহার তেমন উন্নতি হইতেছিল না।

প্রায় দুই বৎসর নানারূপ পরীক্ষার পরে সরকারী শিল্প বিভাগ (ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা) একটি সহজ হস্তচালিত চাকা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে কুমারদের উপকার হইবে। এখন যে সব জিনিষ তৈয়ার হয় তাহা অপেক্ষা আরও ভাল জিনিষ আরও কম সময়ে ইহার দ্বারা তৈয়ারী হইতে পারিবে। ইহার ফলে, দেশের ৩০০,০০০ কুমারের অবস্থার উন্নতি হইবে।

কলের চাকায় যত মাল তৈয়ারী হয় এই চাকা দ্বারাও ঠিক তত মাল তৈয়ারী হইতে পারিবে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, একটি সহজ ফ্রি-হুইলের ব্যবস্থা থাকায় ড্রাইভিং গিয়ারের অপেক্ষা না রাখিয়াই চাকাটী কাজ করিতে পারে।

চালাইবার হাতল দুই চারিবার ঘুরাইয়া দিলেই চাকাটী ইচ্ছামত বেগে ঘুরিতে থাকিবে ও অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরিবে।

কুমারেরা এখন যে চাকা ব্যবহার করে তাহা পুরাতন ধরণের। তাহা দ্বারা ভাল কাজ হইতে পারে না। কিন্তু এই নূতন আবিষ্কৃত চাকার সাহায্যে তাহারা বড় এবং বেশী মজবুত জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারিবে। পুরাতন ধরণের চাকা তৈয়ারী করা খুব সহজ এবং তৈয়ারী করিতেও

খরচ কিছু কম লাগে। কিন্তু বড় জিনিষ গড়িবার জন্য যে সময় দরকার ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই পুরাতন ধরণের চাকার গতিবেগ থাকে না। প্রথমবার ঘুরাইয়া দিবার তিন চার মিনিটের মধ্যেই উহার বেগ কমিয়া যায় ও কুমারেরা প্রতিদিনের ব্যবহার্য্য খুব সাধারণ ও সাদাসিদা জিনিষ ছাড়া প্রায় আর কিছুই তৈয়ারী করিতে পারে না।

বেশী পাতলা ও সূক্ষ্ম ডৌলের জিনিষ তৈয়ারী করিতে হইলে চাকা শুধু আস্তে আস্তে ঘুরিলেই চলে না। চাকাটী একভাবে এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘোরা চাই। কাজেই নূতন চাকার চাহিদা বেশী হইবার সম্ভাবনা।

নূতন চাকায় কেমন কাজ হয় তাহা কলিকাতার কুমারটুলির ১নং বস্তিতে কালীভূষণ মল্লিকের দোকানে দেখা যাইতে পারে।

একটি পুরাতন অলৌকিক ঘটনা

অন্যূন চল্লিশ বৎসর অতীত হইল, যখন আমরা হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করি, তখন এই ঘটনাটী হয়। তৎকালে হুগলীর ছোট আদালতের জজ খ্যাতনামা ৺ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার কোর্টে এই মোকদ্দমা হয়; অতএব ঘটনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দিহানব্যক্তিগণ উক্ত আদালতের দস্তাবেজ দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। ঘটনাটি এই :—

হুগলী জেলার কোন গ্রামস্থ একটী ব্রাহ্মণ উক্ত সময়ে গ্রামান্তরে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে বেলা অধিক হওয়াতে কোন এক আত্মীয় ব্রাহ্মণের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণ যথোচিত সমাদরে আগন্তুককে গ্রহণ করিলেন এবং কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর উহাকে স্নানাদি করিতে অনুরোধ করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের বাটীতে একটী পালিত কুকুর ছিল। আগন্তুককে দেখিয়া অবধি সে মহানন্দে কখন তাহার পদতলে লুণ্ঠিত, কখন বা তাহার গাত্রলেহন করিতে উদ্যত হইল। ব্রাহ্মণ তৈল মাখিয়া পুষ্করিণীতে স্নানাদি সন্ধ্যাবন্দনা করিতে গেলেন, কুকুরটী সঙ্গে সঙ্গে মহানন্দে চলিতে লাগিল। তিনি স্নানাদি সমাপনান্তে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন, কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে আসিল। পরে মধ্যাহ্ন আহার করিলেন, কুকুরও সুকৃণী পরিলেহন করিতে করিতে তথায় বসিয়া রহিল। পরে আহারাদি করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া শয়ন করিলেন এবং বেলা পড়িলে উদ্দিষ্ট স্থানে যাইবার মনস্থ করিয়া নিদ্রার উদ্যোগ করিলেন, কুকুরটীও তাঁহার শিরোদেশে উপবেশন করিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ কিয়ৎক্ষণ নিদ্রা যাইয়া হঠাৎ চমকিত ভাবে উঠিয়া বসিয়া কুকুরটীর দিকে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন ও কি ভাবিতে লাগিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, ঐ কুকুরটী যেন তাঁহাকে কহিতেছে যে "পূর্ব্বজন্মে আমি তোমার পিতা ছিলাম, নিমন্ত্রণ হইলে পীড়ার ব্যাপদেশে ৺ ঠাকুরের ভোগের ও ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বেই আহার করিতাম, সেই জন্য আমার কুকুর যোনি হইয়াছে। আমি বড় কষ্ট পাইতেছি, অতএব আমাকে গয়া দাও।" এই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি চিত্ত অত্যন্ত বিচলিত হইল। সেদিন গ্রামান্তরে যাওয়া স্থগিত রাখিয়া সেইস্থানেই অবস্থিতি করিলেন এবং অষ্টপ্রহর ঐ এক চিন্তায় চঞ্চল হইয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সায়াহ্ন সময় পুনরায় পুষ্করিণীতে যাইয়া সায়ংকৃত্য সমাপন করিলেন। কুকুরটী একবারও সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই। পুনরায় যথাসময়ে আহারাদি করিয়া বহির্দ্দেশে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া শয়ন করিলেন, কুকুরও শিরোদেশে আসিয়া বসিল। কিঞ্চিৎ নিদ্রার পর তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, কুকুর পুনরায় বলিতেছে, "তুই আমার কথায় বিশ্বাস করিলি না, এই দণ্ডেই গয়া যাও পিণ্ডদান কর। যদি অর্থের অনাটন হয়, আমার বাটীতে অমুক ঘরে অমুক কোণে আমার টাকা

পোতা আছে, লইয়া এক্ষণে চলিয়া যাও।" তখন হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখিলেন, কুকুর সেই ভাবেই বসিয়া আছে। তখন তিনি আর সময় নষ্ট না করিয়া অতি প্রত্যুষে গৃহস্থের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই গয়া প্রস্থান করিলেন, এবং তথায় যথানিয়মে পিণ্ডদান করিয়া যথা সময়ে বাটী না যাইয়া ঐ গৃহস্থের বাটী উপস্থিত হইয়া কুকুরটীর কথা জিজ্ঞাসা করায় গৃহস্থ কহিল, "অমুক দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বিনা রোগে হঠাৎ কুকুরটী ঐ গাছতলায় ছটফট করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।" শুনিয়া ব্রাহ্মণ স্বপ্নবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিলেন এবং ঐ দিন ঐ সময় তিনি গয়ায় পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, তাহাও ঠিক মিলিয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণ নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হইলেন, এবং ঐ টাকায় ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদেশ (কর্ম্মস্থান) হইতে লোকপরম্পরায় উক্ত সংবাদ পাইয়া ভ্রাতার নিকট পৈতৃক ধনের অর্দ্ধেক দাবী করিল। জ্যেষ্ঠ কহিলেন যাহা পাইয়াছি, তাহাতে বাটী প্রস্তুত হইয়াছে, অবশিষ্ট কিছুই নাই।" ইহার পর তিনি কহিলেন "আইস, আমরা দুই ভাই ইহাতে বাস করি, অথবা বাটীর অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া লও।" কনিষ্ঠ লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিল যে, জ্যেষ্ঠ প্রভূতধন পাইয়াছে, সুতরাং সে সম্মত না হইয়া আদালতে নালিশ করিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বপ্নবৃত্তান্ত ও অর্থপ্রাপ্তি ও তাহা বিরূপে ব্যয়িত হইয়াছে, আদ্যোপান্ত আদালতে জানাইয়া তাঁহার গয়া যাওয়া ও যে গৃহস্থের বাটীতে কুকুর ছিল, উহাদের সাক্ষী দেওয়াইয়া মোকদ্দমায় জয়লাভ করিলেন, এবং ভ্রাতাকে বাটীর অর্দ্ধাংশ দিয়া বাস করিতে লাগিল।

শ্রীবিধিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অলৌকিক রহস্য।

বর্ত্তমান সময়ে কোন স্থলে ভৌতিক ব্যাপার ঘটিয়াছে, যদি কেহ এরূপ সংবাদ জানেন, দয়া করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন।

সম্পাদক—

মেঘ ও বৃষ্টি বিচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব (মেডিকো বোটানিষ্ট) লিখিত।]

শ্রবণেমঘানুরাধাভরণীমূলেষু দশচতুর্যুক্তাঃ।
ফল্গুণ্যাং পঞ্চকৃতিঃ পুনর্ব্বসৌ বিংশতির্দ্রোণাঃ ॥ ৭
ঐন্দ্রাগ্ন্যাখ্যে বৈশ্বেচ বিংশতি সার্পভে দশত্র্যধিকাঃ।
আহির্ব্বুধ্ন্যায় প্রাজাপত্যেষু পঞ্চকৃতিঃ ॥ ৮
পঞ্চদশাজৈ পুষ্যেচ কীর্ত্তিতা বাজিভেদশদ্বৌচ।
রৌদ্রেঽষ্টাদশ কথিতাদ্রোণানিরূপদ্রবেষ্বেষু ॥ ৯
রবিরবিসুতকেতুপীড়িতেভেক্ষিতিতনয়ত্রিবিধাদ্ভুতাহতেচ।
ভবতিহিনশিবং নচাপিবৃষ্টিঃ শুভসহিতে নিরুপদ্রবে
জিবঞ্চে ॥ ১০

ইতি প্রবর্ষণং বৃঃ সংহিতাঃ।

"জীবলোকের প্রাণস্বরূপ অন্ন বর্ষাকালায়ত্ত; সুতরাং বর্ষার বিষয় অতিযত্নের সহিত অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ, বাৎস্যাদি ঋষিগণ যে সমস্ত বর্ষালক্ষণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সঙ্কলন করিয়া, উপরোক্ত শ্লোকগুলি লিখিত হইয়াছে। যে দৈবজ্ঞ দিবারাত্র অবহিতচিত্তে গর্ভলক্ষণ সকল আলোচনা করিয়া বর্ষানিরূপণ করেন, তাঁহার বাক্য অম্বুনির্দ্দেশে কখনও নিষ্ফল হয় না; অপিচ, ক্ষণবিধ্বংসী পাপপ্রবণ কলিকালেও, তিনি পূর্ব্বতন মুনিগণের ন্যায় ত্রিকালদর্শী।

অতএব এই বর্ষাগণনা-শাস্ত্র অপেক্ষা আর কোন শাস্ত্র অধিকতর শ্রেষ্ঠ? কোন কোন পণ্ডিতের মতে, চান্দ্রকার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষ অতীত হইলে গর্ভ আরব্ধ হয়; কিন্তু গর্গাদি বহুতর ঋষিগণের মতে, চান্দ্র-অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষ-প্রতিপদ হইতে যখন চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়াদি নক্ষত্রে গমন করে, তৎকালীন গর্ভ প্রশস্ত ও গণনীয়। চন্দ্রের যে নক্ষত্র-ভোগকালে গর্ভ হয়, ত্রয়োদশ পক্ষান্তে বা ১৯৫ দিবস পরে পুনরায় যখন চন্দ্র সেই নক্ষত্রে আগমন করে, তৎকালে চন্দ্রবশে বর্ষণ হয়। শুক্লপক্ষভবগর্ভ কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ-ভব গর্ভ শুক্লপক্ষে, দিবাভবগর্ভ রাত্রে, রাত্রিভবগর্ভ দিবায়, এবং প্রাতর্ভবগর্ভ সন্ধ্যায়, ও সন্ধ্যাভবগর্ভ প্রাতে বর্ষণ হইয়া থাকে। যেদিকে গর্ভ হয়, এবং তৎকালে বায়ু যে দিক হইতে প্রবাহিত হয়, কালপূর্ণ হইলে অর্থাৎ প্রসবকালে তাহার বিপরীতদিকে বর্ষণ হয়। তদ্ভিন্ন, বায়ুও তৎকালে বিপরীত দিক হইতে প্রবাহিত হয়; অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে গর্ভ হইলে পশ্চিম দিকে বর্ষণ হয়; গর্ভকালে বায়ু পূর্ব্বদিকে প্রবাহমান থাকিলে, বর্ষাকালে পশ্চিম হইতে প্রবাহিত হয়। অন্যান্য দিক সম্বন্ধেও এইরূপ বিপরীত বর্ষণ হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষজাতগর্ভ জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণপক্ষে, এবং কৃষ্ণপক্ষ জাতগর্ভ আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে; পৌষের শুক্লপক্ষজাত গর্ভ আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে এবং কৃষ্ণপক্ষ জাতগর্ভ শ্রাবণ শুক্লপক্ষে বর্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ উত্তরোত্তর মাসগত পাক্ষিক গর্ভসমূহ যথাকালে বিপরীত পক্ষক্রমে অভিবর্ষণ করে। কিন্তু অগ্রহায়ণ মাস ও পৌষের শুক্লপক্ষ জাতগর্ভে উত্তমরূপ বর্ষণ হয় না। যদি গর্ভকালে আকাশ বিমল রহে এবং উত্তর, ঈশান ও পূর্ব্বদিক হইতে মৃদুমন্দভাবে মনোহর সজলবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, বা চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল সকল স্নিগ্ধশ্বেত ও বিশাল হয়, বা মেঘ সকল যদি অতি স্থূল, বিস্তৃত স্নিগ্ধ, ঘনসূচী, ক্ষুরের আকারবিশিষ্ট বা লোহিত বর্ণ হয়, বা আকাশ, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি বিমল হইলেও কাকাণ্ড ও বিচিত্র বর্ণ যুক্ত হয়; যদি ইন্দ্রধনু, মৃদুবজ্রগর্জ্জন, তড়িৎ ও প্রতিসূর্য্য প্রভৃতি লক্ষিত হয়; যদি উভয় সন্ধ্যা পরম মনোরম এবং শান্তমৃগপক্ষিকুল শান্তাদিক হইতে মনোহর রব করিতে থাকে; যদি প্রদক্ষিণ-গামী গ্রহগণ বিপুলাকার, নিরুপসর্গ ও স্নিগ্ধকিরণবিশিষ্ট হয়; এবং চরাচর জীবজগৎ সর্ব্বদা প্রমুদিত থাকে ও বৃক্ষ-লতাদি সুপুষ্ট ও পল্লবসমূহ অভক্ষিত ও অমলিন বা অঙ্কুরসমূহ জলসেচন ব্যতীতও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তৎকালজাত গর্ভের প্রভূত পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে; এবং যথা সময়ে প্রচুর বারিও বর্ষিত হয়।" গর্ভপুষ্টিকর উপরোক্ত সাধারণ লক্ষণগুলি ব্যতীত প্রত্যেক ঋতুজাত আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে; যথা :—যদি অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসের সন্ধ্যাদ্বয় লোহিতরাগরঞ্জিত ও মধ্যে মধ্যে আকাশ বিশাল মেঘমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়, এবং অগ্রহায়ণমাসে অত্যন্ত শীত ও পৌষমাসে অতিশয় তুষার পাত হয়; যদি মাঘমাসে ঘোরতর শীত ও প্রবলবায়ু প্রবাহিত হয়, চন্দ্রসূর্য্যের দীপ্তি তুষারপাতে অত্যন্ত মলিন ও অস্পষ্ট বোধ হয় এবং সূর্য্যের উদয়ও অস্তকালে আকাশ মেঘাবৃত থাকে; যদি ফাল্গুনমাসে সূর্য্য কপিল বা তাম্রবর্ণ, মেঘ সকল স্নিগ্ধ ও অসম্পূর্ণ মণ্ডলযুক্ত ও প্রচণ্ড রূক্ষ পবন প্রবাহিত হয়; যদি চৈত্রমাসে চন্দ্র-সূর্য্য পরিবেশযুক্ত এবং মেঘ, বৃষ্টি ও বাতজ ত্রিনিমিত্তক গর্ভ পরিলক্ষিত হয়; এবং বৈশাখমাসে মেঘ, বায়ু, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত জনিত পঞ্চনিমিত্তক গর্ভ হয়, তাহা হইলে ঋতুস্বভাবজনিত তত্তৎকালীন গর্ভ অতীব প্রশস্ত। যদি গর্ভকালে মেঘসকল মুক্তা, রৌপ্য, তমাল, নীলোৎপল বা নীলাঞ্জন সদৃশ আভাবিশিষ্ট বা জলচরপ্রাণীর আকার-বিশিষ্ট হয়, বা নির্ব্বাত আকাশে মেঘ সকল যদি তীব্রতর সূর্য্যকিরণে প্রতপ্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে প্রসবকালে সে সমস্ত গর্ভ প্রভূত বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু উপরোক্ত যেসমস্ত লক্ষণ দ্বারা গর্ভের বিবৃদ্ধি হইয়া থাকে, কখন কখন উল্কা, অশনিপাত, দিগ্দাহ, ভূমিকম্প, গন্ধর্ব্ব-নগর, কীলক, কেতু, গ্রহযুদ্ধ, নির্ঘাত, ধূলি ও রুধিরাদি বৃষ্টি, মৃগপক্ষীবৈকৃত, পরিঘ, ইন্দ্রধনু, গ্রহণ প্রভৃতি ত্রিবিধ উৎপাত দ্বারা পীড়িত হইলে গর্ভ সকলের উপঘাত হইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রসবকালে বর্ষণ হয় না, বা সময়াতিক্রান্তে সামান্য বারিবর্ষণ হয়। অধিকন্তু, ঋতুস্বভাবজনিত লক্ষণের বৈপরীত্য ঘটিলেও গর্ভের হানি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সকল ঋতুতেই ভাদ্রপদদ্বয়, আষাঢ়া-দ্বয় ও রোহিণী নক্ষত্রজাত গর্ভসকল প্রভূত পরিমাণ বারিবর্ষণ করিয়া

থাকে। শতভিষা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, স্বাতী ও মঘা নক্ষত্রজাত শুভলক্ষণযুক্ত গর্ভসকল বহুদিবস ধরিয়া বারিবর্ষণ করে; কিন্তু অশুভ নিমিত্ত দ্বারা পীড়িত হইলে বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে। অনুকূল গ্রহ-তারা ও চন্দ্রের যোগে যদি উক্ত পঞ্চনক্ষত্রে অগ্রহায়ণোত্তর ছয়মাসে গর্ভ হয়, তাহা হইলে প্রসবকালে যথাক্রমে ৮।৬।১৬,২৪।২৩ দিবস ধরিয়া অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। গর্ভকালে চন্দ্র ও সূর্য্য শুভগ্রহ কর্ত্তৃক সংযুক্ত বা বীক্ষিত হইলে প্রভূত বারিবর্ষণ হইয়া থাকে; অন্যথা করকা, অশনি, মৎস্য, ভেক, সরীসৃপাদি বর্ষণ হয়। গর্ভকালে যদি অতিরিক্ত বারিপাত হয় বা এক দ্রোণের অষ্টমাংশের অধিক বর্ষণ হয়, তবে সে গর্ভ স্রাব হইয়া যায় অর্থাৎ প্রসবকালে বর্ষণ করে না। পরিপুষ্টগর্ভ প্রসবকালে যদি গ্রহোপঘাতাদি উৎপাত জন্য বর্ষিত না হয়, তবে পুনরায় ত্রয়োদশ পক্ষান্তে চন্দ্রবশে সেই নক্ষত্রে করকামিশ্র জলদান করে। (এই শ্লোক দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অনিমিত্তবশতঃ যে সকল গর্ভে বর্ষাকালে বৃষ্টি হয় না, সে সকল পরবর্ত্তী শীতের মধ্য বা শেষভাগে করকাযুক্ত বর্ষণ করে)। পয়স্বিনী গাভীর দুগ্ধ বহুদিবস দোহন না করিলে যেরূপ কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়, কালাতীত গর্ভও তদ্রূপ দ্বিতীয় বর্ষাকালে কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। পঞ্চনিমিত্তক গর্ভে শতযোজন, চতুর্নিমিত্তকগর্ভে পঞ্চশত যোজন, ত্রিনিমিত্তক গর্ভে পঞ্চবিংশ যোজন, দ্বিনিমিত্তক গর্ভে ১২৷৷০ যোজন এবং একনিমিত্তকগর্ভে ৬৷০ যোজন পরিমিত ভূভাগে বর্ষণ হইয়া থাকে। পঞ্চনিমিত্তকগর্ভে ১ দ্রোণ, পবন-নিমিত্তকগর্ভে তিনি আঢ়ক, বিদ্যুন্নিমিত্তক গর্ভে ছয় আঢ়ক, মেঘজগর্ভে নয় আঢ়ক, এবং মেঘগর্জ্জননিমিত্তকগর্ভে দ্বাদশ আঢ়ক পরিমিত জল প্রসবকালে বর্ষিত হইয়া থাকে। গর্ভকালে যদি পঞ্চনিমিত্তকগর্ভে প্রচুর বর্ষণ হয়, তাহা হইলে প্রসবকালে কণামাত্রও বারি বর্ষে না।"

ধারণা—"চান্দ্র জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টম্যাদি চারিদিবসকাল যদি শুভদিক (অর্থাৎ ঈশানাদি) হইতে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হয় ও স্নিগ্ধ ঘন মৃদুগতি মেঘ সকল আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করে, তবে তাহা ধারণা বলিয়া কথিত হয়। যদি উল্লিখিত অষ্টমী তিথি হইতে স্বাত্যাদিক্রমে চারি নক্ষত্রে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে শ্রাবণাদিক্রমে চারিমাসে উত্তম বর্ষা হইবে। যদি ঐ কয়দিবস আকাশে জলকণাবর্ষী সবিদ্যুৎ মেঘ দেখা যায়, এবং ধূলিকণাযুক্ত বায়ু প্রবাহিত, বজ্রাঘাত ও চন্দ্রসূর্য্যের দীপ্তি পরিচ্ছন্ন হয়; যদি শুভদিক হইতে রক্তদণ্ডতুল্য তড়িৎ দৃষ্ট হয়, বালক সকল পরস্পর ধূলি ও জল ক্রীড়া করে, শুভ মৃগপক্ষিকুল সুস্বরে রব এবং ধূলি ও জলে স্নানক্রীড়া করিতে থাকে; যদি বিপুল স্নিগ্ধ মেঘরাশি প্রদক্ষিণগতিতে ভ্রমণ ও বর্ষণ করে এবং চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল স্নিগ্ধ ও বিমল হয়, তাহা হইলে তৎকালীন 'ধারণা' অতীব প্রশস্তা, প্রচুর বৃষ্টি ও সর্ব্বশস্যার্থ-সাধিকা।"

প্রবর্ষণ—"জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা অতীত হইলে, যদি পূর্ব্বাষাঢ়াদি নক্ষত্রে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে তৎকালে পৃথিবীতে নিপতিত (অতএব পরিমাণ-পাত্রে সঞ্চিত) বা তৃণাগ্রে সঞ্চিত বৃষ্টির পরিমাণ দেখিয়া, দৈবজ্ঞ ভবিষ্যৎ বর্ষার শুভাশুভ ও বৃষ্টির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিবেন। ঐকালে যে যে নক্ষত্রে বৃষ্টি হইবে, বর্ষাকালে সেই সেই নক্ষত্রেই বৃষ্টি হইবে; এবং যদি পূর্ব্বাষাঢ়াদি নক্ষত্রে বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে বর্ষায় অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টি হইবে। যদি গর্ভ ও জ্যৈষ্ঠমাসের বর্ষণকালে এবং বর্ষাকালে চন্দ্র শুভ ও নিরুপদ্রব এবং নক্ষত্র সকল শুভগ্রহ কর্ত্তৃক বীক্ষিত হয়, তাহা হইলে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি শনি, কেতু ও মঙ্গল কর্ত্তৃক বীক্ষিত এবং দৈব, আন্তরীক্ষ্য ও ভৌমাদি ত্রিবিধ উৎপাত-পীড়িত হয়, তাহা হইলে উত্তম বর্ষণ হয় না।"

টীকা—পূর্ব্বতন দৈবজ্ঞগণের মতে, অগ্রহায়ণমাসই গর্ভগণনাপক্ষে প্রশস্তকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু কার্ত্তিক মাস হইতে গণনা করায় কোন ক্ষতি নাই। কারণ কার্ত্তিক মাসের গর্ভেও বর্ষণ হইয়া থাকে; তবে সেরূপ বৃষ্টি অল্প। বৃষ্টিমাত্রই গর্ভপরিপুষ্টির একটি প্রধান কারণ। কার্ত্তিক-মাসে চন্দ্রের নক্ষত্রভোগকালে বৃষ্টিনিমিত্তক যে সকল গর্ভ হয়, বৈশাখমাসে সেই সেই নক্ষত্রে নিশ্চয়ই প্রচুর বা সমান বর্ষণ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ভূয়োদর্শনবলে অধুনাতন জলবিদগণ কার্ত্তিকমাস হইতেই গর্ভগণনা করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন।

"গর্ভদিবস হইতে ১৯৫ দিবস বা ত্রয়োদশ পক্ষান্তে, সেই নক্ষত্রে বর্ষণ হইবে"; সিদ্ধান্ত-গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ থাকিলেও, সাধারণতঃ ১৯২ বা ১৯৩ দিবসে অভীষ্ট নক্ষত্র পাওয়া যায়; এবং কখন কখন সিত-কৃষ্ণাদি পক্ষসম্বন্ধে ২।৪ দিবসের বিভিন্নতাও দেখা যায়। সুতরাং, এ অবস্থায় ১৯২ বা ১৯৩ দিবসে যে নক্ষত্র পাওয়া যায়, তাহাকেই অভীষ্ট নক্ষত্র স্থির করা উচিত। কিন্তু কদাচ ১৯৫ দিবসের পরের অভীষ্ট নক্ষত্র গ্রহণ করা উচিত নহে; কারণ, তাহাতে গণনার বিশেষ ভ্রান্তি ও বিপর্য্যয় ঘটে।

কার্ত্তিক অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত—এই কএক মাসে প্রভূত বাষ্প ও মেঘরাশি সঞ্চিত হইয়া গর্ভ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে সাধারণতঃ কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের গর্ভে মন্দ মন্দ বৃষ্টি হয়; এবং কার্ত্তিকমাসে বৃষ্টিগর্ভ ব্যতীত অন্য কোন গর্ভে প্রায় বর্ষণ হয় না। কিন্তু এ মাসেও গর্ভকালে প্রচুর বর্ষণ হইলে, গর্ভ বিফল হইয়া থাকে। সুতরাং মন্দ মন্দ বা মধ্যমরূপ বর্ষণ হইলে, গর্ভের পুষ্টিসাধন হইয়া, যথাকালে প্রচুর বর্ষণ হয়। অবশিষ্ট কএক মাসের মধ্যে পৌষ মাঘ ও ফাল্গুন মাসের বহুসংখ্যক গর্ভে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। চৈত্রমাসে গর্ভসংখ্যা মধ্যমরূপ। অধুনাতন কালে, কেহ কেহ বৈশাখমাসেও গর্ভগণনার উপদেশ দিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। অগ্রহায়ণ মাস ও মাঘমাসের মধ্যভাগে বিশেষ সুকা (Cirrus) গর্ভ হয়; কিন্তু শীতসহযোগে এগুলি পুষ্ট না হইলে মন্দফলা হয়। পৌষাদি চৈত্র পর্য্যন্ত কএক মাসের মধ্যে মেঘজনিত গর্ভই অধিকতর প্রশস্ত। পৌষমাসের সংক্রান্তি বরাবর কখন কখন বৃষ্টি দেখা যায়; কিন্তু তাহাও ৫।৭ বৎসর অন্তর। ঝটিকাবর্ত্তযুক্ত গর্ভ সকল ফাল্গুনের শেষ ও চৈত্রমাসেই অধিক দেখা যায়। কখন কখন পৌষ ও মাঘ মাসে, উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন বা ৬।৭ দিন ধরিয়া নির্ম্মল আকাশে প্রবলগতি প্রখর শীতবায়ু প্রবাহিত হইয়া, বাতগর্ভ সকল নিষ্পন্ন হয়; এবং এইরূপ গর্ভের পর প্রায়ই দেখা যায় যে, আকাশ প্রভূত পরিমাণ মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে। সমগ্র শীতকাল ব্যাপিয়া বাষ্পগর্ভ ও হইয়া থাকে। এগুলি পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা হইতে মধ্যাহ্ণ পর্য্যন্ত শিলা তূলারাশির মত গগনমণ্ডলের ইতস্ততঃ প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ অষ্টমী হইতে অমাবাস্যা বা পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গর্ভসংখ্যা অধিক; এবং যে পক্ষে গর্ভসংখ্যা অধিক হইবে, তৎপরপক্ষে সেই পরিমাণ অল্পসংখ্যক গর্ভ হইবে বা একেবারে হইতেও না পারে। প্রতিপদের গর্ভ বড়ই প্রশস্ত। সকল নক্ষত্রে গর্ভ হইলেও, রোহিণী অবধি আর্দ্রা, পূর্ব্বফাল্গুনী অবধি স্বাতী, মূলা অবধি উত্তরাষাঢ়া ও শতভিষা এবং ভাদ্রপদদ্বয়, বিশেষ এই চারিটী কাল্পনিক নাক্ষত্রিকগণে প্রচুর ও নিরবিচ্ছিন্ন গর্ভ দৃষ্টিগোচর হয়। শীতকালে এক নক্ষত্রে গর্ভ হইলে, প্রায় মাসে মাসে সেই নক্ষত্রেই গর্ভ হইয়া থাকে; কখন বা একমাস না হইয়া পরমাসে গর্ভ হয়। কিন্তু এ নিয়মটী আর্দ্রা, স্বাতী, পূর্ব্বফল্গুনী, মূলা ও শতভিষা প্রভৃতি নক্ষত্রসম্বন্ধে অধিক খাটে; এবং কখন কখন অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও প্রতিপদ তিথিতেও এই নিয়ম লক্ষিত হয়।

পূর্ব্বতন সংগ্রহকারগণের মতে, গর্ভের বিপরীত সময়ে বর্ষণ হয়; কিন্তু অনেক সময় ইহার বিপর্য্যয়ও লক্ষিত হয়। কারণ, দেখা যায় যে, সন্ধ্যাদ্বয়ে গর্ভ হইলেই বিপরীত সময়ে বর্ষণ হয়; অন্যথা, অন্যান্য গর্ভে গর্ভকালের বিপরীত সময়ে বর্ষণ না হইয়া, ৩।৪ ঘণ্টা হইতে ৭।৮ ঘণ্টার মধ্যে বর্ষণ হইয়া থাকে। আবার কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ জাত গর্ভ সকল যে সময়েই উৎপন্ন হউক না কেন, প্রায় সন্ধ্যাকালেই বর্ষিত হইয়া থাকে; এবং কখন কখন দারুণ গ্রীষ্মাতিশয্য-বশতঃ, ঐ সকল গর্ভে বর্ষণ না হইয়া, আকাশে রং উঠিয়া কাটিয়া যায় বা শৈত্যবশতঃ 'কসে' আকাশ ঢাকিয়া যায়। এই নিমিত্তই বোধ হয় পূর্ব্বতন ঋষিরা কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ জাত গর্ভ সকল মন্দফলা বলিয়া গিয়াছেন।

১। উপর্য্যুপরি স্নিগ্ধ ও বিশালকায় মেঘ সকল ৪।৫ ঘণ্টাকাল প্রবাহিত হইলে গর্ভ হয়; এবং তাহার বর্ষণফলও প্রচুর। সাধারণতঃ এইরূপ মেঘ পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়; এবং ইহার বর্ষণকাল মধ্যাহ্ণ হইতে অপরাহ্ণ ৪টার মধ্যে। কখন কখন উক্তরূপ মেঘ ক্রমাগত ২।৩ দিবস ধরিয়া প্রবাহিত হয়; তদবস্থায় প্রত্যহই সময় সময় বর্ষণ হইয়া থাকে। কখন বা ৩।৪ দিন ধরিয়া এক নির্দ্দিষ্টসময়ে গর্ভ হয়; এরূপ অবস্থায় বর্ষণকালে যে বৎসর অধিক বৃষ্টির আশা করা যায়, সে বৎসর কয় দিবসই বৃষ্টি হইতে পারে। আবার কখন বা পর্য্যায়ক্রমে একদিবস অন্তর জলীয়নক্ষত্রগুলিতে বর্ষণ হইয়া থাকে; কখন বা প্রথমভাগে একদিবস বৃষ্টি হয় ও অবশিষ্ট কয়দিবস শুষ্ক

যায়। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন—এই তিনমাসে এইপ্রকার গর্ভ প্রায়ই দেখা যায়। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে এইরূপ গর্ভসংখ্যা অল্প এবং বর্ষণফলও মন্দ।

(২) যাবতীয় মেঘজনিত গর্ভমধ্যে "রঙ্গের" গর্ভ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত; এবং ইহার বর্ষণফলও স্থিরনিশ্চয়। মেঘ সকল যাইতে যাইতে কোনস্থলে প্রভূতপরিমাণে সঞ্চিত হইয়া "রং" (Nimbus) আকার ধারণ করে; কখনও বা তাহাতে সামান্য বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত হইয়া, গর্ভের প্রভূত, পুষ্টিসাধন করে। এরূপ গর্ভ প্রায়ই ফাল্গুনের শেষভাগে ও চৈত্রমাসে দেখা যায়। ইহাই চতুঃ বা পঞ্চ নিমিত্তক গর্ভ। পৌষ ও মাঘ মাসে বৃষ্টি আদি ব্যতিরেকেও "রং" এর গর্ভ দেখা যায়; এবং তাহাতে উত্তম বর্ষণও হইয়া থাকে। যদি কোনও দিবস ৩।৪ বার বা ক্রমাগত ২।৩ তিন দিন ধরিয়া, ঐরূপ গর্ভ হয়, তাহা হইলে বর্ষায় সেই দিবস বা উপর্য্যুপরি কয়দিবস মাঝে মাঝে বা থাকিয়া থাকিয়া বৃষ্টি হইবে; ইহা স্থির। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে "রং" এর গর্ভ প্রায় দেখা যায় না; এবং কার্ত্তিকমাসে "রং" উঠিলে, তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হয়।

(৩) কখন কখন টুক্‌রা টুক্‌রা 'আড়ং' ও 'লোর' দ্বারাও গর্ভ হয়। ফাল্গুনের শেষ ও চৈত্রমাসের শীতল রাত্রিভাগে মাঝে মাঝে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া লোর চলিয়া গর্ভ নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ অল্পক্ষণস্থায়ী হইলে প্রশস্ত নহে; এবং এ প্রকার গর্ভে জলীয়নক্ষত্রানুযায়ী প্রাতেই বর্ষণ হইয়া থাকে। শুষ্কনক্ষত্রে বা অন্য কোন মাসে এরূপ গর্ভে কদাচ বৃষ্টি দেখা যায়।

(৪) দারুণ উত্তাপে মেঘ সকল জমিয়া "কসের" আকার ধারণ করে। চৈত্রমাসেই এইরূপ প্রশস্ত গর্ভ দেখা যায়। ইহার বর্ষণকাল অপরাহ্ণ হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত। অন্যান্য মাসে এরূপ গর্ভে বর্ষণ হইলেও, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে মোটেই বর্ষণ হয় না।

(৫) সকল মাসেই কোদালে-মেঘের গর্ভ দেখা যায়, কিন্তু ইহা ৭।৮ ঘণ্টাকাল স্থায়ী না হইলে কোন ফল হয় না; এবং কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের এরূপ গর্ভে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না। কোদালে-মেঘ চলিলেই একটু উষ্ণতা অনুভব হয়; এজন্য ফাল্গুন-চৈত্রমাসে কখন কখন তিন চারি দিবস ধরিয়া ক্রমাগত কোদালে-মেঘ প্রবাহিত হইয়া গর্ভ নিষ্পন্ন হয়। এরূপস্থলে সাধারণ বৃষ্টির আশা করা যায়; এবং ইহার বর্ষণকাল মধ্যাহ্ন। কখন কখন কোদালে-মেঘের উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া, বিচিত্রবর্ণ উৎপন্ন হয়; কোদালে-মেঘের এই প্রকার গর্ভ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

(৬) এ দেশের কৃষকেরা পর্য্যন্ত পৌষমাসের কুয়াসায় যে বৃষ্টি হয় তাহা অবগত আছে। কুয়াসা-গর্ভ প্রশস্ত হইলেও সকল সময়েও বর্ষণ হয় না। পৌষ ও মাঘ মাসের কুয়াসায় অধিক এবং ফাল্গুন ও চৈত্রমাসের কুয়াসায় মধ্যম বর্ষণ হয়; কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসের কুয়াসায় নিষ্ফলা। যে সকল কুয়াসা পরিমাণে অধিক ও অধিকক্ষণস্থায়ী এবং সূর্য্যের উত্তাপে ঊর্দ্ধে উদ্গত হইয়া তরলিত তুলারাশির মত বা ছোট বড় নানাপ্রকার মেঘের আকার ধারণ করে, সেই সমস্ত কুয়াসায় বর্ষণ হয়। ইহার বর্ষণকাল অপরাহ্ণ এবং এই প্রকার কুয়াসা-গর্ভ কদাচ নিষ্ফল হইতে দেখা যায়। যে সকল কুয়াসা, পরিমাণে অধিক হইলেও আম্রাদির মুকুল নষ্ট করে এবং উক্তরূপ লক্ষণবিশিষ্ট না হয়, তাহা প্রায়ই নিষ্ফলা হইয়া থাকে। কখন কখন উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন ধরিয়া এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে কুয়াসা-গর্ভ হয়; এরূপ স্থলে কখন কখন একদিবস অন্তর, কখন বা কোন জলীয়-নক্ষত্রে বর্ষণ হইয়া থাকে। অল্পক্ষণস্থায়ী কুয়াসায় কোনপ্রকার গর্ভ হয় না। কুয়াসার সময় দক্ষিণ বা নৈর্ঋত বায়ু প্রবাহিত হইলে গর্ভোপঘাত হয়; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে শীত ও উত্তর দিকের বায়ু প্রবাহিত হইলে গর্ভের বিশেষ পুষ্টি হয়। কুয়াসায় মেঘ না জন্মিলেও; শীত ও উত্তরে বায়ু প্রবাহিত হইলে গর্ভ হয়; কিন্তু তাহার বর্ষণ সূক্ষ্ম। অন্য স্থূলবর্ষণ হয়।

(৭) যে সকল শুকা শ্বেতবর্ণ, বা বিদ্রুমাকৃতি বা লম্বা, যাহা দেখিতে তুলাখণ্ড বা ফুলকপির আকারবিশিষ্ট, যাহা পরিমাণে অধিক, বা যাহার গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখ, গাঢ়তর শীতসংযোগ হইলে, সেই সকল শুকা-গর্ভ অতীব প্রশস্ত; এবং তাহাতে প্রচুর বর্ষণ হয়। সাধারণতঃ, শুকার স্থিতি এক দিবস হইতে ৫।৬ দিবস পর্য্যন্ত হয়। শুকা কদাচ অল্পক্ষণস্থায়ী দেখা যায় এবং সেরূপ হইলে গর্ভও হয় না। সকল মাসে শুকা দেখা

যাইলেও, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের শুকায় কোনরূপ বর্ষণ হয় না। শীতকালে অধিক পরিমাণে শুকা দেখা যাইলে, তৎপরবর্ত্তী বৎসরের বর্ষায় ভালরূপ বৃষ্টি হয় না। শুকা-গর্ভ বর্ষণকালের স্থিরতা নাই। ফুলকপি বা তুলার আকারের শুকায় স্থূলবর্ষণ হয়; অন্যথা অনবরত সূক্ষ্মবর্ষণ হয়। কখন কখন দেখা যায় যে, শুকা-গর্ভের শেষে আকাশ পরিষ্কার ও প্রবল উত্তরে-বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। এরূপ-স্থলে বর্ষাকালে দেখা যায় যে, যে কএকদিবস শুকা ছিল, সে কয়দিবস বৃষ্টি না হইয়া, যে মুহূর্ত্তে শীতলবায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। শুকা-গর্ভের বর্ষণকালে প্রচণ্ড বাতপ্রকোপ দেখা যায়। যদি শুকা পরিমাণে অধিক, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অতি দূরস্থ হয়, এবং সেই সময় বায়ু প্রবলরূপে বহিতে থাকে, তাহা হইলে বর্ষায় সেই সময় প্রবল ঝটিকা হইবে, এরূপ আশা করা যায়। বস্তুতঃ বর্ষার অধিকাংশ ঝড়যুক্ত বৃষ্টি শুকা হইতেই উৎপন্ন।

(৮) শুষ্ক বাতপ্রবাহ দ্বারাও গর্ভ হয়। গ্রীষ্মকালে যেরূপ দক্ষিণ ও নৈর্ঋত বায়ু প্রবাহিত হয়, শীতকালে তদ্রূপ উত্তর ও ঈশান কোণ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুনের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত উক্ত কয়েক দিকের বায়ু এবং অবশিষ্টকাল দক্ষিণ বা নৈর্ঋত কোণের বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহার মধ্যে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে প্রায়ই বায়ুকোণের বায়ু এবং পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুনে প্রায়ই উত্তরদিকের মিশ্রবায়ু বহে। শুষ্ক উত্তরদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে প্রচণ্ড শীত এবং বায়ু ও ঈশান কোণের বাতাসে অপেক্ষাকৃত অল্প শীত হয়। একাদিক্রমে ৭।৮ ঘণ্টাকাল বায়ু প্রবাহিত না হইলে গর্ভ নিষ্পন্ন হয় না। উত্তর ও ঈশান কোণের বায়ু একাদিক্রমে কদাচ দুই দিনের ঊর্দ্ধ বহে; কিন্তু বায়ু কোণের বায়ু ৪।৫ দিবস হইতে কখন কখন ১০।১২।১৫ দিবস পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। ইহার মধ্যে শুষ্ক উত্তর ও ঈশান কোণের বায়ুতেই প্রকৃষ্ট বাতগর্ভ নিষ্পন্ন হয়। বায়ুকোণের বায়ু যদি শীতল, প্রবল ও মেঘাদিযুক্ত হয়, তবে গর্ভ প্রশস্ত; অন্যথা নহে। একমাত্র ঈশান ভিন্ন অন্য কোন বাতগর্ভের বর্ষণকালের স্থিরতা নাই। নির্ম্মল আকাশে শুষ্ক উত্তরে বায়ু প্রবাহিত হইলে, ঠিক মধ্যাহ্নকালে বা সমস্ত দিন ধরিয়া মধ্যমরূপ বৃষ্টি হয়। বায়ু প্রবল বহিলে, বর্ষণকালেও বায়ু প্রবল রহে, ও সূক্ষ্মাধারে বর্ষণ হয়। বায়ুকোণের বায়ুতে গর্ভানুযায়ী কখন কখন পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া মধ্যমরূপ বর্ষণ হয়; এবং তাহাও দিবসে একবার মাত্র, কখন বা বর্ষণ হয় না। অজলীয়-নক্ষত্রে গর্ভ, বায়ুর অপ্রাবল্য, অথৈর্য্য বা বাতপ্রবাহের অল্পক্ষণ স্থায়িত্বই ইহার প্রধান কারণ। কখন বা পর্য্যায়ক্রমে একদিবস অন্তর বর্ষণ হয়; তবে এবায়ুতে জলীয় নক্ষত্রেই অধিক বর্ষণ হয়। কিন্তু ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে এই বায়ু অধিকক্ষণ প্রবাহিত হইলেই গর্ভ নিষ্পন্ন হয়; এবং তাহার বর্ষণফলও স্থিরনিশ্চয়। যে বৎসর অল্প শীত হইবে, এবং মাসে মাসে দশ পনেরো দিবস ধরিয়া একাদিক্রমে বায়ুকোণের বায়ু প্রবাহিত হইবে ও মেঘ দেখা না যাইবে, তাহার পরবর্ত্তী বৎসর বর্ষায় মন্দ বৃষ্টি হইবে; ইহা স্থিরনিশ্চয়। বাতগর্ভের মধ্যে ঐশানগর্ভ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। এই বায়ু অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত প্রায় সকল মাসেই মাঝে মাঝে প্রবাহিত হয়; এবং ইহা এক বা দুই ঘণ্টা হইতে কদাচ দুই দিনের ঊর্দ্ধ বহে। অতি অল্পকাল মধ্যে এই বাতগর্ভ নিষ্পন্ন হয়; এবং যথাগর্ভোৎপত্তিকালে প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ হইয়া থাকে। উপরোক্ত সকলপ্রকার গর্ভ কখন কখন মিথ্যা হইতে পারে; কিন্তু ইহা মিথ্যা হইবার নহে। ঐশানবায়ু থাকিয়া থাকিয়া দিবসে যতবার প্রবাহিত হইবে, বর্ষাকালে সেদিনে ততবার বর্ষণ হইবে। কার্ত্তিক ও পৌষ ব্যতীত শীতকালে পূবে-হাওয়া বহে না; এবং বহিলেও বর্ষায় পরিণত হয় ও অধিক বর্ষণ হইলে গর্ভ নিষ্ফল হইয়া যায়। এদিকের বাতগর্ভের বর্ষণফল ঐশানবায়ুর ন্যায়। অগ্নিকোণের বায়ুফল ঠিক পূর্ব্বদিকের ন্যায়—কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। শীতকালে দক্ষিণ, নৈর্ঋত বা পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইলে গর্ভোপঘাত হয়। যদি এই সকল শুষ্ক বাতগর্ভের সহিত, মেঘ, কুয়াসা, লোর, কোদালে-মেঘ বা অন্য কোনলক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সে গর্ভ অধিকতর প্রশস্ত এবং তাহার বর্ষণফলও প্রচুর।

গর্ভকালে অতিশয় শীত, প্রবলবায়ু বা শীতযুক্ত প্রবল বায়ু বহিলে, গর্ভ অতীব প্রশস্ত। এইরূপ গর্ভ প্রায়ই পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুনের প্রথমভাগেই দেখা যায়। গর্ভকালে যে সকল মেঘ অতিশয় উজ্জ্বল, শুভ্রবর্ণ ও সূর্য্যতাপ-তাপিত,

বা যাহা "রং" হইয়া ঘন নীলিমাবৃত হইবে, বা যে সকল মেঘ হইতে বিন্দু বিন্দু বা মধ্যমরূপে বৃষ্টিপাত হইবে, বা গর্ভকালে আকাশ কাকডিম্বের ন্যায় বর্ণযুক্ত এবং বায়ু সজল ও উষ্ণরোধ হইবে, সে সকল গর্ভ অতীব প্রশস্ত ও তাহাতে প্রচুর বৃষ্টি হইবে। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ—এই তিনমাস প্রায়ই সূর্য্যের উদয়াস্ত, বিশেষতঃ উদয়কালে, আকাশ ঘোরতর রক্ত বা তাম্রবর্ণে রঞ্জিত থাকে; অন্যান্য মাসে, ততদূর ঘোর না হইয়া, ফিকা বর্ণের হয়। এই রাগ সকল দিন সমভাবে পরিস্ফুট হয় না; এবং পরিস্ফুট না হইলেও গর্ভ প্রশস্ত নহে। সুতরাং যে প্রকার গর্ভ হউক না কেন, অতিশয় স্ফুটরাগ জন্মিলেই, সে দিবসের গর্ভ বিশেষ প্রশস্ত। যে বৎসর শীতকালে এই রাগ অল্প জন্মে বা ফিকা হয়, তৎপরবর্ত্তী বর্ষায় ভালরূপে বর্ষণ হয় না।

প্রচুর মেঘ, মেঘমণ্ডল, বিশাল রং বা স্তরমেঘ বা বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাতযুক্ত গর্ভ বা চতুঃ বা পঞ্চ নিমিত্তক গর্ভ হইলে, বিশাল বিস্তৃত ভূমিভাগে প্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে। অন্যথা সামান্য পরিমিত স্থানে বৃষ্টি হয়। যে ভূমিখণ্ডের উপরিভাগে গর্ভ হইবে, ঠিক সেই খণ্ডেই বর্ষণ হয়; কদাচ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেও দেখা যায়। বর্ষাকালে দেখা যায় যে একস্থানে, বৃষ্টি হইতেছে, অথচ তাহার পরবর্ত্তী স্থানে কিছুই নাই; আবার তাহার পার্শ্বেই প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে। স্থানবিশেষে গর্ভ নিষ্পন্ন হয় বলিয়াই, এই প্রণালীতে বর্ষণ হয়। বর্ষাকালে যেরূপ ২।৩ দিবস অন্তর ৫।৭ দিন ধরিয়া বাদল দেখা যায়, শীতকালেও ঠিক সেইরূপভাবে ২।৩ দিবস অন্তর ৫।৭ দিন ধরিয়া গর্ভ হইয়া থাকে।

সকল নক্ষত্রেই গর্ভ হইয়া থাকে; এবং যে নক্ষত্রে গর্ভ হয়, গর্ভবৃষ্টির কারণ বিদ্যমান থাকিলে, সেই নক্ষত্রে বৃষ্টির প্রাচুর্য্যও লক্ষিত হয়। কিন্তু নক্ষত্র বিশেষে বৃষ্টির পরিমাণের বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। সাধারণতঃ নক্ষত্রগুলি চারি-ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা:—বৃষ্টির কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যাহাতে সহজে বৃষ্টি হয় না, তাহা শুষ্ক নক্ষত্র; অশ্বিনী, ভরণী, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, ধনিষ্ঠা ও রেবতী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যে সকল নক্ষত্রে উষ্ণতার আধিক্য হইবার কারণে বর্ষা হয়, তাহা আগ্নেয়-নক্ষত্র; কৃত্তিকা, অশ্লেষা, মঘা, হস্তা, বিশাখা—এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যেসকল নক্ষত্রে বর্ষণকালে বায়ুর প্রাবল্য হয়, তাহা বায়ব্য-নক্ষত্র; স্বাতী ও শতভিষা—এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহা আগ্নেয় ও শুষ্ক নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী গুণবিশিষ্ট, তাহা সমধাতু-নক্ষত্র; পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, চিত্রা ও ভাদ্রপদদ্বয়—এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যে সকল নক্ষত্রে সাধারণতঃ অধিক বৃষ্টি হয়, তাহা জলীয়-নক্ষত্র। রোহিণী, মৃগশিরা আর্দ্রা, ফাল্গুনীদ্বয়, মূলা, আষাঢ়াদ্বয় ও শ্রবণা—এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ভরণী, অশ্লেষা, মঘা, বিশাখা, অনুরাধা, ধনিষ্ঠা ও রেবতী নক্ষত্রের বর্ষণসংখ্যা অল্প; রোহিণী, আর্দ্রা, স্বাতী, হস্তা, মূলা, আষাঢ়াদ্বয় ও শতভিষা নক্ষত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বর্ষণ হয়। অবশিষ্ট নক্ষত্রগুলির বর্ষণসংখ্যা মধ্যম। রোহিণী আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, ফল্গুনীদ্বয়, হস্তা, বিশাখা, মূলা, আষাঢ়া ও ভাদ্রপদদ্বয়—এই এক এক নক্ষত্রে প্রচুরপরিমাণে বহুক্ষণস্থায়ী বৃষ্টি হয়। কৃত্তিকা, স্বাতী ও শতভিষা নক্ষত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণ বৃষ্টি হয়; এবং অবশিষ্টগুলিতে মধ্যম পরিমাণ বৃষ্টি হয়।

ধারণা—জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমার অন্তে পূর্ব্বাষাঢ়ার নক্ষত্রে বর্ষণ না হইলে, বর্ষায় অতি অল্প বৃষ্টিপাত হয়; অন্যথা প্রচুর বর্ষণ হইয়া, শস্যোৎপত্তির বিশেষ সহায়তা করে। আবার জ্যৈষ্ঠমাসে যে যে নক্ষত্রে বর্ষণ হইবে, বর্ষায় প্রায় সেই সেই নক্ষত্রেই বর্ষণ হইবে; ইহা স্থিরনিশ্চয়। কখন কখন এমনও দেখা যায় যে, দুইবার উপর্য্যুপরি বর্ষণ হইয়া তৃতীয়-বার শুষ্ক যায় এবং পুনরায় চতুর্থ ও পঞ্চমবারে বর্ষণ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, জ্যৈষ্ঠমাসের প্রবর্ষণের উপর ভবিষ্যৎ বর্ষা, নির্ভর করে। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি যোগ আছে, যদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ বর্ষা নিরূপিত হইয়া থাকে। রোহিণী, স্বাতী ও আষাঢ়া—এই তিনটী যোগের ফলাফল প্রায় সমান; তবে রোহিণীযোগের ফলাধিক্য সর্ব্বপ্রধান। আষাঢ়মাসে কৃষ্ণপক্ষে যখন চন্দ্র রোহিণীনক্ষত্রে প্রবেশ করে, তখন রোহিণী-যোগ হয়। ঐ দিবস প্রচুর মেঘ, পূর্ব্ব বা ঈশান বায়ু প্রবহমান, বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত ও মধ্যমপরিমাণ বৃষ্টি হইলে, ভবিষ্যৎ বর্ষা প্রশস্ত; অন্যথা অল্পবৃষ্টিজ্ঞাপক। আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষে স্বাতীনক্ষত্রে চন্দ্রের প্রবেশ হইলে স্বাতীযোগ হয়। ঐ দিবস বর্ষণ না হইলে, ভবিষ্যৎ বর্ষায় ভালরূপ বৃষ্টি হয় না; এবং যদি মাঘমাসের কৃষ্ণা-সপ্তমীতে স্বাতীনক্ষত্রযোগে হিমপাত দ্বারা বা চতুঃ ও পঞ্চ নিমিত্তক

গর্ভ হয়, তবে ভবিষ্যৎ বর্ষা প্রশস্ত। আষাঢ়মাসের পূর্ণিমার অন্তে যখন চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে প্রবেশ করে, তখন আষাঢ়ী যোগ হয়। ঐ দিবস বর্ষণ না হইলে, ভবিষ্যৎ বর্ষা প্রশস্ত নহে।

পৌষমাসকে দ্বাদশভাগ করিলে, প্রতিভাগে ২৷৷০ দিবস হয়; উহার যে যে ভাগে বর্ষা বা অবর্ষা হইবে, পৌষ হইতে ততসংখ্যক মাসে বর্ষা বা অবর্ষা হইবে।

যদি বর্ষারম্ভে—বৈশাখমাসে ৫।৭ দিবস পূর্ব্বে-চালানে বৃষ্টি হয়, তবে সে বৎসরে ভাল বর্ষা ও শস্য উৎপন্ন হইবে। যদি মাঘ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রতিমাসে ৪।৫ টা বৃষ্টি হয়, ফাল্গুনমাসে ঝড়-হাওয়া বহিতে থাকে, চৈত্রমাসে নৈর্ঋত বা দক্ষিণ দিক হইতে ক্রমাগত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ চলিতে থাকে ও আকাশ সর্ব্বদা বাষ্পাবৃত ও মলিন দেখায়, বৈশাখমাসে প্রায় কালসাঁঝি হয় এবং জ্যৈষ্ঠে প্রখর রৌদ্র হয়, তবে সে বৎসর প্রচুর বৃষ্টি হইবে।

অগ্রহায়ণমাসে সূর্য্যের বৃশ্চিকরাশিতে প্রবেশকালে, যদি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, বা তাহারা স্বীয় স্বীয় কেন্দ্রে অবস্থান করে, বা কুম্ভ বা সিংহ রাশিতে বৃহস্পতি বা চন্দ্র অবস্থান করে, বা শুক্র কিম্বা বুধ সূর্য্যের দ্বিতীয় বা দ্বাদশ রাশিগত হয়, বা সূর্য্যের অগ্র-পশ্চাতে শুভগ্রহদ্বয় অবস্থান করে, তাহা হইলে ভবিষ্যবর্ষে অতি উৎকৃষ্ট প্রশস্ত উৎপন্ন হইবে। যদি সূর্য্যের অগ্র-পশ্চাতে ক্রূর গ্রহদ্বয় অবস্থান করে, বা পাপগ্রহগণ বৃষরাশিতে বা কেন্দ্রে বা সূর্য্যের সপ্তমে অবস্থান করে, তবে ভবিষ্যবর্ষে উত্তম শস্য উৎপন্ন হইবে না। সূর্য্যের বৃষ রাশিতে প্রবেশ কালে, গ্রহগণের উক্তরূপ সংস্থান নির্ণয় করিয়া, শরৎকালীন শস্যের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হইবে।

সচরাচর নানাপ্রকার মেঘ দৃষ্ট হয়। ইউরোপীয়েরা মাত্র চারিপ্রকারভেদ ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু গর্ভাদি নির্ণয় করিতে হইলে, উক্ত চারিপ্রকার ব্যতীত, আরও নানা প্রকার মেঘের স্বরূপজ্ঞান থাকা আবশ্যক।

রং—বর্ণশব্দের লৌকিক বা সাধারণ ভাষা। যখন কোনদিকে মেঘ সকল স্তরে স্তরে সজ্জিত হইতে থাকে, এবং নীলাঞ্জন বা ভ্রমরকৃষ্ণ সদৃশ বর্ণধারণ করে, তখন সেই অবস্থাকে 'রং' কহে। ইহা বৃষ্টির পূর্ব্বরূপ; এবং এই রংএর গাঢ়তানুযায়ী বৃষ্টির তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

পালি—যখন গাঢ়বর্ণ মেঘ সকল বিশাল, বিস্তীর্ণ, শান্ত উদধিজলের মত আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিলিপ্তপ্রায় হইয়া ঘোরতর বর্ষণ করিতে করিতে অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন সেই অবস্থাকে পালি কহে। ইংরাজীতে ইহা ও পূর্ব্বোক্ত রং—এই উভয়কেই "Nimbus" কহে। সাধারণতঃ এই পালির বিস্তার প্রায় ১৫।২০ মাইল; কিন্তু বিপুল মেঘ সঞ্চার হইলে, ইহার বিস্তার কখন কখন পঞ্চাশ মাইলও দেখা গিয়াছে।

অব্বো—তুলার আকারবিশিষ্ট, অথচ গাঢ় মেঘ-গুলিকে "অব্বো" বলে। আকাশ যখন সমশীতোষ্ণ থাকে, তখন এইপ্রকার মেঘ সকল খণ্ড খণ্ড রূপে দেখা যায়। ইহা সদ্যোবৃষ্টির একটী পূর্ব্বরূপ; এবং ইহার বর্দ্ধনশক্তি এত অদ্ভুত যে, অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইলে, অন্যান্য মেঘের সংশ্রব না থাকিলেও, ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই বিশাল পালির আকার ধারণ করে। (ক্রমশঃ)

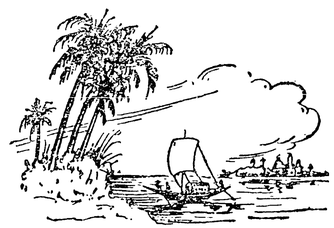

সৎ-কথা

দুঃখ করো না—সহ্য কর।

* * *

কিন্তু, এ জন্মে এমন কাজ করো না
যাতে জন্ম-জন্মান্তরেও দুঃখ পেতে হয়।

* * *

মনে করছ, লুকাইয়া করলে, কেহ
না জানিতে পারিলেই হইল,
তাহা নয়—এক জন এমন আছেন
যিনি জানিবেনই জানিবেন।

* * *

ভয় কি ভাই! অভয় পদে শরণ লও,
ভয় দুঃখ সবই দূর হবে

* * *

হাতে কাজ কর,
মুখে হরি বল—প্রাণে শান্তি পাবে।

* * *

অবসর করে হরি বলা হবে না,
এ বিশ্বে অবসর মিলে না॥

* * *

"আকাশেতে রবিশশী
ছুটিতেছে দিবানিশি,
উত্তাল তরঙ্গ সদা করে টলমল
ছুটিছে চঞ্চল বায়ু
হরিছে জীবের আয়ু
নহে বিশ্ব বিরামের স্থল।"

* * *

জাগ ও জাগাও—তারি নাম বাঁচা॥
পশু জন্মে, যৌবন পায়, বৃদ্ধ হয় মরে,
মানুষ যৌবন পায়, বৃদ্ধ হয় মরে,
—তা হলে দু'য়ের মধ্যে তফাৎটা কি?

* * *

ধর্ম্মেন হীন পশুভিঃ সমান।

* * *

পয়সা পয়সা করে অতিরিক্ত ছুটোছুটি করো না।—তাতে স্বস্তি পাবে না।

* * *

তাই বলে আলস্য পরায়ণ করো না। সেটাও দোষের।

* * *

পয়সার জন্য, বিষয়ের জন্য, এক কথায় ইহকালের জন্য, পরকাল হারিও না।

* * *

ইহকালের চেয়ে পরকালের জীবন ঢের বেশী। তোমার শেষ ত' হচ্ছে না, তোমার আয়তনের শেষ হচ্ছে মাত্র। তুমি যে অনন্ত—সেটা মনে রেখো। দেখবে অনেক অন্যায় কাজ থেকেই বেঁচে যাবে॥

* * *

শুধু মুখে নয়, কাজে করো—তবেই ত ফল পাবে॥

আগ্নেয় ভস্ম গৃহস্থের
কিরূপ মঙ্গল সাধন
করিতেছে—দেখুন

১। সমস্ত পরিবারের কলেরা—

১। একদিন হঠাৎ আমার পরিবারস্থ সকলেই কলেরাক্রান্ত হয়। ঠাকুর চাকরের অবস্থাই ভীষণ হয়। আপনার আগ্নেয় ভস্মের দু' এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগেই সকলেই মন্ত্রশক্তির মত আরোগ্য লাভ করে। কোন ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয় নাই। শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত সিনিয়ার সবইন্‌স্পেক্টর বেঙ্গল পুলিশ, বারুইপুর।

লক্ষ২ ডিস্‌পেপসিয়া উদরাময় শূল, আমাসাদি রোগীর আরোগ্য সংবাদ রহিয়াছে।

গৃহস্থের গৃহ-মঙ্গল ঔষধ

আগ্নেয়ভস্ম

কলেরার অব্যর্থ প্রতিষেধক ও প্রতিকারক, ডিস্‌পেপসিয়া, পেটফাঁপা বা ব্যথা উদরাময়, সাদা বা রক্ত আমাশয়, গ্রহণী, ক্রিমি সূতিকা অম্লপিত্ত ও শূল বেদনার অমোঘ আরোগ্যদায়ক—ঔষধ এবং ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বিশিষ্ট হজমকারী ভেজক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও জীবন ভারত বিখ্যাত কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়, এম, এ, এম, বি, On analysis it is found that all the ingredients of the "Agneyavasma" are pure harmless things and each of them has the power of removing Dyspepsia and Other nervous disorders of the stomach. In my opinion, this medicine is really a gem in Ayurvedic store.

আগ্নেয়ভস্ম পল্লীর
কি পরম মঙ্গল বিধান
করিতেছে—দেখুন

১। ডায়মণ্ডহারবারে কলেরা—

আমাদের বারের মোক্তার নীরদবাবুর ঝি মোক্তার সতীশ বাবুর কলেরা আগ্নেয়ভস্ম দুই দুই মাত্রায় নিরাময় হওয়ায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। এই সব ডিভিসনে কলেরার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী সুতরাং এস্থানের ঔষধটী রাখার এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে সহজে আমরা ঔষধটী পাইতে পারি। শ্রীনকুলেশ্বর বসু সেক্রেটারী মোক্তার এসোসিয়েসন ডাঃ হারবার।

মূল্য—বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ॥০ আনা, নমুনা।০ চারি আনা—নমুনা দুই শিশির কম ভিপি হয় না।

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কবিভূষণ। ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পশ্চিম বঙ্গে এই ঔষধটী ভীষণ জাল হইয়াছে।—কোনও ক্যানভাসার হইতে কেহ ক্রয় করিবেন না।

শিশুদিগের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমের সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরের বল সঞ্চয় করে ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিক ইহা খাইতে মিষ্ট।

বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—

কে টি ডোঙ্গরে
এণ্ড কোং
গিরগাঁও, বোম্বাই।

সহজে দু'পয়সা প্রাপ্তির উপায়

আমরা কণ্টিকারী, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, হরিতকী, ধূনা, মোম প্রভৃতি যাবতীয় মসলা ক্রয় বিক্রয় করি।

পল্লী গ্রামের যে কোন ব্যক্তি যে কোনরূপ কবিরাজী মসলা বিক্রয়ের জন্য আমাদিগকে পত্র লিখুন। আমরা নগদ টাকায় তাহা কিনিয়া লইব।

যাবতীয় মসলা ও অন্যান্য দ্রব্য সস্তায় বিক্রয় করি—একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীকালীপদ কুণ্ডু
ও
শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত
১নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাতার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত—

কুণ্ডেশ্বরী কবচ

—পুনরায় সাধারণের উপকারার্থে বিতরণ হইতেছে—

ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয়, এবং অতি দরিদ্র ধনবান হইয়া থাকেন। অদ্যই পত্র লিখুন, কারণ পুরুষাকার দৈবশক্তির অধীন, ইহা ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্য লাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। পত্র লিখিলেই নিয়মাবলী পাঠান হয়।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার মন্দির, বৈদ্যনাথ মন্দির,
বৈদ্যনাথ ধাম কুণ্ডা, পোঃ (এস,পি)

অনঙ্গ প্রভা ইয়াকুতি

বল ও বীর্য্যের খনি, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও পুরুষত্বহানির যম, স্থবিরতায় ও জড়তায় যৌবনের শক্তি ও স্ফূর্তি আনয়ন করিয়া অতিবৃদ্ধকেও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষম করে। ইহাতে মাদকদ্রব্য নাই। স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজরস প্রভৃতিতে প্রস্তুত। মূল্য ৩০ বটী ১০৲। রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী,

১৭৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ইউক্যালিপটাস নিমগুলঞ্চ চিরতা লৌহাদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্বরঘ্ন ধাতুউদ্ভিজ্জের সমবায়ে প্রস্তুত
ম্যালেরিয়া, দুরারোগ্য, প্লীহাযকৃৎযুক্ত বিষমও বিশিষ্ট জীবাণু সম্ভূত কালাজ্বরের অত্যাশ্চর্য্য নূতন অব্যর্থ ঔষধ

ইউক্যালিপটীন

ইউক্যালিপটাসের হাওয়ায় ম্যালেরিয়া হয়না, পাতাপচা জলপানে প্লীহাযকৃৎ আরোগ্য হয়, অন্যনাম "জ্বরতর"
শিশি ১।৵ মাঃ ।।৵ তিন শিঃ একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফ্রি। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি
ব্র্যাঞ্চ—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং'র

দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল

গৃহস্থ ঘরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ-

যে কত প্রয়োজন—তা' বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু রোগ আরাম করিতে হইলে, ভাল চিকিৎসা পুস্তকের যেমন আবশ্যক

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

ঔষধের প্রয়োজনও ততোধিক। অনভিজ্ঞের লিখিত বই ও কৃত্রিম ঔষধ সস্তায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু খাঁটি ও তেজস্কর ঔষধ

অযথা সস্তায় হয় না

আমাদের ঔষধ যে—স্থায়ী এল্‌কোহল সংযোগে প্রস্তুত, তা আমাদের বিস্তৃত কারবারই তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

চিকিৎসা পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলেই প্রেরিত হয়। মফঃস্বলের অর্ডার সকল যত্ন সহকারেই পাঠান হইয়া থাকে।

এখানে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঔষধ ও ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ও উর্দ্দু, পুস্তক সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, বাক্স, ইলেকট্রো হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদার টিংচার ১ ড্রাম।৵০, ২ ড্রাম ৷৷৵০ ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম।০ ২ ড্রাম।৵০,, ১৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম।৵০, ২ ড্রাম ৷৷০, ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২৷৷০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা—৭ম সংস্করণ—৩৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০। ২। চিকিৎসা দর্পণ—(প্রাকটিস্ অব মেডিসিন ৩য় সংস্করণ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৮৲ অবাঁধাই ৭৷৷০।

৩ সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দর্পণ—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৫৲। ৪। ভৈষজ্য-দর্পণ (মেটিরিয়া মেডিকা)—২ খণ্ডে ১৭০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, সুন্দর কাগজে ছাপাই ও বাঁধাই মূল্য ১০৲। ৫। ওলাউঠা চিকিৎসা—মূল্য ৷৷০। ৬। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপিয়া—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৷৷০। ৭। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। শিশুরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মূল্য ৸০ আনা। পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহাই প্রার্থনা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং'র, দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

হেড অফিস—১২নং বনফিল্ড, লেন,
ব্রাঞ্চ অফিস—৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, } কলিকাতা।

আয়ু পরিবর্দ্ধক রসায়ন।

গভঃ রেজিঃ স্পারমাটোন

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও শক্তিহীনতায় অমোঘ।

যৌবনের অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে যাঁহাদের শক্তিহীনতা আসিয়াছে, আশাভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মান হইয়াছেন, যৌবনে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতা, জীবনী শক্তির অভাব ও আনন্দ শূন্যতা অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা "স্পারমাটোন" সেবন করুন, নষ্ট শুক্র, তেজ, বল ও মেধা আবার ফিরিয়া পাইবেন।

স্পারমাটোন—দুর্ব্বলের বল, ছাত্রজীবনের অশেষ কল্যাণকর। অতি দ্রুত লুপ্তশক্তিকে আবার ফিরাইয়া আনিবে। দুর্ব্বল স্নায়ুপুঞ্জে এবং দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রে বল সঞ্চারিত করিবে। মস্তিষ্কের তেজস্বিতা (এনার্জ্জি) বৃদ্ধি করিবে। ফলতঃ স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি পুনরানয়নে ধাতুর পরিবর্ত্তন সম্পাদনে ইহার শক্তি অমোঘ। কয়েকদিন সেবন করিলেই রতি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, শুক্র গাঢ় হয়, শারীরিক ও মানসিক বলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

স্পারমাটোন—ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্রতারল্য নাশ করে, স্পারমাটোরিয়া, শুক্রমেহ ও স্বপ্নদোষ বন্ধ করে। ধাতু পুষ্টিকর ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ সাফ রাখে। সুস্থ দেহীর সেবনে উপকার আছে অপকার নাই। প্রত্যেক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা, তিন শিশি ৮॥০, ডজন ৩০৲ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

জারমলীন লিঃ

টেলিগ্রাম—"জারমলীন" কলিকাতা] ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [টেলিফোন—১৩৮৮ বড়বাজার]

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

বিশুদ্ধ আমেরিকান

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম /৫ ও /১০

হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার ও কলেরা চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স, সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, থার্ম্মোমিটার, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক ইত্যাদি যাবতীয় ডাক্তারি সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। চিঠি লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

হ্যানিমানের—অনুরূপ প্রতিকৃতি (সাইজ ১৮×১৫ ইঞ্চ) এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ প্রতিকৃতি ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

চৌধুরী ব্রাদার্স

কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট,

৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবধান! ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ জাল হইতেছে।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ।

বহুদিন যাবৎ সুপরীক্ষীত ও অব্যর্থ। সেবনে অতি দুর্দ্দান্ত পাগল ও ভাল হয়, সুনিদ্রা, শীঘ্র আহারে রুচি ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। ইহা ডাঃ বি, দের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই বিফল মনোরথ হয় নাই, ইহা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত ও নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। হতাশ হইবেন না, খাঁটী ঔষধ আমাদের নিকট পাইবেন ৭ দিনের ঔষধ ৩॥০; মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ—১০, রাজা লেন, কলিকাতা

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযামিনীনাথ ও যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

TO LET

চন্দ্র এণ্ড সেন

জুয়েলার্স

একমাত্র

গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মেতা

বিবাহের সকল প্রকার অলঙ্কার ও উপহারের জন্য সৌখিন গহনা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পান মরা বাদ না দিয়াই তাহা গিনি সোনার পুরাদামে খরিদ করি; আমাদের প্রত্যেক গহনাতে C & S ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। ক্যাটলগের জন্য ।/০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন।

প্রধান পরিচালক

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র

উকিল হাইকোর্ট।

১১৬।১বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস অফিস ও নায়ক অফিসের পার্শ্বে।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন-অধ্যাপক

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এম,এ, মহোদয়ের আবিষ্কৃত

অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, বুকজ্বালা, শ্বেত ও রক্ত আমাশয়, ডিস্‌পেপসিয়া কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদর পীড়ায় অব্যর্থ ও অমোঘ।

লাইমোডাইন

সর্ব্বত্র- মূল্য ১৲ টাকা -পাওয়া যায়।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কস ১৫৫, বহু বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

কয়েকটি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ

"সি কে এস" **দেশীয় ঔষধ** "সি কে এস"

প্রদর, রজঃ দোষাদি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী-রোগ দূর করিতে সি—কে—এস **'অশোকা'**	দিনকানা, রাতকানা, চোখ উঠা, জ্বালা করা আদি চোখের সর্ব্বপ্রকার রোগে **'নেত্রামৃত'**
ম্যালেরিয়া আদি সর্ব্ব জ্বরে **'অমৃতাদি কষায়'** প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ	দেহের রক্তদুষ্টি দূর করিতে **'সুরবল্লী কষায়'** শরীর সুস্থ সবল সুন্দর করে
কাসরোগ, রক্তপিত্ত, উরক্ষত, স্বর-ভঙ্গ, হৃদরোগ আদির মহৌষধ **'দ্রাক্ষাসব'**	দাঁত এবং মাড়ি নীরোগ করিয়া দাঁত শুভ্র এবং মাড়ি শক্ত করিতে **দশনকান্তি চূর্ণ**
ক্রিমি রোগ নিরাময় করিয়া শিশুকে সুস্থ সবল করিতে **'কনকাষ্টক'** অতি নির্দ্দোষ অমোঘ ঔষধ	কেশের এবং মাথার সকল ব্যাধি দূর করিয়া কেশ-শ্রী বর্দ্ধন করিতে **জবাকুসুম** মনোরম সুগন্ধি কেশ-তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ

২৯, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৩৮] ভাদ্র [৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

পল্লী মঙ্গল সমিতির মাসিক পত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল

Devoted to Health Agri. & General Interest } ৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। { with which is incorporated

দি ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলভ কবিরাজী ঔষধালয়।

দশমূলারিষ্ট—১৲ বহুমূল্য উপাদানে প্রস্তুত। সকলের পক্ষেই অবশ্য ... কান্তি, পুষ্টি ও বল ... অকালবার্দ্ধক্যনাশক।	গণোরিয়া বা উপসর্গিক মেহে মেহ বজ্র—১॥০ যত কঠিন গণোরিয়া রোগ হউক ইহা ব্যবহারে ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। আর এই ঔষধ ১ মাস ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।	অশোক রসায়ন – ১॥০ ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত—১৲ যাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ: ঋতু সম্বন্ধীয় ও সূতিকা রোগনাশক।

বিনামূল্যে—ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে ক্যাটালগ (এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে)

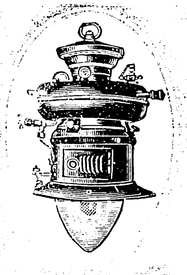

"ডেলাইট"

কে, সি, দে এণ্ড সন্স

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

চ্যবন প্রাশ ৩৲ সের

মকর ধ্বজ ৪৲ তোলা

ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের কারখানা

সন ১৩০৮ সালে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। কারখানা ঃ—স্বামীবাগ রোড, ঢাকা। হেড আপিস ঃ—পটুয়াটুলি ষ্ট্রীট, ঢাকা। কলিকাতা হেড আপিস—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ—১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট ; ২২৭ হ্যারিসন রোড। ১০৯ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর ও শ্যামবাজার গোল বাড়ী।

অন্যান্য শাখা—মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, গৌহাটী, বেনারস, রাজসাহী, মেদিনীপুর, বহরমপুর, মাদারীপুর, ভাগলপুর, কানপুর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, গোরক্ষপুর, নেত্রকোণা, পাটনা, জলপাইগুড়ি, বগুড়া দিল্লী প্রভৃতি।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—২০৲ তোলা

সকল প্রকার ক্ষয়রোগ, প্রমেহ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং বার্দ্ধক্যজনিত স্বাভাবিক বায়ুপ্রকোপ ও সকল প্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ শক্তিশালী মহৌষধ।

সারিবাদ্যরিষ্ট—৩৲ সের

সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতবেদনা, গেঁটেবাত, মৃগশূল, ঝিঁঝিবাত, গণোরিয়া প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় আরোগ্য করে। ৮ আউন্স শিশি ৸০ আনা।

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

রমণীর যৌবন চিরকাল থাকে না

কিন্তু

তাহাদের লাবণ্য আজীবন অক্ষুণ্ণ

রাখিতে পারা যায়

যৌবনেই সৌন্দর্য্যের প্রধান উৎস নিহিত আছে। যদি সেই সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে চান, যদি দেহের কান্তি, চর্ম্মের কমনীয়তা ও মসৃন ভাব রাখিতে চান, তাহা হইলে রমণীগণকে এই ওটীন ক্রীম ও ওটীন স্নো দিন। বহু বৎসরের চেষ্টা ও পরীক্ষার ফলে ওটীন সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

প্রত্যহ রাত্রিকালে ওটীন ক্রীম কয়েক মিনিট চর্ম্মে মালিস করিতে হয়। ওটীন স্নো দিবসে ব্যবহার করিতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার রমণীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও রক্ষার জন্য এই সহজ ও নূতন পন্থা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

ওটীনে কোন প্রকার জান্তব পদার্থ নাই এবং ইহা প্রস্তুতকালে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা হয় না।

"ওটীন ক্রীম"
(রাত্রিকালে ব্যবহারের জন্য)

"ওটীন স্নো"
(দিবসে ব্যবহারের জন্য)

The Oatines Co. *17 Prinsep Street, Calcutta.*

পূজার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ‘বরুন’

প্রসাধনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ

‘কেশরঞ্জন’

মহাশাস্ত্রীয় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদির চিরপ্রসিদ্ধ ঔষধালয়

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ ১৮।১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

পূজায় উপভোগ্য অবদান

এস্, পি, সেন এণ্ড কোং'র

শ্রেষ্ঠ স্বদেশী এসেন্স !

(১) চামেলি (২) মতিয়া (৩) রজনী গন্ধা (৪) খস্‌খস্

ডোয়ার্কিনের
হাত হারমোনিয়ম

৫০ বৎসর ধরিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। আমরাই প্রচলিত হারমোনিয়মের আবিষ্কর্ত্তা। আমাদের যন্ত্রের সুর অননুকরনীয়।

ফ্লুটিনা ৩ অক্টেভ ২ সেট রীড়
মেহগ্নি পালিস ৫ ষ্টপার
বাক্স সহ মূল্য ৪৫৲
বিশেষ বিবরণের জন্য আমাদিগকে লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্।
সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ও গ্রামোফোন বিক্রেতা
৮৩।১নং ডালহাউসী স্কোয়ার
কলিকাতা

স্বর্গীয় সৌরভপূর্ণ

এসেন্স মন্দার

রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়

সুবাসিত তিল তৈল

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

পল্লী-মঙ্গল সমিতির—টোটকা চিকিৎসা—৪র্থ ভাগ প্রকাশিত হইল।
মূল্য ৷৷০, অভিপ্রায় হইলে গ্রহণ করুন।
৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গৃহস্থ মঙ্গলের বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। হায়, উন্নতি ...	৮৫	৬। কৃষি ও সার ...	১০০
২। টোট্‌কা চিকিৎসা ...	৮৭	৭। রহস্যময় মণি মুক্তা ...	১০১
৩। লতাপাতার গুণাগুণ		৮। হিন্দুর বর্ণ বিজ্ঞান ...	১০২
বাবলা—শ্রীরজনীকান্ত বলমুন্সী, কবিরত্ন	৯১	৯। মেঘ ও বৃষ্টি বিচার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব	১০৪
অগুরু	৯৫	১০। জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈচিত্র	১০৯
৪। কুটীর শিল্প ও বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট	৯৭	১১। আদান-প্রদান ...	১১১
৫। আরও একটী কুটীর শিল্প	৯৮	১২। সংকথা ...	১১২

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের
জগদ্বিখ্যাত—

পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগের আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় এণ্ড কোং
১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাদ, একজিমা, কাউর, কাটা ও পোড়া, ঘা, পায়ের হাজা, কানচটা, চশিপোকা প্রভৃতি যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ সম্পূর্ণ পারাবর্জ্জিত
পি, সি, মুখার্জ্জীর

"মিলেনা" মলম

দাদ তিন দিনে আরোগ্য হইবে। তাহা ছাড়া ঠিকমত লাগাইয়া রাখিতে পারিলে, বহু দিনের কাউর ও উপরোক্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, এমন কি পায়ের কড়া পর্য্যন্তও ভাল হইবে।
চুলকাইয়া লাগাইতে হইবে না। কোনরূপ দূষিত পদার্থ বাহির করিতে পারিলে "একশত টাকা" পুরস্কার পাইবেন।
প্যাকেট ৵০, শিশি ।০, মাঝারী শিশি ৷০, বড় শিশি ১৲।
পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
প্রোপ্রাইটার—মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, ১০৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী লিঃ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ও নাথ ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং ২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের সমগ্র শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ পৃষ্ঠপোষিত বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন সন্দেশ বিক্রেতা

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

ও তাঁহাদের স্থাপিত আমিষ খাবার ও গরম চায়ের জন্য

মডেল কেবিন

বাসি মাংস দিই না—হাজার লোকের উচ্ছিষ্ট জলে ধোয়া পাত্রে খাবার দিই না—
তাই আমাদের বিশেষত্ব।
শ্রীমানী মার্কেট—শিমলা, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

ব্রাঞ্চ—
শ্যামবাজার কলিকাতা
(ট্রাম ডিপোর নিকট উত্তর)

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর) বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আম্লাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয়, সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্ব-প্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ

প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যোনিগত দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ। মূল্য ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা। ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা মাত্র।

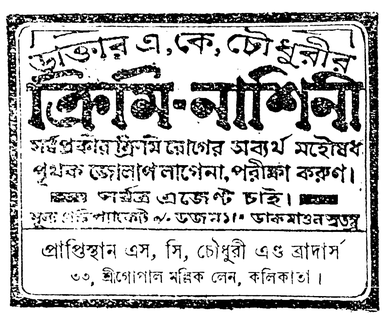

মেয়েদের সূতিকায়
ডাক্তার এ, কে, চৌধুরীর

সূতিকা-নাশিনী

ব্যবহার করুন।

প্রাপ্তিস্থান—
এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স
৩৩ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা

কিম্বা

সকল বড় বড় ঔষধের দোকানে।

গৃহিণীর মুখভার
আর সহ্য করিতে হইবে না

আমরা নিরূপিত সময়ে আপনার অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুন্দর সৌখিন ডিজাইন।

উৎকৃষ্ট গঠন এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্য।

পানমরার জন্য সকল সময়ে দায়ী থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক রকম চেন, ব্রেসলেট, আংটী, ঘড়ি, মাকড়ী, ইয়ারিং,
নাকছাবি, কাণফুল, ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ঘোষ এণ্ড সন্স ১৬-১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স ও ওয়াচ মেকার্স

টেলিফোন কলিকাতা নং ২৫৯৭।] [টেলিগ্রাম "Ghoshons" Calcutta.

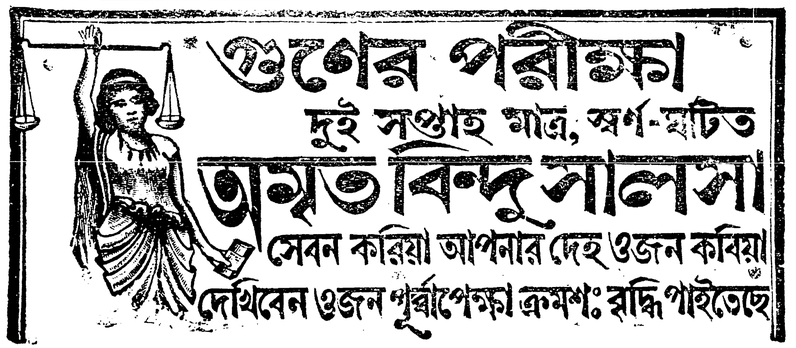

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা অমৃতবিন্দু সালসা রক্ত পরিষ্কারক, বলকারক, গরমি পারা-দোষ, প্রমেহ, খোস পাঁচড়া চর্ম্মরোগ, নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়। ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাশুল ১৲ টাকা ৬ শিশি ৪৲ চারি টাকা চারি আনা মাশুল ১৷৷০ দেড় টাকা।

বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দুর) তোলা ৪৲ টাকা। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারা ও আমলা গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন।
নবশক্তি ঔষধালয়, ২৯৭ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

মেহনত ও পয়সা খরচ

দুই-ই হবে

কিন্তু ফসল বাঁচাতে পারবেন না।

পুকুরের মাছ চুরিও নিবারণ হবে না।

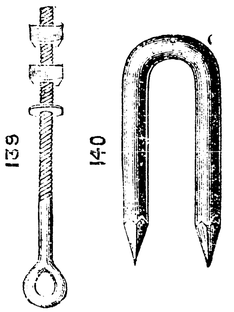

139

140

আমাদের এই কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিন—সমস্ত রকম বন্যজন্তু ও চোরের হাত থেকে—ক্ষেত, খামার ও পুকুর নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বে।

দামও বেশী নয়—সস্তা।

১০০০ হাত তারের দাম মাত্র—১০৷৷০ সাড়ে দশ টাকা।

আপনি যে জায়গাটা ঘিরতে চান, সেটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে আমাদিগকে লিখুন—কত তার লাগবে—কত টাকা দাম পড়বে—সব আপনাকে বিনামূল্যে জানিয়ে দেবো।

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮-৬'এ জি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লীমঙ্গল সমিতির

কয়েকটি অব্যর্থ ঔষধ

ব্যবহার করুন—উপকার পাইবেন।

কানের পুঁজের বড়ি যত দিনেরই রোগ হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে নিশ্চিত আরোগ্য হইবে। ব্যবহারে কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণা নাই। নির্ভয়ে ব্যবহার করিতে পারেন। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

ছেলেদের আলুই লিভার খারাপ হইয়াই ছেলেদের অধিকাংশ রোগ উৎপন্ন হয়। কালমেঘ ঘটিত আলুই লিভারের উৎকৃষ্ট মহৌষধ। নিতান্ত শিশু হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুদের যাবতীয় উদরাময়, ভস্‌কা দাস্ত, দুধতোলা, টক বমি, ক্রিমি, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর প্রভৃতি ইহাতে নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। প্রাচীন গৃহিণীরা ইহাই ব্যবহার করিতেন। আমরা পুনঃ প্রচার করিতেছি মাত্র। ব্যবহার করুন—শিশুর জীবন রক্ষা হইবে। মূল্য এক কৌটা—১৲ এক টাকা।

মেয়েদের সূতিকার দৈবঔষধ ও কবচ একবার মাত্র সেবন ও কবচ ধারণেই আরোগ্য হয়। আমরা নিজে জানি—বহু পরীক্ষিত মহৌষধ। নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। অবশ্য উপকার পাইবেন। মূল্য কবচ সহ—৫৲ পাঁচ টাকা।

শাল্মলী রসায়ন (NERVINE TONIC) ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত শাস্ত্রীয় রসায়ন ঔষধ। ইহাতে শক্তি ও পুরুষত্ব বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা নষ্ট শক্তি হইয়াছেন বা হইতেছেন, ইহা ব্যবহার করুন স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইবেন। ছয় সপ্তাহ ব্যবহারে শরীর নিরাময় হয়। ছয় সপ্তাহের একত্র মূল্য—৫৲ পাঁচ টাকা। রোগ যত দিনেরই হউক, উপকার স্থায়ী ও নিশ্চিত।

ঔষধগুলি ভাল নিঃসন্দেহে অর্ডার দিতে পারেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যাবতীয় চক্ষুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ, সময় থাকতে লাগাইলে ছানি পড়ে না ; পড়িলে কাটিয়া যায়।

জগৎবিখ্যাত

পাল এণ্ড কোং'র

বিশুদ্ধ পদ্মমধু

প্রতি শিশি মূল্য ১৷৷০

পোঃ, বরাহনগর কলিকাতা।

রুগ্ন দেহে, হতাশ প্রাণে

মদন মঞ্জরী

নূতন উদ্যম ও সামর্থ দান করিয়া শান্তি আনয়ন করে। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জনিত অসামর্থ, অক্ষুধা, শুক্রতারল্য প্রভৃতি মদন মঞ্জরীতে নির্দ্দোষ ভাবে আরাম হয়। ৪০ বটী ১৲।

নপুংসকত্বারী ঘৃত

বিশেষ ফলপ্রদ শক্তিশালী বাহ্যপ্রয়োগ। দুর্ব্বল, নিস্তেজ, অসাড় ও ক্ষীণ অঙ্গ ইহাতে সবল সতেজ সুদৃঢ় ও পুষ্ট হয়। ২ তোলা ১৲।

রমণ বিলাসিনী বটিকা

স্তম্ভণে বিশেষ শক্তি সম্পন্ন। ইহাতে কোনপ্রকার মাদকতা বা অবসাদ নাই। নির্ভয়ে সমান ব্যবহার করিতে পারেন। ১৬ বটী ১৲।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী—১৭৭ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা মিউজিক্যাল ষ্টোরস্

BISWAS & SONS.

MODEL FLUTE

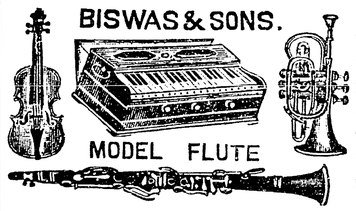

হারমোনিয়ম ২০৲ হইতে ৩৫০৲ মডেল ফ্লুট ৩ অক্টেভ সিঙ্গেল মূল্য ২০৲ ঐ স্পেশাল ২৫৲ অর্গেন টিউন ৩৫৲ ৩ অক্টেভ--- ডবল মূল্য ৩৫৲ ঐ স্পেশাল ৪০৲ অর্গেন টিউন ৪৫৲ এবং ৫০৲ অর্ডারের সহিত ৫৲। অগ্রিম পাঠাইবেন।

সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা—**বিশ্বাস এণ্ড সন্স,**

৫নং (গ) লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী

এস, এন, রায় এণ্ড কোং, ৮৫এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"গণো টক্‌সিন" ইহা হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে দেশীয় বিশুদ্ধ গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত। এতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ অনিচ্ছা রেতঃস্রাব, ধ্বজভঙ্গ শ্বে ও রক্তপ্রদর সত্বর বিনষ্ট হয়। মূল্য ডাঃ মাঃ সহ দেড় টাকা—

বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ প্রতি ড্রাম /৫ পয়সা। নানাবিধ শিশি, কর্ক, পুস্তক, গ্লোবিউলস, সুগার অফ্‌ মিল্ক ই...দি ও বাইওকেমিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। কলেরা বা গৃহচিকিৎসার ঔষধ, এক...। গৃহচিকিৎসাও ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র সহ বাক্স ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ১০৪, শিশিপূর্ণ যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩৷৷০, ৫৷৷০, ৬৷৴০ এবং মাশুলাদি স্বতন্ত্র

প্রিয়জনের প্রিয় আননে মধুর হাসিটুকু দেখিতে না চায় কে ?

—মীরা—

অদ্বিতীয়—অতুলনীয়—অনিন্দ্যনীয়।

এই জিনিষগুলিতে ডালি সাজাইয়া এ বছরের **উপহার প্রদান করুন।**

—মুখে হাসি ফুটিবে— —আনন্দে অন্তর উথলিবে—

কেশে "**রেশমী**" ও "**মীরা তৈল**" ; আননে "**মীরা স্নো**" ; রুমালে "**মানসী**" ও "**ষোড়শী**" ; প্রসাধনে "**পরাগ**" ; কুন্দদন্তে "**মুক্তা**"।

মীরা——————কলিকাতা।

নমঃ নারায়ণায়

গৃহস্থ-মঙ্গল

৫ম বর্ষ	ভাদ্র ১৩৩৮	৫ম সংখ্যা

হায়, উন্নতি !

একদিন বাঙ্গলা সোনার বাঙ্গলা ছিল, কিন্তু আজ ! সেই বাঙ্গলাই শ্মশানে পরিণত হয়েছে। বাঙ্গলা গ্রামেরও সে সৌন্দর্য্য নাই, বাঙ্গালী মনেরও সে শান্ত সৌন্দর্য্য নাই। বাঙ্গালীর বাহুতেও সে শক্তি নাই ! যেদিকে তাকাও দেখ্‌বে —নিরাশার মূর্ত্তিমান দৃশ্য।

শত বৎসর পূর্ব্বেও লোকে সুখে ছিল, শান্তিতে ছিল, নিরুদ্বেগে ছিল। হিন্দু মুসলমান দুই-ই এক মায়ের দুই ছেলের মতই একই গ্রামে শান্তিতে বাস করতো। এরূপ সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদও ছিল না। সকলেই শ্রমশীল, স্বাস্থ্যবান, বিলাসবর্জ্জিত এবং সত্য সত্যই ধার্ম্মিক ছিল। ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করিত না। ধর্ম্মই যে পরকালের গতি এটা ছিল বদ্ধমূল ধারণা, কাজেই চুরি ডাকাতি লুট তরাজ ঘৃণ্য বলিয়াই গণ্য ছিল—জীবনটাও নিরুদ্বেগে কেটে যেত। স্বচ্ছলতা স্বাস্থ্য, শান্তি সবই যে ছিল। তখন সন্তান হ'লে উৎসব হ'ত—এখন সন্তান রোধের জন্য অস্বাভাবিক ঔষধ খুঁজিতে হইতেছে—দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে !

সেকালের বাঙ্গলা গ্রামে সব রকমের সকল জাতই নিরুদ্বেগে বসবাস করতো। যে যার আপনাদের জাত ব্যবসার গণ্ডীর মধ্যেই থেকে সুখে দিন কাটাতো। কেউ কারো জাত ব্যবসায় হাত দিতো না—এমনি সুশৃঙ্খলায় তখনকার সমাজ গঠিত ছিল। ছেলেরা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাত ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত হতো, তারা সংযমী পরিশ্রমী ছিল, শিক্ষা সমাপন করেই আপনাদের ব্যবসায়েই তার

পিতৃ পিতামহের কাজেই লেগে যেতো। শিক্ষার তখন ব্যয় ছিল না, অল্পব্যয়ে তারা পণ্ডিত হতো। স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান থাকতো।

দেশে ছিল পঞ্চায়তী বিচার। কোন প্রকার মনান্তর বা বিবাদের সূত্রপাত হলেই পাঁচজন গ্রামের মাতব্বর লোক তা মিটিয়ে মীমাংসা করে দিত, তার জন্য একটী পয়সাও খরচ হতো না—ন্যায় বিচার হতো।

দেশে তখন বিলাসিতা ছিল না, বিলাসিতার বহ্বাড়ম্বরকে লোকে ঘৃণা কর্ত্তো। অল্প আয়েই তারা সঞ্চয়ী হতো—ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধারণ হিতকর কার্য্য করেই তারা কৃতার্থ হতো।

তারপর পাশা উল্টে গেলো,—ইংরেজ এলেন, রাজা হলেন, দেশেও ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য শিক্ষা আস্তে আস্তে প্রবেশ কর্ত্তে লাগলো। গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় হলো, বিচারালয় হলো, চাকুরী জুটতে লাগলো শান্তি-রক্ষার জন্যে পুলিশ হ'লো। গ্রাম্য পঞ্চায়তী উঠে গেল। কলের ঠেলায় জাত ব্যবসা নষ্ট হ'ল, শিল্প কৃষি সবই গেলো। এদিকে পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ নানান বিলাসিতার সামগ্রী চোখের সামনে ধরে দিলেন—দেশের লোক পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে নিজেদের বৈশিষ্টতা একেবারে হারিয়ে ফেল্লে—হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হয়ে ধর্ম্মে কর্ম্মে পোষাক পরিচ্ছদে, সামাজিকতায় বিদেশীগণের অনুকরণ কর্ত্তে লাগলো। বাঙ্গলার লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান হ'লেন—বাঙ্গলায় অন্নকষ্ট হলো, বাঙ্গলা অনাহারে অর্দ্ধাসনে নানান্ রোগের সাম্‌নে আত্মসমর্পণ কর্ত্তে লাগলো, বাঙ্গলা মন চলে গিয়ে, ইহকাল সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য মন বাঙ্গালার দেহে প্রতিষ্ঠিত হলো, বাঙ্গলার গ্রামগুলিও শশ্মানে পরিণত হ'লো।

এই বাঙ্গালাকে উন্নত কর্ত্তে হ'লে বাঙ্গালার গ্রামগুলির উন্নতি সাধন কর্ত্তে হয়। আবার কতকটা সেকালের চাল চলনে চল্‌তে হয়। পল্লী সংগঠনের কথা আলোচনা হ'চ্ছে বটে, কিন্তু যতদিন না বাঙ্গলীর মন গৃহাভিমুখী হয়, ততদিন পল্লী সংগঠনের আশা দুরাশাই বটে!

বর্ত্তমান বাঙ্গালার বাঙ্গালী মরেছে নিজের জাতীয় বৈশিষ্টতা হারিয়ে। ভারতে অন্যান্য প্রদেশের অনেক জাতিই দুর্ব্বল হয়েছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর মত এমন করে কেউ আপনাদের বিশেষত্ব হারায় নাই।

শুধু যে ম্যালেরিয়া কালাজ্বরেই—দেশটা এমন শ্মশান হ'য়েছে তা নয়, দেশের চারিদিকেই ধ্বংসকারী আগুন জ্বলে উঠেছে—সে আগুন নিব্‌বে কি করে? বাঙ্গালী প্রকৃতিস্থ হতে পার্‌বে না। বাঙ্গালী দেখে শিখে না,—ঠেকে শিখে না। বাঙ্গলাকে শ্মশানে পরিণত করেছি আমরাই। ঘরে ঘরে গৃহ বিবাদ, মামলা মোকর্দ্দমা, ঘৃণিত স্বার্থপরতা, ধর্ম্মের গোঁড়ামী, কাপুরুষতা বিবাদ বিসম্বাদ এরা সবাই মিলে এক সঙ্গে জ্বলে উঠে সবই ভস্মসাৎ করে ফেল্‌ছে। এ কি ফাঁকা বক্তৃতায় নিব্‌বে? আমরা কি প্রকৃতিস্থ হ'য়ে নিজেদের অবস্থা একবার চক্ষু মিলে দেখতে পার্‌বো? নিজেকে নিজে জান্‌লেইতো মোহানন্দ্রা কেটে যায়। এরই নাম ত আত্ম-দর্শন। কিন্তু তা হবে কি?

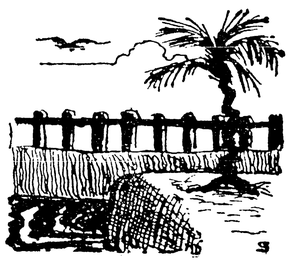

টোটকা চিকিৎসা

নূতন সংগ্রহ

[যিনি যাহা জানেন যদি প্রচারার্থে দেন, আমরা নাম ধাম সহ প্রকাশ করিব। অনেক ভদ্রলোক দয়া করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। আপনিও যতটুকু পারেন করুন—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন পারস্পারিক সমবেত চেষ্টা না থাকিলে একের পূর্ণ চেষ্টায় ইহা হইতে পারে না। আর ইহা কেবল আমাদের কাজ নয়, আপনার নিজের কাজ বলিয়াও জানিবেন। এইগুলি সংগৃহীত হইয়া Record প্রস্তুত হইয়া যাউক। আপনি যেগুলি জানেন বা আপনার আত্মীয় বন্ধু যেগুলি জানেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট করা হইবে। ঔষধগুলি সবই গেল বলিয়া দুঃখ করেন—সেগুলি রাখিবার জন্য কাজে কিছু করুন, তবে ত ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের পন্থা হইবে।]

কবিরাজ—এইচ, দাস। আয়ুর্ব্বেদ-কেমিষ্ট।

একশিরা।

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

১। জয়ন্তীপাতা কতক সাজাইয়া লইয়া আগুনে গরম করিয়া সেঁক দিবে এবং মাঝে মাঝে চাপ দিবে, যখন দেখিবে একটী বড় রুটীর মত হইয়াছে, তখন রুটীটী কোষের উপর জড়াইয়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে একশিরা ভাল হইবে।

২। চাখড়ি ও হরিতকী জল দিয়া বাটিয়া কোষের উপর প্রলেপ দিলে একশিরা আর থাকে না।

৩। শ্বেত মাকালের শিকড় কোমরে ধারণ করিলে একশিরা ভাল হইবে। যখন সূর্য্য অস্ত যাইবে, তখন ধারণ করিতে হইবে।

৪। আতাপাতা রেড়ীর তৈলে আগুনে সেঁকিয়া বিচির উপর বাঁধিয়া দিলে, একশিরা ভাল হয়।

৫। চামেলী ফুলের তৈল বা নারিকেল তৈল ও কর্পূর একত্র মিশাইয়া এঁড়জালী হইলে লাগাইবে।

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

৬। একশিরা হইলে শ্বেতচন্দন জলে ঘসিয়া কিঞ্চিৎ আফিং মিশাইয়া অথবা নাটার বীজের শাঁস, ভেরেণ্ডা তৈলের সহিত বাটিয়া কোষে প্রলেপ দিবে।

৭। কালজিরা বাটিয়া রক্তচন্দন ঘর্ষণ করিয়া সমভাগে লইয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ আফিং মিশাইয়া ধুতুরাপাতার রস কিম্বা মনসাসিজের রস দিয়া গুলিয়া নূতন মৃত্তিকাপাত্রে গরম করিয়া পাঁচ সাতদিন কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে, কুরণ্ড রোগ ভাল হয়।

স্বপ্নদোষ।

১। কাবাবচিনি চারি আনা ও কর্পূর ৬ রতি একত্রে খাইলে স্বপ্নদোষ ঘটিতে পারে না।

২। দুই রতি কর্পূর ও সিকি রতি অশ্বগন্ধা একত্রে মিশাইয়া খাইলে স্বপ্নদোষ হইবে না।

৩। কচি পিপুলমূল চূর্ণ, বঙ্গভস্ম, কাবাবচিনি, গুলঞ্চের পালো, প্রত্যেকটী দেড় রতি মাত্রায় লইয়া প্রাতে ও দ্বিপ্রহরে আহারান্তে এবং রাত্রে শয়নকালীন আমলকী ভিজান জলের সহিত খাইলে কখনও স্বপ্নদোষ ঘটিতে পারে না। এমন কি এই রোগ অচিরে দূরীভূত হয়।

বহুমূত্র।

১। গুলঞ্চের পালো মধুসহ খাইলে বহুমূত্র ভাল হয়।

২। খানিকটা শিমুল গাছের আঠা প্রত্যহ খাইলে বহুমূত্র ভাল হয়।

৩। মায়কলাই চূর্ণ, যষ্টিমধু চূর্ণ ও মধু, সমভাগে লইয়া সেবন করিলে বহুমূত্র আরোগ্য হয়।

৪। যজ্ঞডুমুর চূর্ণ, লোধ ও মধু সমভাগে একত্রে খাইলে অথবা অড়হর পত্রের রস মধু একত্রে সমভাগে খাইলে বহুমূত্র ভাল হয়।

৫। সুপক্ক চাটিম কলা, ভূমিকুষ্মাণ্ডের মূল চূর্ণ, শতাবরী চূর্ণ ও দুগ্ধ সমভাগে লইয়া সেবন করিলে বহুমূত্র নিবারিত হয়।

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

৬। কৃষ্ণতিল ভাজা এবং পুরাতন গুড় একত্রে প্রত্যহ খাইলে বহুমূত্র সারে।

৭। যাহারা বারে অধিক পরিমাণে প্রস্রাব করে, তাহারা উষ্ণ চাউল শিলে পিষিয়া চূর্ণ করিয়া ইহার দ্বারা পিষ্টক ভাজিয়া রাত্রিতে সেবন করিবে। ইহাতে বহুমূত্র রোগ অচিরে আরোগ্য হইবে।

বাগী।

১। একটি কাল মুরগীর ডিম ভাঙ্গিয়া তাহার কুসুমটী লইয়া কলিচুণের সহিত বাটিয়া বাগীর উপরে প্রলেপ দিবে। বাগী বসিয়া যাইবে।

২। নাটার ফলের বীচির শাঁস বাসি হুঁকার জলে বাটিয়া গরম করিয়া বাগীর উপরে লাগাইয়া দিবে, বাগী বসিয়া যাইবে।

৩। ঘৃতকুমারীর পাতা চ্যাপ্‌টা দিকে চিরিয়া লইয়া উপুড় করিয়া বাগীর উপরে বসাইয়া দিবে, বাগী বসিয়া যাইবে।

৪। গন্ধবিরজার আঠা গরম করিয়া পটী দিবে, কুঁচ্‌কী কিংবা বাগী প্রথমাবস্থায় সারিয়া যাইবে।

৫। কালকচুর গোড়া কাটিয়া তাহার আঠা বাগীর উপর মাখাইয়া নোড়া আগুনে গরম করিয়া তাহাতে সেঁক দিবে বাগী কুঁচ্‌কী আরাম হইবে।

৬। ভুঁই চাঁপার মূল জলে বাটিয়া বাগীর উপর দিবে, তাহাতে বাগী সারিয়া যাইবে।

৭। শামুকের শাঁস ও কলিচুণ ফেনাইয়া লাগাইলে বাগী ও কুঁচ্‌কী বসিয়া যাইবে।

৮। ভূতপাতার রস লাগাইয়া দিলে বাগী ও ফোড়া বসিয়া যাইবে।

৯। কৃষ্ণকলি ফুলের পাতা বাটিয়া বাগীর উপর বসাইয়া দিলে বাগী ফাটিয়া যায়।

১০। চীনাবাসন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে; পরে তাহার সহিত মাখন ফেটাইয়া সেই মাখন বাগীর উপর প্রলেপ দিয়া ঐ বাসনের ছাঁকা গুঁড়া ছড়াইয়া দিবে। নূতন বাগী আর উঠিতে পারিবে না।

[পরীক্ষিত ফলাফলের মন্তব্য

মাননীয় গৃহস্থমঙ্গল সম্পাদক মহাশয়, সমীপেষু—

মহাশয়

নিম্নলিখিত টোটকা ঔষধ দুটি আমাদের পরিবারে বংশানুক্রমে প্রচলিত আছে, যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা হইলে সাধারণের উপকারের জন্য আপনার পত্রে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন, নিবেদন ইতি

"সুরেন্দ্রমন্দির"
হাওড়া। } শ্রীশিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

১। ২দিন অন্তর পালাজ্বরের ঔষধ—একটী নিমকোর লতা, (রোগীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বড় হওয়া চাই) বাসিমুখে তুলিয়া রোগির পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত মাপিয়া হাতের কব্জির উপরে (মণিবন্ধে) বাঁধিয়া দিবে। রোগি এবং যিনি বাঁধিবেন তাঁহার বাসিমুখ হওয়া চাই, পালার দিন (অর্থাৎ যেদিন জ্বর হইবার দিন) সকালে বাঁধিতে হয়, অন্য কোনও নিয়ম নাই, স্ত্রীলোকের বাম হস্তে এবং পুরুষের ডান হস্তে বাঁধিতে হইবে। যদি নাড়ীতে জ্বর না আসিয়া থাকে তাহা হইলে সেই দিন হইতেই জ্বর বন্ধ হইবে নচেৎ তার পরদিন হইতে নিশ্চয়ই জ্বর বন্ধ হইবে, **নিমুকের লতা** ছোট পানের মত পাতা পিছনে মুখ অর্থাৎ খাঁজ নাই বোঁটা মধ্যে থাকে **পদ্মপাতার মত তবে খুব ছোট** জঙ্গলি লতা, সমগ্র লতাটি হাতে তাগার মত জড়াইয়া দিবে।

২। **গর্ভপাত নিবারণের ঔষধঃ**—শ্বেত অপরাজিতার মূল, সুতায় বাঁধিয়া কোমরে বাঁধিয়া রাখিলে গর্ভপাত হইবার ভয় থাকে না।

ঔষধ দুটি বহুপরিক্ষিত ও **অব্যর্থ ফলপ্রদ।**

আমরা পাঠকগণকে এই যথা তথা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ মহোপকারী লতাপাতার গুণাগুণের কথা ক্রমশঃ উপহার দিতে থাকিব। ইহা দ্বারা অনেকেই বিনা ব্যয়ে অনেক দুরারোগ্য রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সাধারণের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যে,—তাঁহারাও যদি কোন বৃক্ষ লতাদির রোগ নিবারণের অপূর্ব্ব শক্তির কথা অবগত থাকেন অথবা আমরা যে সকল ভেষজের গুণাগুণ বর্ণন করিব, তৎসম্বন্ধেও যদি তাঁহাদের নূতন কোন কথা জানা থাকে তাহা হইলে তাঁহারা সেই সকল কথা সাধারণের অবগতির জন্য এই পত্রিকায় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

বাবলা।

কবিরাজ—শ্রীরজনীকান্ত বলমুন্সী, কবিরত্ন, এল, এ, এম, এস।

বাঁশের ন্যায় বাবলাও একটী আয়কর বৃক্ষ। ইহার এক একটী বড় গাছ ৭।৮ টাকার কমে বিক্রয় হয় না অথচ ইহা অল্প সময় মধ্যেই সারবান হইয়া থাকে। যে সকল জমিতে কিছুই হয় না বলিয়া পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহাকে বাবলা হইলে, সেই জমির দোষ নষ্ট হইয়া কয়েক বৎসর মধ্যেই উহা প্রকৃত চাষের উপযোগী হইয়া উঠে এবং ঐ সকল বাবলা গাছের নীচে প্রচুর পরিমাণে ঘাস হয় বলিয়া গবাদি পশু সকলেরও চরিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বাবলার শিম্বি বা শুঁটী গবাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য; ইহাতে দুগ্ধ বর্দ্ধিত হয় বলিয়া গোয়ালারা গাভীকে ইহা খাইতে দেয়। কিন্তু ইহা ব্যবহারে দুগ্ধ অপেক্ষাকৃত পাৎলা হইয়া থাকে। এজন্য শুঁটি ব্যবহারের পরই গাভীকে কিন্তু সর্ষপ খৈল দেওয়া উচিত, ইহাতে দুগ্ধের পরিমাণ অধিক ও গাঢ় হয়। ছাগাদিও ইহার পাতা এবং শুষ্ক শিম্বি ভক্ষণ করিয়া থাকে, ইহাতে তাহারা বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হয়, কিন্তু উহাদের উদরে বাবলা বীজগুলি পরিপাক না পাওয়ায় বিষ্ঠার সহিত বহির্গত হইয়া যায়। ঐ সকল বীজ হইতে যে সকল চারা জন্মে, তাহা অতিশয় পুষ্ট ও বলবান হইয়া উঠে, এজন্য ঐ সকল বীজ সংগ্রহ করিয়া রোপণ করিতে পারিলে গাছগুলি ভাল হয়। বাবলার গাছ উঠাইতে বিশেষ কোনই পরিশ্রম করিতে হয় না। বর্ষার আরম্ভে জমি কোদলাইয়া তাহাতে বীজ বপন করিলেই অল্পদিন মধ্যে চারা বাহির হয়। প্রথমতঃ চারাগুলি বেড়া দিয়া রক্ষা করা উচিত, পরে ঐ গাছগুলিই বেড়ার কায করিবে।

বস্তুতঃ বাবলাদ্বারা উত্তম বেড়া হয় এবং ভবিষ্যতে এই বেড়া একটা মস্ত লাভের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বেড়ার জন্য কিছু ঘন করিয়া অর্থাৎ প্রায় এক হাত অন্তরই এক একটী করিয়া বীজ বপন করা উচিত। তৃতীয় বৎসরের শেষ ভাগে মাঝের এক একটি গাছ নষ্ট করিয়া ফেলিলে অপর গাছগুলি স্থান পাইয়া বড় হইতে থাকে এবং পরবর্ত্তী প্রতি বৎসর এক একটী করিয়া বাদ দিয়া ক্রমশঃ পাতলা করিতে হয়; অবশেষে ৫ হাত অন্তর এক একটী গাছ রাখিয়া দিলে বেড়ার খুঁটির কায হয় অথচ পরে উহা দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান হওয়া চলে। অবশিষ্ট গাছগুলির ডাল-পালা কাটিতে নাই, কারণ, দেখা গিয়াছে—ডালপালা না কাটিলেই গাছ খুব বড় এবং মূল্যবান হইয়া থাকে। ১৫।১৬ বৎসর রাখিতে পারিলে ইহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। তখন প্রত্যেকটী গাছ গড়ে ৮৲ দরে বিক্রীত হইলেও যে বাগানে ৫০০ গাছ আছে—তাহার মূল্য ৪০০০৲ টাকা হইবে।

বাবলা অত্যন্ত শক্ত ও টেকসহি বলিয়া আজকাল ইহা অনেক কাযে লাগিতেছে। ফলে, গাছের দরও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা দ্বারা গরুর গাড়ীর চাকা, রেলওয়ে পাতিবার স্লিপার, কাঠ, ব্লক ইত্যাদি, আখমাড়া কল, কামান বহনের গাড়ী, ঘানিগাছ, কড়ি, বরগা এবং নৌকার গুড়ণ, ঢেঁকি, লাঙ্গলের ঈশ, কোদাল, কুড়াল, বঁটি প্রভৃতির বাট প্রস্তুত হইয়া থাকে। আসবাব পত্র ও গৃহাদি নির্ম্মাণ জন্য বাবলাকাষ্ঠ এতদ্দেশে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্যবহৃত না হইলেও, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বোম্বাই প্রদেশে উক্তরূপে ইহার যথেষ্ট প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এক বৎসরকাল ইহা জলে রাখিয়া পাকা করিয়া লওয়ার পর, ইহা দ্বারা আসবাব-পত্রাদি তৈয়ারী করিলে খুব টেকসহি হয় অথচ কখনও উহা ঘুণে ধরে না। জ্বালানি কাষ্ঠরূপেও ইহার মূল্য নিতান্ত কম নহে, কারণ অন্যান্য কাষ্ঠ অপেক্ষা অধিক উত্তাপ উৎপাদনে সমর্থ বলিয়া ইহা পাউরুটি ও কাচ গলাইবার তন্দুরে ব্যবহৃত হয়। ইহার ছোট ছোট ডাল হইতে বেশ মজবুত ঝুড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। Sind ও Punjab প্রদেশে ইহাতে গালা (Lac) পোকার চাষ করা হয়। ইহার সরু সরু ডালগুলি দাঁতন কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়।

বাবলার ছালে প্রচুর পরিমাণে Tannic acid থাকায় চর্ম্ম শোধনের মুখ্য উপাদান বলিয়া ইহা কলিকাতা বাজারে বিক্রয় হয় এবং তথা হইতে ইয়ুরোপ এবং আমেরিকায় চালান হইয়া যায়। কালি ও রং প্রস্তুত করিবার জন্যও বিদেশে ইহার কাট্‌তি যথেষ্ট। আমাদের দেশেও ইহা হইতে রং প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ½ সের বাবলার ছাল টাট্‌কা অবস্থায় থেঁতো করিয়া ২½ সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, পরে ১½ সের থাকিতে উহা নামাইয়া ½ তোলা ফট্‌কিরি চূর্ণ উহাতে মিশ্রিত করিলে যে রং হইবে তাহাতে কোনও কাপড় বিশেষতঃ খদ্দর ৩বার ভিজাইয়া ৩বার শুকাইলে উহা ঘোর পাট্‌কিলে (Puca) রং হয়, আবার এই জলে ½ তোলা হিরাকষ চূর্ণ মিশাইলে মাঝারি গোছের পাকা রং হইয়া থাকে। ইংরেজ প্রভৃতি বণিক্‌গণ বাবলার ছাল বৃহৎপরিমাণে বিদেশে চালান দিয়া তথা হইতে উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে নানাপ্রকার রং প্রস্তুত করাইয়া এদেশে আনে এবং ঐ সকল রং কাপড় ও চামড়াদিতে ব্যবহৃত হয়।

বাবলার ছাল ও শিম্বির কষের দ্বারা এতদ্দেশীয় চর্ম্মকারগণ চর্ম্ম সংস্কার করে। মাঝিরাও ইহা দ্বারা জালের সূতা গাবাইয়া থাকে,—ইহাতে সূতা অত্যন্ত দৃঢ় হয় বলিয়া সহজেই উহা জলে পচিয়া নষ্ট হয় না।

চৈত্র বৈশাখ মাসে পরিণত বাবলা বৃক্ষের কাণ্ডস্থিত ত্বক্, ঠিক জিয়ল গাছের ন্যায় ফাটিয়া তথা হইতে এক প্রকার আঠা নির্গত হয়। ইহাকে গঁদ (Gum) বলে। এই গঁদ কচি গাছ হইতে গাঢ় বর্ণের এবং গাছ যত পরিণত-বয়স্ক হয়, গঁদও তত বর্ণ-বিহীন হইয়া থাকে। অধুনা ইহা নানা উপায়ে সংগৃহীত হয়, তন্মধ্যে সাধারণতঃ বৃক্ষের কাণ্ডে ১ কিম্বা ½ অঙ্গুলি গর্ত্ত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইতে আঠা বহির্গত হইয়া সূর্য্যতাপে জমাট বাঁধিলে পর উহা সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়। এক একটী গাছে ২ আনা হইতে ১ সের পর্য্যন্ত গঁদ নিঃসৃত হইতে পারে। আরবী কিম্বা বিলাতী গঁদ হইতে ইহা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয় বলিয়া আজকাল আমাদের দেশেও ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইতেছে। অদ্রবণীয় ও গুরু ঔষধ মিশ্রণ (mixture) করা কালে এবং বটিকা ঔষধ প্রস্তুত সময়ে ইহা প্রয়োগ করা হইয়া

থাকে। তা' ছাড়া অফিসের চিঠিপত্র ও নোটিশাদি আটকাইবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহার ব্যবহার চলিতেছে।

যাহার প্রত্যেক অংশই কোন না কোন কাযে লাগিতেছে, অথচ বিনা ব্যয়ে, বিনা পরিশ্রমে অনুর্ব্বর ক্ষেত্রেও যাহার চাষ অনায়াসে হইতে পারে এইরূপ মূল্যবান্ গাছ,—একটু আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সকলেরই লাগান উচিত; তাহাতে প্রথমতঃ তাঁহার বাগানের বেড়া হইবে, খারাপ জমিগুলি আবাদযোগ্য হইবে ও ঐ সকল বাবলা গাছের নীচে ঘাস হওয়ায় গো-কুল রক্ষা পাইবে, দ্বিতীয়তঃ বাবলার শিম্বিগুলি ভক্ষণ করিয়া গরুতে বেশী দুধ দিবে এবং জ্বালানি কাষ্ঠের অভাব মোচন হইবে, অবশেষে ঐ সকল গাছ দ্বারা তিনি বিলক্ষণ আর্থিক সাহায্য পাইতে পারিবেন।

ঔষধার্থেও ইহার উপকারিতা নিতান্ত কম নয়, যেহেতু বাঁশের মত ইহারও পত্র, ত্বক্, বীজ, নির্য্যাস ও মূল ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।

পত্র ঃ—

গণোরিয়া রোগে বাবলার কোমল পাতা বাটিয়া ২ ড্রাম মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার হয়। পুরাতন প্রমেহে ইহার কচি পাতা (ডগা সহ) ১ মুষ্টি, অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধের সহিত পেষণ পূর্ব্বক সেবনে ২ সপ্তাহ মধ্যে উপকার পাওয়া যায়। সামান্য মেহে বাবলার কচি ডগা তুলিয়া খাইলেও উপকার হইতে দেখা যায়। বাবলার নরম পাতা বাটিয়া উহা ৬ আনা পরিমাণ শীতল জলের সহিত প্রাতঃ খালি পেটে সেবন করিলে অতি প্রবল **অতিসার**ও নিবৃত্তি পায়, এমন কি উহা আমযুক্ত অতীসারেও ফল হইয়া থাকে। শার্ঙ্গধর মতে—বাবলার স্থূল পাতার রসও অতিসার নাশক। পেটের অসুখ হইলে সাধারণ লোকে ইহার কচি পাতা ও কাঁচ শুঁটি চিনির সহিত একত্র বাটিয়া খাইয়া থাকে। এই ঔষধে ½ গ্রেণ মাত্রায় আফিম যোগ করিয়া লইলে অতি শীঘ্র কায হয়। বাবলা পাতা, জীরা, কৃষ্ণ জীরা বাটিয়া ২ তোলা পরিমাণ রাত্রে সেবন করিলে শ্লেষ্মাতিসার ভাল হয়।—বাধক পীড়ায় ইহার কচি পাতা ১ মুষ্টি, সামান্য কিছু আতপ চাউল ও একটু বটের ঝুরি একত্র বাটিয়া সেবনে আশ্চর্য্য ফল হয়।

পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগী জ্বরের অবস্থায়—বাবলার ডগাসহ কচি পাতা ১মুষ্টি, অর্দ্ধসের দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া উহাতে ১ ছটাক কাশীর চিনি মিশ্রিত করতঃ গরম থাকিতে থাকিতে পান করিলে ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। এইরূপ ৩।৪ দিন সেবন করিলে আর জ্বর হয় না। এই ঔষধ ব্যবহারের পরই স্বেদোদ্গমের জন্য রোগীকে উপযুক্ত শীতবস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখিতে হয়। **কদর্য্য-স্রাবী ক্ষতে** বাবলার কচি পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। **উপদংশ ক্ষতে** ইহার শুষ্ক পাতা চূর্ণ করিয়া লাগাইলে কয়েকদিন মধ্যেই ফল হয়, প্রতিদিন নিমজলে ঘা ধুইয়া প্রযোজ্য। বাবলা পত্রের কাথ পুনঃ পুনঃ জ্বাল দিয়া লেহবৎ ঘন হইলে শীতলাবস্থায় উহাতে মধু মিশ্রিত করতঃ অঞ্জন দিলে চক্ষুর অনবরত জল পড়া নিবারিত হয়। বাবলা, নিম, লেবু, অড়হর, ডালিম, পেয়ারা, কয়েত বেল, কার্পাস ও কুল এই ৯ টীর পাতা প্রত্যেক ১ ছটাক উত্তমরূপে শিলাপিষ্ট করিয়া ১খানি পিষ্টকের মত করতঃ ১ পোয়া গব্যঘৃতে ভাজিতে হইবে। ভাজা শেষ হইলে উহাতে বিশুদ্ধ মোম ১ ছটাক মিশ্রিত করিয়া পুনরপি একটু জ্বাল দিতে হইবে। পরে উহা ছাঁকিয়া গরম থাকিতে থাকিতেই কোনও শীতল জলপূর্ণ প্রস্তর পাত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে। ঠাণ্ডা হইলে উহা হস্ত দ্বারা উঠাইয়া লইতে হইবে। এই ঘৃতের বর্ণ সবুজ হইবে। ইহা দ্বারা বহুদিনের দূষিত পচা ঘা, নালি ঘা প্রভৃতি দুঃসাধ্য ক্ষত আরোগ্য হয়।

ত্বক্ (Acacia cortex) ঃ—

ইহার ত্বক্ British Pharmacopœiaতে গৃহীত হইয়া 'Oak Bark' এর প্রতিনিধি-স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। ডাক্তার কানাইলালের মতে ইহা 'Oak bark' অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। এই ত্বক্ অন্ততঃপক্ষে ৭ বৎসর বয়সের গাছ হইতে সংগৃহীত হইয়া শুষ্ক করতঃ এক বৎসর রাখার পর ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য। ইহাতে ২২% Tannin

থাকায় প্রধানতঃ ইহা সঙ্কোচক রূপে ব্যবহৃত হয়। ১ভাগ ত্বক্ ১৬গুণ জলের সহিত অর্দ্ধঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া—অতিসারে যখন সম্বরণী বলির (Sphincter muscles) দৌর্ব্বল্য-হেতু রোগীর অজ্ঞাতসারে মল নিঃসৃত হয় তখন, এই ক্বাথ পিচ্‌কারীদ্বারা প্রয়োগ করিলে প্রদাহযুক্ত অন্ত্রের ঝিল্লি সমূহের স্নিগ্ধতা ও বল আইসে। ক্ষত স্থান হইতে রক্তস্রাবে এই ক্বাথ প্রয়োগ করিলে রক্তরোধ হইয়া শীঘ্রই granulation জন্মিয়া থাকে। ক্ষত বিদীর্ণ বা ক্ষতের মাংস অপসারিত হইলে তাহাতে যে তীব্র জ্বালা হয়, তাহাতে ববুলক্বাথ সেচন করিলে এবং এক আউন্স মাত্রায় সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। শ্বেতপ্রদরে এই ক্বাথ দ্বারা যোনিগহ্বর ধৌত করিলে বিশেষ ফল দর্শে। ডাক্তার দয়াল চন্দ্র সোম বলেন, তিনি ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণযুক্ত প্রদরে এই ক্বাথ ব্যবহার করিয়া Alum & Zinc Lotion এর চেয়েও অধিক ফল পাইয়াছেন, অথচ ইহা উক্ত Lotion এর মত উত্তেজক নয়। ডাক্তার যুবেয়ারের মতে শুধু ইহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাদ্বারা বলকারক ঔষধের কার্য্যও সাধিত হইয়া থাকে। দাঁতের গোড়া ফোলা ও তথা হইতে রক্ত পড়া, অন্যান্য প্রকার মুখরোগ, গলক্ষত এবং বহুলালাস্রাবে এই ক্বাথ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। বাবলাছালের ক্বাথ পুনরায় পাক করিয়া গাঢ় হইলে উহা তক্রের সহিত পান করতঃ মিতাশী হইয়া তক্র পান করিলে অতি কঠিন জলোদরও প্রশমিত হয়। বাবলার ছাল চূর্ণ মধুযোগে সেবন করিলে ভগ্নাস্থির সন্ধান হয় বলিয়া 'ভাব-প্রকাশে' আছে। ঘোড়ার জিহ্বায় তালুরোগ হইলে বাবলা গাছের শুষ্ক ছালের গুঁড়া লাগাইলে ভাল হয়।

বাবলাছাল, নিম পাতা, কুল পাতা, পেয়ারা পাতা, তেঁতুল পাতা প্রত্যেক ১ ভাগ, মুদ্রাশঙ্খ, ½ ভাগ, মোম ১ ভাগ এবং এরণ্ডঘৃত ৫ ভাগ। প্রথমতঃ মোম বাদে অন্যান্য দ্রব্য ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া তাহাতে মোম দিয়া অনবরত নাড়িতে হইবে, পরে ছাঁকিয়া উহা কোন কাচ পাত্রে রাখিতে হইবে। এই মলম সর্ব্বপ্রকার ঘা, পাচড়া, বাগি, উপদংশ-জনিত বিবিধ ঘা, অর্থক্ষত কাটা ঘা, পারার ঘা প্রভৃতি বহুবিধ ঘা নাশক। বাবলাছাল ঘটিত 'বব্বুল্যাদ্যরিষ্ট' অতীসারের একটী বিখ্যাত ঔষধ এবং জগদ্বিখ্যাত 'মৃতসঞ্জীবনী সুরা'ও ইহা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ফল ঃ—

বাবলা বীজ নাকি কলেরা রোগের উত্তম প্রতিষেধক। ইহার ১টী বীজ ঠাণ্ডা জলে বাটিয়া খালি পেটে খাইলে ৩ মাস মধ্যে কলেরা হয় না। পরীক্ষণীয়। রক্তদুষ্টিতে বাবলা বীজ, মাকালের শিকড়, জিয়লের ছাল, কণ্টিকারীর শিকড় ও পাতা এবং গুড় প্রত্যেক ½ তোলা, ৩ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ¼ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ৭ মাত্রা করিতে হইবে। উহাই সাত দিন প্রাতে সেব্য। আরবদেশীয় হাকিমগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাবলাবীজ জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে স্নায়ুক রোগ প্রশমিত হয়।

শিম্বি—কচি অথচ কাঁচা শুঁটি সর্ষপ তৈলে ভাজিয়া খাইলে কাসের পক্ষে উপকার হয়। কচি শুক্‌না শুঁটি অত্যন্ত সঙ্কোচক, এজন্য ইহা দ্বারা উত্তম দন্তধাবন প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাবলার শুঁটি শুষ্ক করিয়া উহার চূর্ণ, লবণ ফট্‌কিরি, পচা সুপারি ভস্ম, কর্পূর, সামান্য কয়েকটি তামাক-পোড়া গুল ও চা খড়ি সহযোগে একটী উত্তম দন্ত-মঞ্জন প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা দাঁতের প্রায় যাবতীয় রোগই উপশম হইয়া থাকে।

বাবলার আঠা বা গঁদ ঃ—বাবলার আঠা স্নিগ্ধ, শীতল ও পুষ্টিকারক। ইহা গলার ঘা, পাকস্থলী ও অন্ত্রের সঞ্চিত আম, রক্তাতিসার, শ্বেতপ্রদর, মেহ, মূত্রাঘাত এবং মূত্রকৃচ্ছ্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। বিষ উদরস্থ হইয়া অতিবমন বা অতিবিরেচন হইতে থাকিলে ইহা সেবনে উপকার হয়। কফ, বাত, মেহ ও বহুমূত্র রোগে বাবলার লাল রংএর আঠাই প্রশস্ত।

রক্তামাশায়ে—বাবলার আঠা গুঁড়া করিয়া আমরুল শাকের রস ও মিশ্রির সহিত দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে উপকার হয়। সর্ব্বদাই কাসের বেগ আছে অথচ কোন ঔষধে কমিতেছে না, তাহাতে কিঞ্চিৎ গঁদ ও মিশ্রি, কাবাবচিনি অথবা লবঙ্গ সহ মুখে রাখিলে ঐ কাস

আশ্চর্য্যরূপে নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। কণ্ঠ প্রকোষ্ঠের প্রদাহ (Pharyngitis) জন্য যে উৎকাসিত হয় তাহাতে বাবলার শুষ্ক আঠা মুখে ফেলিয়া তালমিশ্রিসহ চুষিলে অনেক উপকার হয়।

গঁদ, শ্বেতচন্দন ও কাশীর চিনি কাঁচাদুগ্ধে বাটিয়া সেবনে —নানাপ্রকার **রজঃস্রাব** এবং **যোনি** জ্বালা নিবারিত হয়।

স্বপ্নদোষে—গঁদের মণ্ড সহযোগে ১০ ফোঁটা হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত বটক্ষীর ব্যবহারে উত্তম ফল দর্শে।

প্রমেহের বিভিন্ন অবস্থায় গঁদ নানারূপে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে গঁদ ঘটিত এই ঔষধটি ব্যবহার করাইলে বেশ ফল হয়, অবশ্য অতি পুরাতন রোগে ইহা তেমন ফলপ্রদ নহে। ১ পোয়া গঁদ ৪ সের ছাগদুগ্ধে গুলিয়া রাখার পর গলিয়া গেলে, উহা ছাঁকিয়া জ্বাল দিতে হইবে, ঘন হইয়া আসিলে উহাতে ৪০ তোলা কাশীর চিনি দিয়া পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিতে করিতে উহা মোদকের ন্যায় হইবে। উহারই ½ তোলা পরিমাণ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য। বাবলার আঠা সেবন করিলে তাহা হইতে Sugar উৎপন্ন হয় না, এজন্য সোম ও মধুমেহীর পক্ষে উত্তম কায করে। পশ্চিমাঞ্চলের অনেকস্থানে বাবলা গঁদের সহিত ঘৃত, চিনি ও অন্যান্য মসলা মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার হালুয়া প্রস্তুত করিয়া থাকে, মধু মেহী ও সোমরোগীকে এবং প্রসবের পর প্রসূতিদিগকে ইহা সাধারণতঃ খাইতে দেওয়া হয়।

মূল ঃ—

বাবলার মূল, আইশশেওড়ার মূল এবং আদা সমভাগে পেষণ করতঃ সচ্ছিদ্র কোমল কলার পাতে রাখিয়া নালি ঘায়ের উপর বাঁধিয়া রাখিলে নালি ঘা ভাল হয়।

বাবলার ফল, মূল, ছাল, পাতা ও আঠা চূর্ণ একত্রে ৪ ভাগ, রুমী মস্তকী ১ ভাগ, আমলকী ২ ভাগ এবং কর্পূর ½ ভাগ—ঘৃতকুমারীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ১ বটী দুধের সর ও চিনির সহিত সেবনে—শুক্রতারল্য নষ্ট হইয়া বীর্য্য স্তম্ভন হইয়া থাকে।

অগুরু

বাঙ্গলায় অগরু অগুরু, অগর বা হিন্দিতে অগর বলে। ইংরাজী নাম—alor wood, Eagle wood, লাটিন নাম—Ac

এ বৃক্ষ শ্রীহট্টে, ত্রিপুরায়, জয়ন্তী পর্ব্বতে, চীনে বর্ম্মায় মালবে, গুর্জ্জরে ও কেদারের জঙ্গলে জন্মে। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই শ্রীহট্ট (সিলেট) অগুরুর জন্য বিখ্যাত। চীনের অগরুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—তনিমেই শ্রীহট্টের স্থান।

ত্রিপুরা রাজ্যের জঙ্গল বিভাগে প্রচুর অগরু বৃক্ষ পাওয়া যায়। শুনিয়াছি মহারাজার তাহাতে বার্ষিক প্রায় বিশ সহস্র মুদ্রা আয় আছে। কিম্বদন্তি এইরূপ যে—রাজধানী অগরতলার নামও না কি এই বৃক্ষের নামানুসারেই রাখা হইয়াছিল।

অগুরু বৃক্ষ অতি বৃহৎ হয়। কিন্তু কাষ্ঠের আঁশ তাদৃশ শক্ত নয়, মচমচে মত—তজ্জন্য কোন বিশেষ কাজে আসে না। কোচিন চীনে ছাল পিটাইয়া একরূপ কাগজের মত করা হয় এবং তদ্দ্বারা এই বাঁধা হইয়া থাকে।

নির্য্যাসবৎ পদার্থযুক্ত বৃক্ষাভ্যন্তরস্থ সারবান কাষ্ঠই অগুরু নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু বৃক্ষের সর্ব্বত্র অগুরু নির্য্যাস জন্মায় না। যে যে স্থান কোন প্রকারে আহত হয় সেই সেই স্থলেই অগুরু জন্মায়। যে বৃক্ষ যত জীর্ণ এবং যাহা যত বেশী কীটভুক্ত তাহাতেই তত বেশী অগুরু জন্মে এই নিমিত্তই সতেজ নূতন বৃক্ষ অপেক্ষা প্রাচীন জীর্ণ বৃক্ষেরই আদর বেশী।

ব্যবসায়ীরা এইরূপ বৃক্ষ অনুসন্ধান করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া মাটীর ভিতর প্রোথিত করিয়া রাখে। কাষ্ঠ আরও জীর্ণ হইলে সারভাগ বাহির করিয়া লয়। দীর্ঘকাল মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকাতে অগুরু আরও উত্তম গুণ বলিয়া কথিত আছে।

অগুরু কাষ্ঠ দেখিতে অনেকটা শিরিসের মত। রং কটাসে কাল, বা ধূসর। যাহার বর্ণ কাক মুণ্ডের ন্যায় কাল তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাকেই 'কৃষ্ণাগুরু' বলে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট চীনা অগুরুও দেখিতে কাকমুণ্ডের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট। নামে 'কৃষ্ণাগুরু' হইলেও ইহার বর্ণ কখনও ঘনকৃষ্ণ দেখা যায় না।

যে অগুরু জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়, চিবাইলে দাঁতে আঠার ন্যায় জড়াইয়া ধরে, যাহার আস্বাদন তিক্ত, পেষণ করিলে একেবারে মিলাইয়া যায়, চোঁচ চোঁচ মত হয় না—তাহাই উত্তম। অগুরু ভাল মন্দের ইহাই পরীক্ষা।

ধূনা বা মোম আগুনে দিলে যে ভাবে গলিয়া যায় অগুরুও ঠিক সেই ভাবে গলিয়া যায় এবং মিষ্ট সৌরভ নিঃসৃত হয়।

শ্রীহট্টে যে অগুরু পাওয়া যায়—তাহাকে তিন ভাগ করা হয়। ঘরখি, নিম-ঘরখি, ও সামেলা। ঘরখিই উত্তম উহা বাজারে ৭০।৮০ টাকা সের দরে বিক্রয় হয়।

ব্যবহার—

বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে অগুরুর নানাবিধ ব্যবহার প্রচলিত আছে। মন্দিরে মসজিদে ধূনা বা লোবান সহযোগে অগুরুর ধূপ দেওয়া অতি পুরাতন প্রথা।

অগুরু জলের সহিত শিলায় ঘসিয়া প্রসাধনার্থে ব্যবহার করাও ভারতে সাধারণ প্রথা ছিল। বৈষ্ণব কবিদের অঙ্গ-সজ্জায় যথা-তথা "অগুরু চন্দন চুয়ার ছড়াছড়ি দেখা যায়। সাধারণ লোকে এই হেতু ইহাকে অগরু চন্দনও বলে, কিন্তু বস্তুত অগুরু কাল চন্দন নহে।

চরকাদির আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে—হিক্কায়, লবণমেহে, দদ্রু ও কুষ্ঠরোগে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। চর্ম্ম এবং হৃদ্রোগ মাত্রেই অগুরু উপকারক।

ভাল অম্বুরী তামাকের মসলাতেও অগরু ব্যবহৃত হয়। অধুনা অগুরুর যে এসেন্স বাহির হইয়াছে তাহা এই অগরু-কাষ্ঠ লইতে নিষ্কাসিত অগুরু তৈল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অগুরু কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে ফ্রান্স, জর্ম্মণী, ইংলণ্ড, আরব, পার্সিয়া ও ঈজিপ্টে সুগন্ধ প্রস্তুত করণার্থ অথবা ধূপ জ্বালাইবার জন্য রপ্তানী হইয়া যায়।

অসাধু ব্যবসায়ীরা অগুরু বলিয়া কথঞ্চিৎ অগুরুর ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট কাষ্ঠ ভেজাল চালাইয়া দেয়। বাজারে তাহাকে, ছুলি কাঠ বলে, সম আঁশ বিশিষ্ট অন্য কাষ্ঠেও অগুরুর ন্যায় রং করিয়া অগুরু বলিয়া বিক্রয় করা হয়। অগুরু ক্রয়কালীন বিশেষ সতর্কের সহিত নির্ব্বাচন করিয়া না লইলে প্রতারিত হইতে হইবে—অগুরুর ভাল মন্দ পরীক্ষা কৌশলের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—

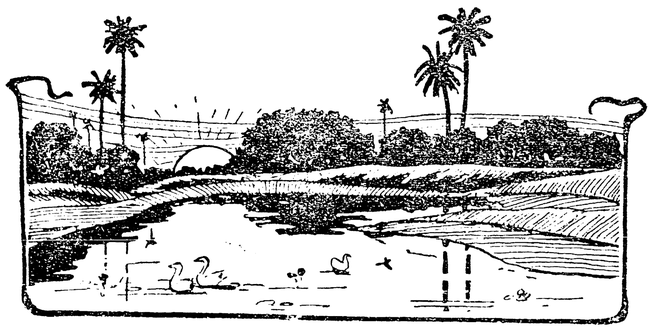

কুটীর শিল্প ও বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট

দেশে যে দারুণ বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার উন্নতি কল্পে কৃষি ও কুটীর শিল্পে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্ম-নিয়োগ না করিলে তাঁহাদের অস্তিত্ব শীঘ্রই লোপ পাইবে। আমরা কুটীর শিল্পের উন্নতি বিধানে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এস, বি, মিত্র কুটীর শিল্পের উন্নতির জন্য কয়েকটী নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই যন্ত্রগুলির ব্যবহারে নিম্নলিখিত কুটীর শিল্পগুলির উন্নতির আশা করা যায়।

(ক) শাঁখা (শঙ্খ)

বাঙ্গলায় নানাস্থানে বিশেষতঃ ঢাকায় শঙ্খের কার্য্যে বহুলোক পালিত হইয়া থাকে। শঙ্খ খুব শক্ত জিনিষ, অনেক শঙ্খ ইস্পাত হইতেও শক্ত। করাত দিয়া শঙ্খ কাটিতে শাঁখারিগণকে বহু সময়ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয় এবং অনেকের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী করাতের আঘাতে কাটিয়াও যায়। এই শঙ্খ কাটার একটি নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটী দশ ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট ইলেক্‌ট্রিক মটরে এই শঙ্খ কাটা করাত যন্ত্রটী চালিত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ে বহু শঙ্খ কাটা যায় এবং ইচ্ছানুরূপ পুরু ও পাতলা কাটা যায়। যন্ত্রটী বেশ টেকসই।

(খ) ধানছাটা কল

আমাদের পল্লীগ্রামে ধান হইতে ঢেকীর সাহায্যে চাউল প্রস্তুত করিতে বহু পরিশ্রম করিতে হয় সময়ও খুব বেশী লাগে, চাউলও ভাঙ্গিয়া যায়। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ এই উদ্দেশ্যে যে যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন তাহা হাতে চালান যায় এবং অল্প সময়ে সিদ্ধ ধান হইতে অনেক চাউল প্রস্তুত করা যায়। চাউলগুলিও ভাঙ্গা বা গুড়া হয় না।

(গ) ছাতার বাঁট তৈয়ারী কল।

এক শ্রেণীর সরু বাঁশের এক প্রান্ত বাঁকাইয়া এবং তাহার উপরে নক্সা আঁকিয়া ছাতার বাঁট তৈয়ার করা একটি লাভজনক কুটীর শিল্প। এযাবৎ একটী একটী করিয়া বাঁশ নিয়া আগুনের উত্তাপ দিয়া বাঁশ বাঁকান হয় এবং অগ্নিশিখার উপর একটী নলের সাহায্যে মুখে ফুঁ দিয়া নক্সা আঁকার কাজ হয়। কিন্তু ইহা অত্যন্ত পরিশ্রমজনক ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। এই কার্য্যের জন্য দুইটী যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। একটীর সাহায্যে সহজেই বাঁশ বাঁকান যায়। অপরটীর সাহায্যে বাঁশের উপর চিত্র আঁকা হয়।

(ঘ) কুমারের চাক।

মাটীর জিনিষ তৈয়ার করিতে এদেশের শিল্পীরা যে চাক ব্যবহার করে তাহার গতি ক্রমশ কমিয়া যায় এবং ইহাতে মিহি কাজ ভাল হয় না। শিল্প বিভাগের উদ্ভাবিত নূতন যন্ত্রে এই অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। মাটীর পাত্র অণ্ডেনে পুড়িতে অনেক সময় পাত্রগুলি ফাটিয়া যায়—কিন্তু শিল্প বিভাগের নূতন উনুন দ্বারা এই দোষ সহজেই দূর করা যায়।

(ঙ) সিদ্ধ ধান শুকাইবার যন্ত্র।

আমাদের বর্ষাকালে ধান সিদ্ধ করিয়া চাউল প্রস্তুত করা একরূপ অসম্ভব কার্য্য। শিল্প বিভাগ এই অসুবিধা দূর করার জন্য একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন যাহার সাহায্যে ৫০/০ মণ সিদ্ধ ধান একটি জালাতে অল্প সময়ের মধ্যে ষ্টিম পাইপের সাহায্যে গরম করিয়া শুকান যায়। ধানের তুষই ষ্টীমবয়লারে জ্বালানীর কার্য্য করিয়া থাকে। এই সমস্ত যন্ত্র ব্যতীত বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ, বস্ত্র বয়ন,

সূতা রং করা, রেশমের চাষ, রেশমের সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুত প্রভৃতি যন্ত্র প্রস্তুত ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সব যন্ত্র ও শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিলে দেশের বেকার সমস্যা অনেকাংশে সমাধান হইবে আশা করা যায়।

অনুসন্ধান লইবার স্থান।

উপরোক্ত যন্ত্রগুলি সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগে (৪০/১ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা) সন্ধান লইবেন।

—*—

আরও একটী কুটীর-শিল্প।

ছাপার কাপড়।

বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের ছাপার কাপড় অনেকেই দেখেছেন, পাড়, কাপড়ের নক্সা খুবই পাকা—দেখ্‌তেও সুন্দর। বাঙ্গালাতেও ছাপার কাপড় বিক্রি হয়, প্রস্তুতও হয়। কিন্তু যে সকল ছাপার কাজও হিন্দুস্থানীরাই করে, বাঙ্গালী কাকেও আমি কর্‌তে দেখিনি। থানের কাপড় ও খদ্দরকে এইরূপ পাড় করে খুব আদরেই বিক্রি করা যায়। এবার শীতকালে খদ্দরের ছাপা গায়ের কাপড়, কত মূল্যবান, শাল দোশালাকেও বার হতে দেয়নি, এমনও আমরা দেখেছি। অনেক অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকও ব্যবহার করেছিলেন। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই এই পাকা ছাপার কাজ জান্‌তে ইচ্ছুক হয়ে আমাদিগক পত্র লিখেছেন। আমরা অনেক স্থানেই এর জন্য অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু এদেশের যা মামুলী-নীতি, আসল রহস্য কেউ বল্‌তে চায় না। এইরূপে অনেক শিল্প-কৌশল চিরতরেই কারিগরের মৃত্যুর পরই লোপ পেয়ে গিয়েছে।

যারা ছাপার কাজ করে, তাদের কতকগুলি সরঞ্জাম আছে, আগে সেই সরঞ্জামগুলির কথা বল্‌বো।

১। ছাপ—এগুলি কাঠের প্রস্তুত, এনগ্রেভার দ্বারা তৈয়েরী করে নিতে হয়। সাধারণতঃ ছাপগুলিতে পাখী, লতা, পাতা, ইত্যাদির চিত্র থাকে। হরিনাম, তারানাম, দুর্গানামও অনেকে খোদাই করিয়ে লয়।

২। একটী ১২।১৪ ইঞ্চি লম্বা ৭।৮ চওড়া ৫।৬ ইঞ্চি উচু মুখখোলা কাঠের বাক্স।

৩। একটী ১০।১১ ইঞ্চি লম্বা ৫ ইঞ্চি চওড়া ৩ ইঞ্চি উচ্চ দুই মুখ খোলা-বাক্স যেন একটা ফ্রেমের মত।

এখন উপরোক্ত ২নং বাক্সের মধ্যে ৩নং বাক্সটী যাহার দুই মুখ খোলা সেই বাক্সটী প্রবেশ করিতে দিতে হবে। উপরের ২নং বাক্সটী একটু বড়, আর ৩নং বাক্সটী ছোট বলিয়া ইহার আসে পাশে একটু ফাঁক থাকিবে, সেই জন্য ছোট বাক্সটা নড়ে চড়ে বেড়াতে পারে। তারজন্য কাঠের কুচাদি দিয়া এঁটে নিতে হবে। তারপর ২ নম্বরের বাক্সটার উপর একটী মাপসই তুলার গদি দিয়ে তার উপর ঐ গদি অপেক্ষা চারিদিকে একটু বড় এমন একটুকরা ফ্লানেল দিতে হবে, আর ২নং বাক্সের আশে পাশে যে ফাঁকের কথা বলা হয়েছে, তাতে একটু জল ঢেলে দিতে হবে। এই গদিটী এমনভাবে রাখ্‌তে হবে, যেন সর্ব্বদাই সামান্য জলে ভিজে থাক্‌তে পারে। তারপর একটী পাত্রে তৈয়েরী রং করে নিয়ে একটী ব্রুস দিয়ে ঐ ফ্লানেলের উপর মাখাতে হবে। এইটা যেন হলো রবার-ষ্টাম্পের প্যাডের মত। এর উপরেই কাঠের ছাপা দিয়ে একটু চাপ দিলেই কাঠের ছাপার উপর কালী লাগ্‌বে, তার পর কাপড়ের উপর ছাপ দিলেই কাপড় ছাপা হবে। গদিটী ১০ ইঞ্চি লম্বা ৪॥ ইঞ্চি বা ৫ ইঞ্চি চওড়া ২॥০ হতে ৩ ইঞ্চি পুরু হওয়া চাই।

তারপর চাই একখানা কাঠের বেঞ্চ। এটা হবে ২২ ইঞ্চি উঁচু ১০ ইঞ্চি হওড়া ১॥ ফুট লম্বা এই বেঞ্চখানির উপর একখানা কাপড়ের ভাঁজ করে পুরু গদির মত করে দিয়ে, যে কাপড়ের উপর ছাপা দিতে হবে, সেই কাপড়-

খানাকে বিছিয়ে দিয়ে কোন প্রকারে বেশ টান্ করে রাখ্‌বার বন্দোবস্ত করিতে হবে। কাপড় আল্‌গা থাক্‌লে ভাল উঠে না, কাপড় কুঁচ্‌কে যায়। এইতো গেল সরঞ্জামের কথা। আর একটা কথা, যত রকম রং দিয়ে ছাপা হবে, প্রত্যেক প্রকার রঙ্গের জন্য আলাদা ফ্লানেলের টুকরা কর্‌তে হবে।

এখন ছাপার কথা।

ধর—কোন কাপড়ের পাড় ঠিক ইটের মত রং এ ছাপা হবে। যেমন নামাবলী প্রভৃতি।

গিরিমাটী—১ ভাগ
সিরিসের আটা—১ ভাগ
গঁদের জল—৪ ভাগ

গিরিমাটীকে ঘসে নিয়ে তাতে ঐ জিনিসগুলি মিশিয়ে নিয়ে ব্রুস দিয়ে পূর্ব্বে যে প্যাডের কথা বলেছি, তার ফ্লানেলের উপর মাখিয়ে দিতে হবে। তার উপর ছাপ্ দিয়ে বেঞ্চের উপর যে কাপড় ছাপ্‌বার জন্যে টাইট্ করে রাখা হয়েছে, তার উপর কাঠের ছাপ্‌টী বসিয়ে ডান হাতের মুষ্টিদ্বারা একটু সামান্য আঘাত কর্‌লেই কাপড়ে ছাপ পড়ে যাবে। এই ছাপা কাপড়খানিকে শুকিয়ে নিয়ে হীরাকসের জলে ডুবালে ছাপা ইটের রঙ্গের মত হবে। ইহা পাকা ছাপা। হীরাকসের জলে ডুবিয়ে পুনরায় শুকিয়ে নিয়ে শীতল জল দ্বারা ভাল করে ধুয়ে পুনরায় ছায়াতে শুষ্ক করে নিলেই হল। এইতো মোটামুটি কাপড় ছাপার কথা। পাঠকগণ এটা পরীক্ষা করে দেখবেন। (কাজের লোক।)

ইতিমধ্যে কোন সদাশয় পাঠক দেশের উপকারের জন্য যদি অন্য প্রকার কাপড় ছাপার পন্থা অবগত থাকেন, তাহা প্রকাশের জন্য পাঠালে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইব।

সম্পাদক।

কৃষি ও সার

বাগানের কথা।

বিলাতী সীম

আমাদের দেশে বিলাতী সীমের চাষ নাই বলিলেও চলে। কেবল দুই একজন সৌখীন লোকেই ইহার চাষ করিয়া থাকেন, দার্জ্জিলিং অঞ্চলে ইহার চাষ খুব অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। ইহাতে প্রচুর পরিমাণ ভাইটামিন ও প্রোটিন বর্ত্তমান থাকায় ইহা দেহের পক্ষে খুব উপকারী। এই জাতীয় সীম দেখিতে অনেকটা বরবটীর মতন হয় এবং খাইতেও খুব সুন্দর। বিলাতী সীম দুই প্রকার; লতা-জাতীয় এবং গুল্ম ঝোপজাতীয়। আশ্বিন মাসের প্রথম হইতে কার্ত্তিক মাসের শেষ পর্য্যন্ত ইহাদের বীজ বপন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ ইহার জমীতে খুব ভাল করিয়া চাষ দিয়া ৬।৭ ইঞ্চি চওড়া জুলি প্রস্তুত করিয়া ঐ জুলিতে পুরাতন গোবর, ছাই, সারমাটী, চুণ ইত্যাদি প্রয়োগ করিবেন। তারপর ১।২ হাত অন্তর সার বন্দীভাবে গুল্মজাতীয় সীমের বীজ লাগাইবেন, এবং একটী সার অপর একটী সার অপেক্ষা ২॥০ হাত দূরে থাকিবে। লতাজাতীয় সীমের বীজ লাগাইবার প্রণালী অনুরূপ। গুল্ম জাতীয় সীমের জুলির মাপ অনুসারে লতাজাতীয় সীমের জুলি প্রস্তুত করিয়া ৩।৪ ইঞ্চি ব্যবধানে সারবন্দীভাবে বীজ লাগাইবেন, একটী সার অপর একটী সার অপেক্ষা ২॥০ হাত দূরে থাকিবে। লতাজাতীয় সীমের বেড়া না বাঁধিয়া দিলে গাছ একত্র জড়াজড়ি করিয়া মারিয়া যাইবে। ইহাদের ফল হইতে প্রায় ২।০, ২॥০ মাস সময় লাগে।

বাঁধাকপি

বাঁধাকপি শীতের সব্জীর একটী প্রধান অঙ্গ। ভাদ্র মাসের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা যাইতে পারে। বাঁধাকপির বীজ ভাটীতে কিংবা গামলায় বপন করিবেন। ইহার চারা অঙ্কুরিত হইতে প্রায় ৩।৪ দিন সময় লাগে। চারা জমীতে রোপণ করিবার পূর্ব্বে জমী বেশ উত্তমরূপে চাষ করিয়া পুরাতন গোবর, ছাই, খইল ও নাইট্রোজেন সার দিলে কপি খুব বড় এবং টাইট হইবে। যখন চারাগুলি ৩।৪ ইঞ্চি বড় হইবে তখন তুলিয়া জমীতে রোপণ করিবেন। চারাগুলি যখন বেশ বড় হইবে তখন চারার গোড়ায় আইল বাঁধিয়া দিলে বাঁধাকপিতে জল দিবার খুব সুবিধা হইবে। বাঁধাকপি গাছে খুব বেশী পরিমাণে জল দিতে হয়। অনেকের ধারণা যে বাঁধাকপি বাঁধিয়া না দিলে বাঁধে না এবং যদিও বাঁধে তাহা হইলে নরম হয় ইহা তাহাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা, বাঁধাকপি কখনও বাঁধিয়া দিতে নাই। বাঁধাকপি যখন বেশ বাঁধিতে আরম্ভ করিবে তখন সালফেট-অব-এমোনিয়া প্রয়োগ করিবেন, ইহাতে কপি বেশ মিষ্ট এবং টাইট হইবে ইহা খাইবার মত হইতে প্রায় ৩।০ ৩॥০ মাস সময় লাগে।

বাঁধাকপি গাছের একটী প্রধান গুণ যে একটী গাছ হইতে দুইবার কপি পাওয়া যাইতে পারে। বাঁধাকপি যখন তুলিবেন তখন একেবারে গোড়াশুদ্ধ তুলিবেন না, গোড়ার উপর হইতে কাটিয়া লইবেন। সেই গোড়া হইতে ৪।৫টী বাঁধাকপি চারা বাহির হইয়া আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে বেশ ছোট ছোট কপি হইবে। ইহা বিশেষরূপে পরীক্ষিত।

(এ দেশের কথা)

রহস্যময় মণিমুক্তা

এ-যুগের মানুষ প্রাচীনকালের নানা জিনিষের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না। কিন্তু ভারতবর্ষে ও বর্ম্মায় এখনও এমন সব জিনিষ আছে যাহা সত্যসত্যই অত্যদ্ভুত রকমের। কোন কোন হীরা পূর্ণিমা রাত্রিতে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করে, কোন মণি সর্পের বিষ নষ্ট করে, আবার এমন মুক্তাও আছে যাহা চর্ম্মরোগ দূর করিতে পারে।

মাদ্রাজে **নীলাভ** একটি হীরা আছে। পূর্ব্বে ইহা তাঞ্জোর রাজপরিবারের ছিল। ইহা দিনে গোলাপী এবং সূর্য্যালোকে গাঢ় নীল আভা ধারণ করে। দিনের অন্ধকারে ইহার কোন আভা থাকে না, কিন্তু রাত্রিতে ইহা চন্দ্রালোকের তুল্য আভা ধারণ করে। তুলার উপর রাখিলে তুলা ভিজিয়া যায়, হাতে ধরিলেও হাত ভিজিয়া যায়—মনে হয় যেন ইহা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। কৃষ্ণপক্ষে ইহার কোনও আলোক থাকে না। পূর্ণিমার সময়ই ইহা অশ্রুজল বিসর্জ্জন করে—কিন্তু শুক্লপক্ষে করে না। সূর্য্যকান্ত মণি ও চন্দ্রকান্ত মণির কথা এখন আর উপকথায় থাকিবার যোগ্য নহে।

সিংহল হইতে **গজমতি** সম্বন্ধেও এক অভিনব খবর আসিয়াছে। সেই গজমতিটি এত স্বচ্ছ যে তন্মধ্যে একটি হস্তার প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কলম্বো যাদুঘরের ডাইরেক্টর ডাঃ যোসেফ ফিয়ারসন লিখিয়াছেন 'প্রাচ্যদেশে গজমতি সম্বন্ধে যে সব উপকথা প্রচলিত আছে তাহা এই গজমতিটি দেখিবার পূর্ব্বে গল্প বলিয়া মনে হইত।' সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহির বলিয়াছেন যে এই গজমতির শুভলগ্নে জন্ম। হস্তির শুঁড়ে ও হস্তিদন্তের মূলদেশে থাকে। তিনি আরও বলেন যে প্রথম বর্ষার বারিপাত কালে আকাশ হইতে একরকম মুক্তা ভূতলে পতিত হয়। ইহা যাহার নিকট থাকে বজ্রপাত কিম্বা ইলেকট্রিসিটি তাহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের দেশে প্রবাদ যে **সাপ তাহার মাথার** মণি মাটিতে রাখিয়া তাহার উজ্জ্বল আলোক দ্বারা পোকামাকড় আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। সাপ রাগান্বিত হইলে ইহা নাকি দ্রবীভূত হইয়া যায়। বোম্বাইয়ের পুণা জিলার এক জমিদার এমন একটি মণি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা সর্পাঘাত হইতে মানুষকে বাঁচাইবার ক্ষমতা রাখে। সর্পদষ্ট স্থানে ইহা ধরিলে ইহা শরীরের ঐ অংশে লাগিয়া যায় এবং বিষ চুষিয়া আপনা আপনি খসিয়া পড়ে। যতক্ষণ বিষ থাকে ততক্ষণ ঐ স্থান হইতে ইহা টানিয়া ও আনা যায় না। **মুন্সিগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকটও** এমন একটি পাথর আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় পুণার ও মুন্সিগঞ্জের পাথর একই রকম শক্তিসম্পন্ন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় **মরিণো সাহেবের** নিকট পদ্মরাগ মণি আছে—তাহার মধ্যে সাদা পাগড়ী ও পোষাক পরিহিত একজন হিন্দুর প্রতিকৃতি রহিয়াছে। একটি পাথরের ভিতরে এমন একটি প্রতিকৃতি থাকিতে পারে তাহা মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য।

বর্ম্মার রাজা **থিবর** নিকট একজোড়া অদ্ভুত পদ্মরাগ-মণির দুল্ ছিল। ইহার মধ্যে পদ্মের প্রতিকৃতি ছিল। ইহা নাকি শরীর হইতে বিষক্রিয়া দূর করিতে পারিত। মরণ পর্য্যন্ত রাজা ইহা সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাহা এক অনুরক্ত ভৃত্যকে দিয়া গিয়াছিলেন, তদবধি ইহার আর কোনও খবর পাওয়া যায় না।

বুঁদির মহারাজের নিকট একটি মরকতমণির বাটী আছে। ইহা জলপূর্ণ করিয়া ৩ ঘণ্টা রৌদ্রে রাখিয়া ঐ জল ব্যবহার করিলে চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়।

বরোদার ঐশ্বর্য্য

(১) ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর দরবার শিল্প প্রদর্শনীতে বরোদার মহারাজ সয়াজীরাও গাইকোয়াড় বাহাদুর এক খানি কার্পেট আসন দিয়াছিলেন, আহার মূল্য—ছয় লক্ষ টাকা।

(২) মহারাজের যেরূপ মূল্যবান রত্নাদি আছে, তদ্রূপ

আর কোন ভারতীয় নৃপতির নাই। তাঁহার হীরক, পদ্ম-রাগ, নীলকান্ত ইত্যাদি মণিরত্নাদিখচিত আট হস্ত দীর্ঘ প্রস্থে একখানি গালিচার মূল্য—এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা।

(৩) মহারাজের তোষাখানায় একটি হার আছে। তাহার মূল্য—তিন কোটি টাকা।

(৪) মহারাজের মণিমুক্তাখচিত একখানি স্বর্ণের তরবারি আছে। তাহার মূল্য—দুই লক্ষ বিশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা।

(৫) মহারাজের একখানি স্বর্ণের গাড়ি, একখানি রৌপ্যের গাড়ি, দুইটী স্বর্ণের কামান আছে। তাহার মূল্য—পণের লক্ষ টাকা।

(৬) বর্ত্তমান মহারাজের ফটোগ্রাফের মধ্যে যে মুক্তার মালা দেখিতে পাওয়া যায়, এতগুলি সুদৃশ্য এক রং এবং এক আকারের মুক্তা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার মূল্য—এক কোটি টাকার বেশী। এতদ্ব্যতীত তাঁহার হীরকমালায় মরকতের ঝিলমিলের মূল্য দশ লক্ষ টাকা।

(৭) মহারাজের রত্ন জহরতের পরিসীমা নাই। তাঁহার হীরক মুক্তামালা অপরূপ। ইহা ব্যতীত মহারাজের হীরক-খচিত একটি ঘড়ির মূল্য—ছাব্বিশ হাজার টাকা।

(৮) মহারাজের একটি পৈতৃক ফরসীর মুখে নল নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। স্বর্ণ নির্ম্মিত সেই ফরসীটি এখনও বর্ত্তমান, তাহার ওজন ৫৫০ পাউণ্ড। মূল্য—দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা।

(৯) 'ষ্টার অব দি সাউথ' নামে মহারাজের একটি উৎকৃষ্ট চতুষ্কোণ হীরক আছে। তাহা পৃথিবীর মধ্যে হীরকসমাজে সপ্তম স্থান অধিকার করে। তৃতীয় নেপো-লিয়ান পূর্ব্বে ইহার মালিক ছিলেন। ওজন ১২৫ ক্যারেট। মূল্য—পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা। দক্ষিণ নক্ষত্র হীরকমালার মধ্যে পান পত্রাকৃতি আর একটি হীরক আছে। তাহার নাম "আকবর সাহ"। এই হীরক খণ্ড একদিন দিল্লী-শ্বরো বা জগদীশ্বরো বা মোগল সম্রাট মহামতি আকবর সাহের অধিকারে ছিল। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর দশজন শ্রেষ্ঠ ধনকুবেরের মধ্যে বরোদার মহারাজ দশম স্থান অধিকার করেন।

(১০) বরোদার মহারাণীরও রত্নালঙ্কারের প্রাচুর্য্য শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার শিরোভূষণের মূল্য ৪৫,০০০; নাকছাবির একখানির চুণীর মূল্য ২৭৯,৬০০; কণ্ঠমালার মূল্য ১২,৪৫,০০০; অন্যান্য কণ্ঠভূষণের মূল্য ৬,১৫,০০০; চুড়ি, বালা, অনন্ত প্রভৃতি করভূষণের মূল্য ৩,৫৬,৬১০; রত্নখচিত ঘড়ি ও চেনের মূল্য ১,৩৫,০০০; কর্ণভূষণের মূল্য ৫,৩৫,১১০ টাকা। তাঁহার পদাঙ্গুলির একটি আংটীতে ২২৪ খানি হীরকখচিত আছে।

কুবের ভাণ্ডার, আর কাকে বলে?

হিন্দুর বর্ণ বিজ্ঞান

ভাবের অভিব্যক্তি বর্ণনায়, ভাষা তাহার উদ্বোধক, কল্পনা তাহার জননী। বর্ণই তাহার আদি কারণ। বর্ণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে হিন্দুর চিন্তাধারা যে কত গভীর একমাত্র অ-কারের তত্ত্বকথা আলোচনা করিলেই তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। আজ আমরা তাহারই কিঞ্চিত আভাস দিব। তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিগণ ইহাতে আনন্দিত হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

'অ'-কারের তত্ত্বকথা

অ—স্বরবর্ণের আদ্যক্ষর, উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ।

শব্দ তিন প্রকার বাণী ধ্বনি ও নাদ। বাণী, যাহা আমরা বলিয়া থাকি—ভাষা, ধ্বনি, অস্ফুট বাণী বা আওয়াজ—শব্দ ঘণ্টাধ্বনি। নাদ—নিরবচ্ছিন্ন একতান গম্ভীর আদি অনাহত শব্দ।

ধ্বনি হইতে 'অ' সহযোগে বাণীর সিদ্ধি অর্থাৎ অভিব্যক্তি হয় বলিয়া ইহাকে সিদ্ধিবর্ণ বলিয়া থাকে।

এই হেতুই পূর্ব্বে পাঠশালায় বালকদের সিদ্ধিরস্তু অ আ বলিয়া বিদ্যারম্ভ করাইবার প্রথা ছিল।

ধ্বনি-কে বাণীতে আনিতে হইলে স্বভাবতঃই অকার আগমন করে—এ কারণ অ-কার আদ্যবর্ণ।

অ-কারের উচ্চারণ বৈশিষ্ট ও যথেষ্ট। বঙ্গদেশে প্রধাণতঃ হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই দুই প্রকার উচ্চারণ মাত্র ধৃত হইয়াছে কিন্তু কথিত ভাষায় লঘু গুরু ভেদে চারি প্রকারের উচ্চারণ দেখিতে পাই।

লঘু···যথা অদ্বৈত, অমৃত। গুরু···যথা অপর, অতল; লঘুতর ···অর্দ্ধব্যক্ত ও কারের মত যথা রজনী; গুরুতর···পূর্ণব্যক্ত ও-কারের মত—যথা, অতিশয়।

শব্দের আদিতে অকার—সাদৃশ্য, অভাব অন্যতা, অল্পতা, অপ্রশস্ততা ও বিরোধ এই ছয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃত ব্যকরণে 'অ' কারের অষ্টাদশ প্রকারে উচ্চারণ গৃহীত হইয়াছে।

হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত—এই তিন, এই তিনের প্রত্যেকটীর আবার উদাত্ত, অনু-দাত্ত, ও স্বরিত এই তিন প্রকার ভেদ এবং এই নয় প্রকারের আবার আনু-নাসিক ও অননুনাসিক এই দুই ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। (৩×৩×২=১৮)

স্বরের এই উচ্চারণ বৈশিষ্টে শক্তির যে কত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা আর বলিবার নয়। একটু নমুনা দিই—

হিন্দুমতে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ ওঁ কার (অ-উ-ম) বা প্রণব। একমাত্র অকারের উচ্চারণ গতি বা ভঙ্গি হইতেই এই তিন বর্ণ ক্ষরিত হয়। অ-উ-ম'য়ের পৃথক পৃথক উচ্চারণ দরকার হয় না।

ইহার কৌশল এই যে প্রথমে কণ্ঠের যতদূর সম্ভব গভীর দেশ হইতে প্লুত অকারকে অনুদাত্ত স্বরে উচ্চারণ, স্বরে ক্রমে অল্পে অল্পে প্লুত উদাত্ত স্বরে তরঙ্গায়িত ভাবে ঊর্দ্ধে উত্তোলন অনন্তর ক্রমশঃ প্লুত স্বরিত স্বরে সুরের অবতরণ করাইলেই—প্রথম সময়ে অ, সুর উচ্চে উঠিবার সময় উ, এব, অবরোহণ সময়ে ম স্বতঃই ধ্বনিত হইয়া থাকে। এবং এই ভাবে উচ্চারণই ওঁ-কারের যথার্থ উচ্চারণ।

অকারের বিশিষ্ট উচ্চারণ ভঙ্গি সকল বিশেষজ্ঞের মুখে না শুনিলে সম্যক ধারণা করা যায় না। যাঁহারা মন্ত্রের উচ্চারণ এবং তাহার ফললাভ বিষয়ে যত্নবান তাঁহাদের পক্ষে এই উচ্চারণ বৈশিষ্টগুলি পরিজ্ঞাত হওয়া একান্ত আবশ্যক। পশ্চিম প্রদেশে বিশেষতঃ কাশীধামের পণ্ডিত মণ্ডলীতে ইহার চর্চ্চা এখনও বর্ত্তমান কিন্তু বঙ্গদেশে এ বিষয়ে একান্তই উদাসীন।

বাক্যের উচ্চারণ ভঙ্গিতে একই বাক্য কত বিভিন্ন প্রকারের ভাব প্রকাশ করিতে পারে আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ "হরিবোল" এই শব্দটী ধরা যাক্। হরিবোল এই শব্দটী যখন ভিখারি বলে তখন ইহা কত মর্ম্মস্পর্শী কত করুণ; কীর্ত্তনীয়ার হরিবোল —যে কত আবেগময় কত মধুর; আবার শব-বাহীর হরিবোল কত মর্ম্মান্তিক উদাস। শব্দ একই কিন্তু উচ্চারণ বৈচিত্রেই এই শক্তি বৈচিত্র ঘটিয়া থাকে।

অক্ষর মাত্রেরই স্বাভাবিক রূপ, বর্ণ, এবং শক্তি আছে। হিন্দু ঋষিগণ ঐ সকল পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং তাহা তন্ত্রাদিতে লিপিবদ্ধও করিয়া গিয়াছেন। এতদিন উহা আমাদের অনেকের পক্ষেই বোধগম্য ছিল না, এবং সত্য সত্যই শব্দের যে আবার রূপ, বর্ণ প্রভৃতি থাকিতে পারে সে বিষয়েও কোন একটা প্রমাণ প্রতিষ্ট প্রকৃষ্ট ধারণা না থাকার দরুণ ইহা কেবল কথার কথা মাত্রই। কিন্তু বর্ত্তমানে জড় বিজ্ঞানের প্রসারে বিশেষতঃ তার্ বিহীন টেলীগ্রাফের কল্যাণে প্রত্যেক অক্ষরের কতটুকু তরঙ্গ শক্তি (wave length) এবং ঐ অক্ষর উচ্চারণ সময়ে কি রংয়ের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয় তাহা নির্ণীত হইয়াছে। অক্ষরের বর্ণতত্ত্ব সুতরাং এখন আর ইহা অনুমান, অন্ধ-বিশ্বাস বা কথার কথা না ইহা এখন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য।

বর্ণ ও রূপের কিছু কিছু তথ্য উদ্ধার হইলেও জড় বিজ্ঞান এখনও ইহার শক্তি সম্বন্ধে কোন তথ্য উদ্ঘাটন করিতে পারে নাই। কিন্তু অচির কালে জড় বিজ্ঞান কর্ত্তৃকই যে হিন্দুর বর্ণ বিজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহারই সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু বিজ্ঞানের শব্দের ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ একমাত্র শব্দ দ্বারাই যে সৃষ্টি ও লয় উভয়ই সম্ভাব্য এ সত্য বিজ্ঞান সম্মত ভাবে স্বীকার করিয়া লইতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আর অধিক বিলম্ব নাই। শাশ্বত সত্যের নিকট প্রাচ্য প্রতীচ্য ভেদ নাই। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির সত্য উপলব্ধি হয়ই হয়।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর জর্ম্মান দেশীয়, কিন্তু তিনিও বহুপূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন অধ্যাবসায় সহকারে ওঁ-কার জপ করিলে যে চিত্তের প্রসন্নতা ও একাগ্রতা বৃদ্ধি হয় ইহা আমি বুঝিয়াছি। অ-কারের শক্তি সম্বন্ধে তন্ত্রে ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব ও আদ্যা-শক্তির মিলিত শক্তিরই প্রতীক বর্ণ—অকার; এই প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়।

অ-কার উচ্চারণের প্রসঙ্গ ক্রমে অক্ষর শক্তি ও শব্দ শক্তির কথা আলোচিত হইল মাত্র। অকার সমগ্র বর্ণ-মালায় মূলাধার স্বরূপ, জগতের সমস্ত মানবের সফুট উচ্চাচণের প্রথম শব্দ এবং সেই হেতুই আদ্যবর্ণ রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। গীতাতে শ্রীভগবান—"অক্ষরাণাম অকারোস্মি" বলিয়া অকারের শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।—অক্ষর মাত্রই অনাদি, অপৌরুষেয় ও নিখিল বিশ্বধারার স্পন্দন প্রতীক।

হিন্দু বিজ্ঞানানুসারে অ-কারের স্বরূপ বা তত্ত্ব কথা ইহাই।

মেঘ ও বৃষ্টি বিচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব (মেডিকো বোটানিষ্ট) লিখিত।]

স্তরমেঘ বা আড়ং—পরস্পর সংশ্লিষ্ট অথচ শ্বেতবর্ণ বৃহৎ বৃহৎ মেঘখণ্ডকে আড়ং কহে। এইরূপ বহুসংখ্যক মেঘরাশি পরস্পর জমিয়া যাইলে "পালি" বা রং আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় বৃষ্টি না হইলে, এবং তদুপরি সূর্য্যকিরণ নিপতিত হইলে, হিমানী-বিজড়িত পর্ব্বতশিখর বলিয়া ভ্রম হয়।

চূর্ণমেঘ বা লোর—বর্ষণোন্মুখ পালি হইতে বিশ্লিষ্ট অণুপ্রমাণ মেঘরাশি, যাহা বৃষ্টির পূর্ব্বে বা ঘোর বর্ষায় আকাশ আচ্ছন্ন করতঃ প্রবাহিত হয়, তাহাকে লোর কহে। স্থূলকথা, বায়ুবেগবিশ্লিষ্ট ও প্রবাহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা অণুপ্রমাণ মেঘ সকলকে লোর কহে। ইহার নানাপ্রকার ভেদ দেখা যায়।

ছিৎরি—ছত্রশব্দের অপভ্রংশ; ইহা বৃষ্টির পূর্ব্বরূপ। ইহা অন্যান্য ঋতুতে দৃষ্ট হইলেও, বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে যে দিবস বৃষ্টি হইবে, সে দিবস পরিষ্কার আকাশে বৈকালে প্রায়ই দেখা যায়। ইহাকে "জল-ছিৎরি" কহে। ইহা লোর পূর্ব্বে উঠিয়া থাকে এবং মেঘের উচ্চস্তরেই অবস্থান করে। যে সমস্ত মেঘে বর্ষণ হইবে, তাহা হইতে সূক্ষ্ম বাষ্পকণাসমূহ নির্গত হইয়া, মৎস্যজীবীর জালের মত, অতি বিস্তৃত আকারে আকাশ আচ্ছন্ন করে; এবং ইহা যে স্থানে দৃষ্ট হইবে, সেই স্থানেই বৃষ্টি হইবে। মেঘশূন্য ও শুষ্ক অবস্থায় আকাশে আর একপ্রকার ছিৎরি দেখা যায়; সেগুলি অনাবৃষ্টির পূর্ব্বরূপজ্ঞাপক। ইহাদিগকে "শুকা-ছিৎরি" কহে।

কস—অবর্ষিত বিশাল মেঘখণ্ড অনুকূল কারণে কোনস্থানে স্থির থাকিয়া, ক্রমে ক্রমে স্থূল পটাবরণের মত বিস্তৃত হয় এবং আকাশমণ্ডল আবৃত করে। ইহাকে "কস" কহে। বিগলিত ধাতুনিঃস্রব বিস্তৃত হইয়া শীতসংযোগে যেরূপ অকুঞ্চিত সমতলভাব ধারণ করে, ইহাও তদ্রূপ। ইহা একটী প্রকৃষ্ট গর্ভলক্ষণ। ইহাতে শীতলবায়ু সংযোগ হইলে টিপ টিপে বৃষ্টি হয়। প্রচুর বৃষ্টি হইবার পর, কখন কখন পটাবরণসদৃশ স্থিরমেঘ হইতে যে ২।৪ ঘণ্টাকাল ধরিয়া টিপ টিপে বৃষ্টি হয়, তাহাও কস।

শুকা—ইংরাজীতে ইহাকে সিরাস (cirrus) কহে। আকাশের অতি উচ্চভাগে রেখা বা সূচী বা পেঁজাতুলা বা বিদ্রুমের আকারবিশিষ্ট অতি শুভ্রবর্ণ যে সকল সূক্ষ্মমেঘ দেখা যায়, তাহাকে "শুকা" কহে। ইহা অতি শুভ্র, অতি

উচ্চস্থানস্থিত ও অল্পপরিমিত হইলে শুকা বা অবর্ষাজ্ঞাপক। ইহা আকাশে কখন কখন প্রচুর বা অল্পপরিমাণে দেখা যায়; এবং কখন কখন ৭।৮ দিবস পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। ইহা যখন আকাশের নিম্নভাগ হইতে ক্রমাগত উর্দ্ধগামী হইতে থাকে, তখনও অবর্ষাজ্ঞাপক। এইরূপ শুকা শীতকালেই প্রচুর দেখা যায়। কিন্তু যখন উপর হইতে সহসা প্রভূত-পরিমাণে নিম্নে অবতরণ এবং অপেক্ষাকৃত স্থূলভাব ধারণ করে, তখন ইহা মহাবৃষ্টির পূর্ব্বরূপ। বর্ষাকালেই এইরূপ দেখা যায়; এবং এ অবস্থায় ইহা বিদ্রুমের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট হয়। মহার্ণবস্থিত নাবিকগণ ইহা দেখিয়া আশুবৃষ্টি লক্ষণ অবগত হইয়া থাকে। ইহা শুষ্কভাবাজ্ঞক হইলেও, গাঢ়শীতে মধ্যপথাবলম্বী ও তুলার আকৃতি-বিশিষ্ট হইলে প্রকৃষ্ট গর্ভলক্ষণজ্ঞাপক; এবং এইরূপ গর্ভে শ্রাবণের ন্যায় ধারাবাহিক বর্ষণ হয়। ইহা কখন কখন ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে দৃশ্যমান বিশাল স্তরমেঘ হইতেও উৎপন্ন হয়। ইহাও প্রকৃষ্ট গর্ভ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ প্রকার গর্ভ প্রসবকালে যে সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল, ঠিক সেইসময়েই বর্ষিত হইয়া থাকে; সময়ের তিলমাত্রও প্রভেদ হয় না। গর্ভসংক্রান্ত অর্দ্ধেক লক্ষণ এই শুকার অন্তর্নিবিষ্ট।

কাকডিম্ব—কাকডিম্ব যেরূপ নীলমিশ্রিত শ্বেতবর্ণের হয়, ইহাও তদ্রূপ। অতিশয় গুমট হইলে, মেঘ সকল বাষ্পাকারে আকাশের উর্দ্ধস্তরে শীতসংযোগে সংলগ্ন হইয়া কাকডিম্বের মত দেখায়। যে দিবস এরূপ অবস্থা হইবে, সে দিবস নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে; এরূপ বলা যাইতে পারে।

তিৎরি—তিত্তিরিশব্দের অপভ্রংশ। অনেকসময় মেঘ জমিলেও বৃষ্টি হয় না। কিন্তু যে দিবস "রং"এর উপরিভাগে তিত্তিরিপক্ষীর পাখার ন্যায় মেঘের আকার ও বর্ণ দেখা যাইবে, সে দিবস নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে; ইহার অন্যথা হইবার নহে।

মেঘমণ্ডল—কোন উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইলে, কোনও কোনও দিবস চক্রবালের চতুর্দ্দিকে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রভূত মেঘরাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত ও মধ্যভাগ পরিষ্কার দেখা যায়, তাহাই মেঘমণ্ডল। এইরূপ মেঘের মণ্ডল অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, চৈত্র প্রভৃতি মাসে দেখা যায়। মেঘমণ্ডল-গর্ভ অতীব প্রশস্ত ও প্রচুরবর্ষী।

চন্দ্রশোভা—চন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে জলীয়বাষ্প কর্ত্তৃক অতি বিশাল ও দুগ্ধ, কুন্দ বা মৃণালধবলবর্ণের মণ্ডল হইলে, উহাকে চন্দ্রশোভা কহে। ইহা এতদূর পরিষ্কার হয় যে, নক্ষত্রগুলি পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহা প্রচুরপরিমাণে আসন্ন-বৃষ্টিজ্ঞাপক।

অনেকানেক গ্রন্থে দেখা যায় যে, গ্রন্থকার যখনই আবশ্যক বুঝিয়াছেন, কোথাও পূর্ব্বাভাষ না রহিলেও, তখনই মহা ঝড় ও বৃষ্টির অবতারণা করিয়াছেন। অস্তগমনোন্মুখ রবিসন্তাপে বিরহিণীর মূর্চ্ছা যেরূপ কবি-প্রসিদ্ধি, অথচ, তাহাতে যেরূপ সারবত্তা নাই; বৃষ্টিসম্বন্ধে, এই সকল গ্রন্থকারগণের বর্ণনাও সেইরূপ। বস্তুতঃ, এমন বৃষ্টি কদাচ দেখা যায় না, যাহার কোনরূপ পূর্ব্বনিমিত্ত লক্ষিত না হয়। সচরাচর বৃষ্টির ৬।৮ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই মেঘের সঞ্চার আরম্ভ হয়; কখন কখন বা ২।৩ দিবস পূর্ব্ব হইতেই আড়ম্বর হইয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে সচরাচর যে "কালসাঁঝির" বৃষ্টি হইয়া থাকে, ৭।৮ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই তাহার সূচনা আরম্ভ হয়। অতিশয় নিপুণব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই, বৈশাখী মধ্যাহ্নসূর্য্যের তীক্ষ্ণকিরণ ভেদ করিয়া, মেঘের সঞ্চার নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন না। গ্রীষ্মকালে যে দিবস "কালসাঁঝি" হইবে, সে দিবস বৈকালে কোন উচ্চমঞ্চ বা ছাদের উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইলে দেখা যাইবে যে, চক্রবালের পশ্চিমপ্রান্তে একখানি গাঢ় নীলবর্ণ স্থূলমেঘ-প্রাচীর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সূর্য্য তৎপশ্চাতে লুক্কায়িত হইবামাত্রই, তাহা প্রশান্ত মহাসাগরের স্থির বারিরাশির মত ধীরে ধীরে তরঙ্গিত হইতে থাকে; এবং তাহাতে বায়ুর সংযোগ হইবা মাত্র, মদমত্ত মাতঙ্গকুলের অথবা অপ্রশান্ত ভীষণ সাগরোর্ম্মির ন্যায়, স্তরে স্তরে সজ্জিত সেই মেঘরাশি লুটাইতে লুটাইতে যুগপৎ ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাতের সহিত চরাচরজগৎ ছাইয়া ফেলে। গ্রীষ্মকালের মেঘের এইরূপ ভীষণ ক্রীড়া দেখিলে, মন স্বতঃই ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। সকল কাল-সাঁঝিতেই যে এইরূপ বৃষ্টি হয়, তাহা নহে; কখন কখন মেঘ উঠিয়া, উপযুক্ত শৈত্য বা বিদ্যুতাদির অভাবে, গাঢ় কসরূপে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া থাকে; কখনও বা প্রসারণশীল মেঘের বিস্তার ও ভারবশতঃ বায়ুরাশি বিপর্য্যস্ত হওয়ায়,

বা অস্বাভাবিক উষ্ণতাবশতঃ প্রবল ঝটিকা উৎপন্ন হইয়া, মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। এই প্রকার মেঘের গতি কখন কখন এত দ্রুত হয় যে, ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে ২০।২৫ ক্রোশ ভূভাগ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। বোধ হয় এইরূপ আকস্মিকতা দেখিয়াই, গ্রন্থকারগণ উক্তরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন।

আকাশ যতক্ষণ পরিষ্কার রহিবে, ততক্ষণ বৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। তৎপর, ক্রমে মেঘের সঞ্চার ও অনুরূপ শীতোষ্ণাদির অনুকূলতা জন্মিলেই বৃষ্টি হইয়া থাকে। এইজন্য বর্ষাকালে দেখা যায় যে, অতিরিক্ত বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার থাকিলে শীঘ্র বৃষ্টি হয় না। আবার শীতকালে প্রচুর মেঘের সঞ্চারসত্ত্বেও আদানজ রৌক্ষ্য ও কালস্বভাববশতঃ বৃষ্টি হয় না।

গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ পশ্চিম ও নৈর্ঋতকোণের মেঘেই বৃষ্টি হইয়া থাকে। কখন কখন পূবে-বৃষ্টিও দেখা যায়; এবং যে বৎসর বৈশাখমাসে পূবে-বৃষ্টি হয়, সে বৎসর প্রচুর শস্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। বর্ষাকালে সাধারণতঃ সকল দিকের মেঘ হইতে বৃষ্টি হইলেও, পূবে-মেঘের বৃষ্টিরই আধিক্য লক্ষিত হয়; কিন্তু সকলকালেই পশ্চিমে-মেঘে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। পূর্ব্বদিকের ৪। ৫ দিবসের অনবরত বর্ষায় যত জল না হইবে, পশ্চিমের একদিবসের ঘোর বর্ষায় তদপেক্ষা অধিক জল হইবে। বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে, ১৮৮৯ সালের ২৪শে বা ২৫শে আগষ্ট তারিখে দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমে-মেঘে এত বৃষ্টি হইয়াছিল যে, কলিকাতার অভ্যন্তরস্থ জলরাশি গঙ্গার সহিত সমসূত্রপাতে মিশিয়াছিল। গত বর্দ্ধমান-প্লাবনও এইরূপ দুই দিবসের নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাতে ৩।৪টি জিলা উৎসন্ন করিয়াছিল। পূর্ব্বদিগের মেঘে বর্ষা যেরূপ স্থায়ী হয়, অন্যদিকের মেঘে সেরূপ স্থায়ী হয় না; বায়ু, ঈশান, অগ্নি ও দক্ষিণ দিকাগত মেঘ হইতেও প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অগ্নিকোণের বর্ষা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। ফলকথা যে সকল মেঘ বহুদিন বা বহুক্ষণ ধরিয়া আতপতাপিত, যাহা স্তরে স্তরে সজ্জিত, যাহা নীলাঞ্জন বা ভ্রমরকৃষ্ণ বর্ণ, যাহা বিমল রজতসঙ্কাশ ও সূক্ষ্মবারিকণাবর্ষী, যাহা সমুদ্রবিক্ষিপ্ত ফেনরাশির ন্যায় সর্ব্বদা প্রবর্দ্ধনশীল, যাহার সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল প্রত্যন্তগুলি সুশোভিত মুক্তাকলাপের ন্যায় শোভমান, যাহা পীতবর্ণ, যাহা বিদ্রুমবর্ণ, যে পালি সমুদ্রের ন্যায় বিশাল-বিস্তীর্ণ, ঘন হইতে ঘনতর ও নিবিড় নীলিমাচ্ছন্ন, সেই সকল মেঘ হইতেই প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। বায়ু ঈশান, অগ্নি, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের অল্পস্থায়ী বর্ষায় উক্তরূপ মেঘ লক্ষিত হয়; কিন্তু বর্ষা এক বা দেড়দিনের অধিক স্থায়ী হয় না। আষাঢ়মাসে মাঝে মাঝে দক্ষিণদিক হইতে বিপুল মেঘ আসিয়া বর্ষা উপস্থিত করে; কিন্তু তাহা ৭।৮ ঘণ্টার অধিক স্থায়ী হয় না; এবং স্তর-মেঘ বলিয়া বৃষ্টির পরিমাণও অধিক হয়।

দক্ষিণের বর্ষা পূর্ব্বাহ্নেই হয়, অপরাহ্নে হয় না। কিন্তু কখন কখন রাত্রে বৃষ্টি হয়। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে বাতপ্রবাহে ছিন্নভিন্ন পূবে-মেঘরাশি অসংহত চূর্ণ (লোর) রাশিতে পরিণত হইয়া, অনবরত ঝিরঝিরে বৃষ্টি করে; এবং বর্ষাও মাঝে মাঝে একাদিক্রমে ৩।৪ দিবস হইতে ৭।৮ দিবস পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে। এইরূপ পূবে-মেঘ না হইলে বর্ষাও হয় না, এবং শস্যের পক্ষেও উপকার হয় না। পূর্ব্বদিকের চূর্ণমেঘে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হইলেও, কখন কখন আকাশ পরিষ্কার ও দিবস উত্তপ্ত হইলে; উহাতে স্তরমেঘ জমিয়া প্রচুর বারিপাত হয়। বর্ষায় পূর্ব্বদিকে যতদিন সূক্ষ্মমেঘপটাবরণ অর্থাৎ পাতলা রেখা-কস দেখা যাইবে, বৃষ্টিও ততদিন স্থায়ী হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, ঘোর বর্ষায় পূর্ব্বদিকে যখন বজ্রনাদ শ্রুত হইবে, তখনই বৃষ্টির বিরাম হইবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ, পূবে-মেঘে মধ্যাহ্ন ৮টা হইতে অপরাহ্ন ৩টার মধ্যেই বৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতে রাত্রে কদাচ বৃষ্টি দেখা যায়; এবং যে দিবস সূর্য্যের তেজ প্রখর ও আকাশ পরিষ্কার থাকে, সে দিবস ৩।৪ বারও বৃষ্টি হইতে পারে। অন্যথা, একবার বৃষ্টি হইয়া আকাশ "কলে" অর্থাৎ মেঘপটাবরণে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে, সূর্য্যের প্রাখর্য্যের সহিত, ঈশানকোণ হইতে বড় বড় জমাট মেঘ আসিয়া প্রচুর বৃষ্টি করে। সাধারণতঃ ঈশানকোণের মেঘে প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ন ৫টা পর্য্যন্ত দিনের মধ্যে একবার হইতে ৩।৪ বার বৃষ্টি হইয়া থাকে; এবং এরূপ বৃষ্টি ২।৩ দিবসের ঊর্দ্ধ স্থায়ী হয় না।

সমগ্র বর্ষাকালে বায়ুকোণ হইতে ২৩ বার বৃষ্টি হয়; এবং বৃষ্টির পরিমাণও মধ্যমরূপ। সচরাচর, মধ্যাহ্ন হইতে রাত্র দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, এই দিকের মেঘে থাকিয়া থাকিয়া বর্ষণ হয়। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র—এই তিন মাসে মধ্যে মধ্যে দুই তিন দিন ধরিয়া অগ্নিকোণের বর্ষা হয়। উহা কখন কখন ৪।৫ দিবস স্থায়ী হয়। এই দিকের মেঘে কখনও বা পূবের ন্যায় ঝিরঝিরে, কখনও বা ঈশানের ন্যায় ক্ষণিক-প্রবল, কখনও বা পশ্চিমের ন্যায় প্রবলধারায় বর্ষণ হয়; অর্থাৎ যখন যে প্রকার মেঘের চালান থাকে, সেইরূপই বৃষ্টি হয়। এ দিকের বৃষ্টির সময়ের স্থিরতা নাই—সর্ব্বক্ষণই হইয়া থাকে; তবে দিবাভাগেই অধিকতর বর্ষে। আমাদের দেশের অধিকাংশ ঝটিকা এইদিক হইতেই উৎপন্ন হয়। আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে পশ্চিমে-মেঘের ২।৪টা বর্ষণ দেখা যায়। ২।১ বৎসর অল্প বৃষ্টি হইলে বা বর্ষার অল্প বৃষ্টি হইলে, মাঝে মাঝে শত শত যোজনপরিমিত বিশাল ভূমিখণ্ডের মেঘরাশি ঘনীভূত স্তরাকার ধারণ করতঃ অনুকূল বায়ু ও শীতেরসংযোগে মুষলধারে অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিয়া থাকে। দুই দিন ধরিয়া কদাচ এই প্রকার বৃষ্টি স্থায়ী হয়। কারণ, এইরূপ বৃষ্টি অধিকদিন স্থায়ী হইলে, প্রবলবন্যায় গ্রাম-নগরাদি উৎসন্ন যাইবার সম্ভাবনা। গত ৪।৫ বৎসরের মধ্যে, এই জাতীয় মেঘ হইতেই হয়দরাবাদ ও দামোদরের বন্যা হইয়াছিল। এইরূপ বৃষ্টি কোন কোন বৎসর ২।৩ বার হয়; আবার কোন কোন বৎসর মোটেই হয় না। কখন কখন বর্ষায় অত্যন্ত গুমট হইলে চতুর্দ্দিকস্থ মেঘরাশি অনুকূল স্থানবিশেষে একত্রিক হইয়া, উক্তরূপ প্রচুর বর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা ২।১ ঘণ্টার জন্য। কার্ত্তিক মাসে সাধারণতঃ শরৎকালের ন্যায় বৃষ্টি হয়। কখন কখন অগ্নি-কোণ হইতে মেঘ আসিয়া বর্ষা বা প্রবল ঝটিকা উৎপন্ন করে। শীতকালে কখন কখন বৃষ্টি দেখা যায়; কিন্তু অত্যন্ত উত্তাপ না বাড়িলে সেরূপ হয় না।

গ্রীষ্মকালে বায়ুকোণের বাতাসেই প্রায় বৃষ্টি হয়; এবং মেঘ জমিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। বর্ষাকালে ২।৪ দিবস এ বায়ু বহে; কিন্তু শীতের প্রথম ও শেষভাবে, এই বাতাসের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। পরে যত গভীর শীত পড়িতে আরম্ভ করে, ততই প্রবল উত্তরে-বায়ু বহিতে থাকে। দক্ষিণা-বায়ুতে মেঘের সঞ্চার হইলেও বর্ষণ হয় না। নৈর্ঋত-বায়ুও ঐ প্রকার। তবে কখন কখন দশ, পনর দিবস শুষ্ক যাইতে যাইতে একদিন হয়ত বৃষ্টি হইল। কিন্তু বর্ষার প্রথমে, এই বায়ু প্রবাহিত হইলে দেশব্যাপী অপর্য্যাপ্ত মেঘোৎপত্তির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। এই বায়ু সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ও ভাদ্রমাসের কএকদিবস প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। বর্ষার প্রথমে দশহরা, অম্বুবাচী প্রভৃতিতে পশ্চিমাবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে, নৈর্ঋত-জাত মেঘ সকল আর দক্ষিণ বা পূর্ব্বে যাইতে সক্ষম হয় না; সুতরাং এ সময়ে প্রায়ই পশ্চিমা-বায়ুতে বৃষ্টি হয়। বর্ষার কএকমাসই পূর্ব্বদিকের বায়ু প্রবাহিত হয়; এবং অধিকাংশসময় প্রবলরূপে প্রবাহিত হওয়ায়, শিথিলিত চূর্ণমেঘ হইতে সূক্ষ্মধারায় বর্ষণ হয়। কখন কখন উষ্ণতা পাইলে জমাট-মেঘেও বৃষ্টি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই বায়ু দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, স্বাভাবিক নিয়মে ও অনুকূল কারণবশে, কখনও বা ঈশান, কখন বা অগ্নিকোণ হইতে প্রবাহিত হয়। নৈর্ঋত বা দক্ষিণা বায়ু যেমন বৃষ্টির উপঘাতক, ঈশানবায়ু তদ্রূপ বৃষ্টির প্রবর্ত্তক। শীতকালে অনেকসময় ঈশানবায়ু প্রবাহিত হয়; এবং জলজনকতাহেতু, ইহা দ্বারা অতিশয় গর্ভপুষ্টি হইয়া থাকে।

যদি সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালে আকাশের বর্ণ, শীতকালে তাম্রবর্ণ, বসন্তকালে পীতমিশ্রিত রক্তবর্ণ, গ্রীষ্মকালে সুবর্ণবর্ণ, বর্ষাকালে উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ, শরৎ-কালে পদ্মগর্ভের ন্যায় এবং হেমন্তকালে রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বৃষ্টি ও শস্যোৎপত্তির পক্ষে বিশেষ শুভ হয়।

সাধারণতঃ, আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, "উন বর্ষায় দুন শীত।" আবার এই শীতাধিক্যই প্রচুর বর্ষার পরিচায়ক। ইহা বাস্তব হইলেও, কিছু বিশেষত্ব আছে। যে বৎসর বর্ষায় অল্পবৃষ্টি হয়, সে বৎসর যথাকালে প্রচুর শীত হয়; সুতরাং ভবিষ্যবর্ষের বর্ষাও প্রশস্ত। বর্ষার প্রথমভাগে বৃষ্টি অধিক হইলে, শেষভাগে ভাল বর্ষণ হয় না; পক্ষান্তরে, প্রথমভাগে বৃষ্টি অল্প হইলে, শেষভাগে প্রচুর বর্ষা হয়। আবার যে বৎসর প্রথমে শীত পড়ে, সে

বৎসরের শেষভাগে অল্প শীত হয়। সুতরাং বর্ষার প্রথম-ভাগে বর্ষণও অধিক হয়। সেইরূপ শেষভাগে শীতাধিক্য হইলে, বর্ষার শেষে প্রচুর বর্ষা হয়।

বৃষ্টিসম্বন্ধে স্থূলভাবে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আরও কতকগুলি লক্ষণ আছে, যদ্দ্বারা সদ্যোবৃষ্টি স্থিরনিশ্চয় করিতে পারা যায়। যথা:—

১। শীতঋতুর অন্তঃসন্ধিসময়ে আকাশে প্রচুর মেঘ-সঞ্চার ও অল্প অল্প উষ্ণতা অনুভব হয়। যদি এই পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে না হইয়া সহসা হয়, তবে সেই দিবস বা তৎপর দিবস অপরাহ্নে বৃষ্টি হইবে।

২। যদি পশ্চিম ও বায়ুকোণে প্রচুর মেঘ বিদ্যমান থাকে, উত্তরদিক হইতে শীতল ও মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হয়, এবং আকাশ পরিষ্কার থাকে, তবে সে দিবস নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে।

৩। আকাশে প্রচুর পরিমাণে মেঘ ও অন্যান্য অনুকূল কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও, যদি ৩।৪ দিবস বৃষ্টি না হয়, তবে যে দিবস মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে মেঘ চলিয়া, হঠাৎ তাহার পর বন্ধ হইয়া যাইবে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আকাশ নির্ম্মল হইবে, সেই দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

৪। গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে আকাশের যে দিবস অনেকক্ষণ কার্কডিমে-রং দৃষ্ট ও অত্যন্ত গুমট বোধ হইবে, সেই দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

৫। গ্রীষ্মকালের উভয়সন্ধ্যা ঘোরতর রক্তবর্ণরাগে রঞ্জিত হইলে, তাহা অবর্ষাজ্ঞাপক।

৬। যদি নির্ম্মল আকাশের মধ্য দিয়া ক্রমাগত ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া শ্বেতবর্ণ বহুল বাষ্পরাশি প্রবাহিত হয় ও তজ্জন্য আকাশ কার্কডিম্বসদৃশবর্ণের হয়, তবে সে দিবস নিশ্চয় বায়ুকোণ হইতে মহা বৃষ্টি হইবে।

৭। যে দিবস প্রাশখিল চূর্ণ-মেঘরাশি আকাশের অতি নিম্নভাগ দিয়া প্রবাহিত হইবে, সে দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

৮। মেঘের অগ্রভাগে তিত্তিরপক্ষীর পক্ষসদৃশ বর্ণের মেঘ দৃষ্ট হইলে, অচিরাৎ বৃষ্টি হইবে।

৯। যে দিবস আকাশ বিমল বাষ্পপরিপূর্ণ ও প্রচুর মেঘযুক্ত এবং সূর্য্যকিরণ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও শরীর হইতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গত হইবে, সেই দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

১০। দিবাভাগ ঈষৎ উষ্ণ, সূর্য্য পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ কিরণবিশিষ্ট এবং ঈশানকোণ হইতে মৃদু মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইলে, সে দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

১১। বর্ষাকালে যে দিবস উত্তর ও বায়ু কোণ হইতে প্রচুর মেঘ চলিতে থাকিবে, সে দিবস মধ্যাহ্নের পর বৃষ্টি হইবে।

১২। বর্ষা বা শীতকালে সমস্তরাত্র আকাশের চারিদিকে বিদ্যুৎ চমকাইলে, পর দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

১৩। যে দিবস আকাশের আভা শিরিষকুসুমসদৃশ বর্ণের হইবে, সে দিবস অচিরেই প্রবল বৃষ্টি হইবে।

১৪। যখন আকাশের অতি নিম্নভাগ দিয়া স্থূলপ্রবাহ চূর্ণমেঘ (লোর) রাশি ক্রমাগত চলিতে থাকিবে ও তজ্জন্য দিক সকল অন্ধকারের ন্যায় বোধ হইবে, তখন মহাঝটিকা আসন্ন বুঝিতে হইবে।

১৫। বর্ষাকালে প্রাতে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, যদি রামধনুছটার ন্যায় কিরণজাল বহির্গত হয়, তবে সে দিবস বৃষ্টি হইবে।

১৬। যখন পক্ষীকুল বৃক্ষশাখায় বসিয়া মুখাগ্রভাগ দ্বারা পক্ষপুচ্ছ লালাযুক্ত করিতে থাকিবে, তখন মহাঝটিকা ও প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা আছে বুঝিতে হইবে।

১৭। বর্ষাকালে পিপীলিকাগণ ডিম্ব লইয়া ঊর্দ্ধগামী হইলেই, সে দিবস নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

১৮। আর্দ্রানক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থানকালে স্বভাবতঃই প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে।

১৯। যদি লতাবৃক্ষের পত্রসমূহ আকাশের দিকে উন্মুখী হয়, যদি পক্ষিগণ অল্পজলে বা ধূলিতে স্নান করে, এবং সর্পগণ তৃণোপরি শয়ন করে, তবে অচিরে বৃষ্টি হইবে।

সুদীবর্গের বিরক্তির ভয়ে, অতি স্থূলভাবে, মেঘ ও বৃষ্টি বিচারসম্বন্ধীয় এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিতে হইলে, এইরূপ ৩।৪টা প্রবন্ধও হইতে পারে। ইহা "বৃহৎ সংহিতা'য় উক্ত জলগণনাসম্বন্ধীয় মূল শ্লোকগুলির বিস্তৃত ভাষাটীকা মাত্র।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈচিত্র

পত্রান্তরে প্রকাশ বার্লিনে একটী মহিলা উচ্চে ছয় ফুট, তার স্বামীর উচ্চতা তিন ফুট।—মনের মিল আছে ত?

* * *

পাকা ঘরে জোরে কথা বলিলে প্রতিধ্বনি হয়, তাই আমেরিকার এক রকম প্রস্তর ব্যবহৃত হচ্ছে যাহা শব্দ তরঙ্গগুলিকে প্রতিহত না করিয়া শোষণ করিয়া লইবে—আস্তে কথা শুনতে পাওয়া যাবে ত?

* * *

বোষ্টনে এক দৈত্যপুরী নির্ম্মিত হ'চ্ছে। ঐ বাটীতে ২৫ হাজার লোক স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে পারিবে।—আড্ডা জমবে ভাল, কিন্তু ভূমিকম্পে সাবধান।

* * *

প্যারিসে যে তুর্কী দূতাবাস আছে, তাহার যাবতীয় খরচা ফ্রেঞ্চ গভর্ণমেণ্ট বহন করেন—তুর্কীকে খরচা লাগে না। যে দেশের দূতাবাস সেই দেশই তাহার খরচা বহন করে ইহাই রীতি, কিন্তু এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে।—ভারতবর্ষেও ওটা চালাইয়া দেওয়া হউক—কারণ ভারত বড় অতিথি পরায়ণ।

* * *

ইন্দো চীনে কুকুরগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, বিড়াল-গুলিকে বাঁধিয়া রাখা হয়। স্ত্রীলোকেরা পায়জামা পরে, পুরুষেরা ঘাঘরা পরে।—তাজ্জব ব্যাপারের সংস্করণ আর কি!

* * *

আফ্রিকার ত্রিপোলী মরুভূমিতে আরও বিচিত্র বিধান প্রচলিত আছে। সেখানে মেয়েরা ঘোমটা দেয় না, পুরুষরা দেয়। নারীরা লেখাপড়া শিখে পুরুষরা ঘরের কাজ কর্ম্ম করে, লেখাপড়া শিখিতে পায় না। রমণী স্বামীর নামে পরিচিত হয় না—স্বামীই অমুকের স্বামী এই ভাবে পরিচিত হন। নারী অন্য পুরুষের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিতে পারে—পুরুষের পক্ষে সতী থাকাই নিয়ম। ব্যাস্ নারী রাজ্যের শেষ সীমা বটে—অমৃত বাবুর তাজ্জব ব্যাপারের জীবন্ত দৃষ্টান্তই বটে—কালে বাঙ্গালা দেশে বোধ হয় এইরূপ সভ্যতাই প্রকটিত হবে।

* * *

আরবদেশে এক রকম ফল পাওয়া যায় তাহা খাইলে হাসিতে হাসিতে দম বন্ধ হইয়া প্রাণ বিয়োগ হয়।—আরবেরা সুখী বলতে হবে—কাঁদতে কাঁদতে না মরে হাসতে হাসতে মরে।

* * *

আফ্রিদি স্থানেও হিন্দু আছে। তাহারা সেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতরই বাস করে—অথচ কোন গোলমাল হয় না।—আমাদের নিকট বর্ত্তমানে তাহা নিশার স্বপন!

* * *

কেরোসিন তেলের সহিত অল্প লবণ বা কর্পূর মিশাইয়া জ্বালিলে আলো খুব উজ্জ্বল হয়।—করে দেখুন না শস্তায় কিস্তিমাত হবে।

* * *

মান্দ্রাজে রেজেষ্ট্রী বিভাগে এক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তথায় এখন হইতে দলিল পত্রের নকল ফটো-গ্রাফ করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে কম লোকের দ্বারা কাজ চলিবে যথা, দলীলগুলির নকল ঠিক আসলের মতই হইবে।—প্রথাটী ঠিকই হইয়াছে বলিতে হইবে, সাত নকলে আসল খাস্তা হইবার ভয় থাকিল না।

* * *

বাঁকুড়া জেলায় বির্ডল নামক এক গ্রামে—একজন বিধবা আছেন। তিনি আজ ৪৫ বৎসর কাল অনাহারে রহিয়াছেন। পান আহার কিছুই করেন না। বর্দ্ধমানের রাজা বনবিহারী একবার ইহাঁকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া

ছিলেন। তাহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছে।—ভগবানের রাজ্যে কত প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার নিত্য সংঘটিত হইতেছে কে তাহার সংবাদ রাখে।

* * *

কাশী সহরের অনতিদূরে প্রহ্লাদপুরে গঙ্গার চরে এক বিরাট হস্তীর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে—এ কথা সংবাদ পত্র পাঠকের অবিদিত নাই।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে ইহার পরীক্ষা হয়। তাহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছে ইহা অন্ততঃ লক্ষ বৎসরের পুরাতন। এ দিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলেন পৃথিবীর বয়স অত বেশী নয়। কোনটী ঠিক? প্রত্যক্ষ না অনুমান আমাদের মতে পৃথিবী "ন তুয়া আদি অবসানা।"

* * *

কটকের মিনার্ভা ষ্টোরস এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দেন যে একটী চরকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১২ ঘণ্টা /১ সের সূতা কাটা যায়। মূল্যও সুলভ—২৷৷০ টাকা মাত্র। কৈ আর তাহার খোঁজ খবর পাইতেছি না কেন? যদি কেহ জানেন আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব।

উপায় কি?—গত ১৯২৮ সালের মার্চ্চ মাস হইতে জাপানের চাউল রপ্তানী বন্ধ আছে। জাপান ঘোষণা করিয়াছে যে ১৯৩১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিদেশী চাউল আমদানী করিবেনা—পরন্তু চীনদেশেও প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইতেছে; ভারতীয় চাউলের তথায় কাটতি নাই। পাট আছে, পাটের দর নাই, ধান্য আছে ধান্যের দর নাই, কয়লা আছে কয়লার কাটতি নাই—এরূপ অবস্থায় আমরা করি কি?—সুতরাং এ অর্থ সঙ্কট যে শাস্ত্র কাটিবে সে আশা দুরাশা।

* * *

কেরোসিন ও তার্পিন তৈল একত্রে মিশাইয়া দিলে উই পোকা মরিয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

* * *

সুগন্ধি—পান মসলা

মান্দ্রাজ অঞ্চলে এই মসলা চলিত আছে এবং তথায় খুব আদায়ের সহিত ইহা ব্যবহৃত হয়। বোধ হয় আমাদের দেশেও ইহার কাটতি হইতে পারে।

সুপারী (খুব সরু করিয়া কাটা)··
খয়ের,
এলাচি (বড়)
এলাচি (ছোট)
জয়িত্রী
দারুচিনি
কাবাব চিনি
জাফরাণ
মৃগনাভী (একটু)

মসলাগুলি গুড়াইয়া লইয়া পানে ব্যবহার্য্য। ঘরে করিয়া দেখিবেন ইহা সুগন্ধে এবং সু আস্বাদে প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে অথচ খরচাও কিছু বেশী নয়।

* * *

কাশীর চিনি—বাস্তবিক কাশীতে (বর্ত্তমানে) চিনি প্রস্তুতের কোন কারখানা আছে বলিয়া আমরা জানি না। ইক্ষু গুড় হইতে দেশীয় ভাবে প্রস্তুত চিনি কে কাশীর চিনি বলা হইয়া থাকে—ইহাতে অম্লাংশ কম। ঔষধাদিতে ইহাই ব্যবহার্য্য।

* * *

শিংকে নরম করিবার কৌশলটা জানা ভাল। প্রতি গ্রামেই বৎসরে অনেক গো মহিষ মারা যায়, তাদের শিংগুলির দ্বারাতে গ্রামেই যে কোন এক ঘরের কিছু সংস্থান হতে পারে।

১০০ ভাগ অফুটন্ত চুণ (unslaked)
৫০ ভাগ পটাশ
৪ ভাগ টারটারিক এ্যাসিড
৩ ভাগ লবন। /২৷৷ সের জল

জলসহ সিদ্ধ করুন। শিং গুলি পূর্ব্বাহ্নে খুব কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া তাহা হইতে মাংস প্রভৃতি বাদ দিয়া (চুনের জলে চুবাইয়া রাখিলে মাংস খসিয়া যাইবে) রাখিবেন। যখন দেখিবেন জলটা অর্দ্ধেক রকম উপিয়া গিয়াছে, শিংগুলি জলে ফেলিয়া দিন। সমস্ত মিশিয়া যখন থকথকে মত হইল তখন ছাঁচে ফেলিয়া দিন। ঠাণ্ডা হইলেই তেল মাখাইয়া লইবেন—নচেৎ জড়াইয়া ধরিবে। পাশার ঘুঁটি, ছড়ির বাঁট প্রভৃতি দ্রব্য অনায়াসেই প্রস্তুত হইতে পারিবে।

আদান প্রদান

[পরস্পর জ্ঞান বিনিময়ে পরস্পরের সাহায্য করুন, ইহাই প্রার্থনা—সম্পাদক]

যদি কেহ রামবান ঔষধের প্রস্তুত করিবার সহজ উপায় জানেন—আমায় জানাইবেন।

শ্রীরাজচন্দ্র কুণ্ডু!
যশোর—ধুবনগর।

সূতিকা রোগে আমার স্ত্রী অত্যন্ত কাতর যদি কেহ কোনরূপ ঔষধ জানেন জানাইলে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব।

শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায়
কাশীধাম—হাওলিতলা

টিউবওয়েল কি ভাবে সস্তায় করা যায়, কাহাদের নিকট মাল মসলা পাওয়া যায় এ বিষয়ে কোন ভাল শিক্ষা পুস্তক আছে কি না? সংবাদ দিবেন।

গ্রা—৩০০২
মেদিনীপুর

আমার নেবুগাছে ফুল হয়, ফল হয় না, যদি কেহ কোন উপায় জানেন দয়া করিয়া জানাইবেন।

শ্রীকৃষ্ণকুমার সিংহ
কাটোয়া—বর্দ্ধমান।

"আমে ধান তেতুলে বান" —এবার আম হয় নাই কিন্তু ধান্য আশাপ্রদ বটে। ইহার কারণ কি? এটাকি তবে ব্যর্থ প্রবচন?

শ্রীহরিদাস মাইতি
দত্তপুর—মেদিনীপুর

পূর্ব্বকালের ইটগুলি পাতলা, বর্ত্তমানের ইটগুলির আকার ১০ ইঞ্চি—ইহা অপেক্ষাও কি কোন সময়ে বড় ইট দেশে তৈয়ারী হইত?

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা
রামপুর—বীরভূম।

সুন্দরবনে আগে নাকি লোকালয় ছিল, এ কথার কোন প্রমাণ আছে কি? না কেবল কথার কথা?

শ্রীরেবতীনাথ পণ্ডিত
কটক।

আপনি গতবারে যে ভূতের কথা লিখিয়াছেন এমনি আরও সংবাদ দিতে পারেন কি? যদি কোথায়ও এমন ঘটনা হইতেছে এমন স্থল থাকে আমরা তথায় যাইতে রাজী আছি।

সম্পাদক—তত্ত্বসভা
হাটগ্রাম মানভূম।

কোন কোন স্ত্রীলোকের কেবলই কন্যা হয়, গর্ভে পুত্র-সন্তান হয় এমন কোন তুক তাক্ যদি কেহ জানেন জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীমতী পঙ্কজবাসিনী দেবী
ধরণীপুর বীরভূম।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সমালোচনা।

শরীর অসুস্থ থাকা ও অন্যান্য নানাকারণে ইহা কয়েক মাস স্থগিদ আছে—আগামী মাস হইতে যে সকল প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা পুস্তকাদি পাঠাইয়াছেন—তাঁহারা আমাদের এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। নিবেদক—সম্পাদক।

আগামী মাসে সূচিপত্র প্রকাশিত হইবে অযথা বিলম্ব হইয়াছে তজ্জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

সৎ-কথা

মা তোমার স্বরূপ কি ?

নীলবর্ণ বর্ণ গ্রামের পূর্ণ প্রকাশ
তাই বুঝি তুমি—মহামেঘ ঘোর প্রভাং
* * *
ত্যাগ, গ্রহণ, সৃষ্টি ও ধ্বংস
কর্ম্মের এই চারি মুখ পর্য্যায়
তাই কি তুমি—চতুর্ভুজা।
* * *
সৃষ্টি ক্রম বন্ধন শূন্য
তাই বুঝি তুমি
আলুলায়িত কেশা, দিক বসনা দিগম্বরী।
* * *
তুমি আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে
সকলই যে শব্দ ঘন।
বর্ণ-ই যে সৃষ্টি কারণ
তাই তোমার গলদেশে
পঞ্চাশৎ মুণ্ডমালা—বর্ণমালা।
* * *
স্বরে সৃষ্টি, স্বরে লয়,
স্বর—সপ্ত
—তাই বুঝি তোমার কটিদেশে সপ্ত কিঙ্কিনী।
* * *
যাহা হইতে প্রসবিত হয় তাই জননী
—তাই বুঝি তুমি.....স্ত্রী মূর্ত্তি
* * *
তুমি বুঝি অনুলোম ধারায়
পূর্ণ প্রতীক, তাই তুমি- 'মা'

কিন্তু সৃষ্টি ও লয় উভয়েই
যে একাঙ্গী—তাই বুঝি তুমি শবাসনা
* * *
সর্ব্ব বর্ণের সমাধি শ্বেতবর্ণ
তাই বুঝি সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি শ্বেত।
* * *
শ্বেত ছেদেই—বৈচিত্র (সৃষ্টি)
সুতরাং শ্বেত সৃষ্টিগর্ভ—তমঃ নয় স্বত্ব।
* * *
একই সঙ্গে একই শক্তির
সঙ্কর্ষণ ও বিকর্ষণ,
সৃষ্টি ও লয়
বুঝাইবার জন্যই বুঝি তোমার রূপ গ্রহণ।
* * *
তাই বুঝি তোমার শব্দমূর্ত্তি একই সঙ্গে
ম, উ, অ—অ, উ, ম
অনুবর্ত্তনে 'মা'—নিবর্ত্তনে 'অম'
* * *
আমি যে জীব, আমি যে জাত সুতরাং আমি যে অনুলোম ক্রমেই তোমার অঙ্কস্থিত, তার জন্য আবার সাধনাই বা কি, ভাবনাই বা কি ?—ইহা যে আমার সহজাত কিন্তু, তোমার যে মূর্ত্তিতে আমার সঙ্কর্ষণ স্পন্দন স্বতঃ উত্থিত হয়—যাহাতে আমার সহজাত 'মা' উচ্চারণের সঙ্গে পুরুষকার প্রতীক ওঁ উচ্চারিত হয় আমাকে সেই পথই দেখাও মা—আমি যে তোমার সন্তান।

অশ্বিনীকুমার

আগ্নেয় ভস্ম গৃহস্থের কিরূপ মঙ্গল সাধন করিতেছে—দেখুন

১। সমস্ত পরিবারের কলেরা—
১। একদিন হঠাৎ আমার পরিবারস্থ সকলেই কলেরাক্রান্ত হয়। ঠাকুর চাকরের অবস্থাই ভীষণ হয়। আপনার আগ্নেয় ভস্মের দু' এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগেই সকলেই মন্ত্রশক্তির মত আরোগ্য লাভ করে। কোন ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয় নাই। শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত সিনিয়ার সবইন্‌স্পেক্টর বেঙ্গল পুলিশ, বারুইপুর।

লক্ষ২ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া উদরাময় শূল, আমাসাদি রোগীর আরোগ্য সংবাদ রহিয়াছে।

গৃহস্থের গৃহ-মঙ্গল ঔষধ

আগ্নেয়ভস্ম

কলেরার অব্যর্থ প্রতিষেধক ও প্রতিকারক, ডিস্‌পেপসিয়া, পেটফাঁপা বা ব্যথা উদরাময়, সাদা বা রক্ত আমাশয়, গ্রহণী, ক্রিমি সূতিকা অম্লপিত্ত ও শূল বেদনার অমোঘ আরোগ্যদায়ক—ঔষধ এবং ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বিশিষ্ট হজমকারী ভেজক।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও জীবন ভারত বিখ্যাত কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়, এম, এ, এম, বি, On analysis it is found that all the ingredients of the "Agneyavasma" are pure harmless things and each of them has the power of removing Dyspepsia and Other nervous disorders of the stomach. In my opinion, this medicine is really a gem in Ayurvedic store.

আগ্নেয়ভস্ম পল্লীর কি পরম মঙ্গল বিধান করিতেছে—দেখুন

১। ডায়মণ্ডহারবারে কলেরা—
আমাদের বারের মোক্তার নীরদবাবুর ঝি মোক্তার সতীশ বাবুর কলেরা আগ্নেয়ভস্ম দুই দুই মাত্রায় নিরাময় হওয়ায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি। এই সব ডিভিসনে কলেরার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী সুতরাং এস্থানের ঔষধটী রাখার এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে সহজে আমরা ঔষধটী পাইতে পারি। শ্রীনকুলেশ্বর বসু সেক্রেটারী মোক্তার এসোসিয়েসন ডাঃ হারবার।

মূল্য—বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট ॥০ আনা, নমুনা ।০ চারি আনা—নমুনা দুই শিশির কম ভি, পি হয় না।

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কবিভূষণ। ২১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পশ্চিম বঙ্গে এই ঔষধটী ভীষণ জাল হইয়াছে।—কোনও ক্যানভাসার হইতে কেহ ক্রয় করিবেন না।

শিশুদিগের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমের সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরের বল সঞ্চয় করে ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিক ইহা খাইতে মিষ্ট।

বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী।
প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।
সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—
কে টি ডোঙ্গরে
এণ্ড কোং
গিরগাঁও, বোম্বাই।

সহজে দু'পয়সা প্রাপ্তির উপায়

আমরা কন্টিকারী, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, হরিতকী, ধুনা, মোম প্রভৃতি যাবতীয় মসলা ক্রয় বিক্রয় করি।

পল্লী গ্রামের যে কোন ব্যক্তি যে কোনরূপ কবিরাজী মসলা বিক্রয়ের জন্য আমাদিগকে পত্র লিখুন। আমরা নগদ টাকায় তাহা কিনিয়া লইব।

যাবতীয় মসলা ও অন্যান্য দ্রব্য সস্তায় বিক্রয় করি—একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীকালীপদ কুণ্ডু
ও
শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত
১নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাতার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত—

কুণ্ডেশ্বরী কবচ

—পুনরায় সাধারণের উপকারার্থে বিতরণ হইতেছে—

ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয়, এবং অতি দরিদ্র ধনবান হইয়া থাকেন। অদ্যই পত্র লিখুন, কারণ পুরুষাকার দৈবশক্তির অধীন, ইহা ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরী প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্য লাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। পত্র লিখিলেই নিয়মাবলী পাঠান হয়।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার মন্দির, বৈদ্যনাথ মন্দির,
বৈদ্যনাথ ধাম কুণ্ডা, পোঃ (এস,পি)

অনঙ্গ প্রভা
হেকিমী য়াকুতি

বল ও বীর্য্যের খনি, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও পুরুষত্বহানির যম, স্থবিরতায় ও জড়তায় যৌবনের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া অতিবৃদ্ধকেও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যক্ষম করে। ইহাতে মাদকদ্রব্য নাই। স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজরস প্রভৃতিতে প্রস্তুত। মূল্য ৩০ বটী ১০৲। রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী,

১৭৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ইউক্যালিপ্টাস নিমগুলঞ্চ চিরতা লৌহাদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্বরঘ্ন ধাতুউদ্ভিজ্জের সমবায়ে প্রস্তুত
ম্যালেরিয়া, দুরারোগ্য প্লীহাযকৃৎযুক্ত বিষম ও বিশিষ্ট জীবাণু সম্ভূত কালাজ্বরের অত্যাশ্চর্য্য নূতন অব্যর্থ ঔষধ

ইউক্যালিপটীন

ইউক্যালিপটাসের হাওয়ায় ম্যালেরিয়া হয়না, পাতাপচা জলপানে প্লীহাযকৃৎ আরোগ্য হয়, অন্যনাম 'জ্বরতরু'
শিশি ১।৵ মাঃ ।।৵ তিন শিঃ একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফ্রি। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি
ব্র্যাঞ্চ—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।

দি বি, কে, পাল এণ্ড কোং'র গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল

গৃহস্থ ঘরে হোমিওপ্যাথি ঔষধ-

যে কত প্রয়োজন তা' বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু রোগ আরাম করিতে হইলে, ভাল চিকিৎসা পুস্তকের যেমন আবশ্যক

বিশুদ্ধ ও টাট্কা

ঔষধের প্রয়োজনও ততোধিক। অনভিজ্ঞের লিখিত বই ও কৃত্রিম ঔষধ সস্তায় পাওয়া যায় বটে কিন্তু খাঁটি ও তেজস্কর ঔষধ

অযথা সস্তায় হয় না

আমাদের ঔষধ যে—স্থায়ী এল্‌কোহল সংযোগে প্রস্তুত, তা আমাদের বিস্তৃত কারবারই তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

চিকিৎসা পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলেই প্রেরিত হয়। মফঃস্বলের অর্ডার সকল যত্ন সহকারেই পাঠান হইয়া থাকে।

এখানে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঔষধ ও ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দি ও উর্দ্দু, পুস্তক সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, বাক্স, ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদার টিংচার ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ‖৵০ ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০ ২ ড্রাম ।৵০,, ১৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ‖০, ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২‖০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা—৭ম সংস্করণ—৩৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০। ২। চিকিৎসা দর্পণ—(প্রাকটিস্ অব মেডিসিন ৩য় সংস্করণ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৮৲ অবাঁধাই ৭‖০।

৩। সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দর্পণ—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৫৲। ৪। ভৈষজ্য-দর্পণ (মেটিরিয়া মেডিকা)—২ খণ্ডে ১৭০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, সুন্দর কাগজে ছাপাই ও বাঁধাই মূল্য ১০৲। ৫। ওলাউঠা চিকিৎসা—মূল্য ‖০। ৬। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপিয়া—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২‖০। ৭। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। শিশুরোগ চিকিৎসা—মূল্য ২৲। ইলেক্ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মূল্য ৸০ আনা। পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইহাই প্রার্থনা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং'র, দি গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

হেড অফিস—১২নং বনফিল্ড, লেন,
ব্রাঞ্চ অফিস—৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট,
} কলিকাতা।

আয়ু পরিবর্দ্ধক রসায়ণ।

ডাক্তার ঢ.গাঙ্গুলি স্পারমাটোন

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও শক্তিহীনতায় অমোঘ।

যৌবনের অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে যাঁহাদের শক্তিহীনতা আসিয়াছে, আশাভ্রষ্ট হইয়া ম্রিয়মান হইয়াছেন, যৌবনে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতা, জীবনী শক্তির অভাব ও আনন্দ শূন্যতা অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা "স্পারমাটোন" সেবন করুন, নষ্ট শুক্র, তেজ, বল ও মেধা আবার ফিরিয়া পাইবেন।

স্পারমাটোন—দুর্ব্বলের বল, ছাত্রজীবনের অশেষ কল্যাণকর। অতি দ্রুত লুপ্তশক্তিকে আবার ফিরাইয়া আনিবে। দুর্ব্বল স্নায়ুপুঞ্জে এবং দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রে বল সঞ্চারিত করিবে। মস্তিষ্কের তেজস্বিতা (এনার্জ্জি) বৃদ্ধি করিবে। ফলতঃ স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তি পুনরানয়নে ধাতুর পরিবর্ত্তন সম্পাদনে ইহার শক্তি অমোঘ। কয়েকদিন সেবন করিলেই রতি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, শুক্র গাঢ় হয়, শারীরিক ও মানসিক বলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

স্পারমাটোন—ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করে, শুক্রতারল্য নাশ করে, স্পারমাটোরিয়া, শুক্রমেহ ও স্বপ্নদোষ বন্ধ করে। ধাতু পুষ্টিকর ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্কের ক্লান্তি নাশ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ সাফ রাখে। সুস্থ দেহীর সেবনে উপকার আছে অপকার নাই। প্রত্যেক শিশির মূল্য ৩৲ টাকা, তিন শিশি ৮৷৷০, ডজন ৩০৲ টাকা।

মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

জারমলীন লিঃ

টেলিগ্রাম—"জারমলীন" কলিকাতা] ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [টেলিফোন—১৩৮৮ বড়বাজার]

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

বিশুদ্ধ আমেরিকান

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম /৫ ও /১০

হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসার ও কলেরা চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স, সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল, থার্ম্মোমিটার, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তক ইত্যাদি যাবতীয় ডাক্তারি সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। চিঠি লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

হ্যানিমানের—অনুরূপ প্রতিকৃতি (সাইজ ১৮ × ১৫ ইঞ্চ) এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ প্রতিকৃতি ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। মাশুল স্বতন্ত্র।

চৌধুরী ব্রাদার্স

কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট,

৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাবধান ! ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ জাল হইতেছে।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ।

বহুদিন যাবৎ সুপরীক্ষীত ও অব্যর্থ। সেবনে অতি দুর্দ্দান্ত পাগল ও ভাল হয়, সুনিদ্রা, শীঘ্র আহারে রুচি ও শরীর বলিষ্ঠ হয়। ইহা ডাঃ বি, দের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। এই ঔষধ ব্যবহারে কেহই বিফল মনোরথ হয় নাই, ইহা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত ও নির্দ্দোষ, সম্পূর্ণ নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। হতাশ হইবেন না, খাঁটী ঔষধ আমাদের নিকট পাইবেন ৭ দিনের ঔষধ ৩৷৷০ ; মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ বি, দের পাগলের মহৌষধ—১০, রাজা লেন, কলিকাতা

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযামিনীনাথ ও যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

TO LET

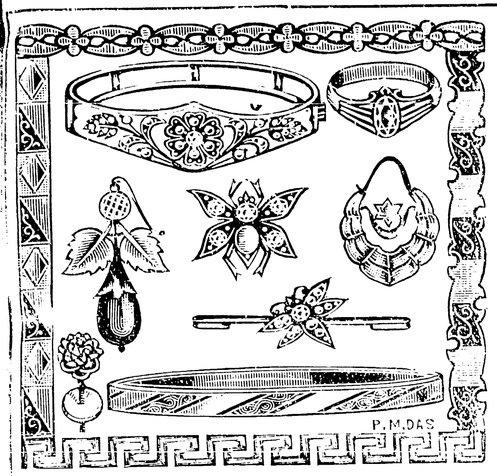

প্রধান পরিচালক

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র

উকিল হাইকোর্ট।

চন্দ্র এণ্ড সেন জুয়েলার্স

একমাত্র

গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মেতা

বিবাহের সকল প্রকার অলঙ্কার ও উপহারের জন্য সৌখিন গহনা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট ফেরৎ দিলে পান মরা বাদ না দিয়াই তাহা গিনি সোনার পুরাদামে খরিদ করি ; আমাদের প্রত্যেক গহনাতে C & S ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকে। ক্যাটলগের জন্য ।/০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন।

১১৬।১বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কংগ্রেস অফিস ও নায়ক অফিসের পার্শ্বে।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রসায়ন-অধ্যাপক

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এম,এ, মহোদয়ের আবিষ্কৃত

অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, বুকজ্বালা, শ্বেত ও রক্ত আমাশয়, ডিস্‌পেপসিয়া কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় উদর পীড়ায় অব্যর্থ ও অমোঘ।

লাইমোডাইন

সর্ব্বত্র - মূল্য ১৲ টাকা - পাওয়া যায়।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কস ১৫৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

কয়েকটি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ

"সি কে এস" দেশীয় ঔষধ "সি কে এস"

প্রদর, রজঃ দোষাদি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী-রোগ দূর করিতে সি—কে—এস **'অশোকা'**	দিনকানা, রাতকানা, চোখ উঠা, জ্বালা করা আদি চোখের সর্ব্বপ্রকার রোগে **'নেত্রামৃত'**
ম্যালেরিয়া আদি সর্ব্ব জ্বরে **'অমৃতাদি কষায়'** প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ	দেহের রক্তদুষ্টি দূর করিতে **'সুরবল্লী কষায়'** শরীর সুস্থ সবল সুন্দর করে
কাসরোগ, রক্তপিত্ত, উরক্ষত, স্বর-ভঙ্গ, হৃদরোগ আদির মহৌষধ **'দ্রাক্ষাসব'**	দাঁত এবং মাড়ি নীরোগ করিয়া দাঁত শুভ্র এবং মাড়ি শক্ত করিতে **দশনকান্তি চূর্ণ**
ক্রিমি রোগ নিরাময় করিয়া শিশুকে সুস্থ সবল করিতে **'কনকাষ্টক'** অতি নির্দ্দোষ অমোঘ ঔষধ	কেশের এবং মাথার সকল ব্যাধি দূর করিয়া কেশ-শ্রী বর্দ্ধন করিতে **জবাকুসুম** মনোরম সুগন্ধি কেশ-তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ

২৯. কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।